Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

37
1964-6

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

9

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Ananda Varta

BENGALI & ENGLISH

LIBRARY
Anandamayee Ashram

Vol. XII May, 1964 No. I

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

MATRI VANI

REVISED AND ENLARGED EDITION.

This small book contains a rare selection from the sayings of Mata Anandamayee, pearls of wisdom that were uttered in reply to letters from various people at different times.

They come from a great depth far beyond the dividing barriers of sect and creed and have a universal appeal to all human beings. They are sure to bring solace to the afflicted and sorrow-stricken and throw light on the razor's edge path of the seeker after Truth.

The revised and enlarged edition has been printed in very good paper with two new pictures of Mataji. Special care has been taken to make the binding and cover also more decent.

Price : Cheap edition—Rs. 1.50
Board bound—Rs. 2.50

Publishers : Shree Shree Anandamayee Sangha
Bhadaini, Varanasi.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আনন্দবার্ত্তার গ্রাহক-গ্রাহিকাদের সূচিত করা যাইতেছে যে কাগজের মূল্য, ব্লক বানাইবার ও ছাপাইবার খরচ এবং ডাক ব্যয়ের হারও ক্রমাগত বর্দ্ধিত হওয়ার জন্য আগামী মে, ১৯৬৪ সংখ্যা (Volume XII, No. 1) হইতে আমরা বাৎসরিক চাঁদার হার কিঞ্চিৎ বাড়াইতে বাধ্য হইতেছি।

ন্যায্য মূল্যে ভাল কাগজ ও আর্ট পেপার সংগ্রহ করা প্রায় দুঃসাধ্য হওয়া সত্ত্বেও আমরা পত্রিকার কলেবর এবং সৌষ্ঠবের যাহাতে কোনও হানি না হয় সেদিকে যথাসাধ্য লক্ষ্য রাখিয়া আসিতেছি। এই হেতু আমাদের অনেক সময় যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতিও বহন করিতে হইয়াছে। আমরা সেইজন্য আশা করিতেছি যে আনন্দবার্ত্তার সহৃদয় গ্রাহক গ্রাহিকাগণ পত্রিকার যৎসামান্য মূল্য বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও আমাদের সহিত আন্তরিক সহযোগিতা অটুট রাখিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

আনন্দ বার্ত্তার চাঁদার খাতায় শীঘ্রই যথাবিহিত পরিবর্তন করা হইবে। অবশ্য যাঁহারা ইতিমধ্যেই আগামী বৎসরের চাঁদা পাঠাইয়া দিয়াছেন তাঁহারা যতশীঘ্র সম্ভব অতিরিক্ত ১৲ টাকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

৩১শে মার্চ্চ, ১৯৬৪

কার্য্যকারী সম্পাদক
আনন্দবার্ত্তা

বর্দ্ধিত চাঁদার হার

ভারতে — বার্ষিক ৬৲ টাকা (ডাক ব্যয় সহ)
বিদেশে — বার্ষিক ৭-৫০ পয়সা (সাধারণ ডাকে)
„ ১৭-৫০ „ (বিমান ডাকে)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Ānanda Vārtā

A quarterly journal dealing mainly with the divine life and teaching of Shree Shree Ma Anandamayee and with other religio-philosophical topics

*

BOARD OF EDITORS

Mahamahopadhyaya Sri Gopinath Kaviraj, M. A., D. Litt.
Kumari Lalita Pathak, M. A.
Kumari Padma Misra, M. A., Acharya.
Kumari Bithika Mukerji, M. A., D. Phil.
Brahmacharini Atmananda.
Sri Sailesh Brahmachari.
Sri Amulya Kumar Dutta Gupta, M. A., B. L.
Sri K. Bose—*Managing Editor.*

*

Annual subscription (postage free) India—Rs. 6/- only
Foreign—(By Sea Mail) Rs 7·50 or 15 shillings or $ 2·00
(By Air-mail)—Rs. 17·50 or £ 1-10-0 or $ 4·50.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust Foundation

ĀNANDA VĀRTĀ

GENERAL RULES

1. The magazine is published in three separate editions—(1) Hindi-English (2) Bengali-English (3) English—in the first weeks of May, August, November and February. The year begins from May.

2. Subscriptions are always payable in advance. Foreign subscriptions may be sent either by International Money orders or Postal orders.

3. Subscriptions to be sent to :—

The General Secretary, Shree Shree Anandamayee Sangha, Bhadaini, Varanasi, (U. P.)

4. All correspondence regarding 'Ananda Varta' should mention without fail the subscription number and be addressed to :—

The Managing Editor, "Ananda Varta", Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhadaini, Varanasi, (U. P.)

5. Complaints about non-receipt of the magazine should be sent *by the second week of the month of publication.*

6. Any change of address should be intimated to the Managing Editor at the earliest possible opportunity.

7. Subscribers are requested not to dishonour any issue of the magazine sent by V. P. P., as this entails a loss to the Ashram fund. They may kindly inform us *beforehand* if they desire to discontinue subscribing to the magazine.

Published by Shri K. Bose, for
Shree Shree Anandamayee Sangha, Varanasi.
Printed at the Indian Press (Pte.) Ltd., Varanasi-Branch, VARANASI.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CONTENTS

Bengali Section

1. মাতৃ বাণী 1
2. ডায়েরীর কয়েক পৃষ্ঠা—গুরুপ্রিয়া দেবী 3
3. আনন্দম্—শ্রীবিভূপদ কীর্ত্তি 11
4. বেদান্তের কথা—স্বামী নারায়ণানন্দ তীর্থ 12
5. উনিশে বৈশাখ শ্রীঅমূল্য 19
6. শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ—শ্রীঅমূল্যকুমার দত্ত গুপ্ত, এম. এ., বি. এল. 20
7. কলিকাতায় মাতৃ-জন্মোৎসব—সৎসঙ্গী 36

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CONTENTS

English Section

1. Matri Vani ... 1
2. Pages from my Diary—Gurupriya Devi 3
3. A Life in Zen—Takashi Hirata ... 12
4. Birthday Celebrations at Almora—Kali Prasad 21
5. The Mother's Call—Prof. Batuk Nath Shastri M.A. 24
6. Modern Science and Indian Philosophy—
   Dr. B. L. Atreya M. A. D, Litt. 31
7. Old Diary Leaves—Atmananda ... 42
8. Matri Lila ... 46

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No...
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANAR..

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

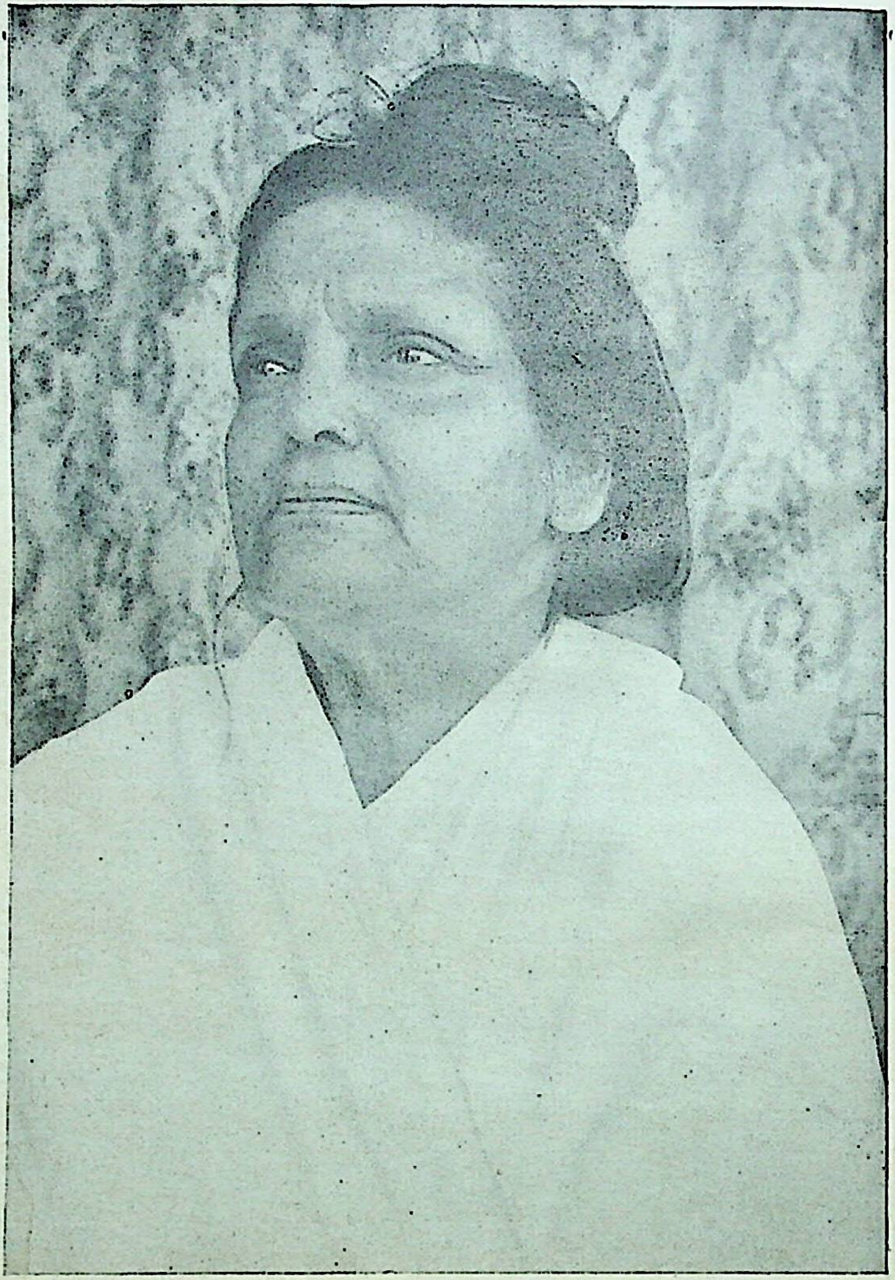

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Ananda Varta

"অমর আত্মা—অমর-পন্থী স্বয়ম্—আপনাতে আপনি।"

VOL. XII] MAY, 1964 [NO. 1

—ঃ মাতৃবাণী ঃ—

ভগবানের করুণা সব জায়গায় সব সময় বর্ষিত হচ্ছে। নিজেকে সেদিকে ধরে দিলেই তার প্রকাশ পাওয়া যায়। ভগবানের কৃপা সব সময় প্রার্থনা মানুষেরই কর্ত্তব্য।

* * *

মনের শান্তি পেতে হলে পরমার্থ পথের অনুকূল যে রূপ ও ভাব ভালবাসি বলে মনে আসে সেই মত ও পথ অনুসরণ করা। অন্তর্গুরুর যতক্ষণ প্রকাশ না হয় ততক্ষণ পরমস্থিতির দিক কোথায়?

* * *

সর্ব্বময় ভগবান—সকলের ঘটে মঠে একমাত্র তিনি। ভগবানকে যে ভালবাসতে চায় ভাগ্য—ভগবানের কৃপা। ভগবানেতে মানুষের প্রেম হওয়া। তাহা হইলেই শান্তি—আনন্দ। সর্ব্বদাই তাঁহার চরণ শরণ। মানুষেরই ভগবানকে পাওয়া। সত্যানুসন্ধানে রাস্তা খোলা।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুকরণ যদি ঠিক ঠিক হয় তবে গুরু কখনও ত্যাগ হয় না। সব সময় শিষ্যের কাছে গুরু বর্ত্তমান। ভগবানই মানুষের গুরু। তাঁহার উপরই নির্ভর রাখা। ক্রিয়া যোগাভ্যাস ইত্যাদি গুরু সান্নিধ্য ছাড়া হয় না। কিন্তু ধ্যানজপ যেখানে সেখানে হয়। অটল ধ্যান স্থির আসনে বসতে চেষ্টা করা মনটা শান্ত হওয়ার জন্য। মনটা পরমার্থ লক্ষ্যে রাখার চেষ্টা। তাহলেই শান্ত হওয়ার দিক খোলবার আশা।

* * *

ভগবৎ প্রেম মানুষেরই বাঞ্ছিত। যাঁর থেকে উৎপন্ন যিনি মাতা পিতা বন্ধু সখা স্বামী সব কিছু তিনি যার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করেছেন—যিনি স্তন্য সুধায় পুষ্ট করেছেন তাঁকে তুমি যা বলে সম্বোধন কর সেই শব্দটি ইচ্ছা হলে মনে স্মরণে সব সময় রাখা।

* * *

গুরু চাওয়া রূপে যিনি, প্রকাশ পাওয়া রূপেও তিনিই প্রকাশ হন। কিন্তু সাচ্চা চাওয়া আসা প্রয়োজন। সর্ব্বক্ষণ তাঁহাকে স্মরণ তাঁহারই অনুভূতির জন্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ডায়েরীর কয়েক পৃষ্ঠা

গুরুপ্রিয়া দেবী

১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬১—

মা দিল্লী আশ্রমেই আছেন। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রবাবু ইতিমধ্যে বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কোনভাবে মৃত্যুর মুখ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি মার দর্শন লাভের জন্য বিশেষ প্রার্থনা করায় মাকে আজ সকাল এগারটায় রাষ্ট্রপতি ভবনে লইয়া যাওয়া হইল। মার সঙ্গে পুষ্প, কমল ব্রহ্মচারী এবং আমি। মাকে সোজা উপরে লইয়া যাওয়া হইল। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রবাবু দেখিলাম এখনও বেশ দুর্ব্বল। মাকে খুব শ্রদ্ধা সহকারে অভ্যর্থনা জানাইলেন। মার সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ আধ্যাত্মিক বিষয়ে নানা কথা হইল। দেখিলাম ইহা সব রেকর্ড করা হইতেছে। মার নির্দ্দেশে পুষ্প দুইটি ভজন গাহিয়া সকলকে শুনাইল। রাজেন্দ্রবাবু বিশেষ প্রীত হইলেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক বিষয়ে প্রগাঢ় রুচি এবং সাধু মহাত্মাদের উপর বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি সত্যই লক্ষ্য করিবার জিনিষ। শারীরিক অসুস্থতা এবং তাঁহার কার্য্যকালও সম্পূর্ণ হইতেছে বলিয়া আগামী কয়েকমাসের মধ্যেই তিনি অবসর গ্রহণ করিতেছেন। অবসর গ্রহণ করিয়া তাঁহার পাটনাতে গিয়া শান্তিতে বসবাস করিবার ইচ্ছা। মাকে তিনি রাষ্ট্রপতি ভবনে ইতিপূর্ব্বেও দুই তিনবার লইয়া আসিয়াছেন। একবার ত মায়ের ভোগের ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। গত জুন মাসেও তিনি পুণা আশ্রমে আসিয়া মার দর্শন করিয়াছিলেন।

রাষ্ট্রপতি ভবন হইতে ফিরিবার পথে আমি পণ্ডিত নেহেরুর ওখানে ইন্দিরাজীর সহিত দেখা করিতে যাই। মা সোজা আশ্রমে চলিয়া যান। শুনিলাম আজই সকালে পণ্ডিতজী রাশিয়া পরিভ্রমণ করিয়া দিল্লীতে ফিরিয়াছেন। ইন্দিরাজী বিশেষ আগ্রহ সহকারে মার ভোগের জন্য রাশিয়া হইতে আনীত আঙ্গুর,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপেল এবং ফুটি দিয়া দিলেন। ফুটিটি দেখিতে বিরাট—একটি ঢোলকের মত। মা নিজ হস্তে সকলকে রাশিয়ার ফল বিতরণ করিলেন। মাকেও একটু খাওয়াইয়া দিলাম।

১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬১—

আজ আশ্রমে কয়েকজনকে প্রসাদ নিবার কথা বলা হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রীর বাসভবন হইতে শ্রীমতী বিমলাজীও প্রসাদ নিতে আসিয়াছেন। মিষ্টান্ন তাঁহার এত পছন্দ হইল যে তিনি যাইবার সময় বিশেষ আগ্রহ সহকারে ইন্দিরাজী ও পণ্ডিত নেহরুর জন্যও একটু মিষ্টান্ন সঙ্গে নিয়া গেলেন। ভদ্রমহিলার খুবই সরল সহজ স্বভাব।

১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬১—

বিকালে রেহানা মাঈ মার দর্শনের জন্য ২।৪ জনকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন। তিনি পণ্ডিত নেহরু এবং ইন্দিরাজীর শরীর রক্ষার উদ্দেশ্যে মহামৃত্যুঞ্জয় জপ করাইবার এক প্রেরণা অন্তর হইতে পাইয়াছেন। ৺কমলা নেহরুর নিকট হইতেও নাকি তিনি এই প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। রেহানা মাঈ বলিলেন— "আপনার উপর ইহার ভার দিয়া আমি খালাস। কমলার "খাস্" মা আপনি। আপনি যাহা আদেশ করিবেন তাহাই হইবে।" মা বলিলেন—"এ শরীর তো সৎ শুভ অনুষ্ঠান যদি কেহ করিতে চায় করিতেই বলে। আদেশের কি প্রশ্ন ?" কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিয়া রেহানা মাঈ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ইনি একজন মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী কৃষ্ণ সাধিকা। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার সহজাত কৃষ্ণ প্রেম। শুনিয়াছি তাঁহার বিবাহ স্থির হইয়াছিল। কিন্তু মুসলমান বলিয়া ভাবী স্বামী বলিয়াছিলেন যে তাঁহাদের ওখানে কৃষ্ণ নাম ইত্যাদি চলিবে না। ইহা শুনিয়া রেহানা সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ করিতেই সম্পূর্ণ অস্বীকার করিলেন। আর কখনও বিবাহের প্রস্তাব আসে নাই। ইনি মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে অনেক দিন ছিলেন। অনেকেই তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার লিখিত Heart of a Gopi পুস্তকটি বিশেষ প্রসিদ্ধ। শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার রায়ের রচিত সঙ্গীত "সেই বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম সখী আজও মনে পড়ে"—এই বইয়েরই একটি গীতছবি।

১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬১

আজ ভোরে মা জয়পুর আসিয়া পৌঁছিলেন। এখানকার পুরাতন ভক্ত শ্রীমদন মোহন বর্ম্মাজীর বিশেষ প্রার্থনায় এবার মার জয়পুর আগমন। বর্ম্মাজীর নূতন বাড়ীর উদ্ঘাটন উপলক্ষ্যে মার গত এপ্রিল মাসেই আসার কথা ছিল। কিন্তু তখন কবিরাজ মহাশয়ের অসুস্থতার জন্য আসা সম্ভব হয় নাই। ইতিমধ্যে বর্ম্মাজীর গৃহপ্রবেশ হইয়া গিয়াছে। তাই মাকে নিকটেই অপর একটি নূতন বাড়ীতে রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

শ্রীমতী কমলা মোহনলাল ও আনন্দ এখানেই আছে। আনন্দ আজকাল এখানে রাজস্থান গভর্ণমেণ্টের ডেপুটী সেক্রেটারী। ইহারা শিশুকাল হইতেই মার নিকট আসা যাওয়া করে। কমলা মার জন্য দেখিলাম সব সুন্দর করিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিয়াছে।

ইতিমধ্যে একটি দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। মার সঙ্গে দেরাদুনের ৺পরশুরামজীর ছেলে বিক্রমও আসিয়াছে। ছেলেটির মাথাটা ভাল না। তাই মা তাহাকে কয়েকদিন হয় সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেছেন। আমাদের সঙ্গে বর্ম্মাজীর বাড়ী পর্য্যন্ত আসিয়াছে। তাহার পর আর কোথাও তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। পুলিশেও সংবাদ দেওয়া হইল। কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই নিরর্থক হইল। আমাদের সকলেরই মনটা বিশেষ খারাপ হইয়া গেল। মার সঙ্গে থাকিয়াও ছেলেটির এইরূপ হইয়া গেল।

বিকালে আনন্দ মাকে একটু বেড়াইতে লইয়া গেল। স্থানীয় গণেশজীর মন্দির অতি প্রসিদ্ধ। মাকে সেখানেও নিয়া গিয়াছিল। রাত্রের সৎসঙ্গ বর্ম্মাজীর বাড়ীতেই প্যাণ্ডালে হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬১—

আজ সকালে মার সঙ্গে সকলে বিখ্যাত গোবিন্দজীর মন্দির দর্শনে গেলেন। মা গোবিন্দজীকে দেখিয়াই বলিলেন—"প্রথমবার যখন অখণ্ডানন্দের সঙ্গে এখানে আসা হয়েছিল তখন দেখা গিয়েছিল গোবিন্দজী যেন মাটিতে দাঁড়ান। সিংহাসন, রাধা, সখী প্রভৃতি কিছুই তখন দেখা যায় নাই। এখন যেমন গোবিন্দজীর রাজবেশ পরা তাহাও নয়। অল্প কাপড় পরা—মাটিতে দাঁড়িয়ে আছেন। এই রূপটিই সেবার দেখা হয়েছিল।" গোবিন্দজীর মন্দির দেখিয়া সকলেই বিশেষ আনন্দিত হইলেন।

২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬১—

বিক্রমের কোন খবরই বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও পাওয়া গেল না। মাকে আজ মহীশূরের প্রথম মহারাণী সত্যপ্রেম কুমারী (ইনি এখানেই থাকেন) তাঁহার বাসায় লইয়া গেলেন। সেখান হইতে আচরোলের রাজবাড়ীতে মাকে নিয়া যাওয়া হইল। আচরোলের রাজা সাহেব শ্রীযুক্ত হরি সিং সত্যপ্রেমকুমারীর ভগ্নীপতি। উভয় স্থানেই মাকে বিশেষ অভ্যর্থনা জানান হইল।

আজ রাত্রি একটায় মা দিল্লী রওনা হইলেন।

২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬১—

মা দিল্লী আশ্রমে আছেন। সকালে ইন্দিরাজী ফোনে বলিলেন যে তিনি আজ আশ্রমে আসিয়া প্রসাদ নিবেন এবং পরে মার সঙ্গে কথা বলিবেন। বেলা ১২টার সময় ইন্দিরাজী, ছেলে সঞ্জয় এবং আরও ২।৩ জন সঙ্গে আসিলেন। তাঁহারা সকলে বিশেষ আনন্দ সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। বাঙ্গালী রান্না ইন্দিরাজী বেশ আদর সহকারে খাইলেন। মাও ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহাদের খাওয়া দেখিতেছিলেন। খাওয়াদাওয়া সমাপ্ত হইলে ইন্দিরাজী আসিয়া মার ঘরে বসিয়া মার সঙ্গে একান্তে কিছু কথা বলিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিকালে জয়পুর হইতে ফোনে সংবাদ আসিল যে বিক্রমকে জয়পুর স্টেশনের ক্যান্টিনের পিছনে পুলিশরা খুঁজিয়া পাইয়াছে। সকলেই শুনিয়া বিশেষ নিশ্চিন্ত হইল। মা বলিলেন—"এ শরীরটা প্রথম দিনই গণেশজীকে বলে এসেছিল—তুমি ওর "দেখ্‌ভাল্" করো।" গোবিন্দজীকেও বলে আসা হয়েছিল। কার কাছে আর ওকে রেখে আসব বল? তাই গণেশজী ও গোবিন্দজীর কাছেই ওর ভার দিয়ে এসেছিলাম। মুন্নিকে (বিক্রমের বোন) এখনই বলে দেও সে যেন গণেশজীকে ১০১৲ ভোগ দেয়।"

২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬১—

আজ কথা প্রসঙ্গে মা আশ্রমের ছেলেমেয়েদের বড় সুন্দর কয়েকটি কথা বলিলেন—"তোমরা এ পথে এসেছ বিশ্ব জয় করতে। এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি। এক আত্মা—এই তো তোমাদের দিক। নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্য রাগারাগি কথা কাটাকাটি বৈষম্য ভাব না রাখা। প্রীতির ভাব রাখলে শীলতা বৃদ্ধি হয়। যদি কাহারো কথায় মন খারাপ হয় তবে বিষের মত তা খেয়ে ফেলা। তোমরা সকলেই ভাল ভাল ভাল। ভাল হয়ে আলো কর।"

২রা অক্টোবর, ১৯৬১

ইন্দিরাজী বিশেষ অনুরোধ জানাইয়াছেন মা যেন কৃপা করিয়া একবার তাঁহাদের বাড়ীতে আসেন। সন্ধ্যাবেলা বিমলাজী আসিয়া মাকে প্রধান মন্ত্রী ভবনে নিয়া গেলেন। সঙ্গে চিন্ময়ানন্দ, পুষ্প, চিত্রা এবং আমি। সুন্দর বাগানের মধ্যে দেখা গেল মার বসিবার স্থান করা হইয়াছে। ইন্দিরাজী মা গিয়া পৌঁছিবার একটু পরেই আসিলেন। বলিলেন তাঁহার ছোট ছেলেটির হঠাৎ জ্বর আসিয়াছে। তাই সময় মত নীচে আসিয়া মাকে অভ্যর্থনা জানাইতে পারেন নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। একটু পরেই পণ্ডিত নেহরুও আসিয়া মার নিকট বসিলেন। আমরা সকলে একটু দূরে সরিয়া গেলাম। পণ্ডিতজী মার সঙ্গে একান্তে প্রায় আধঘণ্টা খানেক কথা বলিলেন। দূর হইতে আমাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিতে খুবই আনন্দ হইতেছিল। শান্ত বাতাবরণের ভিতর মা বসিয়া আছেন। আর তাঁহার পদতলে বসিয়া ভারতের রত্ন জওহরলালজী স্তব্ধ ভাবে মায়ের মুখ নিঃসৃত কথা শুনিতেছেন। মার গলায় একটি চন্দনের মালা ছিল। মা সেটি পণ্ডিতজীর গলায় পরাইয়া দিলেন। পণ্ডিতজী কথা শেষ করিয়াই বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার সারাদিন প্রায় নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই। ইন্দিরাজীও বলিতেছিলেন যে সারাদিনে তাঁহার সঙ্গেও প্রায় দেখা হয়না বলিলেই হয়।

পণ্ডিতজী চলিয়া গেলে মা ইন্দিরাজীর সঙ্গে একটু কথা বলিলেন। প্রধান মন্ত্রীর বাড়ীর অন্যান্য সকল কর্ম্মচারীরাও আসিয়া মাকে একে একে প্রণাম করিয়া গেলেন। মা উঠিলে ইন্দিরাজী তাঁহাকে অফিসের ভিতর দিয়া হলের মধ্যে দিয়া নিয়া আসিয়া গাড়ীতে উঠাইয়া দিলেন। লক্ষ্য করিলাম ইন্দিরাজী খালি পায়েই মার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছেন। ইহাদের সকলের শ্রদ্ধা ভক্তি ও ভদ্রতা বোধ সত্যই বিশেষ লক্ষ্য করার জিনিষ। শুনিলাম আগামীকাল সকালেই পণ্ডিতজীর সঙ্গে ইন্দিরাজীও মাদুরা রওনা হইয়া যাইতেছেন।

মার সঙ্গে পণ্ডিতজীর কি কি কথা হয় তাহা মা প্রকাশ করিলেন না। তবে কথা যে আধ্যাত্মিক বিষয়ে তাহা বুঝিলাম। মা আনন্দের সহিত বলিলেন—"বেশ ধরবার দিক আছে।"

৮ই অক্টোবর, ১৯৬১

আজ সকালে মা দিল্লী হইতে কানপুর আসিয়া পৌছিলেন। ষ্টেশনে সীতারাম জয়পুরিয়াজী, কাশীপ্রসাদ, জিতেনদা প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। মাকে সোজা জয়পুরিয়া হাউসে লইয়া আসা হইল।

এবার জয়পুরিয়াদের বিশেষ আগ্রহে মার উপস্থিতিতে এখানে দুর্গাপূজা হওয়ার কথা। মা সেই উপলক্ষেই আসিয়াছেন। মার জন্য অতি সুন্দর একটি ফুঁসের কুটিয়া বাগানের মধ্যে বানান হইয়াছে। তাহার সঙ্গেই সব রকম ব্যবস্থা করা আছে। জয়পুরিয়াদের নিখুঁত ব্যবস্থা, অতিথি পরায়ণতা এবং সেবা ভাব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতুলনীয়। বহু স্থানে বহু বড় বড় লোকের ব্যবস্থা দেখিবার সুযোগ আমাদের হইয়াছে। কিন্তু কানপুরে জয়পুরিয়াদের ব্যবস্থা অদ্বিতীয় বলিলেও কিছুই অত্যুক্তি হইবেনা।

দেখিলাম বাড়ীর ভিতর যেন ছোটখাট কুম্ভমেলার ক্যাম্প বসিয়া গিয়াছে। বাগানের ভিতর সারি সারি সব তাঁবু ফেলা হইয়াছে। প্রতিটি তাঁবু সাজান গুছান। বিশাল অতিথিশালাত আমাদের জন্য ছাড়িয়াই দিয়াছে। Tennis Courtএর উপর বিরাট প্যাণ্ডেল বানান হইয়াছে। পাকশালা, ভোজনশালা কিছুরই অভাব নাই। সীতারামজী ও কাশীপ্রসাদ (তাঁহার ভাগিনেয়) দুইজনে দিনরাত হাসিমুখে পরিশ্রম করিতেছেন। কাশীপ্রসাদজীর ন্যায় কর্ম্মকুশল ও বুদ্ধিমান লোক সত্যই দুর্লভ। সর্ব্বদা হাসিমুখেই আছেন। প্রতিটি কর্ম্মচারী এমন কি দারোয়ান পর্য্যন্ত সেই ভাবেই যেন শিক্ষিত। সকলের আদব কায়দা এবং ভদ্রতা বোধ সত্যই দেখিবার জিনিষ।

১৪ই অক্টোবর, ১৯৬১

জয়পুরিয়াজীদের বাড়ীতে নবরাত্রির পূজা চলিতেছে। আগামী কাল ষষ্ঠী। মহালয়ার দিন হইতেই প্রবল বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে। কানপুর সহরে এত বৃষ্টি নাকি সমস্ত বর্ষাতেও কখনও হয় নাই। মার ঘরেও জল ঢুকিয়াছিল। তাঁবুগুলি সব জলে জলময়। প্যাণ্ডেলের ভিতরেও জল পড়িতেছে। জল দেবীর গায়েও যে ২।৪ ফোঁটা না পড়িয়াছে তাহা নয়। মায়ের লীলা বোঝা ভার। সীতারামজী নিজে দাঁড়াইয়া সারারাত ব্যবস্থার নির্দ্দেশ দিতেছেন সকলেই মার নিকট একান্ত প্রার্থনা জানাইতেছেন যাহাতে এত সমস্ত আয়োজন পণ্ড না হইয়া যায়।

১৯শে অক্টোবর, ১৯৬১

পঞ্চমী পর্য্যন্ত মূষলাধারে বৃষ্টি হইয়া ষষ্ঠীর দিন ভোরে হঠাৎ রৌদ্রের মুখ দেখা দিয়াছিল। পূজার চার দিন আর বৃষ্টি হয় নাই। শুধু সপ্তমীর দিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ এক মিনিটের জন্য জোর বৃষ্টি হইয়া বন্ধ হইয়া যায়। সহরে সেদিন অনেকক্ষণ যাবৎ প্রচণ্ড বৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু পূজা স্থানে সামান্য এক মিনিটের বেশী পড়িতে না পড়িতেই বন্ধ।

জয়পুরিয়াদের বাগানের মধ্যে একটি প্রাচীন বটগাছ। মা ইতিমধ্যে একদিন ঘুরিতে ঘুরিতে সেখানে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং গাছটিকে যেন প্রদক্ষিণের মত করিলেন মনে হইল। পরে জানা গেল এই স্থানটির কিছু বিশেষত্ব আছে। এখানে নাকি নিত্য পূজা করা হয়। মা অবশ্য বাহিরের দিক দিয়া এসব জানিতেন না।

আজ বিজয়া দশমী। বিরাট আড়ম্বরের সহিত মার উপস্থিতিতে মহানন্দে পূজা সমাপ্ত হইয়া গেল। এবার বিদায়ের পালা।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দম্

বিভুপদ কীর্ত্তি

কেবল আমায় বলতে দিও
বলার মত করে
অন্তঃপুরে প্রাণের সুরে
সকল কণ্ঠ ভরে।
বলুক আমার কান্নাহাসি—
বন্ধু, তোমায় ভালবাসি,
এই ত তুমি রয়েছ মোর
গভীর অন্তরে।

যেখান থেকে অশ্রু আসে
রয়েছ সেইখানে।
যেখানে প্রাণ আপনারে
সত্য বলে জানে,
কথা যেমন বিনা ভাষায়
ফুটে ওঠে অরূপ আশায়—
পুষ্প হয়ে মর্ম্ম বাণী
পড়ুক পায়ে ঝরে।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেদান্তের কথা

স্বামী নারায়ণানন্দ অর্থ

(পুর্ব্বানুবৃত্তি)

সৎ, অসৎ ও মিথ্যা এই তিনটি এখন একটু বিচার করা প্রয়োজন। সৎ বা সত্য বস্তু তাহাকে বলে যাহা তিন কালেই সমানভাবে বিদ্যমান থাকে। ভূতকালে, বর্ত্তমানকালে এবং ভবিষ্যকালে যে বস্তুর সমভাবে অস্তিত্ব আছে তাহাকে সৎ বা সত্য বস্তু বলে। একটু স্থির চিত্তে বিচার করিলেই দেখা যাইবে এই সৃষ্টিতে এমন কোন বস্তু নাই যাহা একই অবস্থায় চিরকাল আছে। যাহা সৃজন হইয়াছে তাহার ষট্‌বিকার অর্থাৎ জন্ম, সত্তালাভ, পরিণাম, বৃদ্ধি, হ্রাস, বিনাশএর ছয়টি বিকার বা পরিবর্ত্তন অবশ্যই আছে। আজ হউক, কাল হউক, কি লক্ষ বৎসর, কি কোটি বৎসর পরই হউক জগতের সব বস্তুরই অভাব বা নাশ হইবেই হইবে। এমন যে বৃহৎ সূর্য্য যাহা আমাদের এই পৃথিবী হইতে বহুগুণ বড় এবং যাহার আবির্ভাব বহুকোটি বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছে তাহাও একদিন না একদিন নাশ হইবে। আমরা এমন কোন বস্তুর কল্পনা বা ধারণা করিতে পারি না যাহার নাশ নাই অর্থাৎ যাহা চিরকাল একই অবস্থায় থাকিবে। ব্রহ্ম ছাড়া আর যত কিছু বা যাহা কিছু আছে সবই নশ্বর বা নাশবান বস্তু। "যিনি কোন দেশ বিশেষ বা কোন কালবিশেষের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন, অথচ সকল বস্তুরই যিনি আত্মা, যাঁহা হইতে পৃথকভাবে কোন বস্তুই থাকিতে পারে না ; সুতরাং যিনি অণু হইতেও অণুতর, অথচ মহৎ হইতে মহত্তর, সেই সর্ব্ব প্রমাণের একমাত্র প্রমেয় সর্ব্বাত্মাই ব্রহ্ম।" একমাত্র ব্রহ্মই অবিনশ্বর বা শাশ্বত। "নেতি নেতি" করিয়া বিচার করিলেও দেখা যাইবে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত বস্তু আছে সবই নশ্বর সবই নাশবান, সবই অস্থায়ী। উদাহরণ স্বরূপ মনে করুন, ভাস্কর একখণ্ড পাথর লইয়া বসিয়াছেন শিব গড়িবেন বলিয়া। ভাস্কর বা শিল্পী কি করিতেছেন ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজ অস্ত্র দ্বারা শিব নির্ম্মাণ করিতে যে পাথর লাগিবে না অর্থাৎ যাহা অ-শিব তাহা কাটিয়া কাটিয়া বাদ দিয়া ফেলিতেছেন! সকল অ-শিব চলিয়া গেলে যাহা অবশিষ্ট থাকিয়া যায় তাহাই শিব। তদ্রূপ এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি বস্তুর মধ্যেই "ব্রহ্ম" ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছেন। "নেতি নেতি"—"ন ইতি ন ইতি"—ইহা নয়, ইহা নয়, করিয়া বিচার দ্বারা অ-ব্রহ্ম যাহা তাহা দূরীভূত হইলে যাহা বাকী থাকিবে তাহাই "ব্রহ্ম"।

বেদাদি শাস্ত্রে ব্রহ্মের স্বরূপ যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। "কালত্রয়াবাধিতং ব্রহ্ম", অর্থাৎ গত, অনাগত ও বর্ত্তমান তিন কালের মধ্যে কোন কালেই যাঁহার "বাধ" অর্থাৎ অপ্রতীতি বা অভাব হয় না, তাঁহাকে "ব্রহ্ম" কহে।

২। "অনাদ্যনন্তং ব্রহ্ম", অর্থাৎ যাঁহার আদি নাই এবং অন্তও নাই, তাঁহাকে "ব্রহ্ম" কহে।

৩। "নিত্যং বা সত্যাত্মকং ব্রহ্ম", অর্থাৎ যিনি নিত্য বা সত্য স্বরূপ তিনিই কেবল "ব্রহ্ম" নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

৪। "অখণ্ডাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম", তাৎপর্য্য এই, যিনি অখণ্ড অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন বা পূর্ণ এবং যিনি অদ্বিতীয় অর্থাৎ যিনি সজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত ভেদরহিত তিনিই "ব্রহ্ম"।

৫। "পাদচতুষ্টয়াত্মকং ব্রহ্ম", তাৎপর্য্য এই যিনি একমাত্র অখণ্ডাদ্বিতীয় হইয়া ও চারিপাদে অর্থাৎ বিশ্ব ও জীব সমূহে একপাদ এবং আকাশে অমর অংশ তিনপাদে বিরাজিত তিনিই "ব্রহ্ম"।

৬। "স্বয়ং প্রকাশাত্মকং ব্রহ্ম" অর্থাৎ যিনি কার্য্যকারণাত্মক সমস্ত বিশ্বের একমাত্র প্রকাশক, দ্রষ্টা বা বিজ্ঞাতা হইয়াও যিনি স্বয়ং প্রকাশ তিনি "ব্রহ্ম" নামে অভিহিত হন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭। "সগুণ নির্গুণ স্বরূপং ব্রহ্ম" অর্থাৎ সগুণ ও নির্গুণ উভয়ই যাঁহার স্বরূপ তিনিই "ব্রহ্ম" পদ বাচ্য।

৮। "সকলাবস্থা বাধিতং ব্রহ্ম", অর্থাৎ জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি কোনই অবস্থাতে যাঁহার বাধ হয় না তাঁহাকে "ব্রহ্ম" কহে।

৯। "দেশতঃ কালতো বস্তুতঃ পরিচ্ছেদ বিরহিতং ব্রহ্ম" অর্থাৎ যিনি দেশ, কাল ও বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ যিনি সকল দেশে, সকল কালে এবং সকল বস্তুতে, সর্ব্বদা সমান ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন তিনিই "ব্রহ্ম" নামে কথিত হইয়া থাকেন।

১০। "ইন্দ্রিয়াতীতং ব্রহ্ম" অর্থাৎ অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অরস ও অগন্ধ হইবার কারণ নেত্রাদি ইন্দ্রিয় নিচয় যাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারেনা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা যাঁহাকে জানা যায় না তাঁহাকে "ব্রহ্ম" কহে।

১১। "সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" অর্থাৎ যিনি সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ তিনি "ব্রহ্ম" নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

১২। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" অর্থাৎ যিনি সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ তিনি "ব্রহ্ম" পদ বাচ্য।

১৩। "সর্ব্বপরিপূর্ণং ব্রহ্ম" অর্থাৎ যিনি সর্ব্বব্যাপক তিনিই "ব্রহ্ম"।

১৪। "অস্তিভাতি প্রিয়াত্মকং ব্রহ্ম" অর্থাৎ যিনি অস্তি, ভাতি ও প্রিয় রূপ হন অর্থাৎ যিনি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ তিনিই "ব্রহ্ম"।

১৫। "জগদধিষ্ঠানাত্মকং ব্রহ্ম", তাৎপর্য্য যিনি এই কার্য্য কারণাত্মক সম্পূর্ণ জগতের অধিষ্ঠান বা আধার স্বরূপ তাঁহাকে "ব্রহ্ম" কহে।

১৬। "ষড়্ বিকার বিরহিতং ব্রহ্ম" অর্থাৎ যিনি উৎপত্তি, স্থিতি, বৃদ্ধি পরিণাম, অপক্ষয় এবং বিনাশ এই ছয় প্রকার বিকার বিরহিত হইয়া থাকেন, তিনিই "ব্রহ্ম" নামে কথিত হইয়া থাকেন।

১৭। "প্রমাতৃ চৈতন্যাত্মকং ব্রহ্ম" তাৎপর্য্য এই যিনি প্রমাতৃ চৈতন্যস্বরূপ হন অর্থাৎ যিনি অসঙ্গরূপে দ্রষ্টা বা বিজ্ঞাতা হইয়া থাকেন তিনিই "ব্রহ্ম" নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৮। "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম", "নির্ম্মলং নিষ্কলং ব্রহ্ম", "শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপং ব্রহ্ম", "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম", "প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং ব্রহ্ম" ইত্যাদি অনেক প্রকারে "ব্রহ্ম" শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছেন।

অসৎ তাহাকে বলে যাহার কোন কালেই অস্তিত্ব নাই এবং তাহার উপলব্ধিও নাই। সতের বিপরীত অসৎ বা অসত্য। যেমন বন্ধ্যাপুত্র, শশশৃঙ্গ বা আকাশ কুসুম। ইহারা কোন কালেই নাই, কেবল কতগুলি শব্দ মাত্র। ইহাদের কোন অর্থই নাই। যে স্ত্রীর সন্তানাদি হয় নাই তাহাকে বন্ধ্যা বা বাঁঝা বলে, অতএব বন্ধ্যাপুত্র শব্দের কোনই অর্থ হয় না। ইহা একটি অলীক বস্তু। সেই প্রকার শশশৃঙ্গ বা আকাশ কুসুমও বুঝিতে হইবে।

বেদান্ত শাস্ত্রে মিথ্যা শব্দের অর্থ অসত্য নহে। সৎ ও অসতের মাঝামাঝি যাহা, তাহাই মিথ্যা অর্থাৎ তাহা কোন কালেই নাই, কিন্তু তথাপি তাঁহার প্রতীতি বা উপলব্ধি হয়। এই প্রতীতি বা উপলব্ধিও যে চিরকাল থাকিবে, তাহাও নহে। জগৎ মিথ্যা ও ব্রহ্ম সত্য এই জ্ঞানের পরিপক্ক অবস্থাতে দেহাদি উপাধির নাশ হইলে এই প্রতীতি বিলয় প্রাপ্ত হয়। এই মিথ্যার যাহা অধিষ্ঠান অর্থাৎ যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া এই মিথ্যার জ্ঞান হইতেছে, সেই যে ব্রহ্ম, তাঁহার সাক্ষাৎকার হইলেই সমূলে এই অজ্ঞানের নাশ হয়। এই অজ্ঞানের নাশে মিথ্যার আর প্রতীতি বা উপলব্ধি হয় না।

এই মিথ্যাটি আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। মিথ্যা মানে যাহা যা নয়, তাহাকে তা দেখায়। উদাহরণ দ্বারা ইহা বুঝা সহজ হইবে। মনে করা যাক অন্ধকার রাত্রে একখণ্ড রজ্জু বা দড়ী পড়িয়া আছে। প্রকাশের অল্পতা হেতু ঐ রজ্জুকে রজ্জু না দেখিয়া সর্প বলিয়া ভ্রম হয়। বাস্তবিক পক্ষে রজ্জু সর্প নহে কিন্তু আলোর স্বল্পতাবশতঃ রজ্জুকে সর্প বলিয়া মনে হইতেছে। যখন সর্প বলিয়া ধারণা হয় তখন সত্য সর্প দেখিলে যেমন ভয়ের উৎপাদন করিয়া থাকে ঠিক তদ্রূপ ভীতি উৎপাদন করে। বাস্তব পক্ষে কিন্তু সেখানে সর্প কোন সময়ই নাই। দর্শকের নিকট প্রকাশের বা আলোর অল্পতাহেতু রজ্জুকে রজ্জু না দেখিয়া তিনি সর্প দর্শন করিতেছেন। ইহাকেই বলে মিথ্যা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্য বস্তু রজ্জু সেখানে বর্ত্তমান। কিন্তু রজ্জুকে রজ্জু না দেখিয়া যে সর্প দেখান হইল ইহাই হইল অজ্ঞানের কার্য্য বা অজ্ঞানের চাতুর্য্য। আর একটি উদাহরণ লইয়া দেখা যাউক। মরুভূমি তাহাকে বলিয়া থাকে যেখানে বালুকারাশি ছাড়া আর কিছুই নাই। কিন্তু বেলা দ্বিপ্রহরের সময় যখন সূর্য্যের রশ্মি ঐ মরুভূমির বালুকারাশির উপর পড়ে তখন দূর হইতে উহা জল বলিয়া মনে হয়। উহা এমনই সত্য বলিয়া মনে হয় যে তৃষিত মৃগ উহার তৃষ্ণা নিবারণের জন্য ঐ দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে উহার দিকে ধাবিত হয়। যতই সে জলভ্রমে উহার দিকে অগ্রসর হয় ততই ঐ মিথ্যা জল উহা হইতে দূরে আরও দূরে গমন করিয়া থাকে। ফলে নিরীহ তৃষিত মৃগ জলের জন্য দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এক বিন্দু জলও বেচারা ঐ তৃষ্ণাতুর মৃগ প্রাপ্ত হয় না। জলভ্রমে অবোধ পশুই যে উহার পানে ধাবিত হয় তাহাই নহে। কোন কোন মূর্খ তৃষ্ণাতুর পথিকও জলভ্রমে উহার দিক্ষে অগ্রসর হইয়া প্রতারিত হয়। ভাগ্যগতিকে তাহার সহিত যদি কোন বুদ্ধিমান মনুষ্যের দর্শন হয় তাহা হইলে তিনি বলেন, হে তৃষিত ভ্রান্ত মানব! তুমি জলভ্রমে যাহার দিকে ধাবিত হইতেছ, উহা বাস্তবিক কিন্তু জল নহে। উহা উত্তপ্ত বালুকারাশি মাত্র। সূর্যের কিরণ বিভিন্ন স্তরের বালুর মধ্য দিয়া আসিয়া বালুর উপর পতিত হওয়ায় উহা প্রতিসৃত (Refracted) হইয়া তোমার নিকট জল বলিয়া মনে হইতেছে। তুমি যদি অনন্ত কাল ধরিয়াও উহার দিকে দৌড়াও তথাপিও তুমি কখনও জলপ্রাপ্ত হইবে না। উহা একটি মিথ্যা বস্তু। উহা বালুকারাশি ব্যতীত অপর কিছুই নহে। বালুকাকে বালুকা না দেখিয়া যে তুমি জল দেখিতেছ ইহাই অজ্ঞানের চাতুরী। মিথ্যা যে সত্যবস্তুকে আশ্রয় করিয়া তাহার খেলা দেখায় তাহাকে বেদান্তশাস্ত্র বলেন অধিষ্ঠান। যদি সত্য বস্তু একটা কিছু না থাকিত তাহা হইলে মিথ্যা তাহার ভোজবাজি বা ইন্দ্রজাল দেখাইতে সক্ষম হইত না। এই স্থানে সত্য বস্তু বা অধিষ্ঠান রজ্জু ও মরুভূমি এবং মিথ্যা সর্প ও মরীচিকা।

এখন বিচার করিয়া দেখা যাউক জগৎ কি? যাহা সদাই পরিবর্ত্তনশীল তাহাই জগৎ। সংস্কৃত ভাষায় "গম্" ধাতুর অনন্তর "ক্বিপ্" প্রত্যয়ের দ্বারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"জগৎ" হইয়াছে। গম্ ধাতুর অর্থ যাওয়া, চলন, গতি ইত্যাদি। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যাহা আমরা আমাদের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা দেখি, শুনি, আঘ্রাণ করি, স্বাদ গ্রহণ করি, স্পর্শ করি এমন কি মন দ্বারা চিন্তা করি তাহা সবই গতিশীল বা পরিবর্ত্তনশীল। যাহাতে গতি আছে তাহাই পবিবর্ত্তনধর্ম্মী। নদীর স্রোতের ন্যায় এই জগৎ প্রতিক্ষণ বদলাইয়া যাইতেছে। যেমন প্রবাহমান নদীর জল এই মুহূর্ত্তে যাহা দেখা বাইতেছে তাহা আর পরমুহূর্ত্তে নাই। উহা প্রতি ক্ষণে সরিয়া যাইতেছে তেমনি এই পঞ্চভূতাত্মক জগৎটাও মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বদলাইয়া যাইতেছে। আমাদের স্থূল দৃষ্টিতে উহা স্থির বলিয়া মনে হইলেও বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু উহা স্থির নয়। উহা গতিশীল বা চঞ্চল। বর্ত্তমান যুগের আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসকরা বলিয়া থাকেন আজ আমাদের শরীরে যে সব কোষ বা cells আছে তাহা ছয় বৎসর পর আর একটিও থাকিবে না। প্রতিক্ষণে ঐ সব কোষ বা cells পরিবর্ত্তিত হইয়া ছয় বৎসর পর পুরাতনের স্থলে নবীন কোষ বা cells আসিয়া পূর্ণ করে। সার কথা হইল যাহা পরিবর্ত্তনশীল বা গতিশীল তাহাই জগৎ আর যাহা স্থির বা অপরিবর্ত্তনশীল, তাহাই নিত্য, তাহাই ব্রহ্ম।* এই ভুবন মধ্যে একমাত্র পরমাত্মা বা ব্রহ্মই বিদ্যমান আছেন। তিনিই অগ্নিরূপে, সলিলে সন্নিবিষ্ট আছেন "একো হংসো ভুবনস্যাস্য মধ্যে, স এবাগ্নিঃ সলিলে সন্নিবিষ্টঃ।" শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৬।১৫

উপরোক্ত মূল শ্লোকটির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় "জগন্মিথ্যা" শব্দটি আছে। মিথ্যা শব্দের বিচার করিতে গিয়া দেখা হইয়াছে "যাহা যা নয় তাহাকে তা দেখাই মিথ্যা"। "এই জগৎপ্রপঞ্চ মিথ্যা" এই জ্ঞানের ফলে জগতের যাবতীয় বস্তুতে বৈরাগ্য আসে এবং জ্ঞানের উদয়ে এই জগৎ প্রপঞ্চে যে

---

* কোন প্রসিদ্ধ মহাত্মা সংসার সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বলিতেছেন—"সংসার তাহা যাহা আমরা সদা ধরিয়া রাখিতে চাই কিন্তু বহু চেষ্টায়ও যে আমাদের ধরার মধ্যে আসে না এবং স্বয়ংই আমাদের নিকট হইতে সরিয়া সরিয়া যায়। যাঁহাকে আমরা ছাড়িয়া দিতে চাই তথাপি যাঁহাকে ছাড়া যায় না, তিনিই ঈশ্বর বা ব্রহ্ম।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্যবোধ বা নিত্যত্ববোধ তাহা একেবারে চিরদিনের মত বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই যে পুত্রকলত্রাদি সমন্বিত মধুর সুখময় সংসার, এই যে ধন জন, গাড়ী বাড়ী, মান সম্মান ও ঐশ্বর্য্যাদির আনন্দ, এই যে জন্ম মৃত্যুর কারণভূত পঞ্চভূত ও তজ্জাত বস্তু-সমূহ, এই সকলই যেন অন্তঃসারশূন্য ভোজবাজির ন্যায় মিথ্যা হইয়া যায়। সকলই যেন স্বপ্নের পদার্থে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে সকলেই ব্রহ্মে আশ্রিত, ব্রহ্মই সকলের অধিষ্ঠান এবং ব্রহ্মই সর্ব্বস্বরূপ, এইরূপ নিশ্চয় হইয়া যায়।

"প্রপঞ্চ" শব্দের অর্থ অনুসরণ করিলে বুঝা যাইবে যে সদ্‌ব্রহ্ম ও অসদ্ বন্ধ্যাপুত্রাদি অলীক বস্তু ভিন্ন এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে ও তদন্তর্গত যাবতীয় বস্তুই প্রপঞ্চ। যেহেতু ব্রহ্ম তিনকালেই আছেন, অথচ তাহা জ্ঞেয় বা দৃশ্য হন না এবং বন্ধ্যা-পুত্রাদি অলীক বস্তু তিনকালেই নাই এবং জ্ঞেয় বা দৃশ্য হয় না। যাহারা জ্ঞেয় বা দৃশ্যই হয় না, তাহারা দুঃখের হেতু বা কারণও হয় না। অতএব যাহারা জ্ঞেয় বা দৃশ্য হয়, তাহারাই দুঃখের হেতু বা কারণ হয়। তাহাদের মিথ্যা জ্ঞান হইলে দুঃখ হয় না। মিথ্যা শব্দের বিচারে দেখা গিয়াছে যাহা কোন কালেই নাই, অথচ প্রতীয়মান হয় তাহাই মিথ্যা। যেমন মরুভুমিতে জল, রজ্জুতে সর্প এবং ঝিনুকে রজত ভ্রম। সুতরাং যাহা দেখা যায়, জ্ঞেয় হয়, তাহা তিন কালেই না থাকায় তজ্জন্য যে সুখ দুঃখ তাহাও তিন কালেই নাই। এই জ্ঞান দৃঢ় হইলে সুখ দুঃখ ও আর অনুভব হয় না এবং মৃত্যুভয়ও আর থাকেনা।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উনিশে বৈশাখ।

শ্রীঅমূল্য

সাগরে তোমার কর
আলোর সাগর।
তমিস্রা আপন-হারা
পাবে কি কিনারা ?
দূরে দূরে নীহারিকা জাগে থরেথর !

তবু বল কেন এই ক্ষয়িষ্ণু জীবনে
বেদনায় অনিরুদ্ধ স্ফুরিত অধর !

উনিশে বৈশাখ, শোন। তুমি কথা শোন।
লুপ্ত রেখা সংসারের স্বপ্ন-জাল বোনো।
তোমারেই ঘিরে দেখ নীলিমা মুখর
আকাশ ঃ সাগর।

মনে হয় তাই
জীবনের দুঃখ-দ্বন্দ্ব তখনই হারাই
মনের বিজনে যবে বাজে তব স্বর
একান্ত নির্ভর।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

চতুর্থ খণ্ড

শ্রীঅমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত এম-এ, বি-এল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১৬ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার (ইং ৩০।৫।৪৫) সূর্য্যোদয়ের কিছু পূর্ব্বে কীর্ত্তন বন্ধ হইল। মা তখনও বিছানায় ছিলেন। আমরা প্রণাম করিতে গিয়া দেখি একটি লোক বসিয়া বসিয়া মাকে বাতাস করিতেছেন। ইহা দেখিয়া বীরেনদাদা মাকে বলিলেন, "এই গরমের মধ্যে এ ঘরটাতে শুইয়া আছ কেন? মাঠে আসিয়া একটু বেড়াইলেও ত হয়।" ইহা শুনিয়া মা মাঠে চলিয়া আসিলেন। আমরা কিছুক্ষণ মার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইলাম। সুবোধ বাবু মাকে লইয়া আমাদের একটি ফটো তুলিলেন। তাই বাড়ী ফিরিতে একটু বেলা হইল। আগামী কাল বাবা ভোলানাথের মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা হইবে। বীরেনদাদা মনোমোহনের সহিত বাজার করিতে চলিয়া গেলেন।

বিকাল বেলা আবার আশ্রমে গেলাম। তখন গোপাল দাদার গীতাপাঠ চলিতেছিল। পাঠান্তে মা মাঠে বেড়াইতে আসিলেন। কিছুক্ষণ বেড়াইয়া এক জায়গায় বসিয়া পড়িলেন। এক ভদ্রলোক মাকে কয়েকটি গান করিয়া শুনাইলেন। ভদ্রলোকটি আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রীযুক্তা অমিয়া বালার ভ্রাতা। তিনি গানগুলি বেশ ভাব দিয়া গাহিলেন। এই সময় কয়েকটি মেয়ে আসিয়া শ্রীশ্রীমায়ের নিকট গান আরম্ভ করিল। শুনিলাম ইহারা খেওড়ার নিকটবর্ত্তী কুঠীগ্রাম হইতে আসিয়াছে। প্রথমেই তাহারা একটি ভজন গান করিল—

"নারায়ণ নারায়ণ নমঃ নমঃ নমঃ নারায়ণ
মধুসূদন বামন খগেন্দ্র বাহন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কংস কেশী নিস্‌সূদন
নমঃ নমঃ নমঃ নারায়ণ।

মুকুন্দ মুরারি বিপিনচারী
গোলক বিহারী গোবৰ্দ্ধনধারী
গোপাল গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র
কমলারমণ জনার্দ্দন
কমলারমণ জনার্দ্দন
নমঃ নমঃ নমঃ নারায়ণ

শঙ্খ চক্রধর ত্রিভঙ্গঠাম
চাচর কেশ বরণ শ্যাম
শিরে গিরিচূড়া বাস পীতধড়া
নূপুর রঞ্জিত শ্রীচরণ
নমঃ নমঃ নমঃ নারায়ণ।

গলে বনমালা কৌস্তভধর
পতিত পাবন দীনদুঃখ হর
যুগাবতার ভূভার হারী
অসুর নাশন কারণ
অসুর নাশন কারণ
নমঃ নমঃ নমঃ নারায়ণ

কৃষ্ণকেশব মদনমোহন
যাদব মাধব শ্রীনন্দনন্দন
শ্রীরাধা রমণ গোপীজন বল্লভ
মোহিনী মোহন নারায়ণ
মোহিনী মোহন নারায়ণ
নমঃ নমঃ নমঃ নারায়ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গানটি এত সুন্দর হইল যে সকলেই মন্ত্রমুগ্ধবৎ উহা শ্রবণ করিতে লাগিল। গানের প্রভাবেই হউক, অথবা শ্রীশ্রীমায়ের সান্নিধ্য-বশতঃই হউক, অথবা উভয় কারণেই হউক, কিছুক্ষণের জন্য সকলেই যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া—ঐ ভজনের মধ্যে ডুবিয়া রহিল। চারিদিকে এতলোক, কিন্তু মাঠটি যেন জনশূন্য স্থানের মতই নীরব। আর তাহার মধ্যে বামাকণ্ঠের সম্মিলিত সঙ্গীত ধ্বনি সন্ধ্যানিল ভর করিয়া কুণ্ডলীভূত যজ্ঞধুমের মত মহাব্যোম পথে যেন নৃত্য করিতে করিতে যাইতে লাগিল। মনে হইল যেন বিশ্বচরাচর—আজ নিশ্চল হইয়া যুক্তকরে ঐ কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া গাহিতেছে —

"নারায়ণ নারায়ণ নমঃ নমঃ নমঃ নারায়ণ"

ভজন গান শেষ হওয়ার পরেও ঐ জমাট স্তব্ধভাব কিছুক্ষণের জন্য রহিয়া গেল। মেয়েরা আরও দুইটি গান করিল কিন্তু উহা আর প্রথমটির মত সুন্দর হইল না।

শ্রীশ্রীমায়ের পূজা

আজ সারা রাতই আশ্রমে আনন্দের ব্যবস্থা হইয়াছে। শুনিলাম রাত্রি ১০টা হইতে দুইটি ছেলে কৃষ্ণ কীর্ত্তন করিবে। শেষ রাত্রে শ্রীশ্রীমায়ের পূজা।

এবার বীরেন দাদার উদ্যোগে শ্রীশ্রীমায়ের দেহেই এই পূজার আয়োজন হইয়াছে। পূর্ব্বে বাবা ভোলানাথ দুই একবার এইরূপ পূজা করিয়াছেন, কিন্তু আমি তাহা দেখি নাই। এবার পঞ্চবটীতে এই পূজা হইবে। পূজার সময় উপস্থিত থাকিব মনে করিয়া রাত্রি ১১টার সময় বাসায় চলিয়া আসিলাম।

রাত্রি ৩টার সময় যতীন এবং স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া আবার আশ্রমে গেলাম। আশ্রমে পৌঁছিয়া দেখি বন্ধুবর মনোমোহন, নারায়ণ বাবু প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত আছেন। তাঁহারা সারারাত আশ্রমেই ছিলেন। ব্রহ্মচারী নেপাল দাদা (বর্ত্তমানে নারায়ণ স্বামী) সবেমাত্র পুকুর হইতে স্নান করিয়া আসিলেন। তিনিই পূজা করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাত্রি প্রায় ৪টার সময় পূজা আরম্ভ হইল। শ্রীশ্রীমা পঞ্চবটীর বেদীর উপরে শুইয়া ছিলেন এবং তাঁহার তিনদিক ঘিরিয়া বহু স্ত্রীলোক ছিল। আমরা একটু দূরে দাঁড়াইয়া পূজা দেখিতে লাগিলাম। বাহ্য পূজা আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীশ্রীমা উঠিয়া বসিলেন।

তখন ভোর হইয়াছে পূর্ব্বদিকে অরুণ আভা দেখা দিয়াছে। পঞ্চবটীর গাছের উপরে বসিয়া পাখীগণ কলরব করিতেছে। শ্রীশ্রীমাকে সোণার মুকুট পরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। গলায় বিচিত্র পত্রপুষ্পের একটি প্রকাণ্ড মালা। মায়ের আসনে এবং আসনের চারিপাশে পত্রপুষ্প ছড়ান আছে। ঐ ফুলের আসনে শ্রীশ্রীমা স্মিতাননে বসিয়া আছেন। বদন রক্তিম আভায় জ্যোতির্ম্ময় দেখাইতেছে। এ যেন মায়ের রাজরাজেশ্বরী বেশ। চাহিলে আর চক্ষু ফিরান যায় না। বিশ্বের যাহা কিছু পবিত্র যাহা কিছু সুন্দর ও মনোরম সব যেন পুঞ্জীভূত হইয়া মাতৃমূর্ত্তিতে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। নেপালদাদা পত্র-পুষ্পাঞ্জলি নিজ বক্ষের শোণিতে রঞ্জিত করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক শ্রীশ্রীমায়ের চরণে দিতেছেন। স্ত্রীলোকগণ মাঝে মাঝে মাঙ্গলিক উলুধ্বনি করিতেছেন। পূজা শেষ করিয়া নেপাল দাদা স্তব আরম্ভ করিলেন—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষান্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।" ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীমায়ের দিকে তাকাইয়া দেখি মা যেন সমাধিস্থ হইয়া গিয়াছেন। চক্ষু নিমীলিত, দেহখানি স্থির হইয়া আছে। প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোকে পুষ্পাচ্ছাদিত মাকে অপূর্ব্ব দেখাইতেছে। দেখিয়া মনে হয় না যে ইহা কোন মনুষ্য মূর্ত্তি। যেন সাক্ষাৎ জগন্মাতাই ভক্তের আহ্বানে সশরীরে পূজা গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন। নেপাল দাদা ভাবে গদগদ হইয়া আবার স্তব করিতেছেন—

"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥
শরণাগতদীনার্ত্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥"

উপস্থিত সকলের মধ্যেই এক সাত্ত্বিক ভাবের স্রোত বহিয়া যাইতেছে। কেহ কেহ বাষ্পাকুলিত নেত্রে মায়ের দিকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া আছেন, নরেন (চৌধুরী) দাদা প্রভৃতি নৃত্য করিয়া করিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন, যোশীজী এবং পাণ্ডেজী প্রভৃতি ভক্তগণ যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া হিন্দীতে স্তব আরম্ভ করিয়াছেন। স্থান কাল পাত্র এই সমস্তের এক অপূর্ব্ব সমাবেশ হইয়া এক বিচিত্র অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছে। সবই যেন অপার্থিব বলিয়া মনে হইতেছে।

ভক্তগণের ভাবের ঘোর কতকটা কাটিয়া গেল, কিন্তু শ্রীশ্রীমা যে ভাবে বসিয়াছিলেন সেই ভাবেই বসিয়া রহিলেন। বীরেন দাদা আজ মায়ের শ্রীচরণস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে প্রার্থনা জানাইলেন; কিন্তু উত্তর দিবে কে? মা যে কোন লোকে বিচরণ করিতেছেন তাহা কেবল তিনিই জানেন। আমরা কয়েকজন প্রসাদ পাইবার জন্য পঞ্চবটী হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। কিছুক্ষণ পর যখন আবার পঞ্চবটীতে ফিরিয়া গেলাম তখন দেখি মা শুইয়া পড়িয়াছেন। বীরেন দাদা প্রভৃতি কয়েকজন লোক একজন একজন করিয়া সকলকে মায়ের কাছে যাইতে দিতেছেন এবং মার চরণস্পর্শ করিয়া প্রণাম করা মাত্র তাহাদিগকে অন্যপথ দিয়া বাহির করিয়া দিতেছেন। বীরেন দাদার সুবন্দোবস্তে এই প্রণাম ব্যাপার সুশৃঙ্খলার সঙ্গে সম্পন্ন হইল। এইবার আমরা বাসায় চলিয়া আসিলাম।

বাবা ভোলানাথের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা

১৭ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার (ইং ৩১।৫।৪৫) বাবা ভোলানাথের মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা হইল। খুকুনীদিদি আমাদিগকে আশ্রমে আসিয়া প্রসাদ লইতে বলিলেন। আরও বলিলেন "জানিবেন ইহা কিন্তু মায়ের আদেশ।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বাবা ভোলানাথের মন্দিরের নিকট এক চৌয়াড়ী তোলা হইয়াছে। বীরেন দাদা ইছাপুর হইতে চারিজন পণ্ডিত পুরোহিত লইয়া আসিয়াছেন। যতীশ গুহ মহাশয়ও শ্রীশ্রীমায়ের নির্দ্দেশ অনুসারে কলিকাতা হইতে একজন পুরোহিত আনিয়াছেন। আজ সকাল বেলা হইতেই সকলে প্রতিষ্ঠার কার্য্যে লাগিয়া গিয়াছেন। বাসনপত্র সমস্তই যোগাড় হইয়াছে। কাপড়ের নিতান্ত অভাব বলিয়া অতি সামান্য কাপড়ই পাওয়া গিয়াছে। যাহা সংগ্রহ করা গিয়াছে তাহা দিয়াই পণ্ডিত মহাশয়গণ সানন্দে প্রতিষ্ঠা কার্য্য সমাপন করিলেন। অপরাহ্নে শ্রীশ্রীমায়ের আদেশ মত একখানা রেশমী কাপড় ও উত্তরীয় গেরুয়া রঙে রঞ্জিত করিয়া বাবা ভোলানাথকে পরাইয়া দেওয়া হইল। ইহাতে বাবার মূর্ত্তিখানি খুব সুন্দর দেখাইতে লাগিল।

বীরেন দাদাই মূর্ত্তির উপর পূজা করিলেন। কারণ বয়োজ্যেষ্ঠ না হইলেও বাবার শিষ্যদের মধ্যে তিনিই আদি শিষ্য। কুলদা দাদাও প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে আশ্রমে আসিয়া পূজায় সাহায্য করিয়াছেন। প্রতিষ্ঠা কার্য্য শেষ হইয়া গেলে শ্রীশ্রীমা আমাদিগকে বলিলেন, "ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমস্ত জলচল জাতিই মন্দিরে প্রবেশ করিয়া পূজা করিতে পারিবে। তবে ফুলজল দিয়া পূজা করিতে হইলে যেন মন্দিরের মধ্যে যে বাণলিঙ্গ আছে তাঁহার উপরেই পূজা করা হয়। তাহা না হইলে মূর্ত্তি নষ্ট হইয়া যাইবে। বৎসরে মাত্র একদিন বাণলিঙ্গকে অভিষেক করিলেই চলিবে।"

এই মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে ১০৮টি কুমারী ভোজন করান হয়। কুমারীভোজনের সময় আমি উপস্থিত ছিলাম না। পরে আশ্রমে গিয়া শুনিলাম যে যখন কুমারীরা আশ্রম প্রাঙ্গনে ভোজন করিতে বসিয়াছিলেন তখন আকাশে ঘনঘটা করিয়া মেঘ সাজিয়া আসে। সকলেই আশঙ্কা করিল যে কুমারীভোজন বুঝি পণ্ড হয়। বীরেন দাদা বলিলেন, "আমি এক প্রাণে বাবা ভোলানাথকে ডাকিতে লাগিলাম। বলিলাম, "বাবা, আজ তোমার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার দিনে নিশ্চয়ই তুমি অদৃশ্যভাবে এখানে আছ। দেখিও কুমারীসেবায় যেন কোন বিঘ্ন না হয়।" আরও শুনিলাম এই সময় গোপালদাদা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবে গদগদ হইয়া দুর্গানাম উচ্চারণ পূর্ব্বক কুমারীদের প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন। উহা দেখিয়া শ্রীশ্রীমাও আসিয়া যোগ দিলেন। ভক্তদের ত কথাই নাই। মহা আনন্দ হইতে লাগিল। হঠাৎ একটা দমকা বাতাস আসিয়া মেঘগুলিকে উড়াইয়া লইয়া গেল। নির্ব্বিঘ্নে কুমারীভোজন শেষ হইল। দেখা গেল যে মেঘ করাতে কুমারী ভোজনের সুবিধাই হইয়াছিল। কারণ জ্যৈষ্ঠ মাসের খর রৌদ্রে কুমারীদের অনাবৃত স্থানে আহার করিতে খুবই কষ্ট হইত। মেঘ করার দরুন তাহা হইল না। কুমারীভোজন শেষ হইলে এই ঘটনা লক্ষ্য করিয়া শ্রীশ্রীমা নাকি বীরেন দাদাকে বলিয়াছিলেন, "দেখিলে ত বাবার (অর্থাৎ ভোলানাথের) প্রভাব?" উত্তরে বীরেন দাদা বলিলেন, "বাবা এবং মার উভয়েরই প্রভাব দেখিলাম।"

বিকালে আমরা আশ্রমে প্রসাদ পাইলাম এবং রাত্রি ১১টার পরে বাসায় চলিয়া আসিলাম।

শ্রীশ্রীমায়ের ময়মনসিংহ গমন

১৮ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার (ইং ১।৬।৪৫) সকালে আশ্রমে গিয়া শুনিলাম যে শ্রীশ্রীমা বেলা ১০॥০টার গাড়ীতে ময়মনসিংহ যাইতেছেন। সেখানকার রেলের S. D. O মাকে নিতে আসিয়াছেন। আবার আজ রাত্রি ১২টার সময় ঢাকা ফিরিবেন। সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা হইল; কিন্তু ষ্টেশনে গিয়া শুনিলাম যে যতীনের সেলুন ঐ গাড়ীতে যোগ করা যাইবে না। কাজেই যাওয়া হইল না। বিকালে ৫॥০টার গাড়ীতে কাওরাইদ্ পর্য্যন্ত গিয়া পরে মার সঙ্গে একত্র ঢাকা ফিরিব ইহাই মনস্থ করিলাম। গাড়ী ছাড়িবার পূর্ব্বে শ্রীশ্রীমা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "গোপাল বাবা, হরিরাম, পাণ্ডেজী আশ্রমে রহিল। তুমি আশ্রমে উপস্থিত থাকিয়া ইহাদের আহারের ব্যবস্থা করিও। যদি ৺অন্নপূর্ণার ভোগের দেরী থাকে তবে গোপাল বাবার জন্য যাহা রান্না হইতেছে তাহা হইতেই যেন হরিরাম এবং পাণ্ডেজীকে খাওইয়া দেওয়া হয়।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি আশ্রমে আসিয়া দেখি যে তখন কঠোপনিষদ পাঠ চলিতেছে। গোপালদাদা প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত আছেন। পাঠ শেষ হইলে আমি গোপাল দাদাকে স্নান করিতে বলিলাম। তিনি আমার কথা শুনিয়া একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, কারণ আমিত কোনদিনই তাঁহার স্নানাহারে খোঁজ লই না। আমি কারণ বলিলে তিনি উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন, "দেখুন, মা আমাকে কত অপদার্থ মনে করেন। আমার স্নানাহারের কথা আজ যে কতজনকে বলিয়া দিয়াছেন তাহা আর কি বলিব ?" যাহা হউক বেলা প্রায় ১॥০টার সময় তাঁহারা আহার করিলেন। আমি তাঁহাদের অনুমতি লইয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম।

বিকালে যতীনের সেলুনে মনোরঞ্জন বাবু সহ কাওরাইদ্ গেলাম সত্য কিন্তু মার গাড়ীতে আর ঢাকায় ফেরা হইল না। কারণ ময়মনসিংহ হইতে গাড়ী যখন কাওরাইদ্ আসিল তখন দেখিলাম মার সেলুনে, মা, মৌনীমা, খুকুনীদিদি প্রভৃতি ঘুমাইতেছেন। ব্রহ্মচারী নেপাল দাদা স্থানাভাবে বসিয়া আছেন। কাজেই মায়ের গাড়িতে যাওয়ার কোন সার্থকতা নাই মনে করিয়া আমরা যতীনের সেলুনে আসিয়া বসিলাম। দুই একটি ষ্টেশন পরে শ্রীপুর হইতে আরও লোক উঠিল। কাজেই শ্রীশ্রীমা নেপাল দাদা এবং ব্যাসজীকে আমাদের সেলুনে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতে করিতে আমরা ঢাকায় আসিয়া পৌঁছিলাম।

আশ্রমে পৌঁছিয়া দেখি সকলেই সজাগ আছেন। মনোমোহন, বীরেন দাদা, নিবারণ বাবু প্রভৃতি সকলেই শ্রীশ্রীমার অপেক্ষা করিতেছেন। মা আসিয়া শিবমন্দিরের নিকট একটি চৌকিতে বসিলেন। আমরা মাটিতে বসিলাম। নানা কথা হইতে লাগিল। বীরেন দাদা হাস্যরসপূর্ণ কথা বলিয়া সকলকে হাসাইতে লাগিলেন।

আগামী রবিবার মহোৎসব হইবে। উৎসবে রান্নার জন্য বাসন পত্র শিব মন্দিরের বারান্দায় স্তূপাকারে রাখা হইয়াছে। কথায় কথায় মা বলিলেন, "দেখ, মহোৎসবের দিন আমি এখান হইতে হয়ত চলিয়াও যাইতে পারি।" ইহা নিওয়া উপস্থিত সকলেই খুব আপত্তি জানাইতে লাগিলেন। শেষে মা বলিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আচ্ছা, যাহা হয় কাল সকালে দেখা যাইবে।" তখন রাত্রি ২টা কি ৩টা হইবে। বাবা ভোলানাথের মন্দিরে মা শয়ন করিতে গেলেন। এত রাত্রে আর বাসায় ফিরিয়া আসিব না মনে করিয়া আশ্রমের বাহিরে তাঁবুর নীচে গিয়া বসিলাম।

কিছুক্ষণ পর দেখি যে মা বাহিরে আসিয়াছেন। কৃষ্ণ বেশে তাঁহাকে সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। উৎসব উপলক্ষ্যে পাণ্ডেজী মার জন্য একখানা নীল রংয়ের শাড়ী আনিয়াছিলেন। মাকে সেই শাড়ী খানা পরাইয়া দেওয়া হয়েছে। মাথায় সোনার মুকুট। মাঠের অস্পষ্টালোকে মাকে ভাল করিয়া দেখা যাইতেছিল না। সকলের অনুরোধে মা আশ্রমের দ্বারদেশে বৈদ্যুতিক আলোর নীচে আসিয়া দাঁড়াইলেন আমরা মুগ্ধনেত্রে মায়ের এই অলৌকিক সাজ দেখিতে লাগিলাম। মা যখন এই সব সাজ গ্রহণ করেন তখন বাস্তবিকই তাঁহার চেহারার এক অনির্ব্বচনীয় পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। মাকে এই কৃষ্ণবেশে এত সুন্দর দেখাইতে লাগিল যে উহা দেখিয়া মনে হইল সত্যসত্যই বুঝি বৃন্দাবন চন্দ্র আবার দেহ ধরিয়া আমাদের কাছে উপস্থিত হইয়াছেন। দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণে এক অপূর্ব্ব আনন্দ প্রবাহ খেলিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ এই ভাবে দর্শন দিয়া শ্রীশ্রীমা আবার মন্দিরে ঢুকিয়া পড়িলেন। আমরাও স্ব-স্বস্থানে ফিরিয়া গেলাম। মনে হইল আমাদিগকে বাকী রজনীটুকু সুখে অতিবাহিত করিবার পথেয় দিয়াই মা যেন মন্দিরের মধ্যে লুকাইলেন। রাত্রিও তখন বেশী ছিল না। আমরা স্বচ্ছন্দে তাঁবুর নীচে উহা কাটাইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার (ইং ২।৬।৪৫) সকাল বেলা স্নান ও জলযোগের পর আবার আশ্রমে গেলাম। গিয়া দেখি শ্রীশ্রীমা স্মৃতি মন্দিরের বারান্দায় বসিয়া আছেন এবং খুকুনী দিদির সহিত কোন এক বিষয়ের আলোচনা করিতেছেন। দিদিকে বলিতে শুনিলাম, "এই জন্যই লোকে তোমাকে নিন্দা করে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা। (হাসিয়া) ও নিন্দায় এ দেহের কি হয়? আমিত সবই এক দেখি। কাজেই এ নিন্দা নিজকে নিজে নিন্দা করার মত।

খুকুনী দিদি। (হাসিয়া) বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছি।

শ্রীশ্রীমা। না, ইহাও একটা অবস্থা যখন চন্দন ও বিষ্ঠায় সমজ্ঞান হয়। যতক্ষণ চন্দন ও বিষ্ঠার আলাদা আলাদা জ্ঞান থাকে না তখনই বুঝা যায় যে এক জিনিষইঅনন্ত ভাবে আছে। জানিও স্তুতিতে যাহার আনন্দ হয় নিন্দাতে তাহার দুঃখ হইবেই। কিন্তু এ দেহ স্তুতি ও নিন্দা আলাদা করিয়া দেখিতে পারে না। তাই স্তুতিতেও ইহার আনন্দ নাই, নিন্দাতেও ইহার দুঃখ নাই।

মার্কিন সৈনিকের সহিত কথাবার্ত্তা

এই ভাবে মা যখন কথা বলিতেছিলেন তখন হরিরাম যোশীজী সেনা বিভাগের এক মার্কিণ কর্ম্মচারী সহ সেখানে উপস্থিত হইলেন। যোশীজী আসিয়া মাকে বলিলেন, "এই সাহেব বলিতেছেন যে মার কাছে এখন স্ত্রীলোক আছেন কাজেই তিনি এখন মার কাছে গেলে যদি ইহাদের অসুবিধা হয় তবে ইনি চলিয়া যাইবেন।" মা একবার জিজ্ঞাসু নেত্রে সকলের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "কি আর অসুবিধা হইবে।" তখন মার কাছে সাহেবকে বসিবার জায়গা করিয়া দেওয়া হইল। মা মেয়েদের একটু সরিয়া বসিতে বলিলেন।

সাহেব প্রথমেই যোশীজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি যদি মাকে ইংরেজীতে প্রশ্ন করি তবে ইংরেজিতে উত্তর পাইব কি?" যোশীজী ঐ কথা মাকে অনুবাদ করিয়া বলিলেন।

শ্রীশ্রীমা। এমন অবস্থা আছে যখন যে ভাষায়ই লোকে কথা বলুক না কেন তাহা বুঝা যায়। বাংলা ভাষার কথাই ধর না কেন, ইহা এক হইলেও ইহার উচ্চারণ এক এক স্থানে এক এক রকমের, যেমন পশ্চিমবঙ্গের ভাষা আর পূর্ব্ববঙ্গের ভাষা। আবার পূর্ব্ববঙ্গের ভাষাও সকল জায়গায় এক নয় যেমন বরিশালের ভাষা এবং অন্যান্য স্থানের ভাষা। কিন্তু এই সব ভাষার মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও যেমন এগুলিকে বাংলা ভাষা বলিয়া বুঝা যায় সেইরূপ ইংরেজি ফরাসী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইত্যাদি ভাষা পৃথক হইলেও উহারা এক ভাষারই অন্তর্গত। তাই বলিতেছিলাম যে, যে ভাষার বীজে পৌঁছিয়াছে সে সকল ভাষাই বুঝিতে ও বলিতে পারে। সাধারাণতঃ এ দেহ হইতে ঐ সব ভাষা বাহির হয় না। কারণ এ দেহকে ত তোমরা কিছু শিখাও নাই। তবে এ দেহ হইতে যেমন মন্ত্র স্তোত্র ইত্যাদি আপনা হইতেই বাহির হইয়াছে সেইরূপ ইংরেজীও বাহির হইতে পারে। যদি হয় তবে উহা automatically বাহির হইবে। উহার উপর এ দেহর কোন control (হাত) নাই। (সকলের হাস্য)। কিন্তু ইহা হইতে মনে করিও না যে ঐ অবস্থায় যাহা এ দেহের মুখ হইতে বাহির হয় তাহা এ দেহ জানে না। উহা কখন বাহির হইবে এবং কি ভাবে হইবে সবই এ দেহের জানা আছে। তাই বলি ইহাকে ইংরেজিতে প্রশ্ন করিতে বল, যদি ইংরেজিতে উত্তর হইবার হয় তবে হইয়া যাইবে। কিন্তু সাধারণতঃ উহা হয় না।

এই কথাগুলি যোশীজী সাহেবকে ইংরেজিতে বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন, এবং ঐ সব বুঝাইতে গিয়া মা যাহা বলেন নাই এরূপ কথাও বলিতে লাগিলেন। ইহা শুনিয়া মা হাসিয়া বলিলেন, "আমি যাহা বলি নাই এমন কথাও সাহেবকে বলিতেছ।" মার কথা শুনিয়া আমরা সকলেই হাসিয়া উঠিলাম। যোশীজী একটু লজ্জিত হইলেন, এবং ইহা হইতে প্রমাণও হইল যে যোশীজী ইংরেজীতে যাহা বলিতেছেন মা তাহা বুঝিতেছেন।

সাহেব। খৃষ্টান এবং হিন্দুর মধ্যে পার্থক্য আছে কি ?

মা। খাঁটি হিন্দু এবং খাঁটি খৃষ্টানের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

সাহেব। যুদ্ধের পর বৃটিশ সাম্রাজ্যের কি অবস্থা হইবে ?

যোশীজী। এ সব কথা মা বলেন না। আর এ সব কথা বলাও ভাল নয়।

সাহেব। আমি ইংরেজ নহি। আমি মার্কিণবাসী কাজেই ভয়ের কোন কারণ নাই।

যোশীজী। এখানে ভয়ের কোন কথা নাই। তবে মা এসব বিষয় আলোচনা করেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখনি যোশীজী মাকে প্রশ্নটি বুঝাইয়া বলিলেন। মা বলিলেন যে এসব কথা তিনি কিছু বলেন না।

সাহেব। এই যে যুদ্ধ হইতেছে ইহা ভগবানের কাজ না শয়তানের কাজ ?

শ্রীশ্রীমা। শয়তান বা কোথা হইতে আসিল ? সে কি ভগবান্ দ্বারা সৃষ্ট নয় ? ভাল এবং মন্দ দুই-ই ভগবানের রূপ। অথবা ভাল মন্দ বলিয়া কিছু নাই। যতক্ষণ আমাদের দুইয়ের জ্ঞান থাকে (সেইজন্য জগৎকে দুনিয়া বলে) ততক্ষণ ভালমন্দ ইত্যাদি পৃথক পৃথক জ্ঞান থাকিবে। এই দ্বৈতজ্ঞান লোপ পাইলেই শান্তি। সে অবস্থায় কে কাহার সহিত যুদ্ধ করিবে বা হিংসা করিবে ? জীবভাবটাই হইল বদ্ধ ভাব। দেখনা চলতি জলে কোন ময়লা থাকে না ; কিন্তু জল আবদ্ধ হইলেই উহা নষ্ট হইয়া যায়। উহাতে পোকা জন্মে। বদ্ধ অবস্থায় দৃষ্টিও বদ্ধ। যেমন এখন আমরা এই ভিড়ের মধ্যে আছি। এই ভিড়ের বাহিরে যাহা আছে তাহা আমাদের নজরে পড়িতেছে না, কারণ চারিদিকের লোক দ্বারাই আমাদের দৃষ্টি বদ্ধ। কিন্তু এই ভিড় ছাড়িয়া আমরা যদি উপরে উঠিয়া দাঁড়াই তখন ভিড়ও যেমন চোখে পড়ে অন্যান্য জিনিষও সেইরূপ চোখে পড়ে। তখন সমস্ত জিনিষই একবারে দেখিয়া লইবার সুবিধা হয়। সেইজন্য যতক্ষণ পূর্ণজ্ঞান না হয় ততক্ষণ ভাল মন্দ, দেবতা শয়তান ইত্যাদি থাকিবেই।

আবার ইহাও লক্ষ্য করিবে যে প্রত্যেক জীবই নিজকে বড় করিতে চায়, মহান্ করিতে চায়। সে নিজে মিথ্যা কথা বলিতেছে, কিন্তু অন্যে যখন তাহার কাছে মিথ্যা কথা বলে তখন সে বিরক্ত হয়। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, সে নিজে মন্দ হইলেও সত্যের প্রতি তাহার একটা অনুরাগ আছে। তাহা ছাড়া শান্তি আনন্দ সকলেরই লক্ষ্য। তাই বলি যে, জীবের মধ্যে ভগবানের সকল গুণই আছে। তবে সেগুলি আবরণ দিয়া ঢাকা, অর্থাৎ উহার প্রকাশ নাই। এই আবরণ সরিয়া গেলেই দেখা যায় যে, এক ভগবানই সব হইয়া আছেন। তিনি প্রভু আবার তিনিই দাস, ইহাই হইল তাঁহার লীলা। এক থাকিলেত আর খেলা করা যায় না, তাই খেলার জন্য তিনি বহু হইয়াছেন। কিন্তু বহু হইলেও সত্তাত একই। কাজেই ইহাতে দ্বন্দ্ব ইত্যাদি কিছু নাই। কিন্তু এই খেলা অজ্ঞান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবস্থায় বুঝা যায় না। অদ্বৈত জ্ঞান না হইলে এই লীলার জ্ঞানও হয় না।

এইভাবে মা অনেকক্ষণ বুঝাইলেন। যোশীজী সংক্ষেপে এইসব কথা সাহেবকে অনুবাদ করিয়া বলিলেন।

সাহেব। মৃত্যুর পর কিছু থাকে কি থাকে না ?

যোশীজী। মা যাহা বলিয়াছেন উহার মধ্যেই আপনার এ প্রশ্নের উত্তর আছে, অর্থাৎ মৃত্যু বলিয়া কিছু নাই। যাহা হউক আমি আপনার প্রশ্ন মাকে বলিতেছি।

তিনি ঐ কথা মাকে বলিলে মা বলিলেন, "হাঁ, মৃত্যু আছে এবং নাই। যতক্ষণ আমাদের মধ্যে যাওয়া আসার জ্ঞান আছে ততক্ষণই মৃত্যু আছে। আসিলেই যাইতে হইবে। কিন্তু যখন যাওয়া আসার জ্ঞান থাকে না তখন মৃত্যু বলিয়াও কিছু থাকে না।

সাহেব। মাকে আমার ধন্যবাদ জানান। আমি তাঁহার অনেকটা সময় নষ্ট করিলাম।

এই বলিয়া সাহেব বিদায় লইলেন। যোশীজী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গেলেন।

শ্রীশ্রীমা। এই সব কথা ইহাদের পক্ষে বুঝা শক্ত। ভগবানের অনন্ত দিক কিনা, কাজেই কোন একটা দিক হইতে তাঁহাকে সমগ্র ভাবে বুঝা যায় না। এই যে সেদিন কথা হইতেছিল যে, ভগবান্ নাই। বাস্তবিক এমন একটা সাধনার অবস্থা আছে যখন বলা যায় যে ভগবান্ নাই। যেমন শূন্যবাদ। এখানে কিন্তু আমি বুদ্ধদেবের কথা বলিতেছি না। 'ভগবান্ আছেন' ইহা যেমন তাঁহার একটা প্রকাশ, 'ভগবান্ নাই' ইহাও তাঁহার ঐরূপ একটা প্রকাশ। যদি 'আছে' একটা অবস্থা হয় তবে 'নাই'ও একটা অবস্থা হইবে না কেন ? যেমন বলা হয় শূন্য, মহাশূন্য। আবার দেখ যে সবই কেমন সুন্দর ! এই যে ভগবান্ নাই ভাব ইহাও কিন্তু একটা অজ্ঞান অবস্থা হইতে পারে। যেমন একজন ভগবানকে পাইবার জন্য কিছুদিন খুব সাধনা করিল, কিন্তু কোন অনুভূতি না পাইয়া মনে করিল যে ভগবান্ বলিয়া কিছু নাই ; তাই সে আবার সংসারে মন দিল। ইহা কিন্তু সাধনার কোন অবস্থা নয়। ইহা অজ্ঞান মাত্র। আবার সাধন করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে এমন একটা অবস্থা আসে যখন বাস্তবিকই এরূপ অনুভূতি হয় যে জগতে যাহা কিছু দেখা যাইতেছে উহার কোন সত্তা নাই, ভগবান্ বলিয়া কিছু নাই। সবই যেন একটা অলীক জিনিষের খেলা চলিতেছে। ইহা কিন্তু একটা সাধনার অবস্থা। এই অবস্থায় ভগবান্ সাধকের কাছে 'নাই' রূপে প্রকাশ হইতেছেন। এ অবস্থায় সাধক ভগবান নাই বলিলেও আর সাধারণ বদ্ধ জীবের মত সাংসারিক জীবন যাপন করিতে পারে না। এখানে তাহার ভগবানের অনুভূতি আসিতেছে অতৃপ্তিরূপে এবং উহাই তাহাকে পূর্ণতার পথে চালাইয়া নিতেছে।

সেইরূপ দেখ, লোকে এক গুরু ছাড়িয়া অন্য গুরু গ্রহণ করে। একজনের কাছে দীক্ষা নিল, কতদিন পর তাহার উহা ভাল লাগিল না, আবার অন্য এক গুরু করিল। এগুলি কোন অবস্থা নয়। ইহা সাময়িক উত্তেজনা মাত্র। কিন্তু এমনও হইতে পারে যে, তাহার ভিতরে শান্তি ও আনন্দ পাওয়ার আগ্রহ এত প্রবল ভাবে জাগিয়াছে যে, সে এক গুরু হইতে অন্য গুরুর কাছে ছুটাছুটি করিতেছে—এই অবস্থাটা মৌনী মার * হইয়াছিল। ইহা একটা সাধনার অবস্থা এই অবস্থায় তাহার কোন গুরুর উপরও অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা নাই। যদিও সে এক গুরু ছাড়িয়া অন্য গুরুর নিকট ছুটাছুটি করিতেছে, কিন্তু তাহার মনে যে ভাবটা জাগিতেছে তাহা কতকটা এইরূপ—"হে গুরো, আমি তোমাকে অস্বীকার বা অশ্রদ্ধা করিতেছি না। কিন্তু আমি চাই শান্তি, যিনি আমাকে শান্তি দিতে পারিবেন তিনিই আমার গুরু। যে মূর্ত্তিতে আসিলে আমি শান্তি ও আনন্দ পাই

* ইঁহার লৌকিক নাম শ্রীযুক্তা মনোরমা দত্ত। ইনি শ্রীযুক্ত অবনীমোহন দত্ত মহাশয়ের স্ত্রী। ইঁহার একটি পুত্র ও একটি কন্যা আছে। প্রথমে ইনি কুলগুরু হইতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীকে দর্শন করিয়া ইনি তাঁহার প্রতি খুব আকৃষ্ট হন। পরে সংসার ছাড়িয়া কিছুদিন শ্রীশ্রীমায়ের সহিত নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়ান। এই সময় তিনি কনখলের শ্রীমৎ স্বামী মঙ্গলগিরি হইতে সন্ন্যাস মন্ত্র গ্রহণ করেন। কয়েক বৎসর সাধন ভজন করা সত্ত্বেও কোন আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ না করিয়া ইনি বড় অস্থির হইয়া পড়েন। শেষে কাশীর সিদ্ধামার নিকট আবার দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই দীক্ষার পর হইতেই ইঁহার নানারূপ আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ হইতে আরম্ভ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি সেই মূর্ত্তিতে আমার কাছে প্রকট হও।” এই ছুটাছুটির মধ্যেও তাহার একটা নিষ্ঠার ভাব আছে। আবার দেখ, অনেকে একনিষ্ঠ হইয়া এক গুরু লইয়াই পড়িয়া আছে। ইহাও নিষ্ঠার একটা দিক। ইহাও সুন্দর।

এই ভাবে মা কথা বলিতেছিলেন। বাধা না পাইলে বোধ করি আরও অনেকক্ষণ এই ভাবে চলিত। কিন্তু খুকুনী দিদি আসিয়া মাকে মুখ ধুইবার তাগিদ দিলেন। বেলা ১০টা বাজিয়াছে কিন্তু এ পর্য্যন্ত মা মুখ ধুইবার অবসর পান নাই। কাজেই আমরাও প্রণাম করিয়া সরিয়া পড়িলাম।

একঘণ্টা পর পাঠ আরম্ভ হইল। কঠোপনিষদ এবং যোগবাশিষ্ঠ পাঠ হইল। পাঠের সময় মা নামঘরে আসিয়া বসিলেন। পাঠান্তে কীর্ত্তন হইল। বেলা ১২টার সময় আমি বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। যতীন আমার কিছু পরে বাসায় আসিল। সে আসিয়া বলিল, “মা বলিয়াছেন যে তিনি মহোৎসব পর্য্যন্ত থাকিয়া গেলেন। মনোমোহন বাবু, ভূপতি বাবু, নিবারণ বাবু, মনোরঞ্জন বাবু এবং আপনাকে বলিতে বলিয়াছেন যে আপনারা যেন সুচারুরূপে উৎসব সম্পন্ন করেন। মা থাকিবেন না মনে করিয়া—আপনারা উৎসবে যোগ দেন নাই এ কথা যেন না হয়।”

শ্রীশ্রীমায়ের আদেশ শুনিয়া একটু চিন্তিত হইলাম। এই মহোৎসব ব্যাপারে আমার মত অকেজো লোক কি করিতে পারে? যাহা হউক বিকালে আশ্রমে গিয়া সকলে মিলিত হইলাম। মনোমোহন এবং নিবারণ বাবুর সহিত উৎসবের আলোচনা হইতে লাগিল। এবার উৎসবে শ্রীশ্রীমা উপস্থিত আছেন কাজেই মহোৎসবের প্রসাদ পাইতে সহস্রাধিক লোকের যে সমাগম হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। উৎসবের জন্য কি পরিমাণ চাল, ডাল এবং টাকা পয়সা ব্রহ্মচারী যোগেশ দাদার নিকট আছে তাহা জানিবার জন্য নিবারণ বাবুকে পাঠান হইল। তিনি আসিয়া বলিলেন যে অবস্থা বড় সঙ্গীন। উৎসব উপলক্ষ্যে যাহা কিছু আদায় হইয়াছিল তাহা আশ্রমের দৈনিক বাজারখরচে ব্যয় হইয়াছে। কারণ শ্রীশ্রীমা এখানে আসার পর হইতেই আশ্রমে প্রত্যহ প্রায় ২০০ লোক প্রসাদ পাইতেছে। কাজেই মহোৎসবের জন্য কিছুই সঞ্চিত নাই। এখন কিছু টাকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পয়সা সংগ্রহ করা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। অথচ সময় অতি সঙ্কীর্ণ। মনোমোহন এবং নিবারণ বাবু তখনই কিছু চাঁদা সংগ্রহের চেষ্টায় বাইর হইলেন। পরদিন সকাল বেলা মনোমোহন প্রায় ৪০০৲ যোগাড় করিয়া আনিল। অযাচিত ভাবেও কিছু কিছু টাকা আসিতে লাগিল। পরে দেখা গেল যে মহোৎসব উপলক্ষে যে জিনিষপত্র যোগাড় হইল তাহাতে প্রায় তিন হাজার লোক পেট ভরিয়া প্রসাদ পাইল এবং এই জন্য আমাদের পাঁচ জনকে অতিরিক্ত টাকা পয়সা কিছুই দিতে হইল না। এবং ঐ সংগৃহীত টাকা হইতে আমরা শ্রীশ্রীমায়ের যাতাযাত খরচ বাবদ আরও ৩০০৲ দিতে পারিলাম। ব্যাপারটা আমাদের কাছে অলৌকিক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল আমরা অন্তরে অন্তরে বুঝিলাম যে উৎসব ব্যাপারে আমরা পাঁচজন অতি হীন উপলক্ষ্য মাত্র; সমস্তই শ্রীশ্রীমায়ের মঙ্গলময় ইচ্ছায় অতি সুচারু রূপে সম্পন্ন হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কলিকাতায় মাতৃ জন্মোৎসব

সৎসঙ্গী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মাতৃপূজা আরম্ভ হইয়াছে। শঙ্খ ধবল বস্ত্রাচ্ছদনে মা চারুশয্যায় শুইয়া আছেন। ব্রহ্মচারী নির্ব্বাণানন্দ জলশুদ্ধির মন্ত্র পাঠ করিতেছেন, "ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি, নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন সন্নিধিং কুরু। পরে পূজার নানাবিধ অঙ্গ সমাপনান্তে ব্রহ্মচারীজী গুরু পংক্তি প্রণাম মন্ত্রপাঠ করিতেছেন,—ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরম গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমেষ্ঠি গুরুভ্যো নমঃ। পরে বহুবিধ স্তব ধ্যান মন্ত্রাদি পাঠ অন্তে সচন্দন পুষ্প বিল্ব পত্রাদি লইয়া দেবতাদিগের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া বলিতেছেন,—এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ গণেশাদি পঞ্চ দেবতাভ্যো নমঃ, এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহভ্যোঃ নমঃ ইন্দ্রাদি-দশদিকপালেভ্যোঃ নমঃ, ওঁ গুরুভ্যো নমঃ ওঁ সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ, ওঁ সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ। পূজার প্রতিটি অঙ্গ ভক্ত হৃদয়ে নানাবিধ দিব্যভাব সৃষ্টি করিতেছে, ক্রমশঃ বহুবিধ অর্ঘ্য উপচার দ্রব্যাদি সমর্পণে বিবিধ মন্ত্র উচ্চারণে পূজা সমাপ্ত হইতে চলিল। সজল নয়নে এই অপূর্ব্ব পূজা ভক্তরা অবলোকন করিতেছেন। ভক্তগণমধ্যে অনেকেই উপবাস করিয়া আছেন। ভক্ত হৃদয়ের আনন্দ উচ্ছ্বাস মুহুর্মুহুঃ হুলুধ্বনিতে প্রতিস্ফুরিত হইতেছে। মাতৃ-স্নেহ স্পর্শে আজ সকলেই আনন্দরসে সঞ্জীবিত। অজস্র ভজন সঙ্গীতে যেন সুধা সিন্ধু উথলিয়া উঠিয়াছে। মণ্ডপে গান চলিতেছে,—

শব্দ ব্রহ্মময়ী চরাচরময়ী
জ্যোতির্ম্ময়ী বাঙ্ময়ী।
নিত্যানন্দময়ী নিরঞ্জনময়ী
তত্ত্বময়ী চিন্ময়ী তত্ত্বাতীতময়ী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরাৎপরময়ী
মায়াময়ী শ্রীময়ী
সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী সদাশিবময়ী
মাংপাহি শ্রী আনন্দময়ী
মাং পাহি শ্রী অম্বিকেশ্বরী।

(কীর্ত্তন-রস-স্বরূপ, ৩৪৫ পৃঃ)

নিত্যানন্দময়ী, নিরঞ্জনময়ী, তত্ত্বময়ী, চিন্ময়ী, তত্ত্বাতীতময়ী মা যেন সঞ্চারিণী হোমশিখা। তাঁর অদৃশ্য জ্যোতির স্পর্শে সকলেই আজ আনন্দ মুগ্ধ, আত্মবিস্মৃত। এক অব্যক্ত আনন্দ যেন শত শত অংশে বিক্ষিপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিক মধুময় করিয়া তুলিয়াছে। মায়ের এই ছদ্মলীলার নিগূঢ় আনন্দ রস তরঙ্গ ও মধুর পরিবেশ শুধু বৈষ্ণব কবির ভাষায় প্রকাশিত হইতে পারে,—

মধুঋতু, মধুকর পাঁতি
মধুর-কুসুম-মধু-মাতি
মধুর বৃন্দাবন মাঝ
মধুর মধুর রসরাজ।

জীবনের মলিনতা ধৌত করিবার জন্যই ত পূজা ও উৎসব, কিন্তু মাতৃ জন্মোৎসবের ক্ষেত্রে যে নবীনতা ও যে প্রফুল্লতা দেখা যায় তাহা যেন সকলকে শিশুর মত সরল সুন্দর ও পবিত্র করিয়া তুলে। ক্রমশঃ রাত্র ৩-৩০টা হইল। পূজা উপাসনার অন্তর্দ্দেশে যে গভীর শান্তি ও পবিত্র আনন্দ রহিয়াছে তাহা শুধু আত্মবিস্মৃত ধ্যানলীনতায়ই অনুভব যোগ্য। তাই রাত্র ৩-৩০ হইতে ৪ পর্য্যন্ত মৌন ধ্যানের ব্যবস্থা। এই মধুর পরিবেশে নিভৃত চিত্তে মাতৃ-ধ্যানমগ্ন ভক্তগণ আধঘণ্টা অবকাশকে অতি সামান্য সময় বলিয়া অনুভব করিলেন। এক আনন্দ ও শান্তির প্রবাহে আজ সকলের হৃদয়ই সমুদ্ভাসিত। মহাভাবময়ী মায়ের দিব্যস্থিতির সান্নিধ্য ইহা ত স্বাভাবিক। ধ্যানান্তে মাতৃভক্ত ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাণস্পর্শী সংগীতে মণ্ডপ আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি এক অবর্ণনীয় ভাবে ও সুরে গাহিতেছেন,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুই মা আমার হিয়ার হিয়া
তুই মা আমার আঁখির আলো
ঐ চরণে-শরণ নিয়ে
মাগো, আমার প্রাণ জুড়ালো।
ঝঞ্ঝা-রবে ভয় যবে পাই—
তোরই কোলে মুখটী লুকাই।
মধুর হাসির ঝরণা ধারায়
দাও ধুয়ে সব মনের কালো।
চলেছি যে গহন পথে
বড়ই কঠিন বড়ই পিছল,
পায়ে পায়ে বাজে আমার
আপন হাতে গড়া শিকল।
মা বলে মা ডাকলে তোরে
বুকের মাঝে পাই কত বল,
দূর করে মোর সকল বাধা
আঁধারে দীপ তুমিই জ্বালো।
তুই যে আমার হিয়ার হিয়া
তুই যে আমার আঁখির আলো॥
যোগী ঋষি পায় না ধ্যানে
তোমার তত্ত্ব, তোমার সীমা,
কত কবিই ধন্য হ'ল
ছন্দে গেয়ে তোর মহিমা,
নাই মা আমার সাধন ভজন
নাই মা আমার জ্ঞান গরিমা,
সারা হৃদয় দিয়ে শুধু
তোমারে মা বাস্‌বো ভালো।

(কীর্ত্তন রস-স্বরূপ ৩৫৫ পৃঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহুমন্ত্রে ও গানে পূজা সমাপ্ত হইয়া উঠিল। পূজার শেষে বহুবিধমাল্যে পূজারী মাকে ভূষিতা করিলেন। রক্ত জবার মালা, বিল্বপত্রের মালা, বৃহৎ পদ্মমাল্যে মায়ের সিংহাসন পরিবৃত করা হইল। পূজার মন্ত্রে ও সংগীতে মা আজ নিত্য-প্রকাশিতা—কখন ও অভয়রূপে, কখন আনন্দময়ীরূপে, কখনও করুণাময়ীরূপে। মা আজ দয়া স্নেহ প্রেমে অহরহ সকল চিত্তকে ভক্তি বিগলিত করিতেছেন।

ইহার পর আরতি। ধূপধুনার গন্ধে মঙ্গলশঙ্খ ও বিবিধ বাদ্যশব্দে, আরতি সঙ্গীতে এবং আলোকের বর্ণ বৈচিত্র্যে পূজা মণ্ডপ সূর্য্যাস্তের মেঘমালার ন্যায় বর্ণাক্ত হইয়া উঠিল। ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মচারিজীর উচ্ছ্বসিত সংগীত সুধায় প্রতিটি প্রাণ আজ ভক্তি-সিক্ত। বাহিরে তিমির রাত্রির অবসান—গগণে উষার অরুণ আভাস। এদিকে ভক্ত হৃদয়ে মাতৃকৃপালাভের অপূর্ব্ব প্রয়াস। তমসা বিদীর্ণকারী এই উভয় প্রয়াসে, প্রভাতী সুরের ভজন গানে ও সমবেত প্রণাম মন্ত্র উচ্চারণে সৃষ্টি হইয়াছে এক নবীন তপঃলোক। প্রণামের শেষ মন্ত্রে তখনও শুনা যাইতেছে,—

অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।

সকলেই মাকে আপন আপন আসনে বসিয়া বন্দনা করিতেছেন, কেহ কেহ বা লুটাইয়া প্রণাম করিতেছেন। মা কিন্তু এক পুষ্প প্রতিমার ন্যায় সুকোমল শয্যায় শুইয়া আছেন। করুণারূপিণী জননীর শয়ন-সৌন্দর্য্য ভক্তের অন্তরাত্মাকে ব্যাকুল করিয়য়া তুলিয়াছে। সকলেই মাতৃপদে প্রণাম নিবেদন করিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিয়াছেন। এক সহস্র ভক্ত এই পূজায় যোগদান করিয়াছেন। সকলেই মাতৃচরণকমলে প্রণাম নিবেদনের অভিলাষী। সহস্র জনতার এই ব্যাকুলতা দেখিয়া স্বামী পরমানন্দজী যাহাতে সকলে মাকে শৃঙ্খলামত প্রণাম করিতে পারেন সেইজন্য শ্রেণীবদ্ধভাবে জনতাকে দাঁড়াইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। স্বামীজীর আদেশে ভক্তগণ ধীর স্থিরভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন ও এক দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করিয়া সকলে মাতৃচরণে প্রণাম ও বন্দনা নিবেদন করিয়া আপনাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃতকৃত্য মনে করিতে লাগিলেন। বেলা প্রায় ৮ ঘটিকায় এই প্রণাম পর্ব সমাপ্ত হইলে শ্রীশ্রীমাকে বিশ্রামের জন্য উপরে লইয়া যাওয়া হইল।

এই উৎসব উপলক্ষে দশদিন ব্যাপী অখণ্ডমাতৃনাম জপ এবং একলক্ষ হবন, ১০৮ কুমারী পূজা, ব্রাহ্মণ ভোজন, গঙ্গাপূজা, বটুক পূজা, বালগোপাল সেবা এবং বিবিধ প্রকার সৎ সঙ্গের বিশেষ ব্যবস্থা হয়। কুমারী পূজার সহিত বটুক ও বালগোপালও থাকেন। কুমারীপূজার সময় মায়ের কুমারীভাবের লীলাটুকু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রতিটি মানব জীবনের নিগূঢ় তত্ত্বটি মা বিশেষভাবে অবগত আছেন। তাই মার পক্ষে সব কিছুই প্রকাশ করা বা অনুকরণ করা সহজ। সৎসঙ্গ মণ্ডপে কুমারীগণ, বালগোপাল, বটুক সকলকে লইয়া ত মা। এই কুমারী পূজা দেখিতে দেখিতে মা এক নবীন লীলায় মাতিয়া উঠিলেন। মা আপন হস্তে আপন কণ্ঠে মাল্য অর্পণ করিলেন, আপন কর্ণে ও শিরে কুসুম স্থাপন করিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের এই অপূর্ব বাল্যলীলাটুকু শুধু কুমারীদের অনুকরণেই নয়। স্বয়ং সজ্জিতা, কুসুমভূষিতা কুমারীরূপের এই লীলাটুকু বাল্যেও মায়ের শরীরে হইয়াছে—ইহা নাকি তাহারই পুনরাবৃত্তি। কুমারীভাবের এক অপূর্ব অভিব্যক্তি সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর আপন হস্তে রূপসজ্জা।

এই উৎসব উপলক্ষে ২রা মে হইতে ১২ই মে পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীমা আগরপাড়া আশ্রমেই ছিলেন। ইহার মধ্যে মা কয়েকবার সামান্য সময়ের জন্য বাহিরে গিয়াছিলেন। পদ্মশ্রী বীণা দাশ ও শ্রীযুক্ত বিমল চৌধুরীর অনুরোধে ৫ই মে কিছু সময়ের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সেবা সমিতির আগরপাড়া কেন্দ্রে উদ্বোধন উৎসবে গিয়াছিলেন। ৬ই মে মেজর পি, কে, বসুর গৃহ প্রবেশ উপলক্ষে এবং ১০ই মে অপরাহ্ণে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের অনুরোধে মা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়কে লইয়া অল্প সময়ের জন্য সংস্কৃত কলেজে গিয়াছিলেন।

এই উৎসব উপলক্ষে স্বামী পরমানন্দজী বহুপূর্বেই কলিকাতায় সমস্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য আসিয়াছিলেন, কিছুদিন পরেই স্বামী চিন্ময়ানন্দজীও আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। প্রকৃতপক্ষে স্বামী পরমানন্দজীর প্রচেষ্টায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও অধ্যক্ষতায় এই উৎসবটি এমন সুন্দরভাবে হওয়া সম্ভব হইয়াছিল। এই উৎসব উপলক্ষে ও মাতৃদর্শনের জন্য প্রতিদিন কয়েক সহস্রলোক সমাগম হইত ও প্রায় সকলেই আশ্রমে প্রাসাদ গ্রহণ করিতেন। বহিরাগত মাতৃভক্তগণের সংখ্যাও প্রায় চারি পাঁচ শত হইবে। স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ে, ডালমিয়া হাউসে এবং আশ্রম সংলগ্ন ভক্তগণের গৃহাদিতে বহিরাগত ভক্তগণের বাসের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই বিরাট উৎসবে মহাত্মাগণের সেবাপূজায় ও বহিরাগত ভক্তগণের ব্যবস্থার জন্য স্থানীয় ভক্তগণ যে আন্তরিকতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা সত্যই প্রশংসনীয় মহাত্মাগণের সেবার জন্য ভক্তরা সকলেই উন্মুখ, এমন কি প্রধান যাহারা তাঁহারাও ফিনাইল ইত্যাদির দ্বারা মহাত্মাদের বাথরুম পায়খানা পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। এই উৎসবের ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় ৪০ হাজার টাকা হইবে। ইহার মধ্যে সর্বভারতীয় ভক্তগণের নিকট হইতে ১৫ হাজার টাকার দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং প্রায় ২৫ টাকার মত অর্থ সংগ্রহীত হইয়া এই ব্যয়বহুল উৎসব সুন্দরমত সম্পন্ন হয়। কলিকাতা আশ্রম কমিটির সুযোগ্য সভাপতি শ্রীশচীন্দ্রনাথ সর্বাধিকারী, সহ-সভাপতি শ্রীমাখনলাল ঘোষ, সম্পাদক ভুবন মোহন চক্রবর্ত্তী, সহ-সম্পাদক শ্রীনির্মলকান্ত মিত্র, অন্যান্য সদস্যবৃন্দ যথা শ্রীসুনীতি কুমার বসু, শ্রীশিবপদ মুখার্জ্জি, শ্রীরণজিৎ কুমার ব্যানার্জ্জি, শ্রীঅনিল চন্দ্র গাঙ্গুলী, শ্রীশরদিন্দু নিয়োগী (বিনুদা), শ্রীজে, পি, পাণ্ডে এবং বিশিষ্ট মাতৃভক্ত যথা বিজনদা, বুলুদার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই অর্থাদি ও দ্রব্যাদি সংগৃহিত হইয়া এই বিরাট উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

অর্থাদি সংগ্রহের জন্য শ্রীযুত মাখনদা, বিনুদা ও বিজনদার নামই বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। ইহা ব্যতীত আগড়পাড়ার মাতৃভক্তবৃন্দ শ্রীপঙ্কজ বোস, শ্রীগোপাল দাশগুপ্ত, শ্রীবিমল চৌধুরী, শ্রীসুরেশ দাশগুপ্ত, শ্রীসুধাংশু বোস, এবং জামসেদপুরের শ্রীমোহিনী দত্ত এবং তৎসঙ্গীয় কয়েকজন বহিরাগত ভক্ত এই উৎসবে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। আশ্রমের কর্মীবৃন্দ যথা সাধনদা, মণিন্দ্র, দেবুদা, নিতাইদা, হরিহরদা, শক্তি, দাশু, সদানন্দ, জটুভাই, মাণিক, রমেশদা এবং অন্যান্য বহুভক্তের শ্রম ও সেবায় এই উৎসবটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুসম্পন্ন হয়। স্বামী ভাগবতানন্দজী স্থানীয় কয়েকজন ভক্তের সহযোগিতায় সৎসঙ্গ পরিচালনা দ্বারা উৎসবটি আরও শ্রীমণ্ডিত করিয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করেন।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "সত্য যেখানে সুন্দর হয়ে প্রকাশ হয় সে খানেই উৎসব।" অন্তরে সত্যকে, মঙ্গলকে, শান্তিকে যথার্থভাবে পাইবার জন্য শ্রীশ্রীমাকে কেন্দ্র করিয়া এই আনন্দ উৎসব। উৎসব আনন্দের মাধ্যমে মানব-জীবনের ক্ষমা, প্রীতি, সহিষ্ণুতা ও অন্যান্য সদ্‌গুণ ও সৎবৃত্তিগুলি অতি সহজেই ফুটিয়া উঠে। মানব জীবনের আধ্যাত্মিক প্রয়াসকে রূপদানের জন্যই এই উৎসব। সনাতনধর্ম্ম যুগে যুগে যে সত্য শিব সুন্দরকে প্রকাশ করিয়াছে এই উৎসব সেই মহান প্রকাশের পুনরাবৃত্তি। এই প্রকাশের জন্য ভক্তহৃদয়ে এই প্রার্থনা,—

"তোমার প্রেমের-শুভ্র-পতাকা
বহিয়া জীবন পথে,
দুঃখ-দৈন্য নীরবে সহিয়া
চলিগো ত্যাগের সাথে।"

শ্রীশ্রীমায়ের স্বচ্ছন্দতা ও বিশ্রামের কোন প্রকার অসুবিধা না করিয়া যে রূপ সুন্দরভাবে এই উৎসবটী সম্পন্ন হইল তাহা সত্যই অনবদ্য।

এই উৎসবের সফলতার যে আনন্দ, পরমার্থপদে এই যে অক্ষয় আশ্রয়-লাভ, ইহার মূলে রহিয়াছে মায়ের মঙ্গল আশীর্ব্বাদ। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মত মাতৃকৃপাকেই মূলধন করিয়া এই বিরাট মাতৃপূজা সর্ব্বভারতীয় মাতৃভক্তগণের মিলন ঐক্য প্রীতির সম্মেলনে সম্পন্ন হয়। এই উৎসব সফলতার মর্ম্মস্থান যদি আমরা তন্ন তন্ন কবিয়া অনুসন্ধান করি তবে এই তথ্যই উদ্‌ঘটিত হইবে যে মায়ের চরণে ভক্তগণের অচলা ভক্তি বিশ্বাস এই সফলতার মূল কারণ। মহাত্মা মৌনানন্দ পর্ব্বত (ভাইজী) মাতৃকৃপা লাভের জন্য ১২টি অমর বীজ রোপন করিয়া গিয়াছেন তাই ফলে ফুলে শোভিত হইয়া ভক্তগণকে এই অক্ষয় আনন্দ এবং উৎসবের সফলতা প্রদান করিয়াছে। ভাই-জী তার দ্বাদশ বাণীতে মাতৃভক্তগণের জন্য বলিয়াছেন,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১। ভগবান বা ঈশ্বর বলিতে আমরা ধারণায় যা আনিতে পারি শ্রীশ্রীমা তাহারই মূর্ত্ত প্রকাশ। তাঁহার দেহ ও লীলা বিলাস সবই অপ্রাকৃত ও অসাধারণ, —এই বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সকল কর্ম্মে, ধ্যানে ও জ্ঞানে তিনিই একমাত্র পরম উপাস্য, ইহা স্থির করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে হৃদয় বসাইতে পারিলে পরমার্থ-পথে অন্য কোন আশ্রয়ের প্রয়োজন হইবে না।

২। দেহধারীর উর্দ্ধে তাঁহাকে চিন্তা করিতে না পারিলে তাঁহার কর্ত্তব্য পরায়ণতা, প্রসন্নতা, সৌম্যতা, উদারতা, সমচিত্ততা প্রভৃতির যে কোন একটী গুণ আদর্শ করিয়া চলিতে হইবে।

৩। তাঁহার হাবভাব, কথা, হাসি, কৌতুক, চলাফেরা, খাওয়া পরা প্রভৃতির সহিত কাহারও সৌভাগ্যবশতঃ সংযোগ সুবিধা ঘটিলে সাধারণ বুদ্ধিতে নিজেকে হারাইয়া না ফেলিয়া বা কথায় ও ব্যবহারে চঞ্চল না হইয়া সহিষ্ণুতার সহিত প্রত্যেকটির অলৌকিক মাধুর্য্য ও বিশেষত্ব হৃদয়ে অনুধাবণ করা আবশ্যক।

৪। তিনি স্বাধীন; বদ্ধজীবভাবেই ইচ্ছা ও অনিচ্ছার দ্বন্দ্ব। তিনি ইচ্ছা করিয়া কিছু করেন না বা বলেন না। আমাদের যার যা প্রয়োজন, তদনুযায়ী তাঁহার মহতী ইচ্ছা স্ফুরিত হইয়া থাকে।

৫। তাঁহার দ্বারা অথবা তাঁহার দৃষ্টির ভিতর আমাদের বুদ্ধি বিবেচনার অনুকূল প্রতিকূল, যাহা কিছু ঘটনা হয় তাহার প্রত্যেকটিতে কোন নিগূঢ় রহস্য নিহিত আছে এই বিশ্বাস দৃঢ় রাখিয়া বিনা প্রতিবাদে, শান্ত মনে সকল বিষয় গ্রহণ করিতে হইবে।

৬। যখন কাহারও সুকৃতির ফলে তাঁহার আদেশাদি স্ফুরিত হয়, ভাল মন্দ বিচার না করিয়া বিনা দ্বিধায় মন ও বুদ্ধিকে তদনুযায়ী নিয়োগ করিতে হইবে, কখনও ভুলেও আমাদের ইচ্ছার সহিত তাঁহার ইচ্ছা মিলাইবার প্রয়াস করিবেনা।

৭। তাঁহাকে তাঁহার আপন ভাবে (আমাদের চোখে ভাল বা মন্দ যাহাই লাগুক না কেন) যতই রাখা যাইতে পারে, ততই জগতের মঙ্গল। কদাচ ইহার ব্যত্যয় না ঘটে সর্ব্বদা ইহার দিকে সকলের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। তাঁহার কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কার্য্যে, এমনকি তাঁহার শরীর রক্ষা বা অসুখ অসুবিধা সম্বলিত ব্যাপারাদিতেও আমাদের আপন বুদ্ধি-বিবেচনার ঢেউ তুলিতে নাই; তাঁহার ইঙ্গিত পাইলে তাহা নির্ব্বিচারে প্রতিপালন করিবে; নতুবা নীরবে দেখিয়া ও শুনিয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ।

৮। ভগবচ্চিন্তারূপ ভিক্ষাই তিনি সকলের নিকট যাচ্ঞা করেন। তাঁহার সেবাদি অপেক্ষা আপনাপন সাধন ভজনাদি কর্ম্মে তাঁহার কৃপালাভ সুগম হয়।

৯। তাঁহার নিকট আসিতে হইলে, তাঁহার চরণ স্পর্শ করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগিলে অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য চিত্ত দর্পণের মত স্বচ্ছ হওয়া আবশ্যক। যে যত ক্ষুধিত, পিপাসিত, শ্রদ্ধাশীল ও শরণাগত হইতে পারে, সে ততই তাঁহার অমৃত স্পর্শে তৃপ্তি লাভ করিবে।

১০। তাঁহার নিকট ভেদাভেদ নাই; ভাবই তাঁর আকর্ষণ বিকর্ষণের সূত্র। যার যেমন ভাব, তার তেমন লাভ। তাঁহার নিকট যে যত শূন্য দেহ ও মন নিয়া নিরাশ্রয়ের মত উপস্থিত হইতে পারে, সে ততই সহজে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়।

১১। তাঁহার শ্রীমুখ নিঃসৃত কোন বাণী ব্যর্থ হইবার নয় এবং তাঁহার স্মৃতি কালের আধীন নহে, ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

১২। প্রারব্ধ কাটিতে হইলে উৎকট তপস্যা চাই। শোক দুঃখাদি আমাদের প্রারব্ধের অবশ্যম্ভাবী ফল—ইহা নিশ্চিতভাবে মনে রাখিয়া সকল সময়ে সম্পদে ও বিপদে তাঁহার অজস্র করুণা ধারার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখিয়া চলিতে হইবে।

শ্রীশ্রীমায়ের মহান বিভূতির কণামাত্র শক্তি অনুভবের জ্ঞান আমাদের নাই। মধ্য যুগের সাধক দাদু ইহাদের সম্বন্ধে বলিলেন,—

ঘরবন মাহেঁ রাখিয়ে দীপক জ্যোতি জগাই।
দাদু প্রাণ পতংগ সব জই দীপক তহ জাই॥

দাদু বলিতেছেন,—দীপক জ্বলিলে পতংগ আসিবেই, তা দীপক ঘরেই থাকুক আর বনেই থাকুক। যাহার হৃদয়ে ব্রহ্মদীপক জ্বলিয়াছে তাহার নিকট অন্য প্রাণ শান্তির জন্য আশ্রয়ের জন্য আসিয়া জুটিবেই জুটিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাদু এই মাহাত্মাগণকে কোথাও শীতল চন্দন, কোথাও দীপক, কোথাও স্পর্শমণি, কোথাও অমৃতধারা বলিয়াছেন। তাই দাদু মহাত্মাদের চরণে প্রার্থনা করিলেন,—

বরিষহু রাম অমৃতধারা
সুকে বেলি সকল বনরাই
রামদেব জল বরিষহু আই
আত্মবেলী মরৈ পিয়াসা।

দাদু প্রার্থণা করিতেছেন,—"হে রাম, অমৃতধারা বর্ষণ কর, লতা বনরাজি সকলই শুকাইয়া যাইতেছে—হে রামদেব তুমি বারি বর্ষণ কর, আমাদের তৃষিত আত্মলতা পিপাসায় মরিয়া যাইতেছে।" দাদুর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া আমরাও প্রার্থণা করিতেছি,—"হে মা, প্রকৃত বিশ্বাস ভক্তির অভাবে মানব-হৃদয় নীরস শুষ্ক হইয়া যাইতেছে—তোমার অমৃত বাণী, অভয় বাণী দিয়া কুটীল মানব মনকে সরল সুন্দর ও মুকুলিত কর। কৃষ্ণপ্রেমের অমিয় ধারায় জগতের সমস্ত কলুষ কালিমা দূর করিয়া দাও। মহাশক্তির প্রকাশে সকলকে ধর্মপথে উদ্বুদ্ধ কর; 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং আনন্দং ব্রহ্ম'মহামন্ত্রে ভারতকে পুনর্জীবিত কর।"

হরি ওম্ তৎসৎ

LIBRARY
No.............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

The Self, self-contained,
calling to Itself for its own Revelation—
this is happiness.

MATRI VANI

Is it not wonderful to be a pilgrim on the Supreme Path? This is indeed the path to be taken. The ultimate Goal is reached when the Supreme Path has become revealed.

* * *

Everything is His doing. HE alone IS; your sole duty is to remember this at all times. So long as the sense of "I" and "mine" remains, there is bound to be sorrow and want in the life of the individual.

* * *

HE alone knows to whom He will reveal Himself under which form. By what path and in what manner He attracts any particular man to Himself with great force is incomprehensible to the human intelligence. The Path differs indeed for different pilgrims. Very often He destroys misfortune by misfortune and annihilates sorrow by sorrow. To advance

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

in this spirit means for everyone to tread his own path. One's own path is the path that leads to Self-realization, to the Supreme, ultimate Goal Itself.

* * *

Man must aim at the superhuman, at real greatness. The traveller on the Supreme Path may hope to attain to ultimate Bliss. This is man's main duty.

* * *

The spiritual practice that will cleanse one from the dross accumulated life after life and that has for purpose the uncovering of one's innate, radiant, illumined Self that lies latent deep within—this has to be fostered and served. What does service signify ? Action that purifies the mind.

* * *

Always bear in mind that food, sleep, walking, standing, sitting—in fact your entire conduct has to be strictly controlled for the sake of liberation. Further, whatever spiritual exercise, ritual, and so forth is engaged in, should be carried out with faith and love. No ritual should be performed irreverently. He Himself has come in the guise of spiritual practice. The suffering which patience, endurance, forbearance entail is a manifestation of Him, the destroyer of suffering, for the purpose of its destruction.

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Pages from my Diary

GURUPRIYA DEVI

(Translated from Bengali)

Poona, *9th June* 1961.

Mataji arrived here today from Bombay. She had already been here on May 13th to inaugurate the Ashram. It is a beautiful place situated in the I. C. S. Colony, on Ganeshkhind Road, quite close to the Poona University and and also fairly near the Government House. Sri Bhagwan Das Nangpal, a local devotee and his wife have donated this newly built house to the Ashram. By the joint effort of Poona and Bombay *bhaktas* a large piece of land in front of the house has been acquired for the Ashram.

Sri Haribabaji Maharaj also reached here soon after Mataji. A spacious pandal has been erected in the Ashram grounds for the purpose of daily *satsang*.

Poona, *14th June* 1961.

Two or three days ago Dr. Gopinath Kaviraj was discharged from hospital. He arrived here this morning and is staying in a house opposite to Sri Dilip Kumar Roy's Ashram.

Poona, *23rd June* 1961.

The President of the Indian Republic, Dr. Rajendra Prasad has been in Poona for the last few days, residing in the Government House. This morning one of his secretaries came and announced that Dr. Rajendra Prasad as well as the Governor of Maharashtra, Sri Sri Prakash desired to come

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

and see Mataji this evening at a boat quarter to six. Since they wanted to meet Mataji informally, it was arranged that they should be received by her, not in the pandal, but in her own small room.

They arrived in the Ashram a little after half past five. Sri Sri Prakash had brought his daughter-in-law and a few of his grand-children with him. Dr. Gopinath Kaviraj was also present. The Governor has great regard for him.

No sooner had they taken their seats near Mataji, than Dr. Rajendra Prasad said to her : "Please give us some instructions that will help us on the spiritual path !"

Mataji : Pitaji, this body does not give instructions. Nevertheless, quite often in the course of conversation something is said in a very informal and unconventional manner. (Pointing to Dr. G. Kaviraj) These learned men will be able to explain everything to you in beautiful and appropriate language.

Kaviraj Mahashaya said : "Please, put some questions."

Thereupon Sri Sri Prakashji asked : "Mataji, I have a problem which I put to every wise or learned person whenever I get the chance. We encounter so much fraud, deceit and dishonesty. How can the spiritual life develop in the midst of all this ?"

Mataji gradually warmed up to the reply. "Pitaji, this reminds me of something that occurred years ago. This body was then in Mussoorie. One day, while going for a walk it saw lots and lots of children playing in a games field. Suddenly, at the sound of a bell, they all stood as still as stones wherever they happened to be. This was an example of self-control. So long as the Brahmacharya Ashram is

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

not lived fully as it should be, day after day, man's life cannot be moulded according to proper laws and regulations. If the first of the four Ashrams is not lived in the right manner, then, just as when the foundation of a house is not well built, the house is in danger of collapsing, so also when the foundation of human life is not properly laid, lots of difficulties keep on arising."

Dr. Rajendra Prasad asked: "How is one to acquire love and devotion for the spiritual life ?"

Mataji : By the yoga of practice. By sustained practice love and devotion for the spiritual path are developed.

About 45 minutes were spent in this kind of interesting and useful conversation. Then our guests were entertained to some light refreshments. Dr. Rajendra Prasad is suffering from asthma and therefore would not partake of anything. But he tied some fruit and sweets into his handkerchief to take along with him as Mataji's *prasāda*.

Sri Haribabaji, who had gone out for his daily evening walk, returned at that moment. He was invited to join the party in Mataji's room. Mataji asked him two or three times to talk about some spiritual topic, but he could not be persuaded. Dr. Rajendra Prasad said: "Babaji is not gracious today."

At about 6–30 p. m. all did *pranāma* to Mataji and took their leave. When they had gone, Mataji with a number of the people present paid a visit to Sri Dilip Kumar Roy's Ashram and remained there for some time. Then, after dropping Dr. Gopinath Kaviraj at his place, Mataji returned to our Ashram.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Poona, 24th June 1961.

In the beginning of May a French couple, Mr. Arnaud Desjardins and his wife Denise, came to Mataji at Allahabad. Since then they have mostly travelled with Mataji. However, for two weeks in between they visited Swami Ramdas at Kanhangad in South India and the Ashram of Sri Ramana Maharshi. Now they have again returned to Mataji at Poona. Mr. Desjardins is a well-known camera-man at the Television in France. Both he and his wife are very spiritually minded and, have great faith in Mataji. They had their first *darśana* of Ma in Benares during Durga Puja in 1959. Staying with Mataji for some time they produced a film of her which was shown in several places in France and North Africa. Innumerable people were immensely impressed by Ma's film and eager to see more. Mr. Desjardins is therefore trying to produce another film. However, Mataji does not take the slightest interest in such matters. Therefore he has to be always alert and on the lookout for moments when he can get exposures, out of which he will piece together his new film.

This evening Mr. Desjardins showed some fragments of his would-be film to Mataji, Sri Haribabaji and to all present at the Ashram. Sri Dilip Kumar also came with Indira Devi and a few of his devotees to witness the performance. Although no adequate projector was available with which to project a technicolour film, the entire audience enjoyed and appreciated immensely what they were shown.

Mrs. Desjardins has to return to Paris already to-morrow to be with her small daughter, while her husband is

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

staying on for another week or so, hoping to get a few more shots for his new film.

Poona, 30*th June* 1961.

H. H. Maharaja Scindia of Gwalior is here at present. In spite of his indifferent health he comes almost every evening for Mataji's *darśana*. Daily pure cow's milk is sent for Ma by car from his private dairy farm. At first only Maharani Vijayaraje used to come to Mataji, but after some time the Maharaja also began to feel drawn to Mataji. This was a surprise to many, since the Maharaja was reputed for his indifference to religion and spirituality. There is no knowing who may change in what manner and at what time by Mataji's grace.

Poona, 2*nd July* 1961.

Since this morning it has been raining heavily, In the midst of this downpour Sri B. K. Shah* came from Bombay together with his wife Lilaben, their daughter Sunayana and her baby boy. In Bombay, when Mataji had seen the baby for the first time, she remarked that he had very extraordinary ears. Today, as soon as he was taken to Ma, he tried to leap into her lap. Every time an attempt was made to straighten him, he would incline his head again towards Mataji's feet. He is just five months old. Everybody present was quite amazed to watch how powerfully he felt attracted to Mataji. There were a number of people in the room, but the child took no notice of them; his attention was exclusively occupied with Mataji. Suddenly Mataji stood

---

* Sri B. K. Shah is the Managing Director of the New India Assurance Co. and a well-known personality in Bombay. He and his family are greatly devoted to Mataji.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

up, lifted the baby into her arms, and touching both his cheeks with her head, she fondled him. Again and again She stroked his forehead, and the baby seemed tremendously delighted. It was a unique sight, for one does not ever see Mataji take a baby into her arms. Everyone present felt that the child was extremely fortunate. Who he may have been in his former birth, Mataji alone can tell.

Poona, 30th July 1961.

Sri Kaniabhai* has arrived here from Bombay together with his wife, a woman of a very sweet and gentle disposition and a fine singer. In the course of the conversation she said to Ma : "Surely, I am bound to fulfil my duties as a wife and mother. These are also a gift of God."

Mataji : Most certainly. All is His, all is He. Whatever work you do in your home, always carry it out as a service to Him. In every shape and form is He alone and therefore everything can be done as His service. The important thing is to be ever aware of Him, to think of Him in everything one does.

Last night Mataji related many interesting things to Kaniabhai. The following happened several years ago. Once at Bundh, Sri Haribabaji took Ma out in a special procession on an elephant. A howda had been placed on the back of a huge elephant. It was difficult to climb up to it. Sri Haribabaji told one of his devotees to bend down low, so that Mataji could use his back as a step to get up to the litter. But Mataji was not willing to agree to this. Not

* Sri D, I. Kania is a well-Known businessman from Bombay.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

knowing what to do. Haribabaji suggested that Ma should step on his two outstretched hands. Needless to say Mataji refused to do this either. Suddenly she had the *kheyāla* to climb up on the elephant without any help as nimbly as a mouse. All who watched were speechless with amazement. When Ma has the *kheyāla* nothing is impossible.

Another incident was also mentioned. After the death of Sri Uriababaji, Mataji once went to Vrindaban at the invitation of Sri Haribabaji. Mataji had the *kheyāla* that Sri Uriababaji was all the while present near her. A carpet had been spread below the wooden couch on which Mataji was seated during the *satsang*. Mataji had the carpet removed. A few stains of blood were then discovered on the carpet. Everyone was dumbfounded. It became clear that Sri Uriababaji must have sat on that very carpet when he had been murdered in public during the *satsang*. Up till then nobody had noticed the stains and Mataji drew people's attention to it in this manner.

This evening Sri Dilip Kumar Roy and Indira Devi came to see Ma. Sri Dilip Kumar asked : "Mataji, why have excellent people and even supermen to suffer so much physical pain ? Sri Ramana Maharshi, Sri Ramakrishna Paramahansa died of cancer. Why did Sri Gopinath Kaviraj also have to suffer from this terrible disease ?" Mataji replied with a smile : "What does Gopibaba himself say about this ?"

Dilip Kumar : "We want to hear what *you* say ! Your words sound very sweet to us." Mataji evaded : "Whatever Gopibaba says is what this body would say." Mataji then explained that men of Sri Gopinath Kaviraj's learning and spiritual experience were extremely rare in this world. To find

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

another person who united a teacher as well as a student of such profundity in himself was difficult indeed.

The famous singer Srimati Hirabai Barodkar came for Ma's *darśana.* With deep feeling she sang two songs to Mataji. Mataji said: "Through melody, tune and rhythm the One who is all can be contacted. Just as Ram Prasad found the Great Mother through the intensity of his songs, so you also should dedicate your power to sing to Him. Try to realize Him through music."

Poona, 11th July 1961.

Today Mataji was taken to the famous National Defence Academy. The Principal himself had invited Ma and drove her in his own car. A reception was given to Mataji and her party on the veranda of the guest-house. First Pushpa sang two or three songs, then, at the urgent request of everyone, Mataji herself also sang for a short while. The place is of extraordinary beauty, facing a large lake surrounded by hills. In the distance Emperor Shivaji's fort can be seen. On the way back, stopping the car in various places, Mataji was shown round the Academy by the Principal who explained everything to her and to us. Amongst other sights Mataji visited the dining-hall in which about 2000 students take their meals together. The whole trip was most interesting.

Poona, 12th July 1961.

For the last fifteen days there has been continuous rain in Poona, such as has rarely been experienced before. The news has been received that the dam at Kharakvasla has burst and that a large part of the town is under water. Since the Ashram area is very high, nothing can be noticed of the

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

flood here. But a little further down the road everything is submerged by water. Thousands of people have had to vacate their homes, many bridges are broken, schools and colleges, the court, offices and shops are all closed. No one knows how many men and animals have lost their lives. We are happy to hear that all of Mataji's devotees are in safety.

Mataji told us : "When we got the news that the flood was rising with terrifying speed, this body had the *kheyāla* to say to the water : 'Now start receding gradually.' And really, from that moment the flood began to subside bit by bit." Who can tell how much disaster was prevented by Mataji's grace ?

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

A Life in Zen*

TAKASHI HIRATA †

(Translated from German)

II

I shall now give a translation of the famous Chinese text named '*Zazen-gi*' (the Zen posture), which may prove helpful to the practice of Zen by Westerners. It was written in the 10th century by a Chinese Zen Master Chang-L-I. The work is to this day the instruction for beginners in *Zazen.*

Zazen-gi

(in Chinese "Tso-Shan-I.")

(in English "The Zen Posture)"

"O disciples of the Supreme Knowledge !

"If you want to master the Supreme Knowledge (*Mahā Prajña*), you must first of all awaken in your heart the 'Great Compassion.' First of all concentrate earnestly on the 'four pledges' and then attend carefully to the practice of meditation. You should take a solemn vow to seek liberation not for yourself only, but for all sentient beings.

---

* The following is the second instalment of an essay that appeared in the German book "HOHLEN, KLOSTER, ASHRAMS" Published by U. W. Barth Verlag, Weilcheim Oberbayern.

† Professor Takashi Hirata was born in Kyoto, Japan, in 1924. After 10 years of strict training and meditation in a Zen monastery he received the title of "Zen Master."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"Remain aloof from your surroundings, also from inner attachment, drop all feeling and willing, thinking and striving. In this way, whether active or in repose, you should always remain poised in the unity of body and mind. Be moderate in eating and drinking, take neither too much nor too little. Likewise also never sleep too much nor abstain from sleep forcibly. If you wish to get absorbed in *Zazen*, choose a quiet place, sit on a thick cushion, tie your clothes loosely, and keep your body erect.

"There are two kinds of Zen postures. The first is called 'perfect pose'. To form this posture, place your left foot on the right thigh and the right foot on the left thigh, or else the other way round, that is to say, begin with the right foot. The second posture is called 'half posture.' Leave the right foot under the left thigh and place the left foot on the right thigh (or vice versa here also). Then put your right (left) hand on the left (right) leg in such a manner that the hand rests on the point where the legs cross, the palm turned upwards. Then put your other hand over it, also with the palm turned upwards and let the tips of your thumbs touch each other.

"Your back has to remain completely straight. First bend forward and then let your spine, as it were, grow vertical. Then swing your body a few times to the right and left, so as to keep it finally in perfect balance. In this way you can make your whole body assume the right posture. You should neither stoop to either side, nor bend forward, nor lean backward. Let your hips, your spine, neck and head rest one above the other like a stupa that is formed of stones heaped up perfectly straight. Do not stretch your-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

self too high up, as your breath would thereby become short and uneasy. Shoulders and ears, navel and nose should lie vertically above one another. Let your tongue lightly touch the hard gums behind your upper front teeth. Keep your mouth shut and your eyes open. By keeping your eyes open you can avoid falling asleep. If you compose yourself in this manner in the Zen seat, you may acquire the best accumulated strength of Zen. Since ancient times all prominent monks practised thus, with their eyes open. The famous Zen Master Yuan-Tung used to rebuke his pupils for closing their eyes : "This is the cave of the ghost under the black mountain." In this saying wise men find a deep significance. Keep your body in the right attitude and breathe naturally; then relax your abdomen and do not harbour any thoughts at all, neither good nor bad ones.

"If any thoughts or ideas are in your mind, do not try to destroy them forcibly; leave them alone. In this way you can cause them to become extinct quite naturally. By practising in this way for some time, all your senses will become still. In this manner you can effect a harmony of body and mind as easily as one folds a leaf. This is the main purpose of the Zen posture.

"An ancient Zen Master once said that the Zen pose was the shortest path to the most delightful place in the world. All the same, due to carelessness, some pupils fall ill as a result of the Zen posture. However, if one takes proper precautions, the body will gain strength through the Zen pose and the mind be refreshed. By this strength and refreshment the consciousness becomes perfectly clear. If one attains to *prajña* (knowledge) through this practice, then one's inner power becomes overwhelming, like that of

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

a dragon swimming up a waterfall or like that of a tiger standing at the edge of a yawning precipice. Even though the aspirant cannot yet attain to *prajña*, it comes into being after a time, just as fire is inflamed by the wind.

"You should adhere to the practice and beware of delusions. Remain ever watchful. After you have got used to the Zen pose, all kinds of obstacles may arise within you, such as for example phantoms or mental illusions. Whether you give in to such a current or resist it, you should always persist in right meditation. *Samādhi* cannot be influenced by any current.

"The nature of such fantasies is explained in detail in various books, for instance in the *Lankavatara Sutra.* You should definitely study such books, so as to be on your guard right from the beginning.

"When rising after meditation, you should slowly and gradually come back to normal consciousness and not get up hastily.

"Zen meditation is most important for us. If we do not succeed in it, we shall be without concentration and composure when it is most needed. If one endeavours to dive for the precious gem in a river, one must first let the waters become still. While there are waves one cannot extract precious stones. But when the water is perfectly clear and calm the gems become visible of themselves.

"In the *Yuan-Chiue* (*En-Gaku*) Sutra it says : 'The pure, unobstructed knowledge arises only out of the Zen posture.'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"The *Saddharma-Pundarika Sutra* enjoins : 'Concentrate your heart in a quiet place and for many hours remain there motionless like the Himalayas !'

'Pass by mundane truths and enter sanctity. Invoke it in meditation in a quiet place.' By such power of concentration you may be able to enter death in a sitting posture, although it is generally believed that one has to lie on a bed or on the floor when dying. However, one may practise Zen for a life-time and yet remain untransformed. Thus the never ending *karma* hits him who practises Zen half-heartedly and not with firm faith. Man is tortured by the chains of birth and rebirth and is forced to go hither and thither in bondage unless he succeeds in developing this inner strength.

"Dear disciples, read this paper again and again. Redeem your Self and that of others ! Attain as speedily as may be to *Samyak Sambodhi*, the excellent right Knowledge."

IV. *An Experience in a Zen Monastery.*

In 1946, at the end of the second World-War, the whole world was terribly tired. At that time I joined the University of Kyoto, in order to study ancient Indian philosophy. In the beautiful Kyoto with its many old temples, I began to study with great zeal. But already after one year I had lost interest in the lectures, as the Professor taught nothing but critique of the texts.

I am the son of a Zen priest and was born in a temple. In my childhood I had occasionally heard my father use the word '*satori*', which signifies Enlightenment in Zen. When I was still a child, unable to grasp the meaning of the word

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

my father explained *satori* to me by a metaphor suitable for a child. "*Satori* is an immortal, very supple, violet coloured bird that ever brings fruits of power, wisdom and strength to men."

'*Tori*' means 'bird' in Japanese, but the word *satori* does not signify any bird.

"If you diligently practise *Zazen*, the *Satori* bird will come to you and bring you lovely, sweet fruit."

While yet a child I practised *Zazen* with enthusiasm, in the hope of attracting that bird. Since then I could never forget the word '*satori*.' Only the meaning of the word changed from bird to attainable Truth. While at the University, I now and then attended a lecture by Professor Himatzu on "The Formless Ego." Professor Himatzu was then Lecturer for Buddhist Religious Science at the Kyoto University. I was greatly interested in his expositions. He explained: "Usually one assumes that the ego of one man is in contradiction to that of another man. But the ego about which I want to speak is not separate from other egos. I call this ego the "Formless Ego," which is called the 'Original Man' in Zen Buddhism. He is unborn and immortal : To awaken to this Formless Ego is called *Satori*."

I loved this lecture and enjoyed it much more than the studies in the Department for Indian Philosophy. Professor Himatzu said: "This Ego is immortal, unborn, pure, immaculate, neither growing nor waning. It is beyond all pairs of opposites, beyond all objective forms. Therefore it is able to approach freely all objective forms. It is ever void of all forms and in its perfect freedom it assumes every form. It is called 'Absolute Freedom.' This is true Freedom that trans-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

cends freedom and bondage, appearing sometimes as freedom and at other times as bondage. It is genuine freedom, beyond all opposites.

"By dwelling where subject and object are not separate, one can realize the Formless Ego within oneself. The essential thing in Zen is not to realize the Absolute, God or the Buddha, but to become the Formless Ego. There is a difference between being and knowing. By thinking one can never attain to the Formless Ego."

It goes without saying that I had to give up the study of Philosophy in order to realize this Formless Ego, since I had actually since my childhood searched for *Satori*.

After completing my studies at the University, I at once entered a Zen Monastery. Life there differs greatly from the life of a University student. I found it extremely strenuous. The Zen Master gave me a *Koan* to solve of which I have already spoken. In her wonderful book 'Zen, Japan and the West', Miss Ingeborg J. Wendt writes about my own *Koan* question. She translates: "How can one hear the clapping, not of two hands but of one single hand ?"

Throughout a whole summer term I tried in vain to hear this clapping. Twice daily, and during the Sesshin three times, I had to enter the room of the Zen Master to reply to the *Koan*. "Tell me, tell me at once !" the Master pressed me. I had no reply. Once he abused me and another time he hit me with his stick. Yet I was unable to perceive the clapping of a single hand. With tearful eyes I sat alone on the hill behind the monastery in the dead of night. I had lost my appetite and could not sleep at night. While begging, cleaning or cooking I constantly meditated on the *Koan*.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

The summer term had passed without success. Even during the vacation the monk may enter the room of the Master to give the reply to his *Koan*, if in a sudden experience it seems to him true and unique. For more than a month I sought peace of mind in the monastery. Soon the winter term would start. Again life would become strenuous. As before I practised *Sanzen* twice or thrice daily but never with success.

From December 15th to 22nd is the most difficult *Zazen* week in the Zen Monastery. Since ancient times it has been called "the monk-killing *Zazen* week." For all the seven days the monk is forbidden to lie down. Except when going for his meals and to answer nature's calls the monk is not allowed to leave his seat. As before, the Zen Master inexorably pressed me for an answer to my *Koan*. Mercilessly he beat me with his stick : "You lazy monk ! Get out !" Full of despair I sat day after day. My lips got cracked and bled, my whole body was numb from the cold wind, my consciousness became ever clearer. In one of the nights of the Sesshin I sat alone under the veranda to the large hall to protect myself from the icy cold. The sharp wind howled against the ceiling of the hall. Suddenly I was one with the howling of the wind. I let go of my body and mind. This was the clapping of one hand. I could hear it perfectly. I sat until daybreak unconscious, yet my consciousness was extremely clear. Someone shook me. On regaining normal consciousness, sky and earth looked very fresh to me. All sounds, the twittering of the birds were in reality nothing but the clapping of a single hand. Filled with great joy I entered the room of my Zen Master to enquire about my experience. For the first time he smiled gently and said : "When you become one with the

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Koan you hear for the first time the clapping of one hand. The clapping that you experienced is called "Buddha Nature" which traverses the universe in ten directions, is formless, without clapping, acting here and now. It manifests as the seeing of the eye, the hearing of the ear, the speaking of the mouth, the walking of the foot, the grasping of the hand. It is without subject or object, lifeless and deathless."

I entirely understood the words of the Master and their significance. Then he continued. "Nevertheless, your experience belongs to the first stage in Zen. If one wished to remain on that level, one would pass into the dried-up, dead Zen. One must persist in one's quest so as to be liberated from that world as well."

Once again he gave me a *Koan*: "See through the clapping of one hand !" In this manner my Zen practice continued uninterruptedly for ten years.

To conclude I should like to mention the most important words of the Master Rinzai (Linci). Try yourself to shed light on these words ! Once Rinzai said in an address : "In your red body the 'genuine man' who is detached from everything is already present. Look, look, you who cannot yet awaken to that 'genuine man.' " A monk asked : "What actually is this genuine man ?" Rinzai descended from his seat, caught hold of the monk and said : "Speak, speak !" The monk hesitated and could not utter a word. Rinzai chased him away and replied himself : "What a dirty old scrubbing brush this 'genuine man' is ! '

Then he traversed the big hall and returned to his room.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Birthday Celebrations at Almora

KALI PRASAD

After an interval of ten years, Mataji's birthday is to be celebrated in Almora once again this time. The following is the last portion of an article describing in detail the celebrations in 1954, reprinted from the August 1954 issue (Vol II/2) of *Ānanda Vārtā*. We feel that even those of our readers who have been subscribers for more than ten years will enjoy reading again this very poetic and beautiful description by a European visitor of the night of the *Tithi puja* which marks the end and climax of the function.

The Managing Editor.

The Night of May 21st.

What magnetic force beyond our ken attracted over two thousand people to the Ashram to keep an all-night vigil ? An all-night vigil holds no prospect of feasting, of *prasāda*, as perhaps might attract many to what is conventionally considered an ordeal. Yet, this huge crowd of people from widely scattered parts of India came and sat silently for hours, awake, patient, completely absorbed, suffused with happiness, people from all walks of life, *sannyāsis*, *pandits*, children, rajas, business men, families, artists, beggars— pilgrims all on the route to the inner Kailash. *Kīrtana* and *bhajanas* were sung throughout the night and a grotto was created out of pines and banana leaves on a stepped terrace. At three in the morning Mataji came out of Her room; She was radiant in white, a kind of minuscule fineness and perfection, wreathed in garlands. She mounted the steps and after briefly sitting surrounded by devotees, She lay down on a couch and was covered with a beautiful golden and

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

floral coverlet. Only Her forehead gleamed out of this robe of spring flowers and freshness, and Her black hair fell like a plume on the pillow.

Puja commenced and salvers of sweets laid out in rows on the steps were uncovered. Three *sannyāsis*, led by Sri Haribabaji Maharaj sat near Her like the Three Wise Men in the Adoration. For two hours the ceremony continued in a mood of intense exaltation. Yet there could hardly be anything more simple and undramatic. Almost no outward sign was manifested beyond Her recumbent figure. But here, within the black arena of invisible Himalayas Mataji lay in Her birth dream, the mystery of mysteries, Her brow alone marking Her presence like a face, like a mountain peak, inscrutable. This *murti* seemed like *Viṣṇu* asleep upon the Ocean of Bliss, dreaming of the universe, or *Queen Maya* dreaming of the birth of Lord Buddha, or *Devi*, immersed in the imponderable mystery of *śunya*, beyond creation and dissolution, birth and rebirth. Yet it was none of these things, for it was the essence of *Anandamayī*. And the assembled crowd, filled with *bhakti*, kept vigil for that. Whether the *pandits* may have called this *samādhi* or *suśupti*, complete absorption in the causal *prakriti*, whatever the guess, nothing can either approach the full truth, nor dissolve the reality of that surge of devotion which filled those assembled, and made them as *one*. For if, as is supposed, only the perfected *Yogi* can perceive one *Jīva* where before there was a whole world of many *jīvas*, here was an unvoiced awareness of that reality, lived for those few wondrous moments.

As the *pūjā* ended, everyone, still entirely absorbed by the moment, by the mystery of the Birth Day, processe

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

quietly, unhurriedly to the foot of the couch, there to *praṇāma* and re-dedicate themselves.

As the last filed past, a new mystery was born, reborn, and Mataji awoke; laying aside the coverlet of flowers She walked forth into the morning in Her simple white robes. But now it seemed that one had never really seen Her before, so different She appeared to us, almost delicate, pale and beautiful as a full-moon in a blue day sky, with eyes utterly remote and serene, remote in that they seemed to embrace all, rather than any single person, to look beyond and to embrace that which abides deep within; but never in so close a communion with Her bhaktas as at that unforgettable moment.

* * *

That day there was feasting and singing of hymns, and discourse of the learned. In the night as I returned home I saw a single glow-worm ahead of me on the path, as if I had found myself being called to the attention of something within. My eyes then wandered and saw by contrast the distant flashes of a great Himalayan storm, and suddenly, from the direction of the hidden Nanda Devi, came a piercing bright light, and as straight as an arrow, serenely, with awsome, incalculable silent power a comet traversed the sky. It sped in a huge arc across the star-broken blackness piercing the brain, proceeding to some nameless distance, leaving behind it a long sparkling plume of fire—and vanished. And then a wind came rushing through the night, stirring and weaving through the pine groves, voice of the night, poised between the void of the unknown and the Light of a promise.

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

The Mother's Call

PROF. BATUK NATH SHASTRI, M. A.

Love for All – the One Lesson

The lesson of history is one with the teaching of the Scriptures—love for mankind and goodwill towards all. It is the core of Sri Chaitanya's tenet : the highest object of man's pursuit is love. The Yajurveda has the prayer : May all creatures look on me with a friend's eye, May I look on all creatures with a friend's eye. The Buddhist *Metta Sutta* holds up *Brahma-Vihara* as man's highest good in the words : "As a mother protects her son, and only son, by the sacrifice of her own life if need be, even so cherish amity and love towards all beings." Laotse said, "I choose to practise compassion in return for ill-doing, goodwill even towards the evil-minded." The gospel of Christ enounces not the rule of law but a dispensation of grace and charity. The sages of our times hold that a united world, mankind as one family, universal brotherhood and one sovereign world-state sum up the destiny of the race and will ensure its well-being.

The Dual Pull

Human society today stands perilously poised between two contrary pulls – centripetal and centrifugal. On one side is the mentality typical of the atomic age—the outburst, ghastly and staggering—of narrow self-interest culminating in ruthless aggression, through global holocaust. On the other is the immense and unprecedented attempt of welding all mankind into one whole, under the idea : All men are

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

brothers and the whole world is my own country. The first ever tends to confine man within the cramping cell of the egoistic prison, the other leads forward along the line of the widening ego towards self-forgetting fulfilment by renouncement and merger in all-embracing unity.

Serenity and Harmony—the Need of All

The problem before religion is how to bring peace and joy to the millions of mankind tugged by these two opposite trends, to give them the sense of belonging and worthwhileness, singleness of purpose and joy of fruitful endeavour. Tagore, our great poet, pointed out the goal ever before Indian manhood as fullness. Fullness he defined as the sense of oneness with the universe. This communion dissolves the ego-sense and makes one feel humble. Humility, he says, is a spiritual power. It is like the steady current of air. By its very gentleness it exceeds the force of a storm. A hurricane agitates and convulses a little space for a short while, but the gentle stream of air envelops the whole earth at all times. This sense of fullness is an elixir of the heart, a feeling of harmonious serenity. No doubt it shows itself at times in choicest spirits, even amidst the glitter of wealth, the satiety of a life of comforts, pleasures and luxuries. But the enormous masses of humanity—those who inhabit the outskirts of opulent habitations, who by hard work produce wealth and turn it over to society, who build mansions and themselves lodge in shacks and hovels, they view from afar the pomp and pageant of the men of success and power and so bear within themselves the gnawing sense of failure and frustration. They are the nameless uncounted ciphers of men and women. They have been through the ages the concern of the great souls

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

whom the world loves to honour. It is for their sake that these exalted spirits gave up hearth and home and wandered forth and became one with them by voluntarily embracing their miseries and lowly condition. And so they raised the worth and dignity of the common man and stirred the conscience of classes lapped up in a smug life and grown insensitive to the lot of their fellowmen.

Unity in the Atomic Age

Hence the crying need of our age is an atmosphere of love and shared well-being, of peace and self-control which would unite mankind instead of letting it be torn by the rampant forces of passion and violence. Through population explosion space is fast shrinking and sustenance dwindling. Like grains of sand individuals are being forced apart and society atomised, making the age atomic in an unkinder sense. This is poles apart from the Vedic prayer for oneness which runs—

> May our motto be one, our meeting-place the same. May we be of one mind and our spirits work in unison !

What philosophers' stone, what balmy bliss can wipe off the dividing lines and charm away the seeds of dissension and help realize the longing for the universal man ? What rain of heavenly dew like a shower of heaven's grace may again turn the parched earth into a stretch of living green and stir man's spirit to fresh joy and ardour of life ?

The Onward Phase of Evolution

Perhaps mankind longs today, naked and shivering, to be wrapped in the hem of love's garment, to feel the touch

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

of a healing hand, to hear the reassuring accents, to find meek tolerance as of the earth under our feet and a spirit of self-disregarding helpfulness and melting compassion, the exquisite sweetness of genuine sympathy. Anthropologists of our day speculate on the coming phase of evolution of the species in future and picture the traits in body and mind which the race will develop. They forecast how men would shape themselves in form and in manners, lay aside all that is stern and harsh, uncouth, aggressive, predatory and, these features fading away from their limbs and lineaments—they will exhibit the qualities and dispositions, soft and tender, comely and graceful, suave and delicate—all that bespeaks womanliness, the motherly heart, the attitude goddess-like. All that is red in tooth and claw, cruel, unsightly, disproportionate, hairy, fleshy, enormous in growth, unfeeling, rough and repulsively self-centred—which keeps apart and outside the pale of civilisation the aboriginal tribes in hills and jungles-will disappear like a nightmare of the past. And a new chapter in life's transformation will open, exhibiting refined thought, delicate artistry, mental aptitudes, meek and mild, subtleness of taste, all-round awareness and highest sensitiveness.

Needed – a Philosophy of Help and Cooperation

The day seems to be done for the philosophy which has so long taught that human good and progress is best achieved through scramble and competition, tussle and combat. The time has come for the passing away of the modes of life—crazy for business, greedy for gain and accumulation, eager for mastery, self-sufficient, indifferent to right and justice. To light the path for mankind out of this dark past to his future destiny, are there not signs manifest of a new motherliness

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

emerging and awakening in life's arena ? Do we not hehold the auspicious jar and never-quenching lamp as at the installation of a deity ? Some auguries of that coming glory seem to be appearing even amidst the oppressive glare and hubbub of a civilisation which revels in material goods, gigantic plants, vast industries. The majority of men with the unsatisfied hunger and thirst in their soul, under a sense of emptiness amidst affluence and creature comforts are wistfully turning towards the serenity and meditative raptness of bygone ages. In place of the dominance of power and opulence and high place, a life of luxury and general subservience to all that, man is growing impatient for a new spiritual climate, a new sense of values and new cult of equality and brotherhood. And the chime of accordant voices is heard from the ends of the earth. Recently the Primate of England remarked to the same effect : It is on the plane of spirituality that we can with great profit search for unity, less in the thoughts and formulations of the mind than in the depths of the soul and in actions which are controlled from thence.

Ananda Varta – the Gospel of Motherly Inspiration

By the tremendous success which man has achieved in probing the mysteries of external nature, he has astounded the world and shot up to the proportions of a Nuclear Giant. But in his moral nature enchained to primitive impulses he is still an ethical infant undeveloped in mental powers and puerile in the levity of his code of conduct. To cleanse the insight of this infant and to nourish it with spiritual sustenance, the one thing needful is the creation of a suitable atmosphere. Hence the age seems to yearn for the awakening of the power maternal. Does the new gospel of joy—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

the *Ānanda Vārtā* sound the sacred notes as on the conch-shell, does it shine with the effulgence of the lamp which is waved before the Icon ? In the Veda the Acharya prays : "Even as the hungry offspring eagerly approach the mother, may Brahmacharins come unto me : Oh Almighty Dispenser ! from all sides." Under the attraction of Motherly majesty, this prayer now seems to be realized in visible form. From all sides men and women—young and aged—hankering after the infinite and thirsting for beatific joy are gathering in the serene air, under the mild shade of the hermit-grove and are learning to be rapt in meditation, seated in the steady pose and absorbed in the stillness of *dhyāna*. They are coming together for the week-long vow, the practice of silence and self-control. The desire for a steady mind and a heart stilled in peace is growing even amongst the privileged classes reared amidst all the good things of the earth. The recital, continuous and complete, of sacred books throbbing with emotion and charged with noble thought, the collective chanting of sublime hymns are reviving the atmosphere of ascetic groves with their routine of scriptural reading even in great cities and the thriving countryside.

The new Climate of Self-Control & Meditative Devotion.

The strict, austere devotion which marks the ritual of worship and sacrificial fire-offerings at holy seats and shrines is once again releasing the pent-up hidden springs of pious fervour and making them flow in ample stream. Above all, the lines of sectarian separation are fading away under the magic touch of a Mother's large heart and abounding affection for her children. For the Mother bestows her grace and

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

moves all so effectively to finest issues because of her sure insight into the special need of each. As is said in the Gita stanza :

"Even as people approach me with devoted heart but with diverse desires, so do I serve them. For it is my path, O son of Kunti, that men go along. Even as each resigns himself to my will, I fulfill his heart's wish."

Those that have felt the delicious touch of the Mother's heart amidst the divergence of doctrines and worries and perturbations of the present are tasting the truth of these lines. For them life's savour is being purified from what is of the earth earthy and refreshed with the juice of immortal joy. The sweetness of adoration, the ecstasy of choral chanting and concerted hymn-singing, the sublime inspiration of sermons and discourses are spreading through the country a new atmosphere, which moves from place to place like a flame of hallowed fire. Those who are coming in contact are elevated by the ennobling experience and those who are witnessing these scenes are in raptures over this manifestation of the perennial power of purity, austerity and renunciation. May this visible demonstration of Motherly power win glory evermore and convert the world into one unit.

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. ....
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

Modern Science And Indian Philosophy

DR. B. L. ATREYA. M. A., D. LITT.

It is surprising indeed that in spite of science being so much studied in Indian Universities, and in spite of popular scientific literature being so cheap and common, there has not been any serious, systematic and comprehensive attempt on the part of any Indian thinker to synthesize and correlate the discoveries of Modern Science with the doctrines of Indian Religion and Philosophy. Only a few references here and there are made by some of our writers to the doctrines of scientific philosophy such as we find in the works of Dr. Bhagavan Das and Dr. Radha Krishnan and others. We should not be satisfied with such meagre and occasional references. We need a more thorough and detailed attempt at correlation and synthesis of modern Science and Indian Philosophy, in which not only similarities but also differences will find due place. Our purpose should be not only to have the satisfaction that the conclusions of Indian Philosophy are corroborated by Western Science but also to correct and revise those of our conclusions which may not be found true to experience and in line with facts discovered by exact sciences, and to enrich our philosophy by incorporating within it more and more of the newly acquired knowledge.

We do not hold that Indian Philosophy is perfect and omniscient. There is much that it has to learn from modern science; much that it has to throw away as unscientific and therefore unacceptable; much that has to be altered and improved upon in the light of modern science, and much that

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

needs detailed study on a scientific basis. On the other hand, there is much that science needs to learn from Indian Philosophy in order to completely understand human life and experience. There are indeed, many points of contact between various systems of Indian philosophy and various branches of modern science. It is better wisdom to compare notes and revise opinions. The followers of the Charvaka philophy can very well sit at the table of a modern believer in scientific materialism and get inspiration from him and acquire greater confidence. The Vaisheshika atomism may compare notes with that of modern Chemistry. The modern physicist and an Indian believer in the Samkhya Prakriti may delight in having come nearer each other. The modern logician and the Indian Naiyayika can very well learn from each other. The Yoga of India and Psychical Research of the West can help each other very much. The monism of the *Upanishads* finds great support in the scientific philosophy of the present day. To draw the attention of Indian philosophers in this direction, we would briefly refer to the most important conclusions of some of the well-known branches of science, namely, Physics, Biology, Psychology and Psychical Research. These are the basic sciences dealing with matter, life, mind and spirit, respectively.

Physics

Apart from being an enquiry into the nature and relations of physical objects and events, physics investigates the ultimate nature and structure of the physical world, and, as such, it comes in close contact with the domain of philosophy.

According to modern physics, in contradistinction to Indian opinion accepted in almost all systems of its philo-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

sophy, all the qualitative differences of things can be well reduced to quantitative ones. The real world, apart from our perception of it, possesses only quantitative distinctions, which can be measured in mathematical terms. Hence physics confines itself to the quantitative relations only. Heat, light and sound are all now regarded as different forms of motion. Heat is a kind of agitative motion of the molecules of a body. Sound is a motion in the form of waves in air, water, or some other medium. Light is a wave motion in a much finer and denser medium of space (called ether by some). The intensity of heat depends on the degree of agitation of the molecules; the intensity of sound on the amplitude of the waves, and its pitch on their length. In the same way the intensity of light depends on the amplitude and its colour on the frequeney of the waves.

Chemical analysis of things stops at 92 different sorts of elements which exist in the form of atoms or minutest particles which can neither be further divided nor qualitatively reduced to those of other elements or to those of some common underlying substance. This view resembles that of the Vaisheshika school of Indian Philosophy with this difference that according to the latter there are only 4 elements existing in atomic form. Physics has gone much deeper into the problem of ultimate constituents of the physical world than Chemistry and has discovered that atoms themselves are structures built up of still much smaller particles which do not qualitatively differ from the atom of one element to that of another. It is due to the number of these particles, called electrons, when charged with negative electricity, and protons when charged with positive, and their arrangement in the

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

atoms that there are differences in the weight and characteristics of the atoms of different elements. It is now only the number of electrons that differentiates the atom of one element from that of another. For example the atom of hydrogen has only one electron within it and that of uranium, the heaviest of all elements, has 92. The nature of electrons and protons and their mutual relation have been subjected tough investigation and physics has come to certain definite conclusions about them. Electrons are nothing but negative charges of electricity. Sometimes they appear as particles, at other times as waves. In fact they share the characteristics of both waves and particles. To neutralise the negative charges in the form of electrons there are equal numbers of positive charges (positrons) concentrated on a minute nucleus at the centre of the atom. The relation of electrons to the protons at the centre within an atom is conceived as similar to that of the planets to the sun within a solar system. The atom is a miniature solar system in which electrons (negative charges of electricity) revolve with great speed round the proton (positive charges of electricity concentrated at the centre) like planets revolving round the sun. Thus the ultimate bricks of the physical structure of the world are, according to modern physics, electric charges, and not atoms of "dead" or "inert" matter which the materialism of the last century used to believe. The ultimate reality as known to physics is electrical energy. What this electrical energy which manifests itself both as a particle and as a wave ultimately is, the physicist at present cannot answer. He deals with its mathematical specifications, the laws of its behaviour, in what he calls a 'configuration space', which is not the space known to us. The behaviour of this energy is no longer in-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

telligible in mechanical terms. The quantum theory of Max Planck, applied by Niels Bohr to the behaviour of electrons, has introduced a sort of "indeterminacy" in the world of physics. The radiation of energy from an electron is not continuous but is in the form of *quanta* or jerks. The electron does not radiate energy (light) when it is rotating round the proton in a particular orbit. It does so only when it jumps from one orbit to another. The amount of energy radiated by the electron jumping from one orbit to another is a quantum. But no reason could be given in terms of the laws of nature known to physics why and when the electron jumps from one orbit to another. Perhaps it has a "will" of its own which it exercises "freely". The "matter" of physics, it appears, comes very close to the "*Prakriti*" of the Samkhya and "*Shakti*" of the Vedanta schools of Indian philosophy.

This idea is further strengthened by another discovery of physics, namely, identity of mass and energy. Formerly "matter" (mass) and "energy" were regarded as different. Now, thanks to the electric theory of atoms and to the Relativity theory of Einstein, matter and energy are convertible and ultimately identical. By heating a body will increase its energy and also its mass. A body which radiates energy in the form of heat or light loses thereby its mass. The sun is losing its mass at the rate 360,000 million tons every day by radiating heat and light. The mass of a body is increased by increasing its velocity. The process of conversion of mass into energy and vice versa are going on in the universe everywhere, the total amount of mass-energy probably remaining the same (the law of conservation of energy).

Another conclusion of modern physics which may interest Indian philosophers, because it has been held in India

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

since long, is that the material universe is finite. The actual volume of space known to the physicist is finite, although unbounded. The finite space, again, is not at a standstill. It is continually expanding, i. e. the circumference of the physical word is lengthening, and lengthening by leaps and bounds. Consequently the distances between various nebulae are fast increasing. And the greater the distance between any two nebulae the faster is the speed at which they are receding from each other. This idea corresponds to the idea of *Brahmanda* (the universe as a growing and expanding egg) of Indian philosophy.

The idea of *Pralaya* also finds a parallel in the Entropy theory of modern physics. It has been discovered that the organised form of energy which constitutes the world has a tendency towards a more and more disorganised and less and less available form. The degree of this disorganisation is called entropy. The entropy of the world is continually increasing and there may come a time when it reaches its greatest point. Then there will be no physical universe.

These are some of the very important discoveries of modern physics which have a great bearing on philosophy. There has recently been much speculation in Western philosophy as to their implications. They are very well discussed in the famous works of Sir Arthur Eddington and Sir James Jeans and of their critics. The former think that modern physics leads to an idealistic and spiritual view of the universe and the latter repudiate these inferences. We may only point out, that physics at present leads us far away from the usual type of materialism and leaves much scope for interpreting the universe in other terms, for it is now ad-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

mitted that the physicist deals with the behaviour rather than with the ultimate nature of that aspect of reality which is revealed to us in the physical world. The world presents many more aspects too, such as biological, psychological, and and spiritual. The philosopher is interested in understanding the entire experience which reveals not only an objective world with all these aspects but also another factor, namely, the subject which is beyond the scope of all sciences based on objective observation. It is therefore often remarked that physics deals with abstractions and not with the concrete reality. First we abstract an objective world from the total experience, and study it apart from the subjective aspect; then we abstract quantitative aspects from the objective world and deal exclusively with them in physics.

Biology

Biology studies in details another important and well known aspect of the objective world, namely, life, and has made some very interesting and important discoveries which have a great bearing on philosphy in general and on Indian Philosophy in particular. No philosophical thinker of the present age can afford to keep his eyes shut to them. He has to correlate them with and find a place for them in his philosophical outlook.

Biology has discovered that there are some very essential differences in living beings and non-living ones. The most outstanding characteristics of the former may be pointed out here. Living beings are organisms of very intricate structure maintaining a unity and identity of their own; they tend to persist in spite of incessant changes happening within their structure; the colloidal protoplasm of which they and their

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

various tissues are made, undergoes a continuous process of down-breaking and up-building; each form of life has a specific nature of its own, which it does not share with others; each organism originates from another; grows and develops to a mature form and then multiplies by giving birth to others of the same kind; the behaviour of all living organisms somehow retain the effect of their past behaviour on themselves; and they evolve into other types in course of time; life originates from life only. "Spontaneous generation" of life has not been yet observed or demonstrated. How life must have originated first is still a matter of unsatisfactory speculation.

It is quite evident that most of these characteristics of living beings cannot be successfully explained in terms of mechanical physics and chemistry, although some scientists are still striving after that ideal. This difficulty has given rise to a number of schools of explanation in biology. A brief reference may be made to some of them here. "Descriptive Naturalism" does not want to go beyond what is actually observed and experimentally verified. It therefore keeps to the level of mere description of biological facts and does not dare transcend them in its explanation. It tries to avoid the question "why"? Some biologists, who may be classed as "Methodological Vitalists" are, however, certain that Biology cannot do without using some such concepts as 'life', 'mind', 'struggle', 'appetite', 'interest', 'purpose', and 'will', in their explanation of living behaviour; in spite of their being not observable; for vital phenomena elude description and explanation in mechanical and chemical terms. Different and distinguished from these are biologists like Hans Driesh, who are called "Vitalists" (or purposive vitalists) in the full sense of the term. They do not hesitate to postulate an "organi-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

sing and directive agency", a "vital force", an "entelechy", "elan vital", "psychoid" or any other "x" behind the vital phenomena responsible for all characteristics of organic life. Then there are those who are called "Emergent Evolutionists" or "Levelists" according to whom living creatures certainly possess some important and essential characteristics which are not present in the matter of which they are formed. At every stage of the evolutionary process of the world, some wholly new properties have emerged. With the appearance of life, the process of evolution attained a higher level than that at which it was before. The world process looks like a ladder of various levels of creative synthesis of graded complexity found in atoms, compounds, organic cells, organisms and minds. In the case of each greater complexity, some new qualities have emerged, which were not present in the previous and less complex group of factors. This theory is pregnant with many philosophical implications. Indian philosophy, especially the Sankhya and Vedanta schools, which believe in a kind of evolutionary process of principles in the manifested world, has to take note of this as well as of other biological theories and bring about a correlation with them.

One of the greatest discoveries of biology, which has had a far reaching effect on almost all departments of human knowledge, is that all of our present species of living creatures, which were formerly regarded as having been created as such by God, have slowly and gradually evolved from some simpler, rudimentary and few species of much earlier times than we usually know in history. This fact is established on the following grounds: In all the varieties of living beings, both animals and plants, we find only a few fundamental plans of

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

structure; many creatures have useless vestigial organs which bear traces of the path over which the species to which they belong must have travelled; the embryo of the human baby passes through many specific stages which correspond to those through which the species must have passed according to the theory of evolution; in going back to the very ancient past which is recorded only in the rocks of the crust of the earth which has borne on its bosom the now dead and gone creatures, we have discovered a more or less complete series of fossil remains which indicate a gradual process of development in the structure of plants and animals. The credit of this theory of Evolution of the Species goes to Charles Darwin. The evolution of species, according to Darwin, occurs in the same way as varieties occur in the same species. The present species are a result of a long process of accidental variations and their selection, transmission and retention. Nobody knows why certain variations occur in some members of the existing species. Having once occured, they place the individuals either in advantage or disadvantage over others in the struggle for existence which prevails in the living world. These variations which help the individuals in the great struggle for life are not only retained and improved upon by use and exercise, but are also transmitted to the next generation through heredity enabling it to survive better.

This leads to the question of heredity, which has now-a-days become a very complicated question in biology. Indian philosophy which believes in the rebirth of an individual has to make a thorough study of the facts and theory of heredity and to correlate the two. Here are some of the facts known to biology with regard to heredity. Individually acquired traits or changes that come through the use or disuse of

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

various parts of the body, or through the effect of climatic changes, are not inherited by the next generation. Only such changes which effect the germ-plasm are likely to be inherited. What effects the germ plasm and how, has not yet been well-determined. The theory of Orthogenesis holds that the mutations or inheritable changes take place in accordance with some inner urge or drive and not through any external influence. Some experiments in recent years have, however, demonstrated that mutations can be produced artificially by chemical effects and by X-ray, apart from the question as to what sort of changes are transmitted by heredity, the means and process of heredity have also become very interesting questions of biology since the recent revival of what is known as the Mendelian theory of heredity. As early as in 1865 Abbot Johann Mendel discovered that the characters of parents are transmitted to the offspring in distinct units. But all the character units of both the parents are not manifested in the next generation. Some of them become perceptible in the first generation, and others in later generations and some remain dormant. A definite ratio of manifested and unmanifested traits is maintained in each successive generation. Recently biologists have also found a physiological basis for heredity in the form of extremely minute "genes" or "factors" which are present within the chromosomes of the gametes or germ cells of each individual. These factors pass from one generation to another in the form of different permutations and combinations. Some of them find expression and are called dominant and others which remain dormant are called recessive. Which genes or combinations of genes are recessive and which dominant is very difficult to answer. *(to be continued)*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Old Diary Leaves

ATMANANDA

In the last issue of 'Ananda Varta' all I had noted on what Mataji had said about doing *pranāma* was copied from back numbers of 'Ananda Varta' and put together. This was found useful and interesting by our readers and it has been suggested that other subjects should be dealt with in a similar manner. It seems appropriate to call this 'Old Diary Leaves.'

I

Mataji and Children

Mataji calls all children Her friends. Children no less than grown-ups adore Her. I know some youngsters who can never sit still for five minutes, yet they love to go to see Mataji and as if fescinated, sit quietly before Her for an hour or two without showing any restlessness. It is of course true that Mataji gives them a lot of attention. She presents them with garlands and flowers that have been offered to Her and whenever possible with sweets and fruits. She laughs and jokes with them, while at the same time She takes them very seriously. She asks even small children of five or six to think of God. "You are my friend, aren't you? Then will you listen to me ? Are you willing to do something for this friend of yours ? All right, be careful to remember what I am going to ask you !

"First of all, as soon as you wake up in the morning do *pranāma*, bow down to the ground before God, pray to Him to make you a good boy or girl and say : 'Lord, I do not know where you are, grant that I may find you !' At night

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

before going to sleep do *pranāma* again, and if you have done anything wrong during the day, ask God to let you do better the next day,

"The second thing is : try to obey your parents and teachers.

"Thirdly : study well ! Give your mind to your lessons and endeavour to master them.

"Fourthly : always do your utmost to speak the truth;

"and Fifthly : laugh and play, run and jump to your heart's content; and if you carry out the first four things I have asked of you, there is no harm in being a little naughty as well."

To bigger children Mataji frequently says : "How much time can you spare for me ? Don't reply in a hurry; think it over and see how much time you can give me. Five minutes daily or ten ? Not only once in a way but every day for the rest of your life. All right, for those five minutes think of God. Choose the time of day which is most convenient. If you can sit still and be by yourself, so much the better. But if this is not possible, whether lying, standing or walking, think of Him—lying in bed or whilst having your bath—but never give it up. These few minutes of every day belong to God, although you may be travelling by train or bus, under all circumstances."

* * *

An American couple wrote to Mataji. They had heard about Her from a devotee who had recently stayed with Mataji and had shown them Her photos, and tape recordings of Her voice. Their letter contained snaps of their three

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

small daughters, seated in meditation in the lotus pose. One of these little girls felt so attracted to Mataji that she declared, her one and only wish for her forthcoming seventh birthday was to go and meet Mataji. Since it was impossible for the parents to take their child to India, they requested Mataji to send a birthday message to their daughter. They also mentioned that she seemed to be specially fitted for the spiritual life and had already declared that she would get married to none save God. Mataji replied : "How beautiful the pictures of my friends are ! Immersed in meditation, moving indeed to look at."

At the very moment my friend had the desire to come, she did come and she met her friend. My friend should keep this in mind. In order to realize this fact, man engages in hundreds of *kriyās*, practices, meditation and so forth. This friend is with her friends at all times. Man's duty as a human being is to be a pilgrim on the path to the Supreme. One who can be wedded to God has indeed fulfilled the purpose of human existence."

After some time, the child's parents wrote again: "......Our daughter told us that she had indeed met Mother during her birthday meditation. She told us this in a matter of fact fashion."

* * *

On the Importance of Right Education

Again and again one can hear Mataji point out that most of the difficulties people experience throughout their lives and much of the chaos in the world today are due to lack of right education. If the first of the four Ashramas, namely the *Brahmacharya Ashrama* is observed as it should

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

be, man can face life without the fear of being crushed by adversity, for the sublime purpose of human existence will have firmly been fixed in his mind. If the growing child, the adolescent, thoroughly understands that man's true vocation is to find himself, if he realizes that all knowledge is only a preparation for *Brahmavidyā*, the knowledge of Reality; if at the same time he is taught how to control body and mind by living the simple, frugal and disciplined life of a *Brahmchārī*, so that all his energies may be available for the quest that alone is worthy of man, he will have learnt the art of living. Whether he chooses the shortcut and, renouncing all worldly attachment, straight away takes *sannyāsa* or whether he first passes through the stages of the householder (*grihastha*) and of the anchorite (*vānaprastha*), the path to Self-realization and Immortality is open to him.

Just as we are bound to inhale the air about us, we constantly absorb the subtle influences from our surroundings. No man can remain entirely unaffected by the contacts he makes. A child is far more sensitive than an adult. It is therefore important that the young should be in the company of men and women who have dedicated their lives to the Supreme quest, that their pliable minds should be moulded by books of wisdom rather than by cinemas and light novels. A boy or girl who has once deeply felt the necessity of aspiring after Truth and Enlightenment, who has been made to feel how treacherous and comparatively unimportant are wealth, name, fame, brilliant career, etc. will come back to the ideals that in youth have been engrained, even though he or she should deviate from them for a time.

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Matri Lila

15th January—3rd April, 1964.

In the last issue of Ananda Varta we already reported about the Bhagavata Saptah that was held in our ashram at Agarpara, on the banks of the Ganges, from 15th to 22nd January. On the 23rd Mataji left for Rajgir where she remained for two weeks. Mataji kept good health and was in an excellent mood in that quiet and holy place, where Lord Buddha had spent much time. According to the *Srimad Bhagavata*, Sri Krishna also is said to have been to Rajgir. Mataji visited all the famous spots in the vicinity and used to go for walks almost daily in the *Venuvan* bamboo grove, where Lord Buddha is supposed to have dwelt. Only a small party was with Mataji, among them some *bhaktas* from Calcutta, also a young American *sādhaka* and a German novelist.

On February 7th Mataji alighted in Varanasi where she spent a day and a night. On February 9th she reached Vrindaban. There she attended a function in Uriababa's Ashram, held in his honour on February 11th and on the 12th morning was present when a marble statue of the Babaji was revealed. Mataji used to go every evening to Uriababa's Ashram during Sri Haribabaji's satsang and also graced with her presence the Bhagavata Saptah that was celebrated there in memory of Sri Uriababaji, with Sri Akhandanandaji expounding in Hindi. Another Bhagavata Saptah was held in our own Ashram from 18th to 28th February. On the

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

18th *Vasant Panchami* was celebrated by *Saraswati Pūjā.* This year, being a leap year, there are two opinions about festivals. While in Haribaba's Ashram *Sivaratri* and *Holi* were celebrated in February, these festivals were observed in our Ashram only in March. On February 26th evening Sri Haribabaji's birthday was celebrated in our Ashram, on the 27th Holi and on the 28th *Mahārāsalīlā* was performed in great style in the open space near Mataji's house. Many *mahātmās* attended. Almost daily devotees from Delhi came by car or train for Mataji's *darśana.*

On February 29th Mataji and her whole party proceeded to Hardwar. Mataji motored to Delhi, resting in our Ashram for a couple of hours and then drove to the station where she gave *darśana* to an enormous crowd of people. On the way to the station she paid a short visit to Pandit Jawaharlal Nehru at the request of his daughter.

On March 1st Mataji arrived in Hardwar where she stayed mostly in Baghat House, Kharkhari, but off and on also visited our Ashram "*Śantiniketan*" at Kankhal. On the 4th morning she went by car to Kishenpur, returning again on the 5th evening. For a week after that she stayed every night at Sri J. K. Birla's house "*Santi Nivas,*" a solitary place 2 or 3 miles on the road to Rishi Kesh. However, she daily motored to Baghat House and gave darsana there. On the 9th she paid another flying visit to the Kishenpur Ashrams.

On the 12th March *Sivaratri* was celebrated by the usual feast for 36 hours and four *Pūjās* with *Kīrtana* in between throughout the night. The attendance was not as

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

large as in former years, since many had observed *Śivaratri* already in February, but the function was none the less beautiful and solemn.

A party of *sannyāsis* and *brahmachāris* of Sivananda Ashram, Rishikesh, arrived soon after the first *pūjā* had started and performed *kirtana* between the first and second *pūjā*. There was hardly a day during Mataji's stay at Hardwar when visitors from Sivananda Ashram did not come for Mataji's *darśana*. Mataji remained present in the hall throughout the *Śivaratri* night, except for two hours when she retired to her room. In the small hours she herself led the *kīrtana*, playing the cymbals at the same time.

On March 16th two functions began simultaneously, each performed for the benefit of a deceased devotee by their respective families. One, a *Bhagavata Saptah*, that took place in the hall was completed on March 24th. Pandit Srinath Śastri of Vrindaban officiated, reciting in Sanskrit every morning and expounding in Hindi every afternoon for about four hours in his lucid and delightful manner.

The other function was a *yajña* held for five days, ending on the 21st. For the *yajña* a special structure had been erected on a platform near the Siva Temple in the courtyard of Baghat House. A *yajña* is a rite of oblations offered into a sacrificial fire which represents the mouth of the deity. A *yajña* has for its purpose either the propitiation of any particular deity or of the *Paramātmā* Himself. Fire is the symbol of the *Brahman*. Some regard it also as the symbol of the knowledge of Reality since it burns up illusion. In this particular *yajña* one lakh of oblations were offered with the *Gāyatri Mantra*, a number of pandits officiating.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

In ancient times Rishis, Munis and Kings used to perform quite frequently *yajñas* that continued for years together. The fire sacrifice was regarded as a powerful means to achieve any worldly or transcendental purpose. In recent times however, the science on which the *yajña* is based, although preserved in the Śāstras, is known only to the few. Moreover, the purity necessary in order to carry out such a rite effectively is hardly to be found any where.

It may not be out of place to relate here something of the history of the sacrificial fire that has been preserved in our Ashram with great care for the last 38 years.

In 1926, while Mataji lived in Dacca, Kalipuja was performed at Divali in her presence. It was a most extraordinary *pūjā*, during which many supernatural events took place.* Very often, a fire sacrifice marks the end and completion of a religious function, such as for instance our yearly *Saṃyam Mahavrata*, a *Bhagavata Saptah* etc. All the proceedings of the function are thereby finally dedicated to God. After the above mentioned *Kali Puja* too, a *yajña* was performed. Like the Puja, the *yajña* was also very special. At Mataji's own suggestion there was no '*Pūrnāhuti*' (last oblation that completes the sacrifice) and the fire was not allowed to be extinguished. When, after the *yajña* everyone had left with the exception of Didi (Gurupriya Devi), her father and her two brothers, Mataji asked Didi to put the live coals into a vessel and bring them to her. Mataji took the vessel and shaking the fire, remarked "Wait and see. The fire of this *yajña* will be converted into the fire of a *mahāyajña*." Nobody then

* See 'Ananda Varta,' Vol VII/3, pp. 144-150 and Vol. VIII/1, pp. 45-51.

7

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

understood the meaning of this statement. But when 21 years later, namely in January 1947 a *mahāyajña* was started in our Varanasi Ashram, which lasted for full three years, the significance of Mataji's words became clear. The first person who volunteered to guard the fire after Mataji had made the memorable remark was Didi's father, the then Civil Surgeon of Dacca, Dr. S. Mukherji, who later became Swami Akhandanand. He kept the fire intact for nearly five months. It was arranged that oblations should be offered into the fire every morning. After the inauguration of the Dacca Ashram, the Brahmacharis there were entrusted with the care of the fire. Once, on leaving Dacca, Mataji showed them some special rite by which to relight the fire in case it should by accident go out. While Mataji was at Adinath, *Agnideva*, the fire god, all of a sudden appeared to her in the shape of a fiery wave. Then again, when Ma stayed at Calcutta, *Agnideva* appeared before her as a flame. In both cases it was later verified that this had occurred at the exact time when the fire at Dacca had by mistake been allowed to go out. In this manner, although the sacred fire went out physically, its subtle counterpart at once reverted to Mataji, and thus in one way, it was preserved without interruption. The fire was then divided into two or three portions so as to make sure that it would not be extingnished. One portion was installed in the Vindhyachal Ashram, in a specially erected small building. Later, when Dacca became Pakistan, the fire, together with the images of Annapurna and Kali, were transferred to the Varanasi Ashram. The food that is offered in the Annapurna Temple is always cooked on that same sacred fire.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

The *Savitri Mahayajña* that was performed at our Varanasi Ashram from 1947-1950 was of a magnitude, quite extraordinary in modern times, carried out with meticulous care by specially chosen Brahmacharis under Mataji's personal supervision.* For the end and climax of the function a great number of prominent Mahatmas from all over India were invited and many came. It was indeed a unique occasion never to be forgotten by anyone who had the privilege to attend. Not a few are of the opinion that a *yajña* of this quality has not been achieved since Vedic times. The chief priest of the *yajña*, who faithfully attended to his duty throughout the three years, Sri Nepal Brahmachari, then performed his *viraja homa* (the fire by which a man is supposed to renounce everything before taking *Sannyāsa*) and thence became Swami Narayanananda Tirth.

Once, when Mataji was asked about the actual purpose of the great *yajña* at Varanasi, she replied. "This *yajña*—so I hear—is performed for the love of Him who is the one Beloved of men, beasts, trees, plants, flowers—in fact of every living beings belonging to the universe, performed for the love of Him who can never cause harm to anyone or anything. Therefore, who will reap the benefit of this celebration ? Can you tell ? There is no particular motive or set purpose behind it, surely not ! When there are clouds in the sky, what happens ? It rains. Who profits by it ? Everyone indiscriminately......"†

* It is described in detail in Bengali and Hindi in the book "*Akhand Mahayajña*" by Sri Gurupriya Devi.

† See Ananda Varta, Vol. IV 4, p. 312.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

In 1961 a portion of the sacred fire was brought to Hardwar when on *Śivaratri* day three Brahmacharis of our Ashram were initiated into *Naisthik Brahmacharya*. For two full years they had to remain in Hardwar, their daily routine including the performance of *Havan* (sacrifice) into this fire on which they would prepare their meal. The fire has since remained at Hardwar as well as at Varanasi and last year a portion was installed in our Ashram at Agarpara as well.

As a rule, when performing a *yajña*, the fire is lit by rubbing two pieces of wood against each other, as prescribed in the *Śāstra*. This 16th March, when the *yajña* at Baghat House was to be started, the priest intended to ask Mataji whether the fire should be lit in the traditional manner or taken from the sacred fire preserved since 1926. Mataji's room happened to be closed and he could not contact her. He, therefore, decided on his own to use the sacred fire. So far, this fire had never been worshipped for any particular purpose (*sakāma*) but only for the love of God (*niṣkāma*). Mataji would have therefore advised the priest to light a new fire. But evidently it was God's will that the sacred fire should serve in this case also for the uplift of the world.

In these days of Western education and modern science people are apt to think lightly of rites like *yajñas*, *havanas* etc. However, we are convinced that none of Mataji's movements and actions are without profound significance and that they invariably are designed to promote the highest good of all. True, it may not always be easy for us to understand the importance of the various rites and functions performed in our Ashrams, but there can be no doubt that

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

whatever happens within the orb of Mataji's influence is bound to bring us nearer to the ultimate Goal of human existence.

The atmosphere during those two functions of Hardwar was quite incomparable, apt to lift everyone out of wordly cares and petty considerations and worries. It must have left a lasting impression on everyone present.

* * *

Mataji suddenly left Hardwar on the 24th evening for Calcutta. Didima, Sri Gurupriya Devi and most of Mataji's party remained at Hardwar. After a stay of six days in Calcutta, Mataji resumed her return journey to Dehradun on the 31st evening. She halted for one night in the Varanasi Ashram and reached Rae Bareilly on the 2nd afternoon. On the 3rd evening Matajî was taken to Lucknow by car where she gave *darshan* to many devotees in the house of Sri H. C. Banerjee, a Railway official, and then boarded the train to Dehradun, alighting there on the 4th morning.

Didima's (Sri Swami Muktananda Giri's) *Sannyāsa Utsava* is to be celebrated on the 13th April in the Kishenpur Ashram. From April 15th to 23rd a *Bhagavata Saptah* will be held in our *Sadhan Ashram*, Jakhan, Dehradun. Mataji's birthday is going to be celebrated this year in Almora from May 2nd to May 30th.

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Statement about ownership and other particulars.

FORM IV

(See Rule 8)

1.	Place of Publication	Mata Anandamayee Ashra Bhadaini, Varanasi
2.	Periodicity of its publication	Quarterly
3.	Printer's Name	K. Bose
	Nationality	Indian
	Address	Mata Anandamayee Ashra Bhadaini, Varanasi
4.	Publisher's Name	K. Bose
	Nationality	Indian
	Address	Mata Anandamayee Ashra Bhadaini, Varanasi
5.	Editor's Name	K. Bose
	Nationalily	Indian
	Address	Mata Anandamayee Ashra Bhadaini, Varanasi

6. Name and address of the Society which owns the newspaper. Shree Shree Anandamaye Sangha (Regtd.) Bhadaini, Varanasi

I, K. Bose, hereby declare that the particulars give above are true to the best of my knowledge and belief.

Date 29-2-64.

(Sd) K. Bose
Signature of Publisher

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA
LIST OF PUBLICATIONS

Hindi

Mātri Darshan—"Bhaiji"
Sad Vāni "
Sri Sri Ma Anandamayi—Gurupriya Devi
Vol. I, III, V and VI each
Vol. II and IV "
Ma Anandamayi—Dr. Pannalal (Out of
Ma Anandamayi Upadeshamrita Sangraha
Akhanda Mahāyajña—Gurupriya Devi
Kirtan Rasa Swarūpa
Sankirtan, Stav, Aratī

Bengali

Mātri Darshan—"Bhaiji"
Sad Vāni "
Mātri Vāni
Sri Sri Ma Anandamayi—Gurupriya Devi
Vol. I–IX eac
Vol. X, XI eac
Ma Anandamayi Upadeshamrita Sangraha
Akhanda Mahāyajña " "
Kirtan Rasa Swarūpa
Suno Bali Maer Kotha—Sailesh Brahmachari
Mātri Lila Sankirtan
Anandamayi Ma—Ganga Samiran
Namavali— "

Gujarati

Mātri Darshan—"Bhaiji"
Ma Anandamayee Ke Sannidhyame, Part I & II—Br. Kantibhai
Amrit Vani—Br. Dattatreyanand

English

Mother As Revealed to Me—"Bhaiji"
Mother As Seen by Devotees (A Symposium)
Mātri Vāni (Sayings) 1-50 Special editi
Words of Sri Anandamayi Ma Rs. 3-00 or, 5-00 (Rexin

Photos etc.

Album of Mother's pictures 0-37
Photos—various sizes ranging from
Lockets

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Ananda Varta

BENGALI & ENGLISH

Vol. XII August, 1964 No. 2

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Sangha Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

MATRI VANI

REVISED AND ENLARGED EDITION.

This small book contains a rare selection from t[he] sayings of Mata Anandamayee, pearls of wisdom that we[re] uttered in reply to letters from various people at differe[nt] times.

They come from a great depth far beyond the dividi[ng] barriers of sect and creed and have a universal appeal to [all] human beings. They are sure to bring solace to the afflict[ed] and sorrow-stricken and throw light on the razor's edge pa[th] of the seeker after Truth.

The revised and enlarged edition has just been print[ed] on very good paper with two new pictures of Mataji. Spec[ial] care has been taken to make the binding and cover also m[ore] decent.

Price : Cheap edition —Rs. 1.50
Board bound—Rs. 2.50

Publishers : Shree Shree Anandamayee Sangha
Bhadaini, Varanasi.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Ananda Varta

A quarterly journal dealing mainly with the divine life and teaching of Shree Shree Ma Anandamayee and with other religio-philosophical topics

*

BOARD OF EDITORS

Mahamahopadhyaya Sri Gopinath Kaviraj, M. A., D. Litt.
Kumari Lalita Pathak, M. A.
Kumari Padma Misra, M. A., Acharya.
Kumari Bithika Mukerji, M. A., D. Phil.
Brahmacharini Atmananda.
Sri Sailesh Brahmachari.
Sri Amulya Kumar Dutta Gupta, M. A., B. L.
Sri K. Bose—*Managing Editor.*

*

Annual subscription (postage free) India—Rs. 6/- only
Foreign—(By Sea Mail) Rs 7·50 or 15 shillings or $ 2·00
(By Air-mail)—Rs. 17·50 or £ 1-10-0 or $ 4·50.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ĀNANDA VĀRTĀ

GENERAL RULES

1. The magazine is published in three separat editions—(1) Hindi-English (2) Bengali-English (3) English- in the first weeks of May, August, November and Februar The year begins from May.

2. Subscriptions are always payable in advanc Foreign subscriptions may be sent either by Internation Money orders or Postal orders.

3. Subscriptions to be sent to :—

The General Secretary, Shree Shree Anandamayee Sangha Bhadaini, Varanasi, (U. P.)

4. All correspondence regarding 'Ananda Varta should mention without fail the subscription number an be addressed to :—

The Managing Editor, "Ananda Varta", Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhadaini, Varanasi, (U. P.)

5. Complaints about non-receipt of the magazi should be sent *by the second week of the month* *publication*.

6. Any change of address should be intimated to th Managing Editor at the earliest possible opportunity.

7. Subscribers are requested not to dishonour an issue of the magazine sent by V. P. P., as this entails loss to the Ashram fund. They may kindly inform *beforehand* if they desire to discontinue subscribing to th magazine.

Published by Shri K. Bose, for
Shree Shree Anandamayee Sangha, Varanasi.
Printed at the Indian Press (Pte.) Ltd, Varanasi-Branch VARANASI.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CONTENTS

Bengali Section

1. মাতৃবাণী 47
2. ডায়েরীর কয়েক পৃষ্ঠা—গুরু প্রিয়া দেবী 49
3. আনন্দম্—বিভূপদ কীর্ত্তি 55
4. "আবিরাবী র্ম এধি"—ব্রহ্মচারী নির্ম্মলানন্দ 56
5. শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ—(৪র্থ খণ্ড) শ্রীঅমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত 65
6. বেদান্তের কথা—স্বামী নারায়ণানন্দ তীর্থ—পুর্বানুবৃত্তি ... 78
7. শ্রীশ্রী মায়ের জন্মোৎসব প্রাঙ্গণে—'শৈব' 89
8. মোদীনগরে মাতৃলীলা—সৎসঙ্গী 90

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CONTENTS

English Section.

Page No

1. Matri Vani 5
2. Pages from my Diary:—By Guru Priya Devi ... 5
3. Phonetics of Infinity:—By D. S. Mahalanobis ... 6
4. Modern Science & Indian Philosophy:—
   By Dr. B. L. Atreya M. A., Padmabhusan ... 7
5. The Goal of Human Life:—
   By Jainath Kaul, M. Sc. 9
6. Brief Notes 10
7. An Appcal 10

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Sic transit gloria mundi

We express our deepest sorrow at the unexpected passing away of our beloved Pandit Jawaharlal Nehru, the Prime Minister of India, on Wednesday, the 27th May, 1964.

It is fairly well-known to most of the devotees of Shree Shree Mataji that Pandit Nehru had come into close contact with her long time ago through his late wife, Srimati Kamala Nehru, who remained a very sincere and ardent devotee of Mataji till her last days. Inspite of his multifarious responsibilities and pressing engagements Pandit Nehru found time to meet Mataji and offer his respects to her whenever it was possible. Mataji was invited to his residence quite a number of times and the last time he had the *darsan* of Mataji was on 29th February, 1964, when she paid short visit to the Prime Minister's House at the request of his daughter, Smt. Indira Gandhi. Alas ! No one knew that would be his last meeting with Mataji.

The most unexpected news of the demise of Pandit Nehru came as a terrible shock to all of us who had gathered together in our Ashram at Almora on the occasion of Mataji's Birthday celebrations which were due to conclude on the 30th May. It need hardly be said that as a consequence the celebrations lost much gaiety, all illuminations being stopped and a feeling of gloom pervaded the entire atmosphere of the Ashram. Everyone felt as if one of his near and dear ones had passed away. Many people were seen openly weeping under a sense of keen personal bereavement.

On the 28th May the members of the Shree Shree Anandamayee Sangha met at the Annual General Meeting and after observing silence and offering prayers for eternal peace to the soul of the great man, the following resolution was unanimously passed :

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"This meeting of the General Body of Shree Shree Anandamayee Sangha places on record the deep sense of grief at the passing away of Pandit Jawaharlal Nehru, a jewel of a man, the like of which the world sees only once in a while, a *Karma Yogi*, who devoted his all for the betterment of his country and countrymen, a man of the highest stature whose name became synonymous with all that is pure, truthful and fair, a doyen among statesmen of the world who made lasting contribution to world peace and who died at his post, in harness, as he always wished, serving his mother-land till his last breath."

Special request was made to Mataji on behalf of Smt. Indira Gandhi to send Brahmacharini Pushpa from Almora to attend the programme in the Prime Minister's House. Mataji was kind enough to accord special permission for this purpose. Accordingly Brahmacharini Pushpa and Kumari Chhabi Banerjee went all the way with two other girls to Delhi and attended the prayer programmes on 5th, 6th and 7th June. Bhajans and Kirtans, etc , sung by them were relayed by the All India Radio and were immensely appreciated by thousands all over the country. We are really thankful to the members of Pandit Nehru's family for all the courtesies shown to them.

We have in our possession a number of valuable photographs of Pandit Nehru with Mataji which have not so far been published anywhere. We have been requested by many people to print those photographs in our magazine for the benefit of all our readers. A number of them are being published in this present issue and it is hoped that others will appear in course of time.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Ānanda Vārtā

"অমর আত্মা—অমর-পন্থী স্বয়ম্—আপনাতে আপনি।"

VOL. XII] AUGUST, 1964 [NO. 2

—ঃ মাতৃবাণী ঃ—

"ভগবান মঙ্গলময়। তিনি কিসের ভিতর দিয়া তাঁহার কাছে টানিয়া নেন সাধারণের অগম্য। মঙ্গলময় যাহা করেন সবই মঙ্গল। ভগবৎ-চিন্তন বিনা সুখ শান্তি নাই—নাই।, জগতের বিচিত্র বিফলতা যেদিক বাহিয়া চলে তাহাও অনন্ত। তাহার ভিতর নিজকে ভাসাইয়া ফাঁসাইয়া দিলে জীবনের অশান্ত, ক্লান্ত, বিফলরূপী ফলই প্রাপ্ত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ওখানেই মনটাকে রাখিয়া দিতে নাই। মনের গতি উচ্চ আদর্শে ও নিজ পূর্ণ লক্ষ্যে রাখা লোকালোকের অগোচরে। কে জানে তাঁহার ডাক কিসের ভিতর দিয়া আসে। দমিয়া যাইতে নাই। তুমি সত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, শাশ্বত। ঐ দিকে নিজে অগ্রসর হওয়ার জন্য নূতন ভাবধারার গতিতে নিজেই চলা কর্ত্তব্য। বিদ্যা ও সুবুদ্ধি রূপেও ভগবানইত ভিতরে রহিয়াছেন। তাই এই সুযোগে স্বরূপ প্রকাশের যাত্রার দিকে যাত্রা করা কর্ত্তব্য। সময়ত চলিয়া যাইতেছে। পরম-পিতা, পরম-মাতা, পরম বন্ধু, সখা, স্বামী—একাধারে সব তিনি। তাঁহার চরণই স্মরণীয়।"

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আসন যে অনন্ত রকম ইহা প্রত্যক্ষ হওয়া চাই। যে আসনে থাকিলে যেভাবের উদয় হয় উহা আসনের ফল স্বরূপ প্রকাশ। প্রাকৃত জগতেও যাহার যাহার ভাব অনুসারে সেই আসনে আরামে আনন্দে থাকা হয়। সব সময়ই কিন্তু আসনেই স্থিত। যাহা মূলে আছে তাহার প্রকাশই স্থূলে। মূলের ছোঁয়ায় সেই সেই স্বরূপ প্রকাশ। ইহাকেই আসন হওয়া বলে।

"প্রাকৃত জগতেও দেখ এইভাবে এইভাবে বসিবে চিন্তা করিয়া তো কর না! ভাব অনুসারে স্বাভাবিক ভাবেই হইয়া যায়। প্রাকৃত রূপে নিজেকে নিয়া নিজে যে যে ভাব ও যে যে রূপের আকর্ষণে মাতিয়া উঠে। কোনও কোনও সময় নিজের শরীরও অন্ত করিতে উদ্যত হয়তো? এই সব এখানে প্রাকৃত জগতে যেমন যেমন হইয়া যাইতেছে তাহার ভিতরেই স্থূল অনিত্য শরীর নিয়াই অনিত্য গতিতে চলিতে উদ্যত হয় এবং বাহির হইয়া যাইতে চায়--যাহা অন্ধকার। যেখানে নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত শাশ্বত, আবার ভগবানের যে অনন্ত নাম ও রূপ গুণ নিত্য সত্য। নামের গুণ প্রকাশ, রূপের গুণ প্রকাশ, ভগবৎ ভাবেরই নানারকম তরঙ্গের প্রকাশ। তাঁহাকে নিয়া মাতিয়া যাওয়া, তন্ময় হওয়া, লগ্ন হওয়া, মগ্ন হওয়া, নগ্ন হওয়া, তাহা হইলেই না এই বিশ্বখানি সবই তাঁহার বিভূতি—তিনিই। তাঁহারই ক্রিয়া স্থূল। তিনিই ক্রিয়ারূপে সক্রিয় অক্রিয়া রূপ গুণ ভাব ইত্যাদি বিশ্বে বিশ্বাতীতে যে ঐ একমাত্র মহাযোগাসনে আসীন। আসীনও যিনি, আসনও তিনিই। বিশ্ব বিশ্বাতীতে সেই মৃত্যুর মৃত্যু—সেইখানেই মরণ বারণ কাল নিবারণ। সেই দিকে গতি নেওয়ার দিক হওয়া চাই সকলেরই।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ডায়েরীর কয়েকপৃষ্ঠা

গুরুপ্রিয়া দেবী

৭ই নভেম্বর, ১৯৬১—

এবার শুক্তালে সংযম সপ্তাহ মহাব্রতের আয়োজন হইয়াছে। মুজঃফর-নগর হইয়া শুকতাল যাইতে হয়। বেলা প্রায় ১১টায় মাকে লইয়া আমরা দেরাদুন হইতে রওনা হইলাম। বিকাল ৫টায় গাড়ী মুজঃফরনগর পৌঁছিতেই দেখি স্টেশনে ব্যাণ্ড পার্টি ইত্যাদি লইয়া সকলে মার অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত। স্বামী কল্যাণদেবই সব ব্যবস্থা করিতেছেন। শুকতাল ১৪ মাইল দূরে। মাকে মোটরে লইয়া যাওয়া হইল।

শুকতালে পৌঁছিয়া দেখিলাম একটি ধর্ম্মশালার উপরের ঘরে মার থাকার ব্যবস্থা। নীচে কয়েকটি ঘর। সেখানে মেয়েরা থাকিবে। সম্মুখে বেশ বড় বাগানের মত দেওয়াল ঘেরা। বাগানের মধ্যেই বিশাল প্যাণ্ডাল বানান হইতেছে এবং আশে পাশে তাঁবু ফেলা হইয়াছে ভক্তবৃন্দের থাকার জন্য। একটু দূরে আরও একটি খুব বড় ধর্ম্মশালা। সেইখানেই সংযমের অধিকাংশ ব্রতীদের থাকার ব্যবস্থা হইয়াছে।

শুকতাল বা শুকতীর্থ একটি অতি প্রাচীন ও পবিত্র তীর্থ। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে এই স্থানেই গঙ্গাতটে মহাত্মা শুকদেব পরীক্ষিত মহারাজকে শ্রীমদ্ভাগবত শুনাইয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে এই স্থানটি সেইজন্য শুকতীর্থ নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে। এই পুণ্যভূমিতেই শ্রীচরণদাস বাবাজী এক পুরাতন বটবৃক্ষের তলায় শুকদেবজীর দর্শনলাভ করিয়াছিলেন। সেই বটবৃক্ষ এখনও বিরাজমান। স্বামী কল্যাণদেবজী এ দিককার একজন খ্যাতনামা মহাত্মা। তিনি বিশেষ পরিশ্রম করিয়া এই জঙ্গলের মধ্যে অতি সুন্দর শ্রীকৃষ্ণের এবং শুকদেবের মন্দির প্রভৃতি নির্মাণ করাইয়াছেন। ধর্ম্মশালার নিকটে—দণ্ডীসাধুদের একটি আশ্রমও আছে। আশেপাশে আর লোকালয় কিছুই নাই। ইহা প্রকৃতপক্ষে সাধুদেরই স্থান। অতি নির্জন স্থান। দূরে গঙ্গা প্রবাহিতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামী কল্যাণদেবজী শুনিলাম গুপ্তভাবে আমাদের নানা উৎসবে আসিয়া পূর্ব্বেও যোগ দিয়াছেন। তবে মার সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইবার চেষ্টা করেন নাই। এইবার সংযম সপ্তাহ উপলক্ষে মার সহিত বাহিরের দিক দিয়া পরিচিত হইবার সুযোগ ঘটিয়া গেল।

১০ই নভেম্বর, ১৯৬১—

গতকাল হইতে এখানে দ্বাদশ সংযম সপ্তাহ প্রারম্ভ হইয়াছে। স্বামী পরমানন্দের অক্লান্ত চেষ্টায় এই জঙ্গলের ভিতরও একটি ছোটখাট সহর গড়িয়া উঠিয়াছে। বিজলী, টিউবওয়েল প্রভৃতি সবকিছুরই ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও বহু ভক্ত ভারতের নানা স্থান হইতে আসিয়া সপ্তাহে ব্রতী হইয়াছেন। শারীরিক সুবিধা অসুবিধার দিকে তাঁহাদের যেন দৃষ্টি নাই। মায়ের কৃপায় যে এইরূপ পবিত্র স্থানে আসিয়া সংযমে যোগদান করিতে পারিতেছেন ইহাতেই যেন সকলে নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করিতেছেন। মহাত্মাদের মধ্যে স্বামী অখণ্ডানন্দজী, মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী মহেশ্বরানন্দজী, চক্রপাণিজী, স্বামী নারদানন্দজী প্রভৃতি আসিয়াছেন। স্বামী বিষ্ণু আশ্রমজী ও এখানেই আছেন।

প্রতিবারের ন্যায় এবারেও প্যাণ্ডেলেই মায়ের সান্নিধ্য সকলে দীর্ঘসময় ধরিয়া পাইতেছেন। সমবেত ভাবে ত্যাগ, তিতিক্ষা, ব্রত, উপবাস, শারীরিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বর্জ্জন ইহা এই সপ্তাহের সময়ই প্রতি বৎসর দেখিবার সুযোগ পাওয়া যায়। মহারাজা পরীক্ষিত এখানেই সাত দিন অনশন ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া অমৃতময়ী ভাগবতের কথা শুকদেবের মুখ হইতে শুনিয়াছিলেন। তাই এখানে আসিয়া আশ্রমস্থ সাধু, ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারিণী, ভক্তবৃন্দ, ব্রতী সকলেই প্রথম দিন শুধু গঙ্গাজল পান করিয়া ব্রত আরম্ভ করিলেন। যাঁহারা বোধহয় জীবনে কখনও এইভাবে উপবাস করেন নাই, তাঁহারাও অক্লেশে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া সারা দিনরাত কাটাইয়া দিলেন। মাও দিনের অধিকাংশ ভাগ প্যাণ্ডেলেই ব্রতীদের মধ্যে থাকিয়া তাঁহাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। এখানকার নিস্তব্ধ বাতাবরণ—অনেকের মনেই বেশ সাড়া দিতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

 Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৫ই নভেম্বর, ১৯৬১—

আজ সংযম সপ্তাহের শেষ দিন। পরম আনন্দে পরম শান্তিতে এই কয়টি দিন সকলের কাটিয়াছে। আজ সপ্তাহের সমাপ্তি, সেইজন্য সকলের মনেই যেন একটা বিষাদের ভাব। নৈমিষারণ্য হইতেও এখানে অনেকে বেশী আনন্দ-লাভ করিয়াছেন।

মা বেশী সময় প্যাণ্ডেলেই থাকিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শরীরটা বিশেষ ভাল না বলিয়া আসনের পেছনেই মার একটু শুইবার ব্যবস্থা রাখা আছে। মা স্বামী অখণ্ডানন্দজীকে বলিতেছিলেন—"পিতাজী, এখানেত etiquetteএর প্রশ্নই নাই। শুইয়া বসিয়া সৎসঙ্গে যোগ দেওয়া।" অখণ্ডানন্দজী হাসিয়া উত্তর দিলেন—"মানুষের কাছেই এইসব প্রশ্ন। মাতাজীর কাছে ইহার কোনও কথাই নাই।"

বিষ্ণু আশ্রমজী নিত্য বড় সুন্দরভাবে শ্রীরামের কথা নানাভাবে উপমা দিয়া সকলকে শোনান। সরল ও স্পষ্ট ভাষায় বলার দরুণ শ্রোতাদের বুঝিবার কোনই অসুবিধা হয় না। একদিন তিনি বলিতেছিলেন যে জাগতিক হিসাবে যে সব জিনিষ অপবিত্র সেগুলিও অতি পবিত্র কাজে ব্যবহৃত হয়। যেমন—গো-বৎস প্রথমে দুধ পান করিবার পরে সেই উচ্ছিষ্ট দুধ পূজার কাজে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়, পঞ্চামৃত বানান হয় দেবতাকে স্নান করাইবার জন্য। আবার মধুমক্ষিকার বমনই হইতেছে মধু, যাহা সর্ব্বদা দেবকার্য্যে লাগে। গুটীপোকা মুখের লালা দিয়া গুটি বাঁধে এবং তাহার মধ্যেই শরীর ত্যাগ করে। সেই গুটী হইতেই রেশমের সৃষ্টি যাহা দিয়া পূজার শুদ্ধ বস্ত্র বানান হয়। কাক বটগাছের ফল মুখ দিয়া খাইতে খাইতে তাহার বীচি যেখানে পড়ে সেইখান হইতেই অশ্বত্থ গাছের উৎপত্তি হইয়া থাকে। উপমাগুলি খুবই সুন্দর।

স্বামী অখণ্ডানন্দজী শ্রীমদ্ভাগবতের উপর এক ঘণ্টা প্রতিদিন অতি সুন্দর ভাষণ দিতেছেন। প্রত্যহ রাত্রে মৌনের পরে মাতৃসঙ্গের সময়ে প্রায়ই অনেক ভালো ভালো আলোচনা হইয়া থাকে। মা আজ কথাপ্রসঙ্গে বলিতেছিলেন—"শুকদেবজীর স্থানে বসিয়া যে অনুভব হইতেছে না, হইতেছে না বলিতেছ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু তিনি কৃপা করিয়া এই স্থানে না আনিলে কি তোমাদের এইখানে আ
হইত? তিনি সব সময় আছেন—সকলের মধ্যে আছেন। যতক্ষণ অ
আমার ততক্ষণ সেই বোধ নাই।"

মা আরও বলিলেন—"এবার শুনিতেছি তোমাদের দ্বাদশ সংযম সপ্তা
এখান হইতে ফিরিয়া গিয়া তোমরা নিত্য এই তীর্থ স্মরণ করিবে। অ
তোমাদের ইচ্ছা হইলে তোমরা মাসে একদিন কিংবা সপ্তাহে একদিন সংয
জীবন যাপন করিবার চেষ্টা করিও। সংযমিত আহার, সংযমিত ব্যবহার, ব
সংযম এবং সত্যনিষ্ঠার দিকটা বিশেষ লক্ষ্য রাখ।"

গতবৎসর নৈমিষারণ্যে যখন সংযম ও ভাগবৎ সপ্তাহ হইতেছিল তখ
কুমারী শান্তার* মনে শুকতালে ভাগবৎ সপ্তাহ করাইবার বাসনা জাগে
অধিকাংশ ভাগবৎ সপ্তাহই মৃত ব্যক্তির কল্যাণ কামনায় তাহার প্রিয়জনে
করিয়া থাকে। এইবার শান্তার আগ্রহে নিষ্কাম ভাগবৎ পারায়ণে
ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রায় ছয়মাস যাবৎ শান্তা ভাগবতের সমস্ত কাপড় ইত্যা
সেলাই করিয়া রাখিয়াছে। শান্তার শ্রীমদ্ভাগবতের উপর অসাধারণ ভক্তি
শ্রদ্ধা। সে নিত্য ভাগবৎ পাঠ করিয়া থাকে।

ভাগবৎ সপ্তাহ উপলক্ষে শান্তার মা বোনেরা সকলেই আসিয়াছে
গোপালস্বরূপজীকেও মা তার করাইয়া আনাইয়াছেন। আজ সংযমের অ
দিনে শান্তার ভাগবৎ পারায়ণ সুরু হইল। বিষ্ণু আশ্রমজী ব্যাখ্যা করিবেন।
পাঠ করিতেছেন বাটুদা। শুকদেব মন্দিরের পথে নবনির্ম্মিত গীতা ভবনে
পাঠের ব্যবস্থা হইয়াছে—প্যাণ্ডালে ব্যাখ্যা হইবে।

শান্তা মাকে সকালে হলুদ রেশমী কাপড় পড়াইয়া, কোমড়ে সবুজ দোপা
ও লাল উড়নী দিয়া সাজাইয়া আরতি করিল। মার চিবুকে ছোট্ট এ
কাজলের ফোঁটাও দিয়া দিল। শ্রীকৃষ্ণের উপর যাহাতে কাহারো কুদৃষ্টি

* কুমারী শান্তা পাঠক—এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত গোপাল স্বরূপ পাঠকে
কনিষ্ঠা কন্যা। মেয়েটির অতি ভদ্র ও শান্ত স্বভাব, এম, এ পাশ করিবার পরই আশ্র
আসিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাগে সেইজন্য তাঁহারও গালে নাকি এইরূপ ফোঁটা দেওয়া হইত। শ্রীমদ্ভাগবতে ইহা লিখিত আছে। মা ইহা শুনিয়া খুব হাসিলেন। মা শান্তার কাপড় পড়িয়াই মূল ভাগবৎ পাঠের স্থানে ঘুরিয়া আসিলেন। সেখানে গিয়া মা দেখিলেন মঞ্চের বাঁশ নাই, ঘটে সিঁন্দুর দেওয়া হয় নাই। বাটুদাকে মা জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচার্য্যদেবের এই সব ভুল কেন হল ?" বাটুদা বলিলেন—"মা, আপনিইত আচার্য্য।" ব্রহ্মচারী দত্তাত্রেয় আরতি করিতে গিয়া ঠিক মত আরতি করিতে পারিতেছিল না দেখিয়া মা স্বয়ং গিয়া কি ভাবে চামর ব্যাজন করিতে হয় তাহা দেখাইয়া দিলেন।

২২শে নভেম্বর, ১৯৬১

কার্ত্তিক পূর্ণিমা উপলক্ষে এখানে কয়েক দিন যাবৎ খুবই জনসমাগম। সহস্র সহস্র গ্রামবাসী দূর দূর গ্রাম হইতে আসিয়া একত্রিত হইয়াছে। এবারের অত্যধিক ভীরের আরও দুইটি কারণ—মার উপস্থিতি এবং ভাগবৎ সপ্তাহ। শুকতালের ইতিহাসে এতবড় উৎসব কখনও হয় নাই। তাই চতুর্দ্দিক হইতে লোকের ভীর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

মায়ের ঘরটি ঠিক গেটের উপরেই। সম্মুখে প্রকাণ্ড ছাদ। নীচে কিছুক্ষণ পরে পরেই সহস্রাধিক লোক একত্রিত হইতেছে মার দর্শনের জন্য। এরূপ বিপুল জনসমুদ্র আমরা খুবই কম দেখিয়াছি। আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া তাহাদের জয়ধ্বনি —"জঙ্গলমে মঙ্গল করনেওয়ালী কী জয়, জগৎ মাতাকী জয়।" মা একএকবার তাঁহার ঘর হইতে বাহির হইয়া দুইখানি হাত জোড় করিয়া দাঁড়ান। বলেন— "জনজনার্দনরূপে দর্শন দিতে এসেছে।" কখনো বা মা দুই হাতে জনসমুদ্রের ভিতর বাতাসা বা নকুলদানা ছিঁটাইতেছেন, কখনো ফল, কখনো মিষ্টি, কখনো বিষ্ণু সহস্র নামের ছোট ছোট বই। মায়ের দর্শন পাওয়া মাত্র জনতার সে কি অসীম আনন্দ।

ভাগবৎ পাঠের আজ অন্তিম দিন। কিন্তু শান্তার খুবই মন খারাপ। তার শারীরিক বাধা আসায় সে আজ আর কিছুই করিতে পারিল না। তাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা-ই ভাগবতের ভেট ইত্যাদি সব চড়াইলেন। মা বলিলেন—"সবেতেই থাকে। এই বাধা পড়ায় মনটা ওর আরো আকুলি বিকুলি করছে। ভগবানে কাছেই পড়ে আছে। ওর মার হাত থেকে ভগবান এটুকু নেবেন। ভাগ পারায়ণের শুভ ইচ্ছা শান্তারই মনে প্রথম আসে। পূর্ণ ফল তারই প্রাপ আবার ওর মা যতটুকু করেছে তার ফলও শান্তার মা পেয়ে যাবে। এই বাধার সৃষ্টি হল, সবটা শান্তা নিজ হাতে পূর্ণাঙ্গীন ভাবে সমাপ্ত করতে পারল এতে ভালই হয়েছে। ওর মনে অহংকারের ভাব আসতে পারবে না যে সব আমিই করছি।"

আবার মা বলিতেছেন—"বাধার সৃষ্টি হলেও ভগবান মনের ভাব দেখে গ্রহণ করেন। সেখানে শুচি অশুচির প্রশ্ন নেই।"

আশ্রমের পক্ষ থেকে মার নির্দ্দেশে বিষ্ণু আশ্রমজীকে আমি সোনা সিংহাসন সহ ভাগবৎ দান করিলাম। মাও প্যাণ্ডেলেই উপস্থিত ছিলেন। শান্তার সৎ ইচ্ছায় এবং মার কৃপায় ভাগবৎ সপ্তাহ খুব ভাল মত হইয়া গেল।

মা এই প্রসঙ্গে বলিতেছিলেন—"যোগাযোগ হলে একবার সব মেয়ে মিলে ভাগবৎ সপ্তাহ করানো। কেউ পাঠ করবে, কেউ ব্যাখ্যা করবে নিজেরা নিজেরাই সব করা।"

২৩শে নভেম্বর, ১৯৬১

আজ ভাগবৎ পারায়ণের পূর্ণাহুতি। পূর্ণাহুতি হইয়া গেলে মা সকলকে নিয়া গঙ্গার ধারে গেলেন। মা সকলকে গঙ্গাজল ছিঁটাইয়া দিলেন। সকলে মহানন্দ।

আজই বহু লোক মার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আপন আপন স্থানে রওনা হইয়া গেলেন। মার এখানে একান্তে আরও ৬।৭ দিন থাকার কথা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

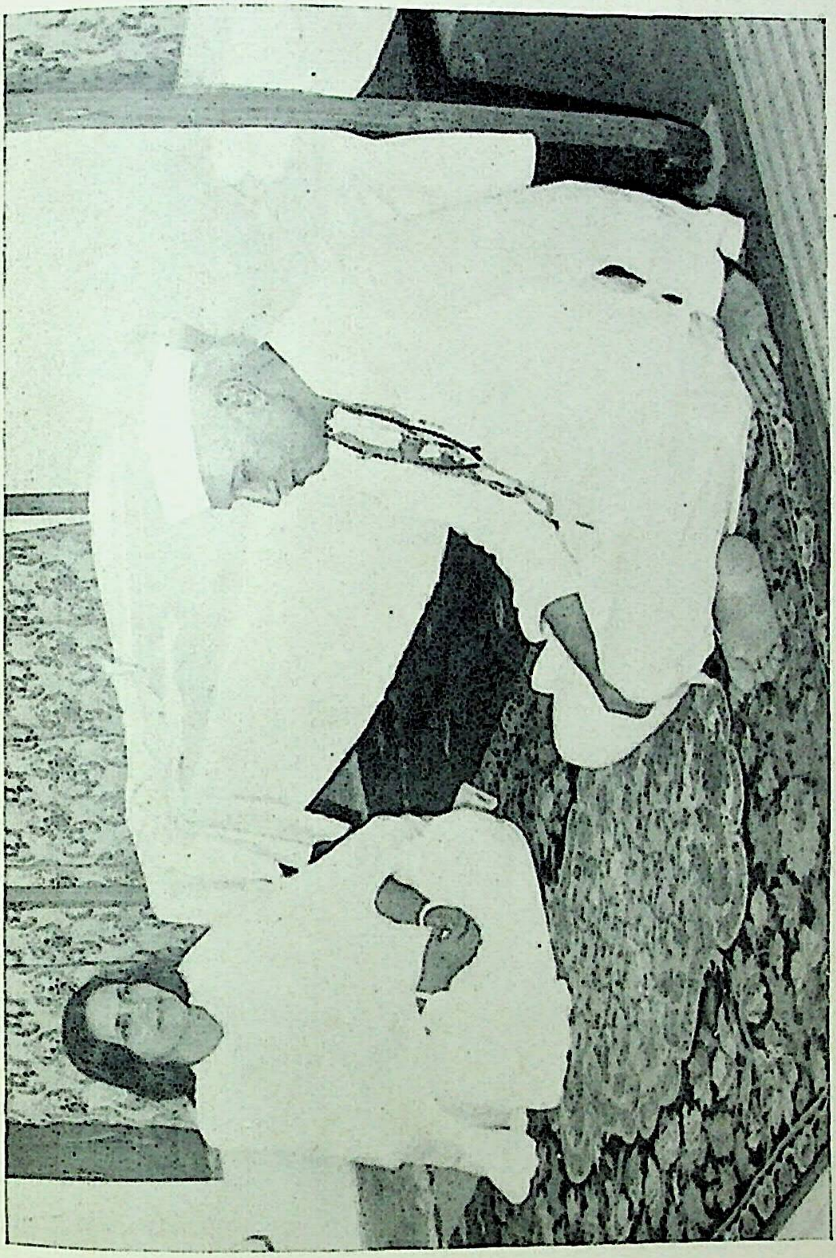

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দম্

বিভূপদ কীর্ত্তি

কেঁদে তোমায় ভোলাবো যে—
কই সে কান্না আসে?
কেমন করে ক্ষুদ্র হাতে
বাঁধবো বাহু পাশে!

একটু কাঁটা ফোটার আগে
ভয়ের বুকে চমক লাগে ঃ
অম্‌নি অবোধ নয়ন দুটি
অশ্রু জলে ভাসে।

এমনি সহজ, সুলভ যে
আমার নয়ন বারি,
সামান্য এই মূল্যে তোমায়
ভুলাতে কই পারি?

অশ্রু রূপে বাঁধন হারা
ঝরুক আমার শোণিত ধারা,
বিনিময়ে পাবো তোমায়
নিঃশ্বাসে, বিশ্বাসে।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আবিরাবী র্ম এধি"

ব্রহ্মচারী নির্ম্মলানন্দ

উপনিষদ্ পড়লে আমাদের মানসলোকে ভারতবর্ষের জীবনদর্শনের যে আলেখ্য দিনের আলোর মতো স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে তা থেকে এইটুকু কথা ভালভাবে বোঝা যায় যে সেই অতি প্রাচীনকালে উপনিষদ্-জ্ঞানসূর্য্যের ভাস্বর দ্যুতিতে যখন আর্য্যাবর্ত্তের দশদিক্ ঝল্‌মল্ তখন সেখানকার বাসিন্দারা যে সাধনায় ব্রতী হয়েছিল সেটা বাইরের নিত্যনৈমিত্তিক আশা ভালবাসার তাগিদে ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির সাধনা নয়, তা হোল আত্মাকে জানার সাধনা, নিজেকে পাওয়ার সাধনা, যা ছিল এক অব্যক্ত অভিব্যঞ্জনার আবেগে সদাই ভরপুর সেই সাধনার চ'লার পথের চরম লক্ষ্য ছিল ইহ জীবনে অমৃতের আস্বাদন। এই আত্মানুভবের সমাস্বাদনই ছিল ভারতবাসীর অন্তরের একমাত্র কামনা।

তাই দেখি একদিন আর্য্যঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের চিত্তপটে সংসার তার অসার রূপ বারে বারে এঁকে দিল। ঋষির প্রাণ-মন বৈরাগ্যের জোয়ারে ভরে গেল। স্থাবর-অস্থাবর ধনসম্পত্তি দুই পত্নী কাত্যায়নী আর মৈত্রেয়ীর মধ্যে সমভাগে ভাগ করে দিলেন। নিজে নিঃস্ব হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণে কৃতসংকল্প হলেন। এবার নির্জন গভীর অরণ্যে গিয়ে আত্মসাধনায় একান্তভাবে ব্রতী হবেন।

প্রথমা কাত্যায়নী ধনজনে সন্তুষ্টা। কিন্তু আর্য্যা মৈত্রেয়ী বনগমনোন্মুখ পতির পায়ে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলেন—"স্বামিন্! আপনি আমায় যা দিয়ে গেলেন—তার দ্বারা আমার জীবনের যে কামনার ধন—আত্মার আস্বাদন—তা করা কি সম্ভব হ'বে?"

"আর্য্যে! তোমায় যা দিয়ে যাচ্ছি—তাতে সংসারে আর পাঁচজনের মধ্যে তুমি সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে তোমার জীবনের বাকী দিনগুলো ভরিয়ে তুলতে পারবে, তবে সেই অমৃতকুম্ভের সন্ধান এরা তোমায় দিতে পারবে না।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথা শুনে মৈত্রেয়ীর মুখ ঝরা ফুলের মতো ম্লান হ'য়ে গেল, তিনি আবেগ-ভরা কণ্ঠে কিঞ্চিৎ অভিমানের সুরে বল্লেন—"যেনাহং নামৃতা স্যাম্, কিমহং তেন কুর্য্যাম্।" যা দিয়ে আমি অমৃতা হতে পারবো না—তা দিয়ে আমি কি করব, স্বামিন্?"

পতিপার্শ্বে সমাসীনা অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রী সাধ্বী মৈত্রেয়ীর মুখ থেকে প্রার্থনামন্ত্র স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে উচ্চারিত হ'ল—

"অসতো মা সদ্ গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময়
আবিরাবী র্ম এধি
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং
তেন মা পাহি নিত্যম্ ॥"

অসৎ হইতে মোরে সৎপথে নাও
অন্ধকার হ'তে মোরে আলোক দেখাও
মরণের হাত থেকে অমৃতত্বে নাও
আমাময় হ'য়ে তুমি প্রকাশিত হও।
হে রুদ্র মহাদেব, তব প্রসন্ন মুখে
রক্ষা করো মোরে সব সুখে দুখে ॥

শুধু ভারতবর্ষের ইতিহাসে কেন, মনে হয় সমগ্র মানব জাতির জীবনেতিহাসে এইটাই সবচেয়ে মঙ্গলময় কল্যাণময় মধুময় মুহূর্ত্ত ছিল—যখন আর্য্যা মৈত্রেয়ীর হৃদয়বীণার মর্ম্মকোষ থেকে এই সার্ব্বজনিক সার্ব্বকালিক প্রার্থনামন্ত্র ভাবের আবেগে উদাত্ত স্বরে বেরিয়ে এসে আর্য্যাবর্ত্তের আকাশে বাতাসে মন্দ্রিত হয়ে ওঠলো—আর যার অনুরণন-ধ্বনি ছন্দে ছন্দে জেগে ওঠলো পৃথিবীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে। সচ্চিদানন্দ রসঘন শ্রীভগবানের কাছে মানবাত্মার এতো সুন্দর সহজ অথচ মর্ম্মস্পর্শী অন্তরের আকুল আবেদন আর বোধ হয় হতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই প্রার্থনার রাগিণীতে যে অপূর্ব্ব সুরের ও ভাবের ঝংকার ছিল তা যে কেবল ভারতবাসীর কানে মধুর শুনিয়েছিল, আর তারা শুধু বিস্ময়ে চেয়েছিল তা নয়—সেই সুরে সেই ভাবে সেই তানে ভারতের অরণ্য-নগর-প্রান্তর মাঠ-ঘাট সব এক হয়ে মিশে গিয়েছিল। সেদিন সকলে বুঝেছিল জগতের আপাত-মনোরম চাকচিক্যের ক্ষণিক সুখে, অহংএর ছোট ছোট গণ্ডীর মধ্যে থেকে পরম সুখের পরম অমৃতের আস্বাদন করা যাবে না। "নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্"—আমাময় হয়ে যখন সেই মহত্তমের প্রকাশ হবে তখনই হবে তার সমাস্বাদন!

সত্যই জীবনে যদি 'সত্যং শিবং সুন্দরং'এর রসাস্বাদন করতে হয় তবে তা যে শুধু ভূমার মধ্যেই সম্ভব। মানবজীবনের চরম সার্থকতা এই ভূমার সমুদ্ভাসে। ভূমার অনুভূতি যখন ঝরণা-ধারায় নিরবচ্ছিন্ন ভাবে নেমে আসে আমাদের মধ্যে তখন জীবন-নদীর দুকূল প্লাবিত হয়ে যায় তাঁর সজীব সবুজ স্বতঃস্ফূর্ত্ত পূত স্পর্শে, আমাদের প্রাণ মন আবার নতুন করে জন্ম নেয়, নতুন চোখে দেখতে থাকে। সে দৃষ্টির সামনে সকল বিভেদ সকল কৃত্রিম খণ্ডতার রেখা মুছে যায় চিরতরে, ব্যক্তিগত জীবনের সকল স্বাতন্ত্র্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায় একনিমেষে একাত্ম-বোধের বন্যার প্রবল প্রবাহের উচ্ছ্বাসে। এক অনির্ব্বচনীয়, আপনি জেগে ওঠা মহামিলনোৎসবে মেতে উঠে প্রাণ-মন। আকাশে বাতাসে স্থাবরে জঙ্গমে সর্ব্বত্র অনুভূত হয় একই মহাপ্রাণের ক্রীড়াচঞ্চল হিল্লোল। হৃদয়ের দ্বার অবারিতভাবে খুলে যায়। মনের তারে তারে, শরীরের শিরায় শিরায়, অণুতে অণুতে বেজে ওঠে বিশ্বাত্মবোধের সংহত সুরমাধুরী, যার ফলে আমাতে তোমাতে আকাশে বাতাসে আর তুচ্ছ ভেদভাব থাকে না। বিশ্বপিতার ছোঁয়া লাগে সর্ব্বাঙ্গে। সবার মধ্যে আমাকে—আর আমার মধ্যে সকলকে খুঁজে পাই। সকল দুঃখদৈন্যের ঘোর কালিমা মুছে যায়, নেমে আসে শাশ্বত প্রেম ও শান্তির অরুণাভা।

উপনিষদের যুগে জীবনের এই তত্ত্বকে সকলে সমাদরে গ্রহণ করেছিলেন বলে জীবনের বাইরের খোলসের দিকটায় ভারতবাসী তেমন আকর্ষিত হয়নি, জীবন তাদের কাছে নিছক কতকগুলো জীবাণু আর কোষের সমষ্টি বলে প্রতিভাত হয়নি। দৈনন্দিন চলমান সংসার জীবনের হাসিকান্নার ঢেউয়ের অন্তরালে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমুদ্রের মতো নিঃস্তব্ধ নিস্তরঙ্গ গম্ভীর একটা শান্তির রাজ্য আছে সেখানেই যে সকল প্রাণীর শাশ্বত অবস্থান—এই সত্যটাই বারে বারে তাদের হাতছানি দিয়ে নিয়ে গিয়েছে আত্মার গভীরে—নিরাবরণ প্রকাশে। জীবনের মূল্য তারা দিয়েছিলেন আত্মার পূজা করে—আত্মার অমৃতধারা পান করে হয়েছিলেন আত্মকাম—নিত্য তৃপ্ত।

এর পর যুগ যুগ কেটে যায়। কালের রথের চাকা অবিরামভাবে ঘর্ঘর শব্দে সব কিছুকেই অমান্য করে বিজয়দর্পে পৃথিবীর ওপর দিয়ে এগিয়ে চলতে থাকে। খেলাঘরে মাটির পুতুলের মতো ভাঙ্গাগড়ার লীলাখেলা তারই বুকে চলতে থাকে। পুরানো সভ্যতা-সংস্কৃতি নূতনের তাগিদে স্থান ছেড়ে দেয়। নবকুসুমিত নূতন বসন্তের কাছে জরাজীর্ণ শীতের এই পরাজয় আবহমান কাল ধরে চলে আসছে। তবে এ যে শুধু খোলসের খসে পড়া, যে চির পুরাতন—সেই তো চির নূতন ; সেই যে বারে বারে নবসজ্জায়—"তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবম্"—রূপে আমাদের কাছে ধরা দিতে চায় : এই কথাটাই আজ আমরা সম্পূর্ণ বিস্মৃত।

দিনের পর দিন ধরে আমরা আমাদের আদি সুরটা হারিয়ে ফেলতে বসেছি। সাদা পরদার ওপরই তো নানা বিচিত্র চিত্রের খেলা চলতে পারে। আমরা সেই চির সাদাকে জীবনের রঙ্গমঞ্চের কোন কোণাও ছেড়ে দিচ্ছি না—কেবল চিত্রকেই বড় বলে—আসল বলে মনে করছি—আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করে চলেছি। সব জায়গাটাই সে জুড়ে বসে আছে। মহত্তম আদর্শের ধূলিধূসরিত শয্যায় আজ আমরা সমাসীন। জীবনের কেন্দ্রাভিমুখ কক্ষপথ থেকে আজ আমরা বিচ্যুত হয়ে পড়েছি। তাই আজ অন্তহীন ছুটোছুটিই সার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সর্ব্বত্র খেই হারিয়ে দাঁড় বেয়ে যাবার পালা শুরু হয়েছে। আর জীবনের মুল্যাংকনও অন্য মাপকাঠিতে করা হচ্ছে। বাইরের চাকচিক্য জৌলুসভরা চোখধাঁধানো আবরণটাই আজ মহা মূল্যবান, বিষয়সম্পত্তির আহরণে আর সংরক্ষণে, জাগতিক স্বাচ্ছন্দ্য আর ইন্দ্রিয়সুখভোগের প্রবল বন্যায় ভেসে চলেছি। খণ্ডতার দানব তার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনমত খোরাক পেয়ে আবার সদর্পে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে বিশ্বমৈত্রী ঐক্যতার দিব্য প্রদীপ তাদের ভীষণ ফুৎকারের সামনে কোথায় যে মিলিয়ে যাচ্ছে। জীবনের আসল সুর ভুলে যাওয়াতে তাই সব গানই আমাদে বেসুরো বেতালা শব্দের ঝনঝনানিতে পরিণত—তার মধ্যে না আছে তাল মান— না আছে সম—না মীড়—না মূর্চ্ছনা। আমরা এমনই মোহব্যালগ্রস্ত যে এই বেসুরকে স্বীকার করছি না, বুঝেও যেন বুঝিনা—বুঝতে পারি না বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে হাততালি দিয়ে এই সম-বিহীন গানের সঙ্গ করছি।

"অন্তরের সে সম্পদ ফেলেছি হারায়ে
তাই মোরা লজ্জানত, তাই সর্ব্ব সময়ে
ক্ষুধা ও দৈন্য করিছে দংশন ;
তাই আজ ব্রাহ্মণের বিরল বসন
সম্মান রহে না আর ঃ নাহি ধ্যান বল
শুধু জপমাত্র আছে ; শুচিত্ব কেবল
বিত্তহীন অর্থহীন অভ্যস্ত আকার।"

হায়রে হায়! ঋষিমুনিদের সোনার ভারত—যেখানে দেবতারাও জন্ম নেবার জন্য লালায়িত থাকে—সেখানে আজ জড়বাদের আর অনর্থক অনুকরণ প্রিয়তার নিছক সমারোহ। জাগতিক ভোগবিলাসের জারক রসে তার সর্ব্বাঙ্গ জারিত। আত্মহ্যুতির অভাবে কামনাবাসনার আঁধারে ভূতের মতো ঘুরপাক খাচ্ছে। বিষয়ের প্রতি দুর্ব্বার আকর্ষণ—ক্রোধ আর লোভ প্রচণ্ড, জীবে প্রেম দয়া মৈত্রীর স্থান নেই। সর্ব্বত্র বিপ্লবের ঝঞ্ঝাবাত চির অশান্ত সমুদ্রের মত অকারণে উদ্বেলিত।

তবে এই যে রাজার ছেলের দীনহীন দশা। এর থেকে কি তাকে মুক্ত করা যাবে না? জড়ের কাছে আত্মার বলিদান কতদিন আর চলতে থাকবে ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধন-জন, সম্মান-প্রতিপত্তি ও নানারকম ইহলৌকিক সুখসুবিধাতেই কি মানবজীবনের চরম সার্থকতা? এই প্রশ্নের সমুচিত উত্তর দানের সময় আজ আসন্ন। এর সঠিক উত্তর আমরা বোধহয় দিতে পারবো না, আর দিতে গেলে লোকে মনে মনে হাসতেও পারে। কারণ জাগতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য বলতে যা আমরা বুঝি তা সব আমাদের কাছে আজও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে নেই। আর যখন ছিল তখন অম্লান বদনে তা ত্যাগ করে আত্মতত্ত্বের অনুসন্ধানে মজেছিলাম। এখন উভয়হারার দলে নাম লেখানোর পালা। তবে যাদের কাছে—অর্থাৎ যারা বর্ত্তমানে মনে করে যে ইহলৌকিক আরাম-আয়েসের সব সামগ্রী তাদের অধিকারে—তাদের দিকেই একবার চোখ তুলে দেখি তাদের কি অবস্থা।

জীবন কি তাদের কাছে স্বর্গসুখময় নন্দন কাননের সুকোমল পারিজাতের শয্যা না অন্য কিছু? তাদের জীবনের সব আশা কি মিটেছে? তাদের কি এটা চাই—ওটাচাই—চলে না—চলবে না—আরও আরও মনের এই অনন্ত আব্দার কোনদিন শেষ হবে বলে মনে হয়? ইহলোকে থেকে সুখ-সুমেরুর উত্তুঙ্গ শিখরে বসে তারা তথাকথিত বিকাশবাদের দূরবীণে সেই অমৃতের সন্ধান দিতে পাচ্ছে? এমন শান্তিময় লোকের সন্ধান কি দিতে পারা যাচ্ছে যেখানে গেলে, সব চাওয়া—সব পাওয়া মিটে যায় চিরতরে? সেই সকল পাওয়ার দেশে যাবার রাস্তার খবর কি তারা দিতে পারে, যেখানে আত্মা তার আনন্দময় সত্তার অনুভবে ভরপুর?

"না ভাই—এই সব-পাওয়ার মধ্যে—সব-আছের মধ্যে কোথায় যেন একটা মস্ত বড় ফাঁক রয়ে গিয়েছে বলে মনে হয়। যার জন্য সব থেকেও যেন কিছু নেই। অন্তরের গভীরে কি যেন একটা ভয়ানক রিক্ততার আভাস পাওয়া যায়।" সেটা যে কেন তা আজ তারাও ভাবতে আরম্ভ করেছে। সব পেয়েও কেন সর্ব্বহারা বলে মনে হয়?

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের ইহসর্ব্বস্ববাদিরা তাদের চোখ-ধাঁধানো ভৌতিকবাদের সৌধশিখরের শিলান্যাসের পাথরগুলোকে যতটা শক্ত সুদৃঢ় বলে মনে করেছিলো এখন আর ততটা শক্ত গাঁথুনি বলে মনে করতে পারছে না। তার মধ্যে মাঝে মাঝে চিড় খাচ্ছে—ফাটল ধরছে আর সন্দেহের শিকড় যেখানেসেখানে বটের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঝুরির মতো শক্তভাবে নিজের স্থান করে নিচ্ছে। অদ্ভুত মজার ব্যাপার বর্ত্তমানের জ্ঞান-বিজ্ঞান যাকে উন্নতি বলে চীৎকার করে আকাশ কাঁপিয়ে তুলে আর পৃথিবীকে ফাঁপিয়ে তুলেছে—সেই উন্নতি কি আমাদের আত্মার কা নিয়ে যাচ্ছে, না তার চারিদিকে অকারণ-জাল বুনে বুনে তাকে ঘিরে ফেলছে তার মধ্যে বিরাট কৃত্রিম ব্যবধানের সৃষ্টি করছে।

"নিজেরে করিতে গৌরবদান
নিজেরে কেবলি করি অপমান
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া
ঘুরে মরি পলে পলে।"

বলা হয়, সুখের জন্য এই এগিয়ে চলা এই উন্নতির মার্গ প্রশস্ত করা। কি সুখ কি আর আছে? ভয়ানক একটা চলার নেশায় আজ সারা মানবসমা উত্তেজিত। আলেয়ার আকর্ষণে নিশিতে পাওয়ার মতো অবিরাম লক্ষ্যহীন পথচলা, অথচ জানে না আসল সুখ—আসল শান্তির উৎস নিজের অন্তরে, সে থেকেই তো সকল সুখের সকল আনন্দের প্রকাশ ; ফুলের পাপড়ীতে পাপড়ীতে পাখির পাখায় পাখায়—রামধনুর রঙে—শিশুর সরল মিষ্টি হাসিতে—সর্ব্বত্র সেই আলোরই ছিটেফোঁটা বিকাশ—সেই মহান—সেই বিরাট—সেই স্বপ্ন—ক্ষুদ্র—"অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্। আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্" —অব্যক্ত আত্মা নানা ভাবে নানা ছন্দে নানা বিচিত্রতায় তার অফুরন্ত প্রকাশ ঝিলিক দেখিয়ে আমাদের তার দিকে নিয়ে যেতে চায়।

আত্মার যাতে প্রকাশ হয় তাই তো আমাদের জীবনের কর্ত্তব্য—সেই আমাদের সুখের সন্ধান—উন্নতির মার্গ-নির্দ্দেশ করে দিতে পারবে। আ আলোতে যা কিছু দেখা যায় সবই তো 'সত্যং শিবং সুন্দরং' এর রূপ ধ ভৌতিকবাদ যদি আত্মবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত না হয় তবে তার স্থিতি এবং কোথায় তা সহজেই অনুমেয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাস্তববাদীর মনের কথা— সে যা দেখে, তাই আছে, তাই মানে। কিন্তু এর পরেও তো একটা সূক্ষ্ম জগৎ আছে। আসলে সেইটাই আছে—স্থূল তো ক্ষণে ক্ষণে বদলায়—তার অস্তিত্ব মেনে নিতেই হ'বে। সেই রাজ্যের খবর সকলে রাখে না—আর রাখবার প্রয়োজনও মনে করে না। অথচ দিনান্তে অন্ততঃ একবার আমরা সকলেই স্বভাবগতিতে সেখানে গিয়ে থাকি। দিনের সব অবসাদ সব গ্লানি রাত্রির সুষুপ্তিতে—আত্মার জাদুমাখা স্পর্শে দূর করে আবার নতুন উদ্যম উৎসাহ নিয়ে সজীব হয়ে ফিরে আসি। দৈনন্দিন আনাগোনা—আঁধারে মেলামেশা—মাখামাখি, অথচ তাকেই বাদ দিয়ে চলা।

"রাত্রি হলে একা একা পৃথিবীর ভিতর বাড়ীতে
যেতে হয়।
সারাদিন দলবদ্ধ, এখানে সেখানে ঘুরি ফিরি;
বাজার বাণিজ্যে যাই;
মাঝে মাঝে রোমাঞ্চিত হ'বার তাগিদে
সামান্য ঝুঁকিতে বসি তাসের আড্ডায়;
কেউ বা তিন আনা জেতে, কেউ হারে।
রাত করলে সবাই উঠে যায়।
মাথায় কান ঢাকা টুপি, পায়ে মোজা, বারোটা রাত্তিরে
জানি না কোথায় যায়—চুরি-তিরি রাজা ও রাণী
আমি যাবো ভিতর বাড়ীতে।
ভিতর বাড়ীর রাস্তা এখনও রহস্যময় যেন
এতো যে বয়স হোল, তবুও অচেনা লাগে।
কোথায় কপাট-জানালা, উঠোন, মন্দির-কুয়োতলা,
কুলুঙ্গি, ঘোরানো সিঁড়ি, বারান্দা, জলের কুঁজো,
কোথায় ময়নাটা ঠায় রাত্রি জাগে।
বুঝবার উপায় নেই কিছুই, আমি অন্ততঃ কিছুই বুঝিনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাড়ীটা ঘুমের মধ্যে হানাবাড়ী, তবু
দুয়ার ঠেললেই কেউ ভীষণ চেঁচিয়ে উঠবে এমন আশংকা করে
দুয়ার ঠেলিনা—আমি সারারাত দেখি
খরস্রোত অন্ধকার বয়ে যায় ভিতর বাড়ীতে।"

এই "ভিতর বাড়ীর" সংবাদ আমরা রাখিনা। তাই সেখানে "খরস্রো অন্ধকার বয়ে যায়"—আসলে তো সেখানে অন্ধকার নেই, সে তো চির আলো দেশ—তবে দিনের বেলার প্রখর সূর্য্যকিরণ যেমন ভাবে প্যাঁচার কাছে প্রতিভা হয় — আমাদের কাছে আত্মার আলোর অভাব অনেকটা সেই রকমে নয় কি?

তাই আজ আবার "আলোর দেশের" যাত্রী হ'তে হ'বে। আর্য মৈত্রেয়ীর প্রার্থনার সুরে সকলকে সম্মিলিত হতে হবে। আজ সমস্ত পৃথিবী দিকে তাকালে মনে হয় সকলে যেন পরমাত্মীয় অমর আত্মাকে দূরে সরিয়ে দেব জন্য ষড়যন্ত্র রচনা করে চলেছে—ভোগ বিলাসের আর দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে চমক-ভরা পসরা সাজিয়ে যেন আমাদের ভুলের জন্যে রেখে দিতে চায়—কি আর ভুললে চলবেনা—সাধ্বী মৈত্রেয়ীর স্বরে আমাদের বলতে হবে—

"যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্।"

বাইরের জীবনটা যে অলীক—নিছক অসত্য এখানে তা বলা হচ্ছে না। অ যে চির নির্ভর—যার প্রেরণা—যার প্রকাশে তার প্রকাশ তাকে ভুলে চলবে না। জীব সমুদ্রে ধ্রুব তারার মতো তার নির্দ্দেশ নিয়ে যদি পাড়ি দে যায় তবে আর পথভ্রমের অবকাশ থাকেনা। তাই আজ জীবন সঙ্গীতের সমে আত্মার চির-উন্মুক্ত দুয়ারে আমাদের উপস্থিত হতে হ'বে। যেখানে সে সকল ভোগের মধ্যে বিরোধের মধ্যে অসংখ্য বৈচিত্র্যের মধ্যে এক মহি মহামিলনের বাঁশীর সুর শোনা যায়। জীবন হবে ধন্য—জগৎ হবে ধন্য। নে আসবে আত্মার অমৃত ধারা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

চতুর্থ খণ্ড

শ্রীঅমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত এম-এ, বি-এল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীশ্রীমায়ের নিকট ঢাকার কমিশনার সাহেবের আগমন

২০শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার (ইং ৩।৬।৪৫) আজ মহোৎসব। সকাল বেলা আশ্রমে পেঁ ৗছিয়া দেখিলাম ঢাকার কমিশনার মিষ্টার লারকিন সাহেব এবং তাঁহার মেম শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। লারকিন সাহেব ইংরেজীতে মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে মা কেন ঢাকায় থাকেন না। মাকে, ঐ কথা বুঝাইয়া বলিলে মা উত্তর দিলেন, "আমি ঢাকাতেই আছি।"

লারকিন। আমরা দেখিতে পাই না কেন?

শ্রীশ্রীমা। (হাসিয়া) তোমাদের দেখিবার চশমা নাই (সকলের হাস্য)

মিঃ লারকিন। (হাসিয়া) আধ্যাত্মিক ভাবে নয়, সশরীরে আপনি ঢাকাতে থাকিলে ত সকলেই দেখিতে পারে এবং ইহাতে সকলেরই উপকার হয়।

শ্রীশ্রীমা। আমি সশরীরেই ঢাকায় আছি। এমনও শুনা যায়—যে আমি অন্যত্র থাকিলেও কেহ কেহ আমাকে এখানে দেখিতে পায়। তাহা ছাড়া, এ দেহ যে এখন ঢাকা আসিয়াছে, ঢাকার সকলেই কি এ দেহকে দেখিতেছে? যাহাদের যাহাদের দেখিবার তাহারাই মাত্র দেখিতেছে।

মিসেস লারকিন্। বাংলার মেয়েরা সেবা করিতে জানে না। অন্যান্য দেশের মেয়েরা রেডক্রসে যোগ দিয়া বেশ সেবা ধর্ম্ম পালন করিতেছে; কিন্তু বাংলার মেয়েরা এর মধ্যে নাই। আপনি যদি ইহাদিগকে রেডক্রসে যোগ দিতে উপদেশ দেন তবে হয়ত অনেকেই যোগ দিতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা। বাংলার মেয়েরা যে সেবা করিতে জানে না তাহা নয়। তাহারা বাপ, মা, ভাই, বোন প্রভৃতি পরিবারের লোকদিগকে প্রাণ দিয়া সেবা করে, এবং এরূপ সেবা করা তাহারা ধর্ম্ম বলিয়াই মনে করে। কিন্তু পরিবারের বাহিরের লোকদিগকে ইহারা সেবা করিতে অভ্যস্ত নয়। বরং ঐ সব লোকদিগের সহিত মেলা মেশা করা ইহারা অধর্ম্ম বলিয়া মনে করে। এইজন্য বাহিরের কাজের জন্য ইহাদের পাওয়া যায় না। এখন অবশ্য কেহ কেহ বাহিরের কাজেও যোগ দিতেছে, তবে সকলে দিতেছে না, কারণ ইহাতে তাহারা অভ্যস্ত নয়। কিন্তু বেটাছেলেরা ত এই সব কাজে লাগিয়াছে।

মিঃ লারকিন। তাহারা টাকার জন্য করিতেছে।

শ্রীশ্রীমা। হ্যাঁ, সেবার জন্যই সেবা করা আদর্শ হওয়া উচিত।

এই রূপ কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া কমিশনার সাহেব এবং তাঁহার স্ত্রী বিদায় গ্রহণ করিলেন। যাইবার সময় তিনি মাকে আবার ঢাকা আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। শ্রীশ্রীমা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমি baby (শিশু) আমাকে আনিলেই আমি আসিতে পারি।"

আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "কেমন আমি ইংরেজি বলিতে পারি না ?" (সকলের হাস্য)

গুরুর নিকট জাগতিক প্রার্থনা চলে কি না?

শ্রীযুক্ত প্রমথ বসু মহাশয় মাকে একটি প্রশ্ন করিবার জন্য অপেক্ষা করিতে ছিলেন। কমিশনার সাহেব চলিয়া গেলে তিনি মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, সাংসারিক বাসনা পূরণের জন্য গুরুর নিকট কি প্রার্থনা করা যায় না ?"

শ্রীশ্রীমা। কেন করিবে না ? প্রার্থনা করিতে হইলে ত গুরুর নিকটেই প্রার্থনা করিবে। গুরু ছাড়া আর কে আছে ? তবে গুরু যদি এসব প্রার্থনা পছন্দ না করেন, তিনি নিজেই উহা কমাইয়া দিবেন। তুমি হাত পা ছুড়িতে থাকিবে গুরুর যদি ইচ্ছা হয় তবে তিনি তোমাকে শান্ত করিয়া দিবেন।

উত্তর শুনিয়া প্রমথ বাবু খুব সন্তুষ্ট হইলেন বলিয়া মনে হইল। ইহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পর আরও কিছুক্ষণ আলাপ চলিল। তাহার পর মা সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমে চলিয়া গেলেন।

এদিকে আশ্রমে মহোৎসবের আয়োজন চলিতে লাগিল। মনোমোহন, ভূপতিবাবু, নিবারণ বাবু সকলেই মহা উৎসাহে কাজ কর্ম্ম দেখিতেছেন। নাম ঘরে শচীন বাবু কীর্ত্তন করিতেছেন। কীর্ত্তনও বেশ জমিয়া গিয়াছে। বেলা ১৷৷কি ২টার সময় শ্রীশ্রীমা আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। বেলা ৩টা হইতে প্রসাদ বিতরণ আরম্ভ হইল। আশ্রমের প্রাঙ্গণে প্রায় ৬০০ লোক প্রসাদ পাইতে বসিয়াছেন। এর মধ্যে ছোট বড় বিচার নাই, জাতিভেদ নাই। ৺অন্নপূর্ণার মন্দিরে দাঁড়াইয়া শ্রীশ্রীমা এই সব দেখিতেছেন। যাঁহারা পরিবেশন করিতেছেন, যাঁহারা ভোজন করিতেছেন এবং যাঁহারা কেবল মাত্র দর্শক সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী ও বাবা ভোলানাথের নাম করিয়া ঘন ঘন জয়ধ্বনি উঠিতেছে। শ্রীশ্রীমা কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া এ দৃশ্য দেখিলেন। পরে ৺অন্নপূর্ণার মন্দিরের মধ্যে গিয়া একান্তে শুইয়া রহিলেন।

এই প্রসাদ বিতরণ বেলা ৩টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। ইতিমধ্যে আমি প্রসাদ গ্রহণ করিয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম।

মাহাত্মা গান্ধীজী ও শ্রীশ্রীমা

রাত্রি প্রায় ৯টার সময় মনোরঞ্জন বাবু এবং যতীনকে সঙ্গে করিয়া পুনরায় আশ্রমে গেলাম। তখন প্রসাদ বিতরণ শেষ হইয়াছে। কর্ম্মিগণ সকলে প্রসাদ পাইতে বসিয়াছেন। শ্রীশ্রীমা কয়েক জনের সহিত গোপন কথা বলিতেছেন।

রাত্রি প্রায় ১১টার সময় মা মাঠে আসিয়া বসিলেন। আমরাও তাঁহার কাছে গিয়া বসিলাম। ভূদেব বাবু মাকে বলিলেন, "মা, শুনিয়াছি আপনার সহিত মহাত্মা গান্ধীজীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ঐ সাক্ষাতের বিবরণটা আমরা আপনার কাছে শুনিতে চাই।"

শ্রীশ্রীমা। আমার এখন বলা আসিতেছে না। ঐ সময় হরিরাম এবং অভয় উপস্থিত ছিল। উহাদের নিকট হইতেই তোমরা শুন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূদেব বাবু। আপনার নিকট হইতেই উহা শুনিবার বাসনা।

শ্রীশ্রীমা। উহারা আরম্ভ করুক, আমার যদি বলা আসে, আমিও বলিব।

এই বলিয়া মা অভয়কে ঐ কথা বলিতে বলিলেন। অভয় বলিতে আরম্ভ করিল—

"মহাত্মা গান্ধীজী কমলা নেহেরুর নিকট শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি যমুনালাল বাজাজ মহাশয়কে শ্রীশ্রীমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাঠাইয়া দেন। বাজাজ মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল যে তিনি মাত্র তিন দিন মার কাছে থাকিবেন; কিন্তু মাকে দেখিয়া তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের ইচ্ছা শিথিল হইতে লাগিল। তিনি গান্ধীজীর নিকট টেলিগ্রামের উপর টেলিগ্রাম করিয়া তাঁহার ছুটির সময় বাড়াইয়া রায়পুর আশ্রমে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিন দিনের জায়গায় তাঁহার ১৫ দিন হইয়া গেল কিন্তু তখনও তাঁহার যাইবার ইচ্ছা নাই। তিনি মহাত্মাজীর নিকট আরও ছুটির জন্য টেলিগ্রাম করিবেন কিনা তাহা মার নিকট জানিতে চাহিলে মা বলিলেন, "তুমি ছুটি চাহিলে মহাত্মাজী তোমাকে ছুটি দিবেন; কিন্তু তিনি যখন তোমাকে যাইতে টেলিগ্রাম করিয়াছেন তখন তোমার যাওয়াই উচিত।"

অভয় এই পর্য্যন্ত বলিলে শ্রীশ্রীমা নিজে বলিতে আরম্ভ করিলেন। মা বলিলেন, "বাবাজী (অর্থাৎ বাজাজ মহাশয়) এ দেহের কাছে আসিয়া প্রত্যহ Private (অর্থাৎ একান্তে) কথা বলিবার জন্য আধ ঘণ্টা করিয়া সময় চাহিত। কথা বার্ত্তা কিছুই নয় সে ঐ আধ ঘণ্টা সময় এ দেহকে লইয়া একান্তে বসিয়া থাকিত। এ দেহও স্থির হইয়া বসিয়া থাকিত। সে কখনও কখনও এ দেহের কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া থাকিত। কখনও কখনও এ দেহের পায়ের বুড়া অঙ্গুল মুখে লইয়া চুষিত। ইহাই ছিল তাহার একান্তে কথা বলা। (সকলের হাস্য)

"এ দেহের কাছে সে মাঝে মাঝে আসিয়া থাকিবে বলিয়া রায়পুর আশ্রমের নিকটে যে সব পতিত জমি ছিল তাহা কিনিয়া ঐখানে আশ্রমের মত করিয়া ঘর বাড়ী তৈয়ার করিবার ইচ্ছা করিল এবং এ সম্বন্ধে এ দেহের অনুমতি চাহিল। এ দেহ তাহাকে বলিল, "জমি কিনিতে চাও, কিনিতে পার; কিন্তু আর কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্কল্প রাখিও না।" অনুমতি পাওয়া মাত্র সে জমিগুলি কিনিয়া ফেলিল, এ দেহ তাহাকে আরও বলিয়াছিল যে লোকের এক নিশ্বাসের বিশ্বাস নাই, কাজেই এখন সংসার হইতে আল্‌গা হইয়া পড়াই ভাল। এ দেহের ঐ কথা সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিল। আমেদাবাদে ফিরিয়া গিয়া সে নিজের অট্টালিকা ছাড়িয়া দিয়া একটি আশ্রম করিল। সেই আশ্রমে গো সেবা এবং কুমারীদের থাকিবার বন্দোবস্ত করিল এবং ঐখানে নিজেও এক কুটীরে বাস করিতে লাগিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সে এই সব বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিল। (অভয়-কে) এখন তুই বল্‌।"

অভয়। যমুনালাল বাজাজ মহাশয়ের বড় ইচ্ছা ছিল যে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের সহিত মহাত্মা গান্ধীজীর সাক্ষাৎকার করাইয়া দেন। এই জন্য আমেদাবাদ পৌঁছিয়াই তিনি মাকে তথায় যাইবার জন্য টেলিগ্রামের উপর টেলি-গ্রাম করিতে লাগিলেন। এবং মাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য এমন বিরাট আয়োজন করিতে লাগিলেন যে, যাহা এ পর্য্যন্ত দেশের কোন নেতার জন্যই করা হয় নাই। কিন্তু তখন মার ওদিকে যাইবার কোন খেয়ালই হইল না। কাজেই বাজাজ মহাশয়ের জীবিতাবস্থায় শ্রীশ্রীমায়ের সহিত মহাত্মাজীর সাক্ষাৎ হইল না।

ইহার কিছুদিন পরে মা যখন আবার ভ্রমণে বাহির হইলেন তখন এক ষ্টেশনে যমুনালালজীর ছেলের নিকট শুনিতে পাইলেন যে বাজাজ মহাশয়ের দেহত্যাগ হইয়াছে। বাজাজ মহাশয়ের ছেলে শ্রীশ্রীমাকে আমেদাবাদ যাইতে খুব অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "আমার মা এখন খুব শোকার্ত্তা, এ সময়ে যদি আপনি একটি বার মাকে দেখা দেন তবে তিনি কতকটা শান্তিলাভ করিতে পারেন।" ছেলে নিজেও খুব শোকার্ত্ত ছিল। শ্রীশ্রীমা তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "বাবাজীর জন্য শোক কর কেন? বাবাজী ত এইখানেই আছে। জীবিতাবস্থায় সে যে পোষাক পরিয়া থাকিত, সেই পোষাক ও সেই টুপি পরিয়াই সে আমার কাছে দাঁড়াইয়া আছে।"

"যে পথে আমেদাবাদে যাওয়া যায় শ্রীশ্রীমা তখন সেই পথের উপরে ছিলেন। এইবার তাঁহার আমেদাবাদে যাওয়ার খেয়াল হইল। কাজেই আমা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিগকে লইয়া তিনি যমুনালাল বাজাজ মহাশয়ের আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীশ্রীমায়ের আগমনে সেখানে আনন্দের হাট বসিয়া গেল। এই সময় মহাত্মা গান্ধীজীও সেবাগ্রামে ছিলেন। কোন একটা রাজনৈতিক ব্যাপার নিয়া তিনি তখন ভয়ানক ব্যস্ত। দেশের নেতারাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কাজেই মহাত্মাজীর পক্ষে মার কাছে আসিয়া সাক্ষাৎকার করা সম্ভবপর ছিল না। তিনি মাকে সেবাগ্রামে যাইবার জন্য খবরের উপর খবর পাঠাইতে লাগিলেন। কিন্তু মার ওদিকে যাইবার কোন গরজ দেখা গেল না। এই সময় একজন ভদ্রলোক মাকে বলিলেন, "মাতাজী, আপনি যদি সেবাগ্রামে না যান তবে বৃদ্ধ গান্ধীজীকেই কষ্ট করিয়া এখানে আসিতে হইবে।" এই কথা শুনিয়া মা তখনই সেবাগ্রামে যাইতে প্রস্তুত হইলেন।

মা যখন গান্ধীজীর আশ্রমে গিয়া পেঁীছিলেন তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে। গান্ধীজী কুটীরেই বসিয়াছিলেন। দেশের নেতারাও সেখানে উপস্থিত। শ্রীশ্রীমায়ের মোটর আশ্রমের ফটকে লাগামাত্র গান্ধীজী হাসিমুখে মাকে "আও" "আও" বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। মাও ছুটিয়া গান্ধীজীর কাছে গেলেন। গান্ধীজী মাকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ ভাবেই ধরিয়া রাখিলেন। কথাবার্ত্তা যখন আরম্ভ হইল গান্ধীজী বলিলেন, "কমলার নিকট শুনিয়াছি তুমি তাহার গুরু।" মা বলিলেন, "আমার কোন শিষ্য নাই।"

এইবার আবার অভয়ের কথার সূত্র ধরিয়া মা বলিতে আরম্ভ করিলেন— "গান্ধীজী আমাকে বলিল, "জান কে বাজাজকে তোমার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছিল? আমিই পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। সে আমাকে বলিয়াছিল, "মহাত্মাজী, আমি আপনার সহিত ১৫ বৎসর সঙ্গ করিয়া যে শান্তি ও আনন্দ না পাইয়াছি তাহা মাতাজীর সহিত তিন দিন সঙ্গ করিয়া পাইয়াছি।" আমাকে ঐখানে রাখিবার জন্য বাবাজী খুব পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল; কিন্তু আমি রাজি হইলাম না। তখন গান্ধীজী দেশের নেতাদিগকে দেখাইয়া বলিল, "আমি এ সকলের নেতৃস্থানীয়। এরা সকলেই আমার কথা শুনে, আজ যদি তুমি আমার কথা না শুন তবে ইহারা আমাকে কি মনে করিবে?" আমি বলিলাম, "আমার পিতাজী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এজন্য খোরাই গ্রাহ্য করে।" তখন গান্ধীজী বলিল, "এ জেদী মেয়ে।" আমি বলিলাম, "পিতাজী, তোমার মেয়েত, কাজেই পিতার গুণ কিছু পাইবেই।"

অভয় আবার বলিতে লাগিল, "এই ভাবে দুই জনের মধ্যে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। সকল কথা এখন আমার মনে পড়িতেছে না, তবে আমি উহা note করিয়া রাখিয়াছি। দুজনেই অতি মিষ্টভাষী; কাজেই ইহাদের আলাপ যে কত সুন্দর লাগিয়াছিল তাহা প্রকাশ করা যায় না।"

মা আবার বলিতে লাগিলেন, "আমি গান্ধীজীকে বলিলাম, পিতাজী, আমি এক দিন চুপে চুপে তোমার ঘরে আসিয়া ঢুকিব।" গান্ধীজী বলিল, "ও ভাবে চোর ডাকাতও ঘরে ঢুকে।" আমি বলিলাম, "আমি তোমার সমস্ত চুরি করিয়া নিব।" পরে বলিলাম, "পিতাজী, সময় হইলে আমি আসিয়া তোমাকেও নিয়া যাইব।"

গান্ধীজীর একান্ত অনুরোধে মা সেই রাত্রি সেবাগ্রামেই কাটাইলেন। পর দিন ভোরে রওনা হইয়া গেলেন। এইরূপ ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাবে গান্ধীজী এবং শ্রীশ্রীমায়ের সাক্ষাৎকার বর্ণিত হইল। সমস্ত ঘটনাগুলি আমরা বিশদ ভাবে জানিতে পারিলাম না বলিয়া একটা অতৃপ্তি বোধ করিতে লাগিলাম।

আশ্রমে চোর ধরা

এমন সময় আশ্রমের মধ্যে এক গোলযোগ উপস্থিত হইল। কে যেন ছুটিয়া আসিয়া মাকে চিৎকার করিয়া বলিল যে একটি লোককে পিটাইয়া আধ-মরা করিয়া ফেলিয়াছে। লোকটি বাঁচিবে কি না সন্দেহ। এমন সময় জটু ব্রহ্মচারীও আসিয়া মাকে বলিল, "আমিই উহাকে মারিয়াছি। এখন আমার যাহা হয় হউক। তুমি জান গতকাল আরতির সময় একটি মেয়ের গলার হার কে কাটিয়া চুরি করিয়া নিয়াছে। আজ আবার বাবা ভোলানাথের মন্দিরে একটি ঘুমন্ত মেয়ের কানের দুল ধরিয়া টান দিয়াছে। ঐ মেয়েটির চিৎকার শুনিয়া আমরা গিয়া চোরকে ধরিয়াছি এবং বেদম মার দিয়াছি। এই চোর আর কেহ নহে, আশ্রমের কাজের জন্য আমি যে সব চাকর আনিয়াছিলাম এ তাহাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যেই একজন। আজ আশ্রমের অন্যান্য ঠাকুর চাকর সব চলিয়া গিয়াছে, এ বেটা চুরি করিবার জন্য এত রাত পর্য্যন্ত এখানে আছে।" মা বলিলেন, "এরূপ ভাবে কি মারধর করিতে হয়? উহাকে ধরিয়া দশজনের মত লইয়া যাহা করিতে হয় তাহা করাই উচিত ছিল।"

এই বলিয়া মা আশ্রমের দিকে চলিলেন। আশ্রমের বাহিরেই লোকটিকে আনিয়া মায়ের কাছে ফেলা হইল। মা লোকটিকে একটু দেখিয়া বলিলেন, "না, বিশেষ কিছু হয় নাই।" কিন্তু তখনও লোকটি অজ্ঞানের ভাণ করিয়া পড়িয়াছিল। লোকটির হাতের কাছে তুলার মত কি যেন একটা সাদা জিনিষ পড়িয়া থাকিতে দেখিলাম। মা উহা কুড়াইয়া নিলেন। জিনিষটা কি তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না, যদিও আমি মার খুব নিকটেই ছিলাম। লোকটিকে তখন সকলে মিলিয়া দাঁড় করাইয়া আশ্রমের মধ্যে লইয়া যাওয়া হইল। গোপাল দাদাকে খবর দেওয়া হইল। গোপাল দাদা আসিলে লোকটি দাদার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিল। গোপাল দাদা বলিলেন, "বেশত কাল যে হার চুরি করিয়াছিলে এবং আশ্রম হইতে যে যে জিনিষ চুরি হইয়াছে তাহা বাহির করিয়া দাও, তোমাকে ক্ষমা করা যাইবে।" লোকটি চুরি অস্বীকার করিতে লাগিল। এই সময় শ্রীশ্রীমায়ের হাতে কয়েকটী কবুতরের পালক একটি সূক্ষ্ম তার দিয়া জড়ান দেখিলাম। দেখিয়া মনে করিলাম যে তিথিপূজার দিন মায়ের মুকুটের উপর যে সাদা পালক দেখিয়াছিলাম এগুলি বুঝি তাহাই। কারণ সে দিনে মাথা হইতে মুকুটখানি খুলিবার সময় পালকগুলি খসিয়া পড়িতে দেখিয়াছিলাম। মা বলিলেন, "আমি ইহা ঐ লোকটার হাত হইতে তুলিয়া নিয়াছি। যখন ঐ লোকটাকে এ দেহের কাছে আনিয়া ফেলা হয় তখন দেখিতে পাই যে উহার হাতের কাছে কি যেন একটা সাদা জিনিষ আছে। দেখিয়াই উহা তুলিতে গিয়া দেখি যে উহা কয়েকটি পালক তার দিয়া বাঁধা। ঐ পালক ধরিয়া টান দিয়াই বুঝিলাম যে, যে তার দিয়া ঐ পালকগুলি বাঁধা ছিল সেই তারের অপর দিকটা ঐ লোকটার হাতের আঙ্গুলে জড়ান আছে। সেই জন্য সহজে উহা তুলিতে পারিতেছিলাম না। টান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উহার হাতের আঙ্গুল উচু হইয়া উঠিতেছে। তখন ও নিজেই আঙ্গুলটি লম্বা করিয়া আমাকে তার সহ পালকগুলি নিতে দিল। এই পালক দিয়া কি করে জান? লোক যখন ঘুমাইয়া থাকে তাহাদের ঘুম গাঢ় হইয়াছে কি না তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য এই পালক দিয়া তাহাদের মুখের কোন অংশ স্পর্শ করে। স্পর্শ মাত্রই যদি তাহারা নড়াচড়া করে—তখন বুঝিতে পারে যে লোকটির ঘুম গাঢ় হয় নাই এবং ঐ অবস্থায় তাহাদের গা হইতে কিছু লওয়া নিরাপদ নয়। আর যদি দেখে যে স্পর্শ সত্ত্বেও কোন সাড়া দিতেছে না তখন ইহারা গা হইতে গহনা প্রভৃতি খুলিয়া লইয়া যায়।"

মার এই কথা শুনিয়া আমি অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম। আমরা এতগুলি লোক উপস্থিত ছিলাম, কিন্তু কাহারও চোখে ঐ পালকগুলি পড়িল না। যখন মা উহা উদ্ধার করিলেন তখনও আমরা কেহ বুঝিতে পারিলাম না যে উহা কি এবং উহা দ্বারা কোন কার্য্য সাধিত হয়। মা যখন সমস্ত বলিলেন তখন কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না যে গতকাল এই ব্যক্তিই ঐ পালকের সাহায্যে হার চুরি করিয়াছে। কিন্তু লোকটি পুনঃ পুনঃ চুরি অস্বীকার করিতে লাগিল। ছেলেরা কিন্তু উহাকে ছাড়িল না। উহাকে কি করা হইবে তাহা মাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে মা বলিলেন, "তোমরা না উহার নিকট হইতে হার আদায় করিবে?" ইহা শুনিয়া সকলেই ভাবিল যে ইহার নিকট হার পাওয়া যাইবে। তাই তাহাকে মাঠের মধ্যে নিয়া তাঁবুর খুটির সাইত পিঠ মোড়া করিয়া বাঁধিয়া রাখিল।

আমরা মাঠের তাঁবুর নীচে বসিয়া গল্প করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পর কে যেন আশ্রমের ভিতর হইতে আসিয়া খবর দিল যে মাকে সোণার মুকুট দিয়া সাজান হইয়াছে, যাঁহার দেখিতে ইচ্ছা হয় তিনি আসিতে পারেন। ইহা শুনিয়া আমরা সকলেই আশ্রমের মধ্যে গেলাম। গিয়া দেখিলাম ইতঃপূর্ব্বে মাকে যেরূপ নীল শাড়ী ও মুকুট দিয়া সাজান হইয়াছিল আজও সেইরূপ করা হইয়াছে। শ্রীশ্রীমা ভোলানাথের মন্দিরের মধ্যে বসিয়া আছেন। মেয়েদের জন্যই আজ মা এই সাজ গ্রহণ করিয়াছেন কারণ গত শুক্রবার রাত্রিতে মাকে যখন এইভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাজান হয় তখন মেয়েরা কেহ উপস্থিত ছিলেন না। স্থানাভাবে আমরা অল্পক্ষণ থাকিয়াই চলিয়া আসিলাম।'

ইহার একটু পরেই মা বাহিরে চলিয়া আসিলেন। তখন আর ঐ সাজ নাই। চোরটিকে যেখানে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল মা সেই দিকে গেলেন। মা চোরটিকে ঐ ভাবে বাঁধা দেখিয়া বলিলেন, "তোমরা ইহাকে এই ভাবে কষ্ট দিতেছ কেন?"

মায়ের কথায় তাহার বন্ধন মোচন করা হইল। মা তাহাকে হার বাহির করিয়া দিতে বলিলেন। সে বলিল, "আমি হার চুরি করি নাই। আমার কথা যদি সত্য না হয় তবে যেন আমার মহারোগ হয়।" উহার হাতে যে তার দিয়া বাঁধা পালক পাওয়া গিয়াছিল তাহাও সে অস্বীকার করিল। তাহাকে ঐ রূপ মিথ্যা কথা বলিতে দেখিয়া মা আর কিছু বলিলেন না। আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা ইহাকে লইয়া কি করিতে চাও?"

বীরেনদাদা। তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব।

শ্রীশ্রীমা। পুলিশে ইহাকে দিতে পার, কিন্তু তাহা হইলে তোমাদিগকেও গোলমালে পড়িতে হইবে। পরে হয়ত দেখিবে যে উহার কোন শাস্তিই হইল না। তোমরা যখন ইহাকে আশ্রমে রাখিতে চাওনা তখন ইহার সংশোধন করিবার দায়িত্ব তোমাদের নাই। আর ইহার সংশোধন হইবারও নয়। এ চুরি করিতেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, চুরি করিয়াই যাইবে। তাই বলি তোমরা উহাকে ছাড়িয়া দাও।

মার কথায় তাহাই করা হইল। লোকটির কাপড় জামা যাহা কিছু আশ্রমের মধ্যে ছিল তাহা তাহাকে দেওয়া হইল। সে চলিয়া গেল।

শ্রীশ্রীমা মাঠের মধ্যে আসিয়া বসিলেন। বীরেন দাদাকে লইয়া গোপনীয় কথা বলিতে লাগিলেন। আমরা তাঁবুর নীচে শুইয়া পড়িলাম। যখন জাগিলাম তখন ভোর হইয়াছে। মার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঢাকা হইতে বিদায়

২১শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার, (৪।৬।৪৫) আজ মা ঢাকা হইতে রওনা হইয়া কলিকাতা যাইবেন। সকাল বেলা প্রায় ৮॥ টার সময় আশ্রমে গেলাম। তখনই মা সিদ্ধেশ্বরী আশ্রম এবং ঢাকা হল হইয়া মোটরে আশ্রমে আসিতেছিলেন। কিন্তু আশ্রমে প্রবেশ না করিয়া—তখনই আবার শা'বাগে চলিলেন। আমরা মাঠে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে মা শা'বাগ হইতে আসিলেন। মাকে তখনই আহার করাইতে লইয়া যাওয়া হইল। আহারান্তে মা স্মৃতি মন্দিরের বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। সেখানে স্ত্রীলোকের ভীষণ ভিড় দেখিয়া আমরা দূরে দাঁড়াইয়া রহিলাম। মনে করিলাম মা আশ্রম হইতে রওনা হইয়া গেলেই বাসায় ফিরিয়া যাইব। এমন সময় একজন আসিয়া আমাকে বলিলেন, "মা, আপনাকে ডাকিতেছেন।" ভিড় ঠেলিয়া মার কাছে গেলাম। কিন্তু মা যে ডাকিয়াছেন তাহা তাঁহার ভাব দেখিয়া মনে হইল না। আমি ঐ ভিড়ের মধ্যেই দাঁড়াইয়া রহিলাম। মা একটি স্ত্রীলোককে দেখাইয়া বলিলেন, "এর মরা মেয়ে আবার বাঁচিয়াছে। (আমাকে) তুমি বোধ হয় এ গল্প শুনিয়াছ।"

আমি। আমার কিছু স্মরণ হইতেছে না।

তখন সকলেই মাকে ঐ গল্প বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। মা বলিতে আরম্ভ করিলেন—"ইহার ১২ বৎসরের একটি মেয়ে মারা যায়। তাহার শোকে এ অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে। আমি যখন তারাপীঠে যাই তখন এ আমার কাছে আসিয়া খুব কান্নাকাটি করে। এ দেহ তখন ইহাকে বলিয়াছিল, "মা, মৃত ব্যক্তির জন্য এরূপ কান্নাকাটি করিতে নাই। তাহাতে আত্মার বড় কষ্ট হয়। বরং ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর যেন তোমার মেয়ের আত্মার সদ্‌গতি হয়। আর যদি কান্নাকাটি করিতে হয় তবে—"ভগবান্ তুমি ইহাকে নিয়া গেলে"—এই বলিয়া ভগবানের কাছেই কান্নাকাটি কর।" এই সব কথাতে যদিও এ সাময়িক ভাবে শান্তি পাইল, কিন্তু মেয়েকে একেবারে ভুলিতে পারিল না। অনেক সময় কাঁদিয়া কাঁদিয়া মেয়েকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিত, "যদি একবার তোমাকে দেখিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাইতাম, তুমি কোথায় আছ তাহা যদি জানিতে পারিতাম তাহা হইলে কিছু শান্তি পাইতাম।" এইরূপ কিছু দিন যাওয়ার পর একদিন রাত্রিতে এ স্বপ্ন দেখিল যে, ইহার মেয়ে ইহার কাছে আসিয়াছে। সে এমন ভাবে ফুল দিয়া সাজিয়াছে যে ওরূপ ভাবে সাজা কোন মানুষের সাধ্য নয়। মেয়ে আসিয়া মায়ের কোলে বসিল। মা তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল "আর আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিব না।" কিন্তু একটু পরে দেখিতে পাইল যে কেমন করিয়া মেয়েটি যেন তাহার কোল হইতে চলিয়া গিয়াছে। এই স্বপ্নের মধ্যেই আবার দেখিতে পাইল যে, একটা প্রকাণ্ড এবং খুব সুন্দর মাঠের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। সেখানে ঋষিগণ এবং ছোট ছোট মেয়েরা ভগবানের স্তোত্র গান করিতেছে। ঐসব মেয়েদের মধ্যে তাহার মেয়েও আছে। স্থানটি যেমন সুন্দর আর ঐ স্তোত্রগুলি শুনিতেও তেমনি মধুর। ঐখানে নারায়ণ এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে ছিলেন। তিনি আসিয়া ইহার মস্তকে হাত দিলেন আর অমনি ইহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তখন জাগিয়া এ আবার এই বলিয়া অনুতাপ আরম্ভ করিল, "আহা আরও কিছুক্ষণ যদি এই স্বপ্ন দেখিতে পাইতাম!" ইহার কিছুদিন পর মেয়েটির বাবা অর্থাৎ ইহার স্বামী স্বপ্নে দেখিল যে মেয়েটি আসিয়া তাহাকে বলিতেছে, "বাবা, তোমাদের কান্নাকাটির জন্য আমি আর থাকিতে পারিলাম না, তাই আবার তোমাদের কাছে আসিলাম।" বাবাও তাহাকে কোলে লইয়া স্ত্রীর কোলে দিল। যে দিন এই স্বপ্ন দেখিল সেই দিনই ইহার গর্ভ-সঞ্চার হইল। পরে এ দেহ যখন আবার তারাপীঠে যায় তখন এ ইহার এক মাসের মেয়েকে এ দেহের কাছে আনিয়া বলে, "মা আমি আমার মরা মেয়ে ফিরিয়া পাইয়াছি।" এই বলিয়া সে আমাকে এই গল্পটি বলে।" মেয়েটি তখন আশ্রমে উপস্থিত ছিল। আমরা তাহাকে দেখিলাম। তাহার বয়স তখন ৬।৭ বৎসর হইবে।

গল্প শেষ হইলে মা আমাকে বলিলেন, "এখন রওনা হইবার জন্য খুকুনীকে তাড়া দাও, গাড়ীতে সুবিধা হইবে। আমি গিয়া দিদিকে তাড়াতাড়ি করিতে বলিলাম। মনে প্রশ্ন উঠিল, মা কি আমাকে গাড়ীতে যাইতে বলিলেন! যতীনকে ঐ কথা বলায়—যতীন বলিল, "তবে কি আমার সেলুন কলিকাতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গাড়ীর সঙ্গে জুড়িয়া দিব ?" আমি ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিতে আবার দিদির কাছে গেলাম। খুকুনী দিদি উহা শুনিয়া বলিলেন, "বেশত, তাহা হইলে ত ভালই হয়।"

এই কথা শুনিয়া আমি এবং যতীন তৎক্ষণাৎ একটি রিক্‌শা করিয়া ষ্টেশনে গেলাম। মায়ের মোটরগাড়ী ষ্টেশনে পৌঁছিলে মাকে সেলুনে লইয়া গেলাম। সেলুনে লোকের এত ভিড় হইল যে আমরা বাধ্য হইয়া যতীনের রান্নার কামরায় অতিকষ্টে দাঁড়াইয়া নারায়ণগঞ্জে পৌঁছিলাম। মার সঙ্গে কোন কথাই হইল না। মাকে ষ্টিমারে তুলিয়া দিয়া একটি প্রণাম করিয়া বিদায় নিয়া আসিলাম।

ক্রমশঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেদান্তের কথা

স্বামী নারায়ণানন্দ তীর্থ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এখন বিচার্য্য এই যে পঞ্চভূতাত্মক জগতটা আমরা দেখিতেছি এবং যাহাকে লইয়া আমরা নিত্য ব্যবহার করিতেছি, ইহা বাস্তবতঃ কি ? একটু স্থির হইয়া চিন্তা করিলে দেখা যায় এই পরিদৃশ্যমান জগতটা যেন বিভিন্ন বস্তুর সমষ্টি। যেই দিকেই দৃষ্টিপাত করি না কেন সেই দিকেই দেখিতে পাই কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু। সেই বস্তুগুলির আবার একটির সঙ্গে অপরটির মিল নাই। এই জগতের বিভিন্ন বস্তুর নাম করিয়া কেহ কখনও শেষ কারতে পারে নাই বা পারিবে না। অনন্ত প্রকারের নাম ও রূপের সামগ্রীতে যেন এই সমগ্র জগতটা পরিপূর্ণ। ইহাদের এক একটির মধ্যে আবার কত যে ভেদ তাহার আর সীমা করা যায় না, যথা সজাতীয় ভেদ, বিজাতীয় ভেদ এবং স্বগত ভেদ। সজাতীয় ভেদ কি! ধরা যাউক "মানুষ" একটি বস্তু। যদি একটু বিচার করা যায় তাহা হইলে দেখা যায় এই মানুষের মধ্যে আবার কত রকমের ভেদ। ভারতবর্ষের মানুষ, আমেরিকার মানুষ, ইংলণ্ডের মানুষ, আফ্রিকার মানুষ, অষ্ট্রেলিয়ার মানুষ, চীনের মানুষ, জাপানের মানুষ, তিব্বতের মানুষ ইত্যাদি ইত্যাদি নানা দেশীয়, নানা জাতীয় মানুষ। এক দেশের মানুষের সহিত অন্য দেশের মানুষের জন্মগত, কর্ম্মগত, ধর্ম্মগত, সংস্কারগত, রুচিগত কত রকম যে ভেদ তাহা বলিয়া বা লিখিয়া শেষ করা যায় না। আবার এক দেশের মানুষের মধ্যেই বা কত ভেদ যথা পুরুষ, স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, গরীব, সুন্দর, কুৎসিৎ, ফর্সা, কাল, লম্বা, খর্ব্ব, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, পার্শী, শিখ ইত্যাদি ইত্যাদি অনন্ত রকমের ভেদ। এই যে একজাতীয় বস্তুর মধ্যেই নানা প্রকারের ভেদ ইহাকেই বলে সজাতীয় ভেদ। আর একটি উদাহরণ লইয়া দেখা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাউক। পুষ্প একজাতীয় বস্তু। তাহার মধ্যে আবার কতরকমের পুষ্প—গোলাপ, বেলা, চাঁপা, গন্ধরাজ, বকুল, যুঁই, মালতী, টগর, জবা, গেঁদা, হেনা, রজনীগন্ধা ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার এক গোলাপের মধ্যেই বা কত ভেদ—সাদা গোলাপ, লাল গোলাপ, পীত গোলাপ, ভারতের গোলাপ, ইংলণ্ডের গোলাপ, কাশ্মীরের গোলাপ, বসরার গোলাপ, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই যে এক পুষ্পের মধ্যে নানা ভেদ অথবা এক গোলাপের মধ্যেই অসংখ্য প্রকারের ভেদ ইহাকেই বেদান্তশাস্ত্র বলে "সজাতীয়" ভেদ। বিজাতীয় ভেদ কি? এক জাতীয় বস্তুর সহিত যে অপর জাতীয় বস্তুর ভেদ তাহাকে বলে বিজাতীয় ভেদ। যেমন মানুষের সহিত পশুর ভেদ, পক্ষীর সহিত বৃক্ষের ভেদ, লতার সহিত গুল্মের ভেদ, নদীর সহিত পাহাড়ের ভেদ, দেবতার সহিত অসুরের ভেদ, সূর্য্যের সহিত চন্দ্রের ভেদ, ইত্যাদি ইত্যাদি কত আর ভেদের নাম করা যায়, সবই যেন অনন্ত প্রকারের ভেদ। জগতটা যেন ভেদেরই বাজার, ভেদেরই মেলা আর ভেদেরই খেলা। কাহারও সহিত কাহারও মিল নাই। যে দিকে দৃষ্টি ফিরান যায় সেই দিকে কেবল ভেদই ভেদ দেখা যায়। যেমন পাগলের মনে ক্ষণে ক্ষণে নানাপ্রকার, অসংখ্য রকমের ভাবের উদয় হয়, তাহার একটি ভাবের সহিত অপরটির মিল নাই, তেমনি এই পাগলা জগতটার একটি বস্তুর সহিত আর একটি বস্তুর মিল নাই। এই যে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বস্তুর মধ্যে পরস্পর ভেদ ইহাকে বলে 'বিজাতীয়' ভেদ। আবার একজন মানুষের নিজের শরীরের মধ্যেই একটি অঙ্গের সহিত অপর অঙ্গের সাদৃশ্য বা মিল নাই। যেমন মাথার সহিত মুখের ভেদ, হাতের সহিত পায়ের ভেদ, নাকের সহিত কানের ভেদ, বুকের সহিত পিঠের ভেদ, কেশের সহিত নখের ভেদ ইত্যাদি কতই না ভেদ তাহার আর সীমা নাই। আবার হাতে হাতে ভেদ, পায়ে পায়ে ভেদ, কানে কানে ভেদ, চোখে চোখে ভেদ, আঙ্গুলে আঙ্গুলে ভেদ, প্রত্যেকটি কেশে কেশে ভেদ, লোমে লোমে ভেদ, পোড়া এই জগতটা যেন ভেদ দিয়াই গড়া। এই যে নিজের দেহের মধ্যেই অবয়বে অবয়বে, অণুতে অণুতে, পরমাণুতে পরমাণুতে, প্রত্যেকটি রক্তবিন্দুর মধ্যে অনন্ত ভেদ ইহাকেই বলে "স্বগত" ভেদ। এই জগতের প্রত্যেকটি বস্তু ধরিয়া ধরিয়া যদি কেহ "সজাতীয়,"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"বিজাতীয়" এবং "স্বগত" ভেদ নির্ণয় করিতে যায় তাহা হইলে অনন্তকালেও কেহ ইহা নির্ণয় বা নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না। পঞ্চদশীতে বিদ্যারণ্য স্বামী বলিতেছেন।

"বৃক্ষস্য স্বগতো ভেদঃ পত্রপুষ্পফলাদিভিঃ।
বৃক্ষান্তরাৎ সজাতীয়ো বিজাতীয়ঃ শিলাদিতঃ॥"

পত্র, পুষ্প, ফল প্রভৃতি অবয়ব হইতে অবয়বী বৃক্ষের যে ভেদ তাহার নাম স্বগত ভেদ। সেই বৃক্ষের সহিত অন্য বৃক্ষের যে ভেদ, তাহার নাম সজাতীয় ভেদ। বৃক্ষের সঙ্গে শিলা প্রভৃতির যে ভেদ তাহার নাম বিজাতীয় ভেদ। অসদ্বস্তুর মধ্যেই এই তিন প্রকার ভেদ দৃষ্ট হয়। সদ্বস্তু যে ব্রহ্ম, তাহাতে এই ভেদত্রয় নাই। কারণ ব্রহ্মের মধ্যে পৃথক পৃথক অবয়ব নাই সেইজন্য ব্রহ্মে স্বগত ভেদও নাই। স্বগত শব্দের এখানে অর্থ অবয়ব। ব্রহ্মের সজাতীয় ভেদও নাই; কারণ ব্রহ্মজাতীয় অন্য কোন ব্রহ্ম না থাকিবার দরুণ ব্রহ্মে সজাতীয় ভেদের আত্যন্তিক অভাব। ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর অস্তিত্ব না থাকিবার দরুণ তাহাতে বিজাতীয় ভেদও নাই। তাই ব্রহ্মকে ভেদ-রহিত বলা হয়।

এই অনন্তপ্রকার ভেদের মধ্যেও কিন্তু একস্থানে অভেদ আছে সেইটিই লক্ষ্য করিবার বস্তু। যেমন একছড়া মুক্তার মালার মধ্যে অনেকগুলি মুক্তা আছে কিন্তু ঐ সকল বিভিন্ন মুক্তাগুলিকে একত্রিত করিয়া রাখিয়াছে একগাছা সূত্র। প্রত্যেকটি মুক্তার ছিদ্রের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়া আছে একটি সূতা। সেই প্রকার এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকটি বস্তুর মধ্যেই অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন সেই একমেবাদ্বিতীয়ং সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম। এই কথাটিই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়। ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।" হে ধনঞ্জয়! আমা হইতে পরতর অন্য কোন বস্তুই এই বিশ্বের কারণান্তররূপে থাকিতে পারে না। সূত্রে যেই প্রকার মণিগণ গ্রথিত হইয়া থাকে সেইপ্রকার এই সম্পূর্ণ বিশ্বের প্রতিটি বস্তু আমাতেই গ্রথিত হইয়া আছে। আমরা দেখিতে পাই এই সংসারের প্রত্যেক মানুষই কথা বলিবার সময় "আমি", "আমি", বলিয়া থাকে। এই "আমি" শব্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং কাহাকে লক্ষ্য করিয়া এই "আমির" প্রয়োগ মানুষ করিয়া থাকে ? আমরা সদা সর্ব্বদাই বলিয়া থাকি আমার মাথা, আমার হাত, আমার বাড়ী, আমার গাড়ী, আমার ধন, আমার জন ইত্যাদি ইত্যাদি। কেউ কখন তো আমরা বলি না, আমি মাথা, আমি হাত, আমি বাড়ী, আমি গাড়ী, আমি ধন, আমি জন। এখন একটু বিচার করিয়া দেখা যাউক এই যে আমরা সদা সর্ব্বদা "আমি" এবং "আমার" শব্দ ব্যবহার করি ইহা কাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া থাকি ? "আমি" এবং "আমার" এই দুইটিই সর্ব্বনাম। উহারা বিশেষ্যের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এখন দেখা যাউক এই বিশেষ্যটি কি ? প্রত্যেক মনুষ্যের মধ্যেই যে অন্তর্য্যামীরূপে পরব্রহ্ম পরমাত্মাই বিরাজ করিতেছেন তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই আমরা এই "আমি" "আমি" বলিয়া থাকি। এই "আমি" বা পরমাত্মা বা "ব্রহ্ম" কে লক্ষ্য করিয়াই এই বৈচিত্র্যময় অনন্ত ভেদের জগতে অভেদত্ব।

আমরা দেখিতে পাই কুম্ভকার যখন কোন ঘট কিংবা শরাব (শরা) নির্ম্মাণ করে তখন তাহার কয়েকটি জিনিসের বা দ্রব্যের প্রয়োজন হয় যথা নির্ম্মাতা কুম্ভকার, মৃত্তিকা, চক্র ও দণ্ড। ইহার মধ্যে যদি একটিরও অভাব হয় তাহা হইলে সে ঘট কিংবা শরা গড়িতে কৃতকার্য্য হয় না। বেদান্তমতে এই জগতটা নির্ম্মাণ করিতে কিন্তু ঐ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর আবশ্যক হয় না। এখানে নির্ম্মাতা যিনি, মৃত্তিকাও তিনি, চক্রও তিনি এবং দণ্ডও তিনিই। কারণ বেদান্ত মতে এক ব্রহ্ম ছাড়া আর অন্য কোন পৃথক বস্তুর অস্তিত্বই নাই। সর্ব্বশাস্ত্রের সার উপনিষৎ বলিতেছেন, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম"। সবই ব্রহ্ম—এক ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তুই নাই। শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও জগন্মাতা দেবী ভগবতী এই কথাই বলিতেছেন—"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা" ॥১০।৫॥ একমাত্র আমিই এই জগতে বিরাজিতা। মদ্ব্যতীত আমার সহায়ভূতা অন্যা দ্বিতীয়া আর কে আছে ? এখানে কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, উপাদান সবই তিনি। যেখানে কেবল মাত্র এক, সেখানে দ্বন্দ্বও নাই, দুঃখও নাই। যেখানে সচ্চিদানন্দস্বরূপ এক ব্রহ্মমাত্র বিদ্যমান, সেখানে কেবল আনন্দই আনন্দ, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ।

ইহাকেই বেদান্তে "বিবর্ত্তবাদ" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। যেমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্যবস্তু রজ্জুকে প্রকাশের অল্পতা হেতু সর্প বলিয়া বোধ হওয়াতে অজ্ঞানী দ্রষ্টা ভ্রম বশতঃ ভীতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে তদ্রূপ জ্ঞানের অভাব হেতু মূঢ় জীব ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম না দেখিয়া এই বিশ্বপ্রপঞ্চরূপ মিথ্যা জগৎ দেখিতেছে। এখানে অধিষ্ঠানরূপে সত্যবস্তু কিন্তু ব্রহ্ম, কিন্তু ব্রহ্মকে ব্রহ্ম না দেখিয়া অজ্ঞানগ্রস্ত জীব ভ্রান্তি বশতঃ জগৎ দেখিয়া কাল্পনিক সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে। এই জগতটা কেমন বলিতে গিয়া পঞ্চদশী বলিতেছেন—

"মৃগতৃষ্ণাম্ভসি স্নাতঃ খপুষ্পকৃতশেখরঃ।
বন্ধ্যাপুত্র ইতি প্রোক্তো নিস্তত্ত্বমখিলং খলু॥" পরিশিষ্ট "গ"।১৪।

"মৃগতৃষ্ণার অর্থাৎ মরীচিকা-নির্ম্মিত জলে স্নান করিয়া, আকাশ-কুসুম নির্ম্মিত চূড়া ধারণ করিয়া বন্ধ্যাপুত্র আসিতেছেন—এই বন্ধ্যাপুত্র কেবল শব্দেই বিদ্যমান।" বন্ধ্যাপুত্র এবং তাহার বিশেষণদ্বয় যেমন একেবারেই নিস্তত্ত্ব, সেইরূপ এই জগৎটাও একেবারেই মিথ্যা।

বেদান্ত যেখানে আরও অগ্রসর হইয়াছেন যেমন যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে গুরু বশিষ্ঠদেব শিষ্য শ্রীরামচন্দ্রকে উপদেশ দিতেছেন সেই স্থানে তিনি বলিতেছেন, বৎস রাম! যাহাকে তুমি সৃষ্টি বলিতেছ তাহা একটা মিথ্যা, অলীক বা কাল্পনিক বস্তু। ইহার বাস্তবিক অস্তিত্ব কিন্তু মোটেই নাই। যেমন স্বপ্নে কোন দৃশ্য দেখিয়া তুমি সুখ দুঃখ ভোগ কর, এই জগতটাও ঠিক স্বপ্নদৃষ্ট দৃশ্যের ন্যায়। স্বপ্নে দৃশ্যবস্তু যদি তোমার ভাবনার বা রুচির অনুকূল হয় তাহা হইলে তুমি সুখ অনুভব কর এবং যদি উহা তোমার ভাবনার বা রুচির প্রতিকূল হয় তাহা হইলে দুঃখভোগ কর। নিদ্রাভঙ্গের পর যখন স্বপ্ন-দৃষ্ট দৃশ্য থাকে না তখন সুখও নাই, দুঃখও নাই। মনে করা যাউক কেহ পাকাবাড়ীর তিনতলার উপর ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাত্রিতে পালঙ্কের উপর শয়ন করিয়া আছেন। তিনি স্বপ্নে দেখিলেন ভীষণ অরণ্যের মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে একটা ভীষণাকার ব্যাঘ্রের সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছেন। তিনি এই অপ্রীতিকর দৃশ্য দেখিয়া এমন ভয় পাইয়াছেন যে তাহার সম্পূর্ণ শরীর হইতে ঘর্ম নির্গত হইয়া গাত্রের ঘর্মে বিছানা বালিশ ভিজিয়া গিয়াছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং হৃৎকম্প হইতেছে। নিদ্রাভঙ্গের পর তিনি যখন পর্য্যঙ্কের উপর শয়ন করিয়া বিচার করেন তখন তিনি দেখেন তাঁহার পাকাবাড়ীর তিনতলার উপর ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া খাটের উপর তিনি শয়ন করিয়া আছেন। সেখানে ঘোর অরণ্যও নাই, বাঘও নাই। দুইটাই একেবারে মিথ্যা কিন্তু ঐ মিথ্যাবস্তু দেখিয়া তাহার দুঃখটা বা ভয়টা সত্য হইল। শরীরের ঘর্ম্মের দ্বারা যে তাঁহার শয্যা সিক্ত হইয়া গিয়াছে তাহা তিনি স্বপ্নভঙ্গের পরও দেখিতে পাইতেছেন এবং বুকের মধ্যটা যে তখনও বেগে স্পন্দিত হইতেছে তাহা তখনও তিনি বেশ অনুভব করিতেছেন। এই যে পরিদৃশ্যমান জগতটা লইয়া নিত্য আমরা ব্যবহার করিতে গিয়া কতই না সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছি ইহাও ঠিক উপরোক্ত স্বপ্ন-দৃষ্ট দৃশ্যেরই ন্যায়। ইহারও বাস্তবিক অস্তিত্ব ততক্ষণ যতক্ষণ স্বাপ্নিক জগৎ বর্ত্তমান। স্বপ্নভঙ্গের পর যেমন স্বপ্নের জগৎ আর থাকে না তেমনি অজ্ঞান নষ্ট হইয়া গেলে এবং যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান হইলে আর এই পরিদৃশ্যমান জগৎ থাকে না। ইহাকেই বেদান্তবাদীরা বলিয়া থাকেন "অজাতবাদ"। এই মতে জগতটা প্রকৃতপক্ষে জাত বা সৃষ্টই হয় নাই। একটা কাল্পনিক বা অলীক বা মিথ্যা জগৎ সৃষ্টি করিয়া মূঢ় জীব বৃথা সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে। স্বাপ্নিক জগৎ ততক্ষণই সত্য যতক্ষণ স্বপ্ন আছে। নিদ্রাভঙ্গ হইলে আর ঐ জগতের অস্তিত্ব থাকে না। সেই প্রকার আমাদের এই ব্যবহারিক জগতটা ততক্ষণই সত্য, যতক্ষণ অজ্ঞান আছে। অজ্ঞান নষ্ট হইলে, জ্ঞানের উদয়ে আর ইহার অস্তিত্ব নাই। যতক্ষণ অবিদ্যাসম্ভূত দ্বৈতবোধ আছে, ততক্ষণই সংসার। দ্বৈতবোধ তিরোহিত হইলে আর সংসার কোথায়?

এই জাগতিক সুখ দুঃখের বাস্তবপক্ষে কোনই মূল্য নাই। একটা বস্তুর দ্বারাই কেহ সুখভোগ করে আবার সেই বস্তুর দ্বারাই অন্যে দুঃখভোগ করিয়া থাকে। সুখ দুঃখ বস্তুর উপর নির্ভর করে না তাহা নির্ভর করে মানিয়া লইবার উপর। একটি উদাহরণ দ্বারা ইহা সুস্পষ্ট করা যাইতেছে। প্রায় পনের বৎসর পূর্ব্বে (১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে) যখন গান্ধীজীকে দিল্লীতে "বিরলা ভবনে" একজন পিস্তলের গুলির আঘাতে নিহত করে তখন এই সংবাদে কেহ এতই দুঃখপ্রাপ্ত হন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। অপর পক্ষ এই সংবাদে এতই আনন্দ অনুভব করে যে শোনা যায় তাহারা জনতাকে মিষ্টি বিতরণ করিয়াছিল। ঘটনা হইল একজন মানুষ আর একজন মানুষকে পিস্তলের গুলির দ্বারা নিহত করে। একটা ঘটনাতেই যাহাদের ইহা ভাবের অনুকূল তাহারা আনন্দিত হইল পক্ষান্তরে যাহাদের ঘটনাটি স্বীয় ভাবের প্রতিকূল তাহারা এতই দুঃখিত হইল যে তাহাদের মধ্যে কেহ সেই মর্ম্মান্তিক দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছিল। একটি ঘটনাই মানিয়া লইবার ফলে কেহ পায় সুখ, আবার কেহ পায় মর্ম্মান্তিক দুঃখ। ঘটনার মূল্য নির্দ্ধারিত হইতেছে মানিয়া লইবার উপর। এই জগতটাকে কেহ সুখরূপ মানিয়া লইয়া ইহাতে মস্‌গুল হইয়া আছে, আবার কেহ ইহাকে সর্ব্বপ্রকার দুঃখের আকর জ্ঞান করিয়া পথের ধূলার ন্যায় ত্যাগ করিয়া দিতেছে। সুখ দুঃখ দুইটাই মনের কল্পনা মাত্র। কল্পনায় আমরা নিত্য কতই শূন্যে ঘর বাঁধিতেছি তাহার আর ইয়ত্তা নাই। কল্পনায় আমরা কতই যে মধুর ও অভিনব জগৎ সৃষ্টি করিতেছি তাহা একটি আখ্যায়িকার দ্বারা পুষ্ট করিতে চেষ্টা করা যাইতেছে।

এক গ্রামে এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার নাম ছিল দেবদত্ত শর্ম্মা। তিনি একদিন ভিক্ষা করিতে করিতে নিজগ্রাম হইতে বহুদূরে অন্য এক গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই গ্রামের একজন অধিবাসী তাহার মৃত পিতার সদ্‌গতির কামনায় একটি গো-বৎস তাঁহাকে দান করিল। ব্রাহ্মণ দেবদত্ত বাছুরটি পাইয়া আনন্দে একেবারে আত্মহারা হইয়া উঠিলেন। বাছুরটি লইয়া স্বীয় গ্রামাভিমুখে গমন করিতে করিতে পথে সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন। দেখিতে দেখিতে চারিদিক অন্ধকারে ছাইয়া ফেলিল। নিজবাসস্থান এখান হইতে অনেক দূরে সেইজন্য রাত্রিবাসের আশায় তিনি এক গৃহস্থের বাড়ীতে অতিথি হইলেন। গৃহস্থ অতিথি ব্রাহ্মণকে যথাযোগ্য অতিথি-সৎকার করিল বটে কিন্তু তাঁহাকে বাড়ীর ভিতরে বাসস্থান প্রদান করিল না, কারণ একজন অজ্ঞাত-কুল-শীলকে রাত্রিতে অন্তঃপুরে স্থান দেওয়া নীতিবিরুদ্ধ। সেইজন্য তাঁহাকে তাহার গো-বৎস লইয়া বাড়ীর বাহিরে কুয়ার পাড়ে থাকিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্দ্দেশ করিল। গরমের দিন রাত্রিতে পাকা বাঁধান কুয়ার পাড়ে থাকিতে কোনই অসুবিধা বা কষ্ট নাই। ব্রাহ্মণ দেবদত্ত শর্ম্মা তাঁহার বাছুরটিকে লইয়া কুয়ার পাড়ে যাইয়া শয়ন করিলেন। গো-বৎস প্রাপ্তির আনন্দে তাঁহার আর রাত্রিতে নিদ্রা আসিতেছে না। তিনি শয়ন করিয়া কেবলই চিন্তা করিতেছেন এই বাছুরটি বড় হইলে যথাসময়ে গর্ভবতী হইবে, সন্তান প্রসব করিবে, দুগ্ধ দিবে। সেই ধেনু-বৎস বড় হইলে আবার বাচ্চা দিবে এবং দুগ্ধ দিবে। এইরূপে কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার গোয়ালঘর গরু ও বাছুরের দ্বারা পূর্ণ হইয়া যাইবে এবং প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ উৎপন্ন হইবে। সেই দুগ্ধের দ্বারা তিনি দধি পাতিবেন, মাখন তুলিবেন এবং ঐ মাখন হইতে ঘৃত প্রস্তুত করিয়া বাজারে বিক্রয়ের দ্বারা অচিরে বহুধনের অধিপতি হইবেন। সেই অর্থের দ্বারা নগরে এক বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইবেন। নগরের সকলে তাঁহার রাজপ্রাসাদতুল্য ভবন দেখিয়া তাঁহাকে একজন অতি ধনবান ব্যক্তি বলিয়া মনে করিবে। কোন কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিলে তিনি একজন অবস্থাপন্ন সদ্‌ব্রাহ্মণের পরমাসুন্দরী কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া সেই বিরাট প্রাসাদতুল্য ভবনে সস্ত্রীক পরম আনন্দে বাস করিবেন। কালক্রমে তাঁহার একটি অতি রূপলাবণ্য সম্পন্ন সুন্দর পুত্র সন্তান হইলে নিজের নামের সহিত মিলাইয়া তাহার নাম রাখিবেন সোমদত্ত শর্ম্মা। ব্রাহ্মণ দেবদত্ত শর্ম্মা একদিন দেখিবেন তাঁহার শিশুপুত্র সোমদত্ত রোদন করিতেছে। শিশুকে কাঁদিতে দেখিয়াও তাঁহার স্ত্রী পুত্রকে শান্ত না করিয়া কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত আছেন। এই ঘটনা লইয়া স্বামী স্ত্রীতে বাদানুবাদ হইতে হইতে রীতিমত কলহে পরিণত হয়। তিনি তাঁহার স্ত্রীর উপর বড়ই অসন্তুষ্ট হন এবং অভিমান করিয়া স্বীয় পত্নীর সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করিয়া দেন। তাঁহার পতিব্রতা সাধ্বী স্ত্রী নিজের অপরাধ বুঝিতে পারিয়া পতির অভিমান ভঙ্গ করিবার মানসে যখন তাঁহার সমীপে আসিবেন তখন তিনি শায়িত অবস্থা হইতে হঠাৎ উঠিয়া বসিবেন। কল্পনাটি এতই সত্য আকার ধারণ করিল যে ব্রাহ্মণ দেবদত্ত শর্ম্মা সত্যই অকস্মাৎ শোয়া অবস্থা হইতে উঠিয়া বসিলেন। যতই তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী ক্ষমা প্রার্থী হইয়া তাঁহার চরণযুগল ধরিতে আসিবেন ততই তিনি এইভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটু একটু করিয়া পিছনে সরিয়া যাইবেন যাহাতে তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে স্পর্শ করিতে না পারেন। অবশেষে যখন তিনি তাঁহার পাদুখানা দুই হাতে জড়াইয়া ধরিবেন তখন তিনি তাঁহার হাত হইতে জোর করিয়া পা ছাড়াইয়া এই ভাবে আরও পশ্চাতে সরিয়া যাইবেন মনে করিয়া যেই আরও পশ্চাতে গমন করিলেন অমনি ঝপাং করিয়া দেবদত্ত কূপমধ্যে পতিত হইলেন। গভীর রাত্রিতে আচমকা হঠাৎ একটা শব্দ শুনিয়া বদ্ধ বাছুরটা ভয়ে লাফাইতে লাগিল। কূপে কোন ভারি জিনিসের পতনের শব্দ শুনিতে পাইয়া নিদ্রিত গৃহস্বামিগণ তথায় ব্যস্ততার সহিত ছুটিয়া আসিয়া অতিথি ব্রাহ্মণকে দেখিতে না পাইয়া কূপের মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। তাহারা দেখিতে পাইল ব্রাহ্মণ কূপের মধ্যে সন্তরণ করিতেছেন। বহু চেষ্টার ফলে তাঁহাকে কূপ হইতে বাহিরে উত্তোলন করিবার পর যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল তিনি কি করিয়া কূপমধ্যে পতিত হইলেন। তিনি প্রথমে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কোনই উত্তর দিতে পারিতেছিলেন না। সত্যই তো কি আর উত্তর দিবেন! বার বার প্রশ্ন করার পর তিনি বলিলেন সোমদত্তের মাতা তাঁহাকে কূপে ফেলিয়া দিয়াছেন। সোমদত্তের মাতা কোথায় প্রশ্ন করিলে তিনি তখন তাঁহার কল্পনার বিষয় তাহাদের নিকট বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিলেন।

বাস্তবিকপক্ষে সেইখানে অট্টালিকাও নাই, সোমদত্তের মাও নাই, শিশু সন্তান সোমদত্তও নাই এবং কলহও কাহারও সহিত হয় নাই। সবই কাল্পনিক। কল্পনাটা এতই গভীর ও বাস্তব আকার ধারণ করিয়াছিল যে ব্রাহ্মণ দেবদত্ত শর্মা সত্য সত্যই কূপমধ্যে পতিত হইয়াছিলেন। একটু স্থিরচিত্তে বিচার করিলে দেখা যায় এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ, এইটাও একটা বিরাট ও গভীর কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নয়। ইহাকে বাস্তব ও সত্য মনে করিয়া প্রতিদিন আমরা কতই না সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছি। যেমন দেবদত্ত কূপে পতিত হইয়া প্রাণ বাঁচাইবার জন্য সন্তরণ করিতেছিলেন তদ্রূপ আমরাও এইভাবে ভবকূপে পড়িয়া কতই হাবুডুবু খাইতেছি। একটু বিচার করিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায় মূলে কিন্তু সবই মিথ্যা ও সবই কল্পনা। এই মিথ্যা জগৎটাকে দীর্ঘকাল যাবৎ সত্য বলিয়া মনে করিতে করিতে সেই সংস্কারবশতঃ ইহা সত্য বলিয়াই প্রতীতি হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মজ্ঞানের অভাবে সমস্ত বিশ্বের অস্তিত্ব বোধ হয় এবং আত্মজ্ঞানের উদয়ে তৎক্ষণাৎ সেই বিশ্ব-অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। কল্পনা রাণীর চাতুরী তখনই ধরা পড়ে যখন তীব্র বিচার এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্‌গুরুর কৃপায় অবিদ্যা নাশ হয় এবং জ্ঞানের প্রকাশ হয়। ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য্য তাঁহার "বিবেক-চূড়ামণি" নামক গ্রন্থে আত্মবিচার করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

"ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তা মৃষামাত্রা উপাধয়ঃ।
ততঃ পূর্ণং স্বমাত্মানং পশ্যেদেকাত্মনা স্থিতম্‌॥" ৩৮৭॥

ব্রহ্মা হইতে স্তম্ব (তৃণ) পর্য্যন্ত সমস্ত উপাধিই মিথ্যা। সেইজন্য আপনাকে সদা একরূপে স্থিত পরিপূর্ণ আত্মস্বরূপ করিয়াই দেখা উচিত। তিনি আরও বলিয়াছেন—

"স্বয়ং ব্রহ্মা স্বয়ং বিষ্ণুঃ স্বয়মিন্দ্রঃ স্বয়ং শিবঃ।
স্বয়ং বিশ্বমিদং সর্ব্বং স্বস্মাদন্যন্ন কিঞ্চন॥" ৩৮৯॥

স্বয়ং আত্মাই ব্রহ্মা, সেই বিষ্ণু, সেই ইন্দ্র, সেই শিব এবং সেই এই সমস্ত বিশ্ব, আত্মা হইতে ভিন্ন আর কিছুই নাই। মুণ্ডকোপনিষদের ঋষি বলিতেছেন,—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে॥" ২।২।৮

সেই পরমাত্মা দৃষ্ট হইলে উক্ত সাক্ষাৎকারীর হৃদয়ের গ্রন্থি বিনষ্ট হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয় এবং কর্ম্মসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

এখন এখানে প্রশ্ন উঠিবে অবিদ্যা কি এবং বিদ্যাই বা কি? শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিতেছেন, "অনাত্মভূতে দেহাদাবাত্মবুদ্ধিস্তু দেহিনাম্‌। সাহবিদ্যা তৎ কৃতো বন্ধস্তন্নাশো মোক্ষ উচ্যতে॥ বন্ধ মোক্ষৌ ন বিদ্যেতে নিত্যমুক্তস্য চাত্মনঃ॥" (যতিসন্ধ্যা) অনাত্মভূত সকলে এবং দেহাদিতে যে আত্মবুদ্ধি বা "আমি" বুদ্ধি এবং প্রকৃত দেহী যে আত্মা তাহাতে অনাত্ম-বুদ্ধি, ইহাই হইল অবিদ্যা। এই অবিদ্যা বা অজ্ঞান হইতেই বন্ধন। যাহার দ্বারা এই বন্ধনের হেতু অবিদ্যার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মূল নাশ হয় তাহাই বিদ্যা বা জ্ঞান এবং তাহাই মুক্তি। বিদ্যার বিষয় আত্মা, অবিদ্যার বিষয় সংসার বা জগৎ। যতক্ষণ অবিদ্যাজাত দ্বৈতবোধ আছে, ততক্ষণই সংসার, বিদ্যাবস্থায় উহা আর থাকে না। বাস্তবিক সত্যকথা বলিতে গেলে বলিতে হয় আত্মার বন্ধন ও মোক্ষ বলিয়া কোন কথাই নাই। আত্মা সদাই মুক্ত। জগতের যে সব জীব এই অবিদ্যা দ্বারা গ্রস্ত তাহারা সকলেই মনে করে রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা, মল ও মূত্রের ভাণ্ড এই শরীরই সত্য এবং তাহাই নিত্য বস্তু। আমরা প্রত্যহ চক্ষুর সম্মুখে দেখিতেছি যাহারা শরীর ধারণ করিয়েছে তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া কালের ভক্ষ্য হইতেছে। তথাপি আমরা মনে করি আমরা চিরকাল বাঁচিয়া থাকিব। এইরূপ ধারণা করিয়া ব্রাহ্মণ দেবদত্ত শর্ম্মার ন্যায় কতই না আকাশে মধুর ঘর বাঁধিতেছি। এইপ্রকার মনে করাটাই একটা মস্ত ভুল। যাহা ক্ষণস্থায়ী, আপাত মধুর এবং নিত্য পরিবর্ত্তনশীল তাহাকে শাশ্বত ও নিত্য মনে করিয়া আমরা প্রতিদিন কতই না অনর্থ করিতেছি এবং যাহা নিত)ও সনাতন তাহাকে অনিত্য ভাবিয়া বা তাহাকে না জানিয়া কতই না উপেক্ষা বা অবহেলা করিতেছি। তাঁহার দিকে একবার ভুলেও দৃষ্টিপাত করিতেছি না। ইহাই হইল অবিদ্যা বা অজ্ঞান। যত বন্ধনের একমাত্র কারণ হইল এই অবিদ্যা। এই অবিদ্যার সমূলে নাশ যাহা হইতে হয় তাহাই বিদ্যা বা তাহাই জ্ঞান। এই জ্ঞান বা বিদ্যার দ্বারাই বুঝা যায় যে "আত্মা" চিরমুক্ত। কেবল অজ্ঞানের ঘোরে ও মায়ার মোহে পড়িয়া এবং এই অবিদ্যার হেতু যাহা নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত তাহাকে অনিত্য, অশুদ্ধ, অবুদ্ধ ও অমুক্ত মনে করিতেছি! ইহাই জীব-বুদ্ধি বা অজ্ঞান।

(ক্রমশঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব প্রাঙ্গণে।

'শৈব'

তাক্ ডুম্ তাক্ ডুম্ বাজে ঢোল ঢাক্,
কর্ণ বধির রোলে ঘন বাজে শাঁখ;
লতা-পাতা ফুল-মালা কত লোকজন.—
উঠেছে আজিকে মেতে পূজা-প্রাঙ্গণ!

কাঠালি-চাঁপার বাস পবন বিলায়,
আনন্দ কোলাহল শূন্যে মিলায়,
গাছে গাছে পাখীদের কাওয়ালিয়া সুর
উল্লাস হিল্লোলে ছড়ায় সুদূর।

চলেছে পাহাড়ি পথ গতি সর্পিল,
দুই পাশে বন-ঝাউ সাজায় মিছিল।
পাহাড়ের চূড়ে চূড়ে প্রদীপ-রতন
তিমিরের গলে আহা! শোভে আভরণ!

করে লোক আনাগোনা হৈ হৈ রব,
জননী এসেছে ঘরে, মহা-উৎসব,
ভারে ভারে সেজে উঠে পূজা আয়োজন,
হাসি উল্লাস ভরা কত আলাপন।

❀ ❀ ❀

শেষ হয় উৎসব রাত্রি ফুরায়,
মিলে যায় সোনা আলোর অচল-চূড়ায়।
যে যাহার চলে যায়, ভেঙ্গে যায় হাট
স্বপনে মিলায়ে যায় উৎসব পাট!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মোদীনগরে মাতৃলীলা

সৎ-সঙ্গী

হিমালয়ের নিভৃত কন্দর আজও যে সমস্ত মহান যোগীর কঠোর তপস্যায় সমুজ্জ্বল হইয়া আছে, মহাত্মা শ্রীশ্রী ১০৮ কৃষ্ণাশ্রমজী তাঁহাদের অন্যতম। এই ভারত-পূজ্য মহাত্মা সদা মৌনব্রত লইয়া উলঙ্গ অবস্থায় গঙ্গোত্রীর গিরি-গুহায় অবস্থান করেন। এই মহাত্মার বহু ভক্ত ও শিষ্যগণের মধ্যে রায় বাহাদুর শ্রীগুজ্জরমল মোদীজীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি আমাদের মায়েরও অনন্য ভক্ত ও সেবক। শ্রীশ্রী ১০৮ কৃষ্ণাশ্রমজীর মেদশূন্য দীর্ঘসুঠাম দেহ, আজানুলম্বিত বাহু, উজ্জ্বল সুন্দর নয়ন যুগল। গতবৎসর শীতকালে মোদীনগরে লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির উদ্‌ঘাটন উপলক্ষে মোদীজী শ্রীশ্রীমাকে এবং তাঁহার পরমপূজ্য গুরুমহারাজকে মোদীনগরে আনয়ন করেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা মোদীজীর লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের বিগ্রহ স্থাপন ও দ্বার উদ্‌ঘাটন সংক্রান্ত শ্রীশ্রীমায়ের লীলা ও কথা যতটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা লইয়া আলোচনা করিব।

১৯৩৭ সালে শ্রীশ্রীমা যখন গঙ্গোত্রী গিয়াছিলেন তখন স্বামী পরমানন্দজী গঙ্গোত্রীতে ছিলেন। তিনিই তখন মহাত্মা কৃষ্ণাশ্রমজীর সহিত মায়ের পরিচয় করাইয়া দেন। সাধারণতঃ কৃষ্ণাশ্রমজী হিমালয়ের নিভৃত গিরিগুহা ত্যাগ করিয়া নিম্নে লোকালয়ে অবতরণ করেন না।

মোদীজী তাঁহার গুরুজীর আদেশ লইয়া মোদীনগরে এক বিরাট মন্দির প্রতিষ্ঠার কল্পনা করিয়াছেন। মোদীজী এবং তাহার সহধর্মিণী দয়া বহিন উভয়েই আমাদের মায়েরও একান্ত ভক্ত। এই দম্পতির একান্ত আকাঙ্ক্ষা যে মন্দির প্রতিষ্ঠা ও বিগ্রহ স্থাপনের সময় শ্রীশ্রীমা ও মহাত্মা কৃষ্ণাশ্রমজী উভয়েই উপস্থিত থাকিবেন। মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রথম হইতেই মোদীজীও শ্রীশ্রীমায়ের আদেশ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়াই এই বিরাট কর্ম আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং তিনি মাঝে মাঝে আসিয়া এ বিষয়ে শ্রীশ্রীমায়ের উপদেশাদি লইয়া যাইতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

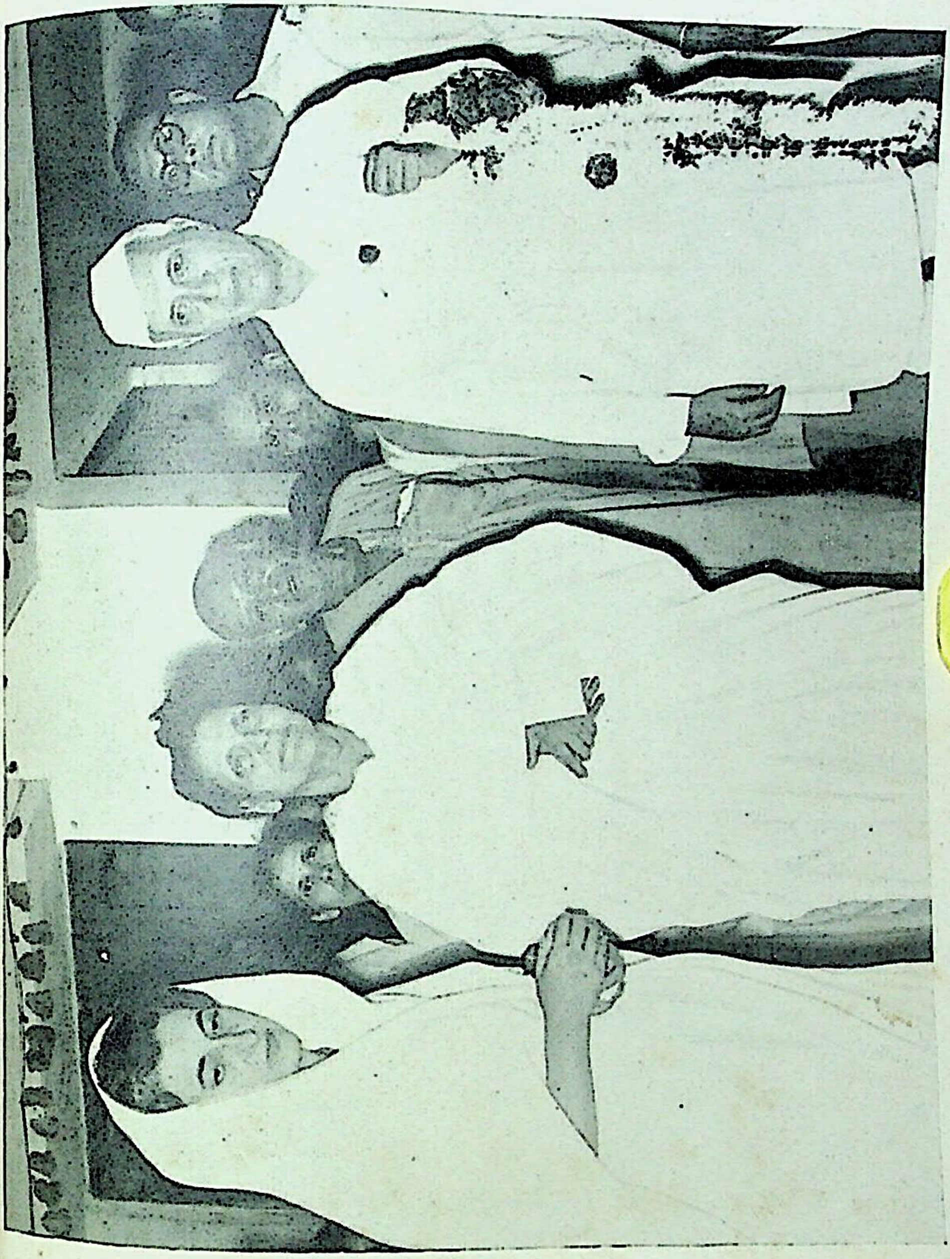

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৯৬৩ সালের জানুয়ারী মাসে এই মন্দির নির্মাণকার্য্য সমাপ্ত হইল। এই বিরাট মন্দিরের তিন অংশ, মধ্যমন্দিরে লক্ষ্মীনারায়ণ, তাহার দক্ষিণে অষ্টভুজা দেবী এবং বাম পার্শ্বে হরপার্ব্বতী প্রতিষ্ঠিত হইবেন। ১৯৬৩ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী স্থাপিত বিগ্রহের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া মন্দির দ্বার উদ্ঘাটন করা হইবে। ১৯৬২ সালের ডিসেম্বর মাসে মা বৃন্দাবনে ছিলেন। ১৩ই ডিসেম্বর সকালে মা বৃন্দাবনে ঘরে বসিয়া আছেন। দণ্ডীস্বামী নারায়ণানন্দ মহারাজ আসিয়া মাকে প্রণাম করিতেই মা নিজের খেয়ালে মহারাজকে বলিলেন—"মোদীজীর পত্র এসেছে, মোদীজীর গুরুদেব ১০ই জানুয়ারী মোদী নগরে আসবেন। ফেব্রুয়ারী মাসে বিগ্রহের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা, মন্দির দ্বার উদ্ঘাটন উৎসব হবে। মা যেন কৃপা করিয়া সে সময় মোদী নগরে উপস্থিত থাকেন।" আজ এই ঘরে মহাত্মা কৃষ্ণাশ্রমজীর প্রসঙ্গই আলোচনা হইতে লাগিল। স্বামীজী বলিতেছেন, 'কৃষ্ণাশ্রমজী অদ্ভুত তপস্বী, সর্ব্বদা উলঙ্গ থাকেন, মৌনব্রতী, পূর্ব্বে একবারমাত্র মহামান্য মালব্যজীর অনুরোধে তিনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা উৎসবে কিছুদিনের জন্য লোকালয়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।' নারায়ণ স্বামীজী পরে মাকে প্রশ্ন করিলেন।

প্রশ্ন। শরীরের কষ্ট বোধ, এই বোধ পরে না থাকা, এ দুটী একসঙ্গে কি করে হয় মা ?

মা। বোধের বোধ যেমন, অবোধের বোধ এ দুইটা একটা স্থিতি। একটা স্থিতি আছে—দুনিয়ার কথা, বিষয়ের কথা শুনিলে ভাল লাগে না। শুনিলে জ্বলন হয়। শরীর বিবশ হ'য়ে যায়। দুনিয়ার কথা যেমন ডাঁট্না, মার্না, তেমন পরমার্থ কথা, বিলকুল এক। দুনিয়ার কথায় এক সময় পায়ের নখ হইতে চুলের ডগা পর্য্যন্ত শক্ লাগিত। বাচ্চা অবস্থায় যা, এখন তাই। বাঘের সামনে থাকাও যা, হঠানও তাই।

নারায়ণ স্বামী। ভয় অভয় দুয়ের সমতা কি করে সম্ভব ?

মা। নিজেতেই নিজে, এ ত স্বাভাবিক। আপনার পেটে ময়লা থাকলে দুর্গন্ধ সুগন্ধ জানা যায় কি ?

নারায়ণ স্বামী। এ কি প্রযত্ন থেকে হয় ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা। প্রযত্ন বাদল হঠাবার জন্য, আবরণ বিক্ষেপ দূর করার জন্যই প্রযত্ন—অভ্যাস-যোগ। মুখ খোলা থাকে, তাই লোক অভ্যস্ত হয়ে যায়—মুখে ঠাণ্ডা লাগে না। কেমন চমৎকার! মাটিতে গরমে ঠাণ্ডায়, সময়েতে প্রয়োজনীয় বস্তু নাই—একই অবস্থা। আবার গরম ঠাণ্ডার প্রশ্নও নাই, গরম ঠাণ্ডাওত বন্ধন—এও আপেক্ষিক, এও ত্যাগ হওয়া চাই। রৌদ্র ত রৌদ্রেই, তখন ছায়ায় গেলে শক্ লাগে। আবার রৌদ্রে থাকাও যেমন ছায়ায় থাকাও তেমন। গরম, ঠাণ্ডা, মিট্টি গর্দা সব বরাবর। একবার এক দানা ভোজন যেমন, বিশ দানা, অনন্ত দানা খাওয়া—অনাহার একই। পরমার্থ কথা, ব্যর্থ কথা বিলকুল বরাবর—একদম Practical। (মায়ের অদ্ভুত গম্ভীর হাস্য) ব্যর্থ, পরমার্থ—সব বরাবর। এ শরীরকে তোমরা কাছে রেখেছ যেমন করিয়ে নিচ্ছ তেমন হ'য়ে যাচ্ছে। ব্যর্থ কাজে লাগাও ত তাই, আবার পরমার্থ ভাবে লাগাও ত তাই। কথায় কথা এসে গেল। ব্যর্থ পরমার্থ বিলকুল বরাবর। এই জন্যই ত লোকে খেয়ালী বলে। যে যাহা বলে বলুক। এ ত তোমাদের খেয়াল, ভগবৎ কাজ করাও, রসুই করাও, ময়লা সাফ করাও, সব বরাবর।"

পরদিন বৃন্দাবনে মাতৃসৎসঙ্গে আবার এই প্রসঙ্গ তুলিতেই মা নিজের খেয়ালে বলিলেন -"ব্যর্থতা পরমার্থ বিলকুল বরাবর, মিট্টি গর্দা এক, মুখে মশা মাছি বস্‌লেও বোধ কোথায়? রূপ রস গন্ধ স্পর্শ বোধ—একই স্থিতি। ভিতরের অমৃত রস লালার সঙ্গে বের হত, পিঁপড়া গায়ে সার দিয়ে উঠত। তেইশ দিন অন্তর কাপড় ছাড়া—শরীর এলিয়ে থাকত। এক সেট্ কাপড় বালিশের কাজ কোরত। তা আর ব্যবহার হ'ত না। নখ ফেলার সময় হয়েছে কিনা কোন খেয়াল নাই। দিদি এসে নখ কেটে দিত। এত মত্ত, মুখ ধোওয়া, দাঁতমাজা, নখ ফেলার প্রশ্নই নাই। গাছের ঝরা ফল, যা যে সময়ে পাওয়া যেত তাতেই তৃপ্ত—গাছ থেকে ফল ছিঁড়লে গাছের কষ্ট হবে, তাই। নয় বৎসর এই রকম চলেছে।"

ইহার কয়েক দিন পর বঘাট হাউস হরিদ্বার হইতে শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী শঙ্করানন্দ গিরিজীর মহাপ্রয়াণের সংবাদ আসিল। শ্রীশ্রীমায়ের একজন প্রাচীন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত সাধক সন্ন্যাসী ব্রহ্মপদে লীন হইলেন। হরিদ্বারে মহারাজের ভাণ্ডারার আর কয়েকদিন মাত্র বাকী। মহারাজের পূর্বাশ্রমের পুত্রগণও মায়ের অনন্য ভক্ত ও সেবক। মা তাহাদের আহ্বানে ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৬২ কয়েকদিনের জন্য হরিদ্বারে আসিলেন। ঘটনাচক্রে এই সময় শ্রীশ্রী১০৮ কৃষ্ণাশ্রমজীও মোদীনগর যাওয়ার পথে হরিদ্বারে বিশ্রাম করিতেছিলেন। গুরুদেবের সেবার জন্য মোদীজীও সপরিবারে তখন হরিদ্বারে। শ্রীশ্রীমায়ের আগমন সংবাদে গুরুদেবের সহিত মাতৃমিলন আকাঙ্ক্ষায় মোদী-পরিবার ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। ৩১শে ডিসেম্বর বেলা ১১টায় হরিদ্বারে মোদীভবনে মায়ের সহিত আমরাও উপস্থিত হইলাম। মোদীজী মাকে স্বামীজীর ঘরে লইয়া গেলেন। তিনি আসনে বসা ছিলেন, দুই হাত বাড়াইয়া স্মিত হাস্যে মাকে অভ্যর্থনা করিলেন। বিশ্বের যাহা কিছু সুন্দর যাহা কিছু মধুর তাহা যেন পুঞ্জীভূত হইয়া এই দুই মহাপুরুষের মিলনে ফুটিয়া উঠিল। মা শিশুর মত আনন্দে হাসিতে হসিতে বলিলেন, "পিতাজীর দর্শন এখানেই হল, দেখ, কি সুন্দর সংযোগ?" মা পৃথক আসন গ্রহণ করিলেন। স্বামীজী ইশারায় বলিলেন, "তোমাকে নেওয়ার জন্য এখানে এসেছি, তুমি আমার সঙ্গে গঙ্গোত্রী চল।" কৃষ্ণাশ্রমজী মৌন কিন্তু তাঁহার ইশারার ভঙ্গিতে কাহারও তাঁহার কথা বুঝিতে কোন কষ্ট হইতেছে না। বোধ হয় শুদ্ধ চিত্তের চিন্তাধারা প্রতিবিম্বের মত অন্য হৃদয়ে, প্রতিফলিত হয়, তাই এই যোগীরাজের ইশারা সকলেই অতি সহজেই বুঝিতে পারিলেন।

মা। বড়ই সুন্দর কথা। বাবা ছোট্ট মেয়েটাকে নিয়ে যেতে চায়, অনেকে যেমন ছোট্ট মেয়েটাকে এখানে ওখানে নিয়ে যায় না? তা আমি ত পিতাজীর কোলেই বসে আছি।

শঙ্করানন্দ স্বামীজীর পূর্বাশ্রমের দুই পুত্রকে অর্থাৎ চিত্তদা ও শচীনদাকে দেখাইয়া মা বলিলেন—"এই দুইজন আমাকে এখানে এসময় নিয়ে এসেছে তাই পিতাজীর সহিত সাক্ষাৎ হ'ল।" মায়ের সহিত নির্মলানন্দ, নির্ব্বাণানন্দ, ভাস্করানন্দও আসিয়াছে। মায়ের আদেশে তাহারা ফল পুষ্পাদি মহারাজের চরণে রাখিয়া প্রণাম করিল। মা ইহাদের ব্রতের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, "পিতাজী,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওদের বানিয়ে দাও, আশীর্ব্বাদ কর। আপনাতে আপনি প্রকাশ—এই ত হওয়া।"

মহারাজ ব্রতীদের স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

মোদীজী বলিলেন, "আমাদের খুবই ভাগ্য মা ও গুরুজী দুজনকেই আমরা এই পবিত্র তীর্থে একসাথে পেলাম।" মা পতি পত্নী উভয়কে দেখাইয়া স্বরূপানন্দ-শ্রমজীকে বলিলেন, "পতি পত্নী উভয়ে পরস্পর পরমার্থের সহায়ক, পূর্ব পূর্ব সংযোগে এমন সুন্দর মিল হয়।" স্বামীজী ইহা শুনিয়া নিজের হাতের উপর কিছু অক্ষর লিখিয়া গেলেন। স্বামীজীর সেবিকা ভগবতী দেবী এই লিপির সহিত খুবই পরিচিতা। তিনি বলিলেন, "আনন্দ স্বরূপ ভগবানের কৃপায় এমন সংযোগ।" স্বামীজী হাত নাড়িয়া এ কথার প্রতিবাদ করিয়া মাকেই দেখাইয়া দিলেন। ভগবতী দেবী বলিলেন, "ও মায়ের কৃপাতেই।" স্বামীজী ঘাড় নাড়িয়া তাহা অনুমোদন করিলেন। মোদীজী বহু প্রকারের মিষ্ট ও ফল দিয়া মাকে প্রনাম করিলেন। মা স্বামীজীর নিকট বিদায় লইয়া গাড়ীতে আসিয়া বসিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

The Self self-contained,
calling to Itself for its own Revelation—
this is happiness.

MATRI VANI

God's grace pours down every where and at all times. According to one's self-dedication one will receive enlightenment. To pray constantly for God's grace is man's duty.

* * *

If peace is to be found one should follow the particular path and contemplate the particular form that appeals to one most and that helps one towards the supreme Goal. So long as the inner Guru has not been found, how can the final consummation be near ?

* * *

God is all pervading – in every form, in every sect and religion is He alone. If you are eager to love God it is very fortunate—it is due to His grace. Man's love should be directed solely towards God; then only will there be peace

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

and bliss. Ever take refuge at His feet. It is man's privilege to realize God—the path to Truth is open to him.

* * *

If the contact with the Guru has really been established He can never be forsaken; He is ever present with the disciple. God alone is man's Guru. One should put one's whole trust in Him. *Kriya* and *yoga* cannot be practised without a Guru, while *japa* and meditation may be performed anywhere. Endeavour to sit absolutely still in steady contemplation so as to calm the mind. Try to keep your attention fixed on the Supreme Quest. Then only is there hope of finding tranquillity.

* * *

The love of God is alone desirable for a human being. He who has brought you forth, He who is your Father, Mother, Friend, Beloved and Lord, who has given you everything, has nourished you with the ambrosia streaming from His own being—by whatever name you invoke Him—that name you should bear in mind at all times.

* * *

The One who manifests as the longing to find a Guru, also manifests as the fulfilment of that longing. But it is necessary that this longing should be genuine. At every moment be aware of Him for the sake of His Realization.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Pages from my Diary

GURUPRIYA DEVI

(Translated from Bengali)

Bangalore, 16th *July*, 1961.

This evening at about 5'clock, Mataji arrived here from Poona. She has come at the invitation of the Chief Justice Sri Subodh Ranjan Das Gupta (Kohinurda), an old devotee of hers, who was very eager to have her in Bangalore for a few days. Sri S. R. Das Gupta, his wife, the Rajmata of Mysore and lots of others received Mataji at the railway station. With the utmost reverence Kohinurda welcomed Mataji in his house. He had erected a lovely hut made of palm leaves for Mataji's use. When Ma entered it, she remarked: "What a beautiful little house!" In South India people are especially skilled in preparing garlands. Kohinurda's wife Beladi put a huge garland round Mataji's neck and performed *āratī* to her. Later in the evening a few people came for Mataji's *darśana*. Sri S. R. Das Gupta has made excellent arrangements with a view to letting Mataji have a good rest.

Bangalore, 17*th July*, 1961.

This morning's paper brought some bad news. Last night the Maharaja of Gwalior suddenly breathed his last in his house at Bombay. When being told, Mataji said: "This body also had the *kheyāla* that his death was sudden." The Maharaja had been ill for some time. Already when Ma was in Gwalior last April he was bed-ridden due to heart trouble. It was not unknown to Mataji that even then anything might

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

have happened at any moment. But at the time of the consecration of the temple and during Mataji's visit this would have been very painful indeed. We therefore were firmly convinced that the Maharaja would get over the crisis.

He had not been connected with Mataji for long. Even in that short time everyone came to appreciate his gentle and straight forward personality. It was really surprising to see his deep devotion and faith in Mataji. Maharani Vijayaraje was herself marvelling, as the Maharaja had never before bowed to any *sādhu* or *mahātmā*, neither had he shown any interest in spiritual things. But towards Mataji he behaved like a little child. We feel sincerely grieved at the Maharaja's passing away. It is as if one of our own people had left us. God's inscrutable dispensation is beyond our grasping capacity. In her great anxiety the Maharani had again and again sent messengers to Poona soliciting Mataji's blessing. Ma's *līlā* is beyond the ken of human understanding.

Bangalore, 18*th July*, 1961.

Today Mrs. Feroza Talyarkhan came to see Mataji. She is a disciple of Sri Ramana Maharshi and singly devoted to Mataji. She has for many years lived in Sri Ramanashramam in Tiruvannamalai. When Mataji visited South India in 1952 together with Sri Haribabaji Maharaj and Sri Avadhutaji, Mrs. Talyarkhan took great trouble to make arrangements for Mataji's stay in several places. Today she brought the Chief Minister of Mysore and his wife for Mataji's *darśana*. In the course of the conversation Mataji said: "Just as the cow absorbs all the dirt of her calf into herself by licking it clean again and again, so also God removes the faults and

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

shortcomings of His children and makes them pure and holy. Try to engage in selfless service with utter purity of heart."

Then again Mataji said: "Endeavour to remain immersed in God's name as much as ever possible. Just as when you have a friend in the world you can pour out your heart to him, so, if you establish a contact with the Supreme Friend, He will reveal His real Being to you. When you see the waves of the sea will you refrain from bathing? In the midst of the tempests and difficulties of worldly life try at all times to sustain His remembrance and the repetition of His name."

Bangalore, 19*th July*, 1961.

This evening Kohinurda took Ma in his car to see Bangalore. While driving, Mataji said: "The atmosphere of this place is very good, one feels at peace. The expression on people's faces is beautiful and the trees look fresh and green." Mataji much enjoyed seeing Lalbagh. Bangalore is really a wonderful city, its natural charm is quite outstanding.

During the *satsang* at night, Mataji said: "He, the Self, the Mother, having permeated everything, He remains, He IS. When man calls out to Him with desperate yearning the One becomes revealed. A mother knows when her child cries from his heart and then she leaves her work and hurries to her darling."

About the World-teacher and the bestowal of power by the Guru to the disciple, Mataji said: "A World-teacher is one in a billion. Who is a World-teacher? He who redeems the world. When an ordinary Guru gives a mantra no transference of power takes place. Yet, the mantras revealed by Rishis who were seers of mantras, have come down to us

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

through the lineage of Gurus and therefore contain power. Thus the mantra that has been communicated to you is a vehicle of power. Depending on one's innate disposition this may develop. And where power has been bestowed, there a contact has been established. However, even without initiation by mantra the Guru's power can be communicated."

Bangalore, 20th July, 1961.

This evening during the *satsang*, Mataji gave the following reply to a question: "*Prārabdha Karma* has to be enjoyed and suffered even by a *Jivan Mukta*, but it is not the same as in the case of the ordinary person; it is comparable to an electric fan that goes on revolving for a short while even after the switch has been turned off. The fire of Supreme Knowledge consumes the *Prārabdha* as well as the *Sanchita Karma*. If it can burn up everything, why not the *Prārabdha* as well ?"

Later Mataji said : "God the Spirit is a concrete eternal Presence. You are, indeed perishable. Where birth and death is, there is spiritual aspiration and the desire for fulfilment. *Sādhanā* should take one beyond the fulfilment of want. Where the eternal concrete Presence is, there nothing is perishable. (*na Iṣṭa*) Can the pilgrimage to God be undertaken against His Will ? The question you asked is also an expression of His Will. Your question and its reply are tools in God's hand. He Himself is the solution and the non-solution. To believe that God is far away causes evil-mindedness, misunderstanding and distress. The means to destroy these is the contemplation of THAT which Is. The death that is the outcome of desire and passion must be made to die. For if

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

you leave this world with a return ticket you have to come back again. When by some special good fortune the death of death is achieved, then you who are pure, enlightened and free will stand revealed.

"The hour that is gone returns not. A man is one who has become fully conscious. Don't waste invaluable time, don't be a Self murderer, but realize your Self, the *Ātmā*. Try to discover in yourself the eternal servant of the Lord. Find out that the paths of knowledge, devotion and service are one. All names are God's Name and at the same time He is nameless and formless. When one arrives at the end of the worship of any particular form, one comes to see that all are one. Man and woman are equally capable of Realization. It is man's duty to use to his best the rare boon of birth in a human body, or else there is further incarnation and death."

On July 24th Mataji is expected to leave for Calcutta. The devotees of that city have voiced their special request to have Mataji in their midst on *Guru Purnimā* day.

Vrindaban, 25th August, 1961.

Mataji has come here for *Jhulan Purnimā*. Today her new house was inaugurated. The Rani of Mandi built this house for Mataji in the Ashram grounds. The Raja and Rani of Mandi with their sons and daughters have arrived for this occasion. Since dawn *kīrtana* has been kept up without interruption. Mataji entered the new house together with the Mandi family. Then Swami Paramananda, Swarupananda and all the other *sādhus* and myself followed. I did *pūjā* in Mataji's room. Before the yajna was completed,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Sri Haribabaji Maharaj, Sri Prabhudatta Brahmachari, Sri Chakarpaniji, Sri Sharananandaji; Sri Vishnu Ashramji and other Mahatmas visited the new building. Mataji and all of them sat in it for some time. The *sādhus* were presented with fruits and clothes and some of them took their meal in the Ashram.

Dehradun, 4th September, 1961.

The day before yesterday Mataji arrived here from Hardwar and today she is due to leave for Delhi.

A Punjabi devotee, the retired Railway Engineer Sri Rupchand Sood built a beautiful large house for his family and himself only a very few years ago. It is situated near the Jakhan Mandir, half a mile below the Kishenpur Ashram and commands a wonderful view over the surrounding hills and over the Doon valley. It is equipped with all accessories as well as a garage and in the midst of a large fruit and flower garden. A short time ago the gentleman offered his whole property at Mataji's feet. Having no heirs, it is his wish to spend the rest of his life as a *vānaprasthi* in the same house. It has now been called : "Sri Sri Ma Anandamayi Sadhan Ashram."

Today Mataji was present at the opening ceremony of the new Ashram. The girls of our Ashram recited the *Bhagavad Gitā* and sang *kīrtana*. How happy Sri Sood is today ! At long last the desire of his heart has been fulfilled.

In the evening Mataji left for Delhi. Sri Aga is nowadays Inspector General of the Railway Protection Force. He and his wife came to Dehradun for Mataji's *darśana* and took her to Delhi in their saloon.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

New Delhi, *5th September*, 1961.

This morning Mataji reached the Delhi Ashram. In the evening Srimati Indira Gandhi came to see Mataji. When Mataji was here a fortnight ago Indira had wanted to pay a visit to Mataji, but could not find the time. Thus, when she heard that Mataji had arrived here she came at once. After seeing Indira alone for some time, Mataji called Pushpa and asked her to sing two songs to Indira. Nobody was present except the three of them. Indira remained for quite a long while until at last she did *praṇāma* and took leave from Mataji.

New Delhi, *8th September*, 1961.

Today is the anniversary of the death of Indira's husband, Sri Feroz Gandhi. At Indira's request Pushpa, accompanied by Shanta and Kamal Brahmachari went to the Prime Minister's house to sing religious songs. Mataji said to Pushpa : "Certainly go to Indira Ma's house. To bring joy to people by singing the praises of God is the greatest service." I was told that Indira was much impressed by Pushpa's songs that day.

In the course of the conversation Mataji related that when she came to Dehradun for the first time and stayed in Anand Chowk, Pandit Nehru's wife, Sm. Kamalaji used to come to Mataji very often. She could meditate with great concentration. Mataji told us that Kamalaji would even have visions of Sri Krishna during her meditation. She used to spend whole nights with Mataji and at 5 a. m. sharp leave for her home. Sometimes she would come in the morning with a tiffin carrier full of food for her husband

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

and leave punctually in time to bring him his lunch. Later when Sm. Kamalaji lay ill in the Bhowali Sanatorium, Mataji went to see her on her way to Almora. Since Kamalaji was seriously ill, the nurses tried to prevent Mataji from going near her. But Kamalaji said, if they did not allow Mataji to see her, her health would deteriorate still more and she would also feel very dejected. On her way down from Almora, Mataji paid another visit to Kamalaji. This was their last meeting. A short time later Kamalaji was taken to Europe for treatment and she never returned from there. Before passing away, she gave to her daughter Indira the *mālā* (rosary) which she had received from Mataji. Indira is preserving it to this day with great veneration. She had also got a pillow and a bed-cover that had been used by Mataji.

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Phonetics of Infinity

D. S. Mahalanobis

"In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." When we come across such a statement, we, at this distant date, hardly can realize what it really means. If we want to put sense into it, we may at best regard it as a theological metaphor rather than anything of value as a truism. It, however, had a far greater significance anciently than we can discern today. We must remember that this term, Word, was anciently current in the Scriptures of many countries, where it referred to kindred systems of Thought though with varying psychological emphasis in different regions and aspectual conceptions. Perhaps its Indian synonym *Vāk* or *Śabda* had attained greater heights of subtlety in its wider application in the psychic field. In India, several sizable volumes of technicalities had grown around it in the mystic and yogic literature, which is too abstruse for discussion in a cursory manner. We need not go into the rationale of all those psychic experiences unfamiliar to modern thought. Let us try to understand some of its bearings.

How do we apprehend the objective world ?

It happens during instantaneous transfer of energy. External objects throw out sense-stimuli, which come through to our mind relayed by the external sense organs. These stimuli are, in essence, determinate energy of five specific kinds known technically as *śabda*, *sparśa*, *rupa*, *rasa* and *gandha*. They, under psychic control, converge upon the

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

mind-stuff so as to reproduce in it a pattern of the transmitting object. The Ego transmits a personal image of this pattern to consciousness or Self. We perceive this as the objective world. The mind-stuff, according to the ancients, is nothing but an extremely rarefied material known as mental sky or etherial space-substance of a very subtle kind. Where is there space in our brain, one may ask, to contain the mental ether ? The fact is, the whole brain is filled with it, just as the external world is steeped in cosmic ether. The grey matter of the brain is a highly delicate plastic structure capable of setting up motion-patterns in mental ether, when stimulated. This refined material of the mind, moulded by the incoming sense data, becomes objectified as it were, to the shape of the transmitting external object and the object comes into our cognizance. This is called knowledge by identity, according to the ancient psychologists; for, in the process of knowing, the mind identifies itself with what is to be known, as if by taking its shape. And the greater the identity the more fully do we perceive its objective features. This is conceptual identity.

What we perceive as objects are, therefore, patterns or motion-forms of our own minds, that is, ideas. The external objects, in sending out stimuli, vibrate—we may say articulate,—through them their own names as it were, in definite patterns. To us these micro-vibrations are silent articulations by the objects, if we may call them articulations. The mystics, however, designate them as ideas or 'words'. These, they say, are the true 'words'. If we can utter them, that is, vibrate the media, precisely as the objects do, with the right pitch, amplitude, timbre, etc. we are told, we can reproduce the objects themselves externally. It seems to

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

mean in effect that, if we can reproduce by articulated sounds the complicated motion-patterns inherent in the shaping of, and keeping in shape, the objects, we can create the objects themselves. We cannot of course. Nevertheless, someone can, perhaps Nature, or God. Here begins the true story of the WORD, *Śabda-Brahma*, and of 'words'. True, God will not utter like us. Utterance requires ideation first, and ideation in this case, is tantamount to utterance, for ideation creates an ultra-sonic motion-image in the mind, i. e., in the Cosmic Mind, which is objectively viewed by the ancients as our external ether called by us sky. Hence, ideation is ultra-sonic sound too, i. e , original sound due to formulation of infinitesimal forces in the mind of the cosmic Being or of the individual. Our ideas too, are all sounds in the same way, in our minds. If there were a subtle being in our mental sky, he could see these ideas as objects.

Modern psychology does not recognize mental ether, nor has science discovered physical ether either. But, something akin to physical ether, call it time-space if you are an Einsteinian, is recognized. Most mental-phenomena today are still a mystery to the psychologists of our day.

We have seen how we cognize the outside world as ideas in our minds. This is induced ideation – by the Cosmic Mind. We can ourselves think of an object and set up a micro-motion form in our mental sky. That would be a step towards creative ideation. It is true however, that man never can create new ideas. What he can do are permutations and combinations of the existing ones in the world, that is, in the Cosmic Mind. But we can transmit these ideas through external ether directly to another mind, as is done in telepa-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

thy[1]. The Cosmic Mind obviously can do the same thing in a far better way. It can and does create forms in physical ether and makes them concrete and vivid enough for us. We need not get shocked if someone now begins to think of the objective world as ideas in the Cosmic Mind.

What is this Cosmic Mind ? Subjectively, it is Cosmic Consciousness; objectively, it is *ākāsa* or cosmic ether, known to ancients as the WORD or SABDA-BRAHMA. We may now try to evaluate the inherent sense in the famous citation "The Word was with God, and the Word was God."

Different schools of thinkers agree that the world has evolved out of the Word or Logos. The mystics studied it from a different standpoint too. It is a study of the laws of phonetics that operate behind the infinite variety of sounds in nature, audible or inaudible.

We all know how words are formed by the letters of an alphabet. The Indian alphabet consists of fifty letters, that is to say, these letters together with their phonetic variations represent even sounds we never utter. The phonetic units are energy-components called *kalās*. It means that *kalās* of different phonetic values exist to give shape to any verbal or material form. These forms are, therefore, 'words' whether we have them in use or not. And in our conventional langu-

1. Cf. "In his presidential address delivered before the Society for Psychical Research in 1936, Professor C. D. Broad discusses the problems raised by telepathy How does telepathy work? That it is not a physical process akin to radio transmission is obvious; for the strength of the messages does not diminish with distance. After discussing various other alternatives, Professor Broad concludes that it is probably necessary to postulate the existence of some kind of purely mental medium, in which individual minds are bathed, as in a kind of non-physical ether !"

—Aldous Huxley

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

-age phonetic words are nearly non-existent, words which truly represent their counterparts, i. e., objects, in the phenomenal world. The WORD is the archetype; it is the indistinguishable blend, i. e., matrix, of all the *kalās*. We may try to think of another crude blend, that of colours in the sunlight, for an analogy.

VIBGYOR[2] is a word; it also is an energy, the energy of sunlight. We may make a quiverful of words out of these seven letters of Vibgyor, in combinations of two, three, or by taking some letters more than once. Even such words, one can see, will represent forms of energy traceable to more sunlight. The sunlight, we know, is a vibrant energy. These vibrations of different wave lengths are not only colours, but, as a matter of fact, they are microsounds too, although none can hear them. Vibgyor is the genetic source, the matrix; all other words formed from it are its derivatives. They too, may therefore, be regarded as forms, sounds, or energy, as we please to call them in different contexts, The WORD, however, is not so artificial a thing. The analogy is a mere kindergarten toy-thing. It is not a true comparison, since Vibgyor is not a true word phoneticized to the resonance of sunlight. None the less, we may now realize why the ancients called the WORD an energy, which, we know, is 'primal energy', and the fifty letters of the Indian alphabet represent only a pragmatic basis of expressing "THAT which is beyond expression". The Word or the mystic sound associated with *ākāsa* represents the manifested Unity, *sphoto*, of the unmanifested Absolute. This Unity however, is the

2. VIOLET, INDIGO, BLUE, GREEN, YELLOW, ORANGE and RED—spectra of the sunlight.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

unity of the manifold continuum of undifferentiated *kalās*, which have unlimited possibilities of expression in infinite forms. The *kalās* when differentiated are irreducible units of sound-and-energy. They may, by varied simple or complex combinations, form all kinds of ideas or objectified forms which we call things.

Sounds exist, the mystics say, in different planes—'silent' and audible sounds. The sound we utter or hear is on the lowest plane. It can be exalted, like a vector, from its lower magnitude to a higher one, through a higher psychic transit plane, to a plane of the third degree. It then acquires a transposed value, which is a tremendous psychic force. Lifted to the fourth higher plane by further awakening of the secret power, it transcends the limitations of the created world and reaches beyond the limit of *ākāsa* and necessarily of sound. Sound and motion are figures of the form world. Hence beyond *ākāsa* is the realm of the Formless, of the Absolute Silence.

Words have, on this principle, been classified under four categories, viz., *Vaikhāri*, *Madhyamā*, *Pasyanti* and *Parā*, which may be rendered as articulate plane (material), intermediate plane (psycho-physical), clairvoyant plane (psychic), and supra-mental plane (transcendental) respectively. On this basis words are regarded as energy-concentrations of different degrees appropriate to their plane of existence between the material and the transcendental.

Let us try to understand this classification objectively. What we call sound is a "sequence of rapidly alternating compressions and rarefactions of the air," that is to say, vibrations of air molecules at different frequencies. We

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

however, cannot hear vibrations of all frequencies. The human ear is sensitive to all waves of frequencies between 16 and 38,000 per second (Helmholtz). The audible range may be still narrower for many people, approximately between 20 and 22,000 vibrations per second (Stout). It is thus evident that we cannot hear very weak sounds nor those of higher pitches above the upper limit. Molecular vibrations may, therefore, be infra-sonic, sonic, and supersonic. The frequencies of molecular vibrations cannot, however, be increased indefinitely. As soon as we reach the thermal vibrations of molecules, we get to the upper boundary of the supersonic sound. Sound then begins to damp, more slowly, of course, in liquid and solid bodies than in air. Molecules cannot vibrate at faster frequencies. All sounds in this gross category—infra-sonic. sonic and supersonic, refer to molecular motion. Sub-molecular micro-particles, such as atoms, electrons, photons, etc. also have high frequency vibrations, which are inaudible of course. They are all material particles, and emit micro-sounds. This material group of sounds—molecular and submolecular, belongs to the *Vaikhāri* category.

But, where does the *Vaikhāri* come from ? Ancient authorities tell us that the source of all energy is in the Unknown, from where it descends world-ward into creation. Its subtlest formulation is on top, and the grossest is on the plane of matter, which we have called *Vaikhāri*. Between these two extremes there are two other cognizable gradations namely, *Pasyanti* and *Madhyamā*, the former more rarefied than the latter, as it ought to be in its transition towards grossness. Energy, however, is not uni-directional like time in modern conception. If it can descend from the top, it can as well return to its original status in a reverse process to

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

that of descent, that is, the grossest stuff can revert to its subtler states by gradual rarefaction on its back journey from one plane to another.

The next higher plane above *Vaikhāri*, as we now know, is *Madhyamā*, an intermediate gradation between *Vaikhari* and *Pasyanti*. *Madhyamā* being a transit plane, characteristics of both *Vaikhāri* and *Pasyanti* are sparsely present here. This mid-way plane is subtler than the *Vaikhāri* of course, and is resonant with ultrasupersonic sounds, that is, subtler sounds than those on the *Vaikhāri*. Micro-sounds on this plane are due to very high-frequency vibrations of smaller infinitesimals than the sub-molecular particles of the *Vaikhāri* group. Modern science knows nothing of these ultra-rarefied regions since it is beyond the range of mechanical observation and experiment.

Above the plane of *Madhyamā* is the clairvoyant plane of *Pasyanti*, which is the limit of cosmic *ākāsa* in its most rarefied form and of sound, since no sound can exist independently of *ākāsa*. Hence *Pasyanti* is the sphere of subtlest sounds, which are known as *nāda*. Higher frequencies of vibrations cannot be attained, higher than those on *Pasyanti*, for infinitesimals will then break up and revert to their original non-corpuscular status, which is beyond the perceptive range of mind.

The region beyond *Pasyanti* is known as *Parā*, where no sound nor form can exist. It is evident, therefore, that there can be no 'word' or *Śabda* in this sphere. In *Parā*, the WORD, *Śabda-Brahma*, the archetype on top, has no discrete existence. It has its being in the Absolute, which is unknowable to us by any ordinary means. The only rela-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

tion that is possible for the initiate to have with these high planes is through psychic awakening. Even then *Parā* is hardly reached in the course of eons.

How do we, one may ask, then put ourselves in touch with the upper levels of existence ? *Vaikhāri* is the stepping stone, which may be used as a lever if one were keen enough to do it.

Do we not put our mental and physical forces into our utterances ? They carry mainly kinetic, and a weak charge of psychic, energy from us. The psysic force remains practically ineffective in them. We rightly treat them as commonplace words or conventional symbols. On the three other planes, that is, higher *Vaikhāri*, *Madhyamā* and *Pasyanti*, words are not uttered by our vocal organs. They are articulated silently by subtle forces playing in us from the psychic centres. As each plane is left below in the ascent, more and more dynamic forces are concentrated in them. At the last plane enormous psychic power is accumulated, enough to pair almost with Supra-mental energy on the creative level. This needs exceptionally arduous training of the initiate to put him on the course to success. Even then few can ascend so high in a life-time or two.

To the uninitiated this claim would appear as a mere cock-and-bull story. The mystics however, tell us that there are secret phonetic laws. Guided by them, the initiate learns to articulate the phonetic formulas or *mantras* under adepts. Step by step psychic forces get released, and articulation is taken over by these awakened forces, with the disciple co-operating. Stages are reached when the plenary Power level of the WORD is opened up and subtle forces come into play.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Miraculous happenings may now occur. These are the accepted signs to judge progress.

Whatever the intrinsic value of the *mantras* and of their phonetic laws, it is true that their ascetic practice develops in disciples extraordinary psychic powers. It may turn out on investigation that the mystic *mantras* are nothing but chosen codes or formulas of high auto-suggestive values. Nevertheless, the results are undeniable. The ancients explain that, since the world has evolved out of the WORD, there can be a return by the same way for anybody who has the right makings in him to try according to laid-down laws. It is a training to overcome our physical limitations with the help of *mantras*, to be articulated under rigorous conditions.

Let us look up at these facts a little more circumspectly. The mystics want us to trace back the WORD from its material plane up-ward. The ancients had also tried to trace their descent from the other end. We now know from either source that the phenomenal world is the product of a single energy, the stuff of our consciousness, grossened by gradation into the inconscient material of our universe. It is necessary to remember here that the stuff of our consciousness and that of the Supra-mental Consciousness are not the same in refinement and subtlety, though they are kindred and comparable.

If the WORD is a form of consciousness, it must exist in some mind. We may call it Supermind. The objective world can then be only its ideations—in the mental ether, degraded to material ether gradually. The scientists objectively figure them in their positivist way, and hope to cover them as "changes in the structure and concentration" of

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

the ether field or time-space continuum. The mystics call them ideas.

The energy of the ultra-sonic sound, i. e., mystic sound, from its primal state of the WORD, is gradually deprived of its psychic effectiveness by involution. That is how grossening occurs. The Seer-phoneticians divide these gradations into three levels—*Pasyanti*, *Madhyamā*, *Vaikhāri*, as we have seen—as a practical measure. And naturally enough 'words' or *Śabdas* on each plane are of different potentials. At the summit is the WORD; and down below is our objective world of forms. The summit plane is that of the *Pasyanti*. Beyond it is the unmanifested transcendental region called *Parā*. Plato's theory of Ideas seems to echo the same thought too, and we may have to trace it back, for its better understanding, to these Indian sources. Let us quote two excerpts from Swami Abhedananda's "Our Relation to the Absolute", in this connection :

"So what you see today in the universe, the earth, moon, stars, planets and everything, are nothing but the materialization of the finer thought forms which existed in the Cosmic Mind from the beginningless past. Those are the Ideas of Plato, pure Ideas. These pure Ideas existed externally in the past and will exist eternally in the future as patterns in the Cosmic Mind.

"You have seen a red, white, or black man, but you have not seen a perfect man. That perfect man is in the mind of the Cosmic Being. It is a pattern, a thought form. That will never come down to this plane; but we are approaching that pattern and trying to become perfect, and that is what we expect to be doing on this plane. We may not

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ever be able to reach it, but our attempt is to manifest that pattern on this plane, and Christ is that type. It is in the Cosmic Mind, that is the same as Logos, the same as the Word. 'In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.' That word was Logos, the perfect man in the thought pattern in the Cosmic Mind."

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Modern Science and Indian Philosophy

DR. B. L. ATREYA, M. A., D. Litt. PADMABHUSAN

(II)

Psychology :

Indian Philosophy has always depended upon psychological investigations and has advanced as psychological investigations advanced. The various systems are simply based on the various conclusions arrived at by different investigators with regard to the nature of consciousness and its relation to the world of objects. The entire structure of Samkhya and Vedanta is based on the analysis of experience on its various levels, waking, dream, sleep and mystic vision. So there has been a very close relation of Psychology and Philosophy in India. It is rightly so, for it is in man that we know more of reality than in any other thing in the world. A philosophy which leaves any aspect of reality revealed in man un-noticed and unreconciled must remain an incomplete philosophy. So psychology, as a scientific investigation of man's consciousness and behaviour, is a great feeder for philosophy. Since the dawn of the present century psychology has made tremendous progress and has discovered many interesting and startling facts about human nature. It is impossible to make a mention of them all here. I will content with a typical few of those which have direct bearing on philosophy and with which the conclusions of ancient Indian Psychology that forms an integral part of Indian Philosophy must be compared and checked.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Indian psychology of sense perception, will do well to compare notes with modern psychology of perception. Modern psychology has discovered that we have a much larger number of senses and sensations than the ancients knew. Over and above the traditional five senses (ear, skin, eye, tongue and nose), giving us the five traditional sensations (sound, touch, form, taste, and smell) we have the senses which produce in us the sensations of equilibrium, hunger, thirst, temperature, pain, and strain. Sense-receptors for these sensations have been found to be separate and distinct from those which cause in us the traditional five sensations.

Indian epistemology and psychology are mostly realistic, the exceptions being the idealistic schools of Buddhism and Vedanta (*Yogāchāra* and *Yogavāśiṣtha*) which are more or less idealistic. But it is very interesting to note that modern psychology supports a subjectivistic epistemology rather than a realistic one. The world as we know it is almost wholly built up of sensations. The nature, quality, intensity, extent and duration of sensations are almost entirely dependent upon our brain and nerve-mechanism (i. e. subjective conditions). The world outside us, i. e., apart from as we perceive it, is nothing but a world of waves of energy of different lengths and frequencies. The two are as dissimilar from each other as any two things in the world can be. Our picture of the world is so different from the real objective world that it is wrong to consider the former as a mere copy of the latter. We shall quote a few relevant passages in this connection from a text book of Psychology. "The qualities of experience are basically the result of certain special and localized activities in the brains, different qualities would make up our experience." (Murphy: *A Briefer General*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Psychology, P. 117) "Any kind of stimulus that will get action from the visual centre of the occipital lobe will get visual action" (*Ibid*, p. 117). As the quality of a sensation depends on the specific energy of the brain and the nerves, so also the intensity of sensations depends on the number of the nervefibers excited by the stimulus and on the frequency of impulses passing along the nerve fibers. "What we call in psychology the intensity of sensation is due largely to the number of impulses passing along a fiber or team of fibers" (*Ibid*. p. 115). Further, "Our muscular adjustments impose a spatial character upon what we perceive with our eyes and our skin" (*Ibid*, p. 113). It may, again, be pointed out that with each sense datum at a particular time is blended some other which is of purely subjective origin and in no way an effect of the stimulus affecting our nerves at the time, such as experienced in hallucinations, dreams and hypnotic trance. The curious phenomenon of eidetic imagery is an indication that sense imagery can be completely created by the percipient. It seems, therefore, that we are, in a way, creators of all our sense-data. We further modify them in perception. Not only that we select, isolate and regroup them, but the perceptual synthesis also "seems to alter the characteristics of the sensory elements so that they are no longer the same things that they would be if they existed isolated from one another" (*Ibid*, p. 181). So Patrick rightly says, "We see things not as they are but as we are." The world of each of us is a private subjective experience having certain common points with those of others.

Recent investigations in abnormal and medical psychology throw a flood of light on the nature of the (empirical) self and on the nature of consciousness, with which Indian

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Philosophy is very much concerned. A great mass of evidence now tends to establish that the self (personality) is a complex organization (*skandha*) which can be weaker or stronger at times and which can be disorganized and shattered to pieces. Within the same body, more than one selves can function independently of each other, either simultaneously or alternately. In the same body there may occur a complete transformation of the self, either gradually or suddenly, to the extent of a complete loss of identity, as happens in a disease known as fugue.

Man's drives, motives, interests, feelings, emotions, memory, and thinking etc., which were formerly regarded as the attributes and activities of the soul in some Indian philosophical systems are now being accounted for in terms of glandular, nervous, or unconscious mental activities. Almost all conscious and subconscious activities of the mind are nowadays found to be so much correlated with and dependent upon the brain and the nervous system that it has rather become difficult to imagine how the former can exist or function without the latter. Continuity of the self after the death of the physical body and rebirth of the personal consciousness have, therefore, become well-nigh unthinkable on the evidence of modern psychology. Indian philosophy has to find some stronger evidence if it is to retain these two theories about the soul.

The remarkable discoveris of Mesmer, Janet, Prince, Freud, Adler, and Jung about the structure and function of the human mind have created a revolution in almost all departments of human thought. Indian philosophy can no longer afford to remain negligent. Philosophies, according to Freud,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

are nothing more than creative expressions of wish-fulfilment, "rationalizations of our wishes than products of our reason," mere escapes from the actual struggle and conflicts of life. All the higher values are explained by him in terms of the primitive instincts, unconscious, and repressed sex-urges. All that was formerly regarded as coming from above, i. e., from the super-conscious or super-mental strata of our being is now considered as springing up from the unconscious which is below the level of logic and reason. We have to correlate the Freudian point of view with the Indian, and there is plenty of place in the latter for the former. Our concept of the Kārana Sharīra (causal body) has very much in common with the Unconscious Mind of Freud. Freudian determinism and dynamic nature of mind can be very easily reconciled with the Samkhya and Vedanta conception of mind as *prakriti*, *avidyā*, *ajnāna* and *shakti*.

Recent psychological investigations have revealed some very startling facts about human intelligence, and the most important of them appears that the intelligence quotient of each individual is more or less a fixed quantity with which he is born and which can little be improved by individual effort or environmental changes. "There is", writes Garret, "considerable evidence in favour of the view that intelligence is inborn, inherited after much the same manner as physical characteristics." "Some people are better equipped mentally than others", (*Great Experiments in Psychology*, p. 24.) He further says, "If, as seems highly probable, intelligence is largely determined by native factors, it follows that the I. Q. (assuming it to be a fair measure of mental ability) should remain constant throughout life. Many recent studies have demonstrated that this is substantially true" (*Ibid* p. 28)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

This smells of fatalism and has a great bearing on the problem of 'effort versus destiny', which is quite a serious problem of Indian philosophy.

Recently there have been many attempts to approach the mystic or religious experience psychologically and Indian philosophy should be interested in these studies. Leuba, for example, has come to a very decisive conclusion that the mystic trance does not differ in its nature from any other kind of trances induced by drugs and other means. "The truth-kernel of religious ecstacy", writes Leuba, "is no other than the truth-kernel of narcotic intoxication and of ecstatic trance in general." (Leuba : *Psychology of Religious Mysticism* p. 309). Freud remarks about mystic visions in a similar way, "It is merely an illusion to expect anything from intuition or trance. They can give us nothing but particulars, which are difficult to interpret." (*The Future of an Illusion.* p. 35), The mystic experiences have been the greatest assets and sheet-anchors of Indian Philosophy. Their validity and implications have once more to be examined with the assistance of modern psychology which approaches them in an unbiased and unprejudiced manner. We cannot shut our eyes to its verdict, however perverse it may at first sight appear to be.

PSYCHICAL RESEARCH—No philosopher worth the name can now-a-days afford to neglect the astounding discoveries of modern Psychical Research, one of the youngest, yet the most important of all the sciences. Tyrrell in his excellent work, *Science and Psychic Phenomena*, has rightly said, "No one whose interest is in the large and important things of life, who wishes to know what manner of being he

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

is, what kind of world he lives in, how far the discoveries of science are to be accepted as final truth, where religion stands in the scheme of things and what reaction these other facts have on it, can afford to neglect psychical research" (p. xiii). "It is the only science which penetrates deep enough into human personality to shed a light on those urgent problems, which so for have oppressed and eluded us" (xii) "Psychical research lies at the meeting point of three great departments of human thought, Science, Philosophy, and Religion; and the matter it deals with has a vital interest for all the three" (p. xii). Most of the great contemporary thinkers of the West keep themselves in touch with it. It is very unfortunate indeed that we in India are very little acquainted with this great movement which has revolutionised the philosophical outlook of the West and is bringing it nearer to that of the East.

What then is Psychical Research and what are its important discoveries ? It was felt towards the close of the last century that there was a need of investigating scientifically some odd happenings of human life which were reported to be occurring now and then but which defied all scientific explanation in terms of physics, chemistry, biology and psychology. A Society of people trained in scientific method and interested in such facts was, therefore, formed in England in the year 1882 and was called the Society for Psychical Research. Some of the objects of the Society were: "An examination of the nature and extent of any influence which may be exerted by one mind upon another, apart from any generally recognized mode of perception; the study of hypnotism and forms of so called mesmeric trance......clairvoyance and other allied phenomena; a careful investigation of any

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

reports, resting on strong testimony, regarding apparitions at the moment of death or otherwise, or regarding disturbances in the houses reported to be haunted; an enquiry into various psychical phenomena called spiritualistic, with an attempt to discover their causes and general laws."

Ever since its inception, the Society has been doing splendid work in the strictest possible scientific manner and has its branches almost all over the world except India. A vast and valuable literature describing and discussing its discoveries has come into existence. These discoveries are many and startling, and have far greater bearing on philosophy than those of any other science. We have no time to give a detailed and exhaustive description of the achievements of Psychical Research. We shall here refer only to some of them and to those which have been established beyond any doubt and are admitted as facts by well-known scientists. We shall better quote some well-known authorities and workers in the field. Having worked vigorously and with strict scientific vigilance and strictness, Prof. Richet, a Professor of Physiology at the University of Paris, concluded, "Cryptesthesia, telekinesis, ectoplasm and premonition seem to me founded on granite; that is to say, on hundreds of exact observations and hundreds of rigorous experiments.. The thing is a certainty...... There is a faculty of cognition that differs radically from the usual sensorial faculties (Cryptesthesia). There are even in full day light, movements of objects without contact (Telekinesis). Hands, bodies and objects seem to take shape in their entirety from a cloud and take all the semblance of life (Ectoplasms). There occur premonitions that can be explained neither by chance nor perspicacity and are some-times verified in minute detail.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Such are my firm and scientific conclusions" (*Thirty Years of Psychical Research*, p. 599). Prof. William McDougall, the well-known psychologist and philosopher, wrote. "In my view the evidence for telepathy is very strong......... In my opinion there has been gathered a very weighty mass of evidence indicating that human personality does not always at death wholly cease to be a source of influence upon the living. I hold that a case has been made out for clairvoyance of such strength that further investigation is imperatively needed; and I would say the same of many of the alleged supernormal physical phenomena of mediumship". (*Religion and Science of Life*. p. 80) Prof. Hans Driesch, the famous biologist, who has also devoted his valuable time to Psychical Research, writes, "The study of psychical research is on the right path, and is being pursued in a most critical manner" (*Man and the Universe*, p. 93). "We have spontaneous telepathy as a quite certain fundamental phenomenon...... Quite certainly established, further, is thought reading...... To unprejudiced observation clairvoyance certainly appears at first sight to be present...... but perhaps it was nevertheless all due to telepathy. Psychometry is, *prima facie*, a fact. Prophecy is highly probable" (*Psychical Research*). Recent experiments at the Duke University, conducted by an able biologist Dr. Rhine, have established the faculty of "Extra Sensory Perception" beyond doubt. Dr. Rhine writes, "Extra Sensory Perception is an actual demonstrable occurrence" (J. B. Rhine : *Extra Sensory Perception* p. 222). "E. S. P. is not a sensory phenomenon". (*Ibid* p. 223) It is "fundamentally different from sensation" (J. B. Rhine : *New Frontiers of Mind*, p. 144). And "it seems to be a fairly dependable and persistent capacity, when it is given

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

proper conditions for its functioning". (*Extra Sensory Perception*, p. 220). Carrington, another great authority on Psychical Research, says, "There is a strong evidence tending to prove survival (*The Story of Psychic Science*, p. 324.) Such quotations can be indefinitely multiplied. They all convey to us a feeling that there is much more in life and the universe than all our well established sciences and philosophies know.

A serious attempt at comprehensively understanding life and the universe cannot, therefore, afford to neglect the facts discovered by Psychical Research. No philosophy which fails to explain and accommodate these facts is worth the name. The general western outlook on life, which is based on the conclusions of physics, chemistry, biology and psychology, finds it difficult to reconcile with these facts. As Tyrrell has nicely put it, "The scientific examination of psychical phenomena has created an extraordinary situation by introducing a body of well attested facts which will not cohere with the general body of existing knowledge" (*Science and Psychic Phenomena*, p. 152). Carrington, who has devoted his life to the study of these phenomena, also thinks, "If the physico-chemical or mechanistic view of life be true, it is obvious that psychic phenomena of any description cannot occur" (*The Story of Psychic Science*, p. 332) "Yet they do exist", "These facts have been established beyond question" (*Ibid*. p. 324). But all these staggering facts fit well in the Indian outlook on life, and are far less strange and astounding than the phenomena which a yogi is said to come across in his upward march of spiritual evolution. But the latter, unfortunately, are generally not investigated experimentally and, therefore, do not possess a scientific certainty

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

for those who have not experienced them. Yet here is a body of facts that have been scientifically established. Hence their great value and importance for philosophy. They not only corroborate and support many doctrines of Indian Philosophy, but also open new vistas of thought before it. Mere *a priori* arguments cannot build a sound philosophy. All *a priori* arguments can be set aside if facts go against them. Scientifically established facts are greatest assets of philosophy, and sciences are the eyes through which all philosophers should learn to see.

To revitalize Indian Philosophy it is thus necessary to bring it in contact with not only the four basic sciences mentioned above but also with such other sciences as anthropology, sociology, philology and astronomy. Indian philosophy will also benefit from a close comparative study of some schools of Contemporary Philosophy based on Modern Science such as Neo-Realism, Logical Positivism, Existentialism, and Semantics. Many of the old notions of Indian Philosophy have thus to be revised in the light of contemporary science and philosophy in order that they may not look obsolete.

On the other hand, there are certain ideas of Indian Philosophy which are of perennial interest, on which scientific investigations should be carried on by scientists in order to test their validity. Some of them are:

1. Yoga or practical methods of widening and perfecting human consciousness.

Indian philosophers have held that by certain moral, psychological, and spiritual discipline and training man can widen and deepen his consciousness and can attain perfection. There is a vast literature on various methods of Yoga, which

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

is supposed to be quite practical. In this age of experimental science, it is very necessary that all the methods of Yoga and their results should be tested properly, and the claims of Yoga, particularly with regard to the attainment of super-normal powers, be properly examined.

2. The four aspects of man, viz., waking, dream, dreamless sleep and *turya* (the fourth state of existence), which is generally called *Samādhi*.

Whereas western philosophy is based on the waking experience of man, Indian philosophy takes into consideration all the types of his experience in formulating the concept of Self and Mind. According to Indian philosophers no concept of human personality, of Self and Mind, can be complete, and therefore correct, without keeping in view all the aspects of human experience, namely, the waking, the dream, the deep sleep and the Samādhi. We have now a well-developed scientific technique to study objectively these experiences; and such a study can help us in understanding man properly.

3. A thorough-going correspondence of principles in man and nature—in *piṇda* (microcosm) and *Brahmāṇda* (macrocosm).

Man being a product of Nature, Indian philosophers have held that all the principles, aspects or qualities of nature must be found in man. Whatever exists in the macrocosm (*Brahmāṇda*) must be found in the microcosm (*Piṇda*). It is on account of this belief that Indian philosophers have tried to build a philosophy of the Cosmos on the basis of the understanding of man.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

4. The law of Karma.

The law of Karma is a law of cause and effect in the moral and social world. It ought to be objectively studied in social life, in history, and in individual lives in accordance with the scientific methods of observation.

5. The doctrine of Reincarnation.

The doctrine of reincarnation should be tested on the basis of modern psychology and psychical research. There are certain alleged cases of memories of previous births which should be investigated.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

The Goal of Human Life

JAINATH KAUL, M. Sc.

Before we try to discover the goal of human life — what it is and why — and how to reach it, the first question to be answered is : Is there a need to deal with this question at all ? An average person, possessing good health, interested in his professional activity which ensures a comfortable living, and having a loving devoted wife and happy healthy children has neither the time nor the inclination to bother about such abstruse matters. He is satisfied, because his immediate creature needs are met, and finds zest and pleasure in pursuits which bring him well-deserved recognition of his professional skill, a higher social status and greater material comforts. Dabbling in a purely philosophical enquiry like determining the goal of life is to him the luxury of the idle or the pastime of the frustrated — an issue of no practical value.

It is not one or two, but millions who react in this manner. This is because, in their mad and suicidal absorption in the fleeting interests and ephemeral excitements and pleasures of this world, they are in no mood to face the obvious question : what are the conditions which produce lasting satisfaction in life ? Can a healthy man be sure of a permanent freedom from a fatal and painful disease like cancer ? Can loss of professional skill through an accident, or separation from a deeply loved child through death, be avoided with certainty ? And above all, can any one rule

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

out the possibility of untold suffering in a crippling, dragging and miserably helpless condition in old age leading to a slow wasting away into death ?

None, for we live in uncertainty every moment of our life. Yet, how many there are who try to reflect over these and similar other everyday happenings. Very very few indeed! This is because of the powerful sway of the divine *māyā* which does not permit men's minds to be drawn towards such fundamental issues. Possibilities of losses of different types, they argue, are a part of the game of life, and there is no need to worry about old age and death because, after all, that is every one's unavoidable destiny, and moreover, one need not bother about it just now in the midst of health and plenty. In any case, since they are to take place in some dim distant future, it is foolish to allow oneself to be robbed of the joys of the present by recalling and making vivid the depressing thoughts of what would otherwise remain a forgotten vague gloomy future. This is the reasoning with which the human mind, working under the spell of His *māyā*, dismisses all earnest reflection over the serious business of human existence.

God is, however, great and, in his *lilā*, he also creates giants — the saints — in His own image, who refuse to act the ostrich which tries to dismiss the danger by burying its head in sand. Protected by His grace, which frees them from the clutches of His *māyā*, they have, from time to time, in different ages, boldly faced these questions, answered them completely and left behind their priceless experiences for the inspiration and guidance of all earnest seekers.

In this article, an attempt will be made to state the problem of life and discuss its different aspects in the light

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

of my understanding of the teachings of the great ones, particularly those of our own gracious Divine Mother, Shree Shree Ma Anandamayee, whose unbounded *kripā*, love and protection are the sole refuge of us whom She, in Her infinite mercy, has allowed the unique privilege of discovering themselves as Her own sons and daughters.

The Problem

Now, every one feels the basic urge to get joy out of life. Impelled by this irrepressible need, one resorts, according to one's understanding, to different ways by which joy may be had. The vast majority of people find joy in absorbing and interesting work, in amassing wealth, in having a life partner and chubby loving children. But, as stated above, these things do not produce permanent joy; somewhere, sometime, something does go wrong, and instead of continued joy, one finds oneself in the midst of untold misery. A man may be quite happy by himself. To get joy he gets married. For sometime things may go well, and then, suddenly, he may find one fine morning that his wife has become afflicted with an incurable disease and has to be bed-ridden for the rest of her life. Or, it may be his only son, who had been the source of great joy, but by his sudden and untimely death, the same son is now the cause of irremovable grief. Numerous instances of similar tragedies in life make a mockery of all human attempts to get joy out of life, and yet the seeking of joy continues to be the most dominant urge in each human being.

Again, another basic longing in every human heart is complete freedom from fear. People attempt furiously to avoid fear—fear of poverty, of ill health, of decrepit old

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

age, but no effort seems to lead to a state of permanent fearlessness. And yet, in the heart of hearts, each one of us longs un-interruptedly to be completely rid of fear for all time.

Since the aspiration for unceasing joy and fearlessness is basic to human nature, our intuition tells us that there must be a way by following which these fundamental needs, can be fulfilled. The problem, then, is to find that way which will lead to the attainment of a permanent state of joy and fearlessness — the innate hunger of human spirit.

The Way

Before we try to find the way, we must first attempt to explain why there exists this great contradiction in human affairs, namely that while there is this inherent crying need for lasting satisfaction, all normal attempts at fulfilment only act as palliatives, and never succeed in achieving the goal. From the ordinary experiences of our daily life, we can safely presume that the cause of this grand failure must lie in our ignoring some very important fact of human life. And it is here, when our intellect fails to find the clue, that the really great and revered personalities of all time like Krishna, Buddha, Mahavira, Christ, Mohammad, Shankar, Jallaluddin Rumi, Nanak, Ramakrishna, Ramana and Aurobindo of the past and our own Mother in the present, come to our rescue. They tell us that you cannot achieve freedom from fear and misery without taking into full consideration the fact that man is essentially not just mind and body, but an immortal spirit manifested through a temporary body-mind tenement. And the hunger of which you talk is the hunger of the spirit which can be satisfied

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

only by a complete actual first-hand living realization of this essential nature of human existence. The basic attributes of the human spirit, known as *Ātman* in our scriptures, are *Ānanda* (unbounded joy) and infinite intelligent existence, in which there is no room for fear or any other negative source of disturbance. Realization of the *Ātman*, then, automatically means a life of fulfilment, and is, therefore, obviously the only goal of human life.

The Goal Defined

To get a clearer picture of this central fact of the universe in which we live, we will have to recall the main teachings of the great realized souls. First of all they tell us that there is, in fact, only one undivided, infinite, imperishable, stable, effulgent, unseen, intelligent consciousness, and nothing else. As Shri Krishna says in the Gita:

मत्तः परतरं नान्यत्किंचिदस्ति धनंजय ।
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥

"O' Dhananjaya, there is nothing, not even the least bit, other than me; this whole universe is threaded by me as in a string of pearls."

Again, a little later in the same chapter, Shri Krishna re-emphasizes the same fact differently when He says:

बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते ।
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥

"In what is to be his last birth, which comes at the end of a round of several births, the illumined soul worships me, realizing that Vasudeva (Shri Krishna) is everything—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

that there is nothing else except Him — but such a *mahātmā* is rare indeed."

In another great language, Rumi, the celebrated mystic saint-poet of Iran, at another period of history, puts the same experience in his own characteristic style of question and answer as follows :

मन कुजा ? ओ तू कुजा ? आलम कुजा ?
हस्त यक नूरे मुनज़्ज़ा ऐ फ़ुता।

من کجا؟ او تو کجا؟ عالم کجا؟
هست یک نور منزہ اے فتا

"Where am I, where you, where this world ? There is only one shining light O' fool." Our own Mother says the same truth in Her direct simple way as follows:

एक के सिवाए दूसरा है ही नहीं

'There is nothing else besides the ONE'. Numerous other quotations can be cited from the utterances of topmost saints who have found confirmation of this truth by personal experience. The evidence is so overwhelming that no earnest seeker is left in any doubt about the correctness of the universal assertion of those most competent to speak on the subject.

The Dilemma

Accepting that this is so, the question naturally arises that if the ultimate Reality, the only real existence lies in the unseen region, then what is it that we see, hear or otherwise perceive by our senses and apprehend by our mind. There is the solid fact of the world of multitudinous forms

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

and colours — moving as well as static — which no amount of denial by any one, howsoever great, can demolish. We cannot doubt the existence of what is before us, what we are actually experiencing, and accept a statement, which, on the face of it, is not in line with our own direct knowledge. The dilemma we find ourselves in is on the one hand the confident unambiguous declaration of every fully-realized mystic that nothing else exists besides the one un-manifested Reality, and on the other our own everyday actual observation of the clear existence of the manifested multiplicity.

The dilemma can obviously be resolved only if we have the necessary humility to accept the fact that since we do not possess the transcendental experience of illumined souls, we had better put the question to them and decide what to do on hearing their answer. Now, the scriptures as well as the realized saints tell us that what you experience at your level of existence is not the true picture. You, in your present state of development, are an incompetent observer, because your observation is not direct, but through the instruments of the senses and the mind. Just as a man finds the panorama in front of him having the colour of the glasses he is wearing, because his observation is not direct, similarly, the observer, perceiving the outer world through the screen of his senses and mind, and functioning in the context of space, time and causation, is not capable of seeing things as they actually are, and sees an altogether distorted picture, because his observation is not direct.

Now, if this explanation is considered plausible and even satisfactory, it does not help because we cannot get

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

out of what we are, or at least what we feel we are. Our mind and senses are not like spectacles and clothes which we may put on or put off at will. They are an integral part of us — at least that is our actual daily experience. Our first need, therefore, is to be completely convinced that we are, in fact, a separate entity, and our body, senses and mind are actually the instruments through which we get the coloured version of the Ultimate Reality.

The Three States

To understand that this is the truth, the sages ask us to remember that we have three distinct states of known existence, namely the waking, the dream and the dreamless sleep, and it is only when we are awake that we see the phenomenal world. When we are in the dream state, the world ceases, so far as we are concerned, to be the world as we experience it in the waking state. On the other hand, we find that in our dream there is not only an altogether different objective world that has been created, but also a new subject who experiences the dreamy world, and disappears along with it when we return to the waking state.

Now, when we are in the dream state, we are at least not without a world of objects, however fantastic and unreal they may be. But when we glide into the dreamless sleep, even this false temporary phantom of our own creation vanishes, because of the total silencing of the mind's creative functioning. Since we do not know the nature of the mind, we cannot say whether the mind has any separate real existence. It can well be that it has none, and the dreamless state is more representative of the real state of affairs, and that the mind is only a function of the waking and dream states;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

In any case, what we are immediately concerned with is the location of the individual as separate from his equipment of body, senses and the mind. And we find from our experience of the three states of our existence that though our surroundings and the equipment undergo significant modifications, there is one thing which is ever present and remains unchanged throughout, regardless of the state in which we may be at any particular moment. And that entity can best be expressed by the words "I AM". It is easy enough to feel the existence of this essence of our personality in the waking state. All our experience is possible because there is this witness which notes all our experiences whether they are perceptions of the external phenomenon through our senses — the eyes, ears, nose, tongue and the sense of touch —, or the working of apprehending, imagining mind and the determinative faculty of the intellect.

In the dream state also, this permanent kernel of our being is present amid the false dreamer and the insubstantial vanishing manifestation, for it is this witness and not the dreamer, who actually dreamt the dream and disappeared with the dream, that describes what had happened during that interesting but short interval when the creations of our mind — the dreamy actor and his universe of no existence — had made a furore out of nothing.

An unmistakable evidence of the existence of the fundamental substratum of human beings is further provided by the unique experience we go through during dreamless sleep. In this marvellous condition, we face a strange phenomenon. For hours together, we find that there is nothing: no actor, substantial or insubstantial, and no phenomenal world — neither solid and objective, nor flimsy and subjective.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

The senses seem to have ceased functioning and the mind
its apprehending activity and creative operations. But, is
there really nothing at that time ? Is no one really present
then ? If it were so, who would report on waking that there
was nothing present during that interval and also report
the unforgettable experience of the most delightful and re-
freshing sleep. No, the witness was not absent. It was
there all the time. There is no doubt about it, for, suppos-
ing you were present in a lonely spot on a highway at dead
of night and found not a soul there, would it be correct for
you to report that at that particular moment no one was
there. If no one was present, how could this fact that there
was not a soul there be known. For this report to be made,
it is obvious that the reporter should at least be present.
We thus see that throughout the twentyfour hours of our
daily life, there is an unbroken continuity of the heart of our
existence which has been pithily denoted by 'I AM'.

(To be continued)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Brief Notes

We regret that due to unavoidable reasons the regular feature of this magazine "*Mātri Līlā*" could not be included in this issue. Short details about Mataji's programme between the period April to July are, however, given below.

* * * * *

It was already mentioned in our last issue that Mataji left Calcutta on 31st March and after halting in Varanasi and Rae Bareilly she alighted at Dehradun in the morning of 4th April. The 25th *Sannyāsa Utsava* of Swami Muktananda Giri Maharaj (Didima) was celebrated on 13th April in the Kishenpur Ashram. From April 15 to 22 a *Bhāgavata Saptāha* was held in our Sadhan Ashram at Jakhan at the special request of Sri Rup Chand Sood.

After a stay of about three weeks Mataji left Dehradun on the 24th evening reaching Almora on the 26th morning from Haldwani by car. She had last visited the hill-town of Almora almost exactly ten years before. In 1954 the 58th Birthday anniversary of Mataji was celebrated in our Ashram at Patal Devi, which is situated at a distance of about 2½ miles from the Almora town. This year again the 68th Birthday anniversary was celebrated with much fervour from 2nd to 30th April. A number of well-known *Mahātmās* and more than two hundred devotees from different parts of the country attended the function.

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

On the 3rd early morning Mataji left with a very small party for our new Ashram at Dhaulchina where she stayed for two nights. The trip to Dhaulchina in a motor bus was a sort of adventure for all, the road being extremely dangerous at certain places. Mataji also had to cover small distances on foot whenever the bus failed to proceed further.

The Ashram land at Dhaulchina measuring about ten acres was taken on lease from the Forest Department in the year 1956. Later on through the initiative of Sri Hari Ram Joshi, a very sincere and old devotee of Mataji, three small *Kutiās* were built on that land for the benefit of *Sādhakas*. This was in fact Mataji's first visit to the Ashram. It must be said that the Ashram is situated in very beautiful surroundings, just on the top of the hill from where an exquisite view of the snow-capped Himalayan peaks is available. The place is the most ideal one for *Sādhanā*. There can be no doubt about it. Sri Vijaiananda, the French *Sādhu*, has been practising *Sādhana* in the Ashram there since a pretty long time.

After a stay of two nights at Dhaulchina Mataji resumed the journey back to Patal Devi Ashram. On her way she halted for one night at Khali, near Binsar, at the special invitation from Sri Navanit Lal Parikh, a devotee from Gujarat. The large estate at Khali, situated in excellent surroundings, previously belonged to Late Ranjit Pandit, the brother-in-law of Pandit Jawaharlal Nehru. Pandit Nehru also had visited the place quite a number of times. Mataji stayed there in a new wooden cottage, which had been specially built for her stay.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

On the 6th noon Mataji returned to our Ashram at Patal Devi and stayed there without any break till 30th June.

She left Almora on the 1st by car for Nainital where she went at the repeated requests from Raja Saheb Pratap Singh of Kuchaman (Rajasthan). She stayed there for two nights, motored to Bareilly on the 3rd and took the night train to Dehradun.

Mataji has been staying in her Dehradun Ashram till these notes go to Press. There were a series of functions in the Dehradun Ashram during this period. On the 10th morning an extension of the Kishenpur Ashram building, meant exclusively for the Ashram girls, was formally inaugurated in Mataji's presence. Then again on the 11th two newly-built *Kutiās* inside the Kalyan Van Ashram compound for Mrs G. Ammeraal, a Dutch devotee, and Brahmacharini Atmananda were ceremoniously inaugurated. Another *Bhāgavata Saptāha* was also specially arranged in our Kishenpur Ashram by Sri Gopal Swarup Pathak, the renowned Advocate from Allahabad, from April 11 to 18. Swami Vishnu Ashramji of Sukhtal expounded the *Bhāgavata* in a very lucid manner both in the morning and the evening, while Pandit Agnishwattaji (Batuda) did the original reciting. The whole family af Sri Pathak attended the function.

A new temple of Rama-Sita has been recently constructed in our Kalyan Van Ashram where the installation ceremony was performed on the 15th morning in Mataji's presence.

* * * * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

It is expected that Mataji may continue to stay in Dehradun for some time more even after *Guru Purnimā* which falls on 24th July. If there is no sudden change in the programmes then the next *Durgā Pujā* festival is proposed to be celebrated in our Vrindaban Ashram from 12th to 16th October and also the *Samyam Saptāha Mahāvrat* in the same Ashram from roughly about 12th to 18th November, 1964.

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

AN APPEAL

Shree Shree Anandamayee Sangha proposes to set up as early as possible a well-equipped class I charitable hospital in Varanasi worthy to be associated with the name of Mataji. With that end in view we have been making serious efforts to acquire through the help of the Government the vacant plots of land almost adjoining the existing building of the Anandamayee Karuna Charitable Dispensary. A sum of about Rs. 53,000/- has already been paid to the Government as the estimated cost of land.

It is needless to say that hundreds of poor and ailing people of this city have been very eagerly looking forward to the establishment of the proposed hospital under the auspices of the Sangha. Their needs are most pressing and the conditions of most of the existing hospitals in Varanasi are far from satisfactory.

A sub-committee consisting of some top physicians and Surgeons was set up sometime ago to formulate a comprehensive scheme of the proposed hospital, which is almost complete. The hospital will have in the beginning two out-door dispensaries, Allopathic and Homœopathic, along with the Surgical, E. N. T., Orthopedic, X-Ray and a few other departments. There will be also an in-patients department with about 50 beds reserved mostly for poor and ailing children, irrespective of caste and creed.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

We fervently appeal to all generous people to lend their unstinted financial help to enable us to complete this noble work. It is expected that the approximate cost of building the double-storied hospital will be about Rs. 3,00,000/-

Anyone is welcome to donate a sum of Rs. 10,000/- for one bed in the proposed hospital in the memory of a departed soul. All donations amounting to Rs. 1000/- or above will be specially mentioned on a marble-plaque in the hospital.

Contributions in cash or cheque may kindly be sent as early as possible to: The General Secretary, Shree Anandamayee Sangha, Bhadaini Varanasi, U. P.

Special Note: All donations to the hospital will be exempt from Income-Tax under section 88 of the I. T. Act, 1961.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

URGENT NOTICE

All the subscribers of "Ananda Varta" are requested to note that as a result of constant rise in the cost of paper, block making and printing charges, as well as in the postal rates, we were constrained to enhance our rates of subscription from the beginning of Volume XII (May, 1964 issue)

Inspite of difficulties in procuring good quality of papers at reasonable rates, it has been our constant endeavour to maintain, even at a loss, the existing size and quality of the magazine. We, therefore, sincerely hope that our generous subscribers will not at all mind the nominal increase in its price.

Necessary adjustments in the Subscription Ledgers will be shortly made by us. Inland subscribers, who have already paid their subscriptions in advance, are requested to remit Re. 1/- extra at their earliest convenience.

K. Bose
Managing Editor,
"ANANDA VARTA"

July 31, 1964.

Revised Rates of Annual Subscription :

Inland —Rs. 6·00 (Postage free).
Foreign —Rs. 7.50 or £. 0–15–0 or $. 2.00.
Air Mail —Rs. 17.50 or £. 1–10–0 or $. 4,50.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দময়ী মা

লেখক—"গঙ্গাসমীরণ"

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের ভূমিকাসহ এই পুস্তকখানি দুই খণ্ডে বিভক্ত।

প্রথম খণ্ডে ডায়ারী আকারে বিচিত্র মাতৃপ্রসঙ্গ, গঙ্গা-সমীরণের মাতৃদর্শনের অনবদ্য কাহিনী, মহাত্মা 'ভাইজীর' অলৌকিক জ্ঞানোন্মেষ, বৈরাগ্য ও শ্রীশ্রীমায়ের স্বমুখের জীবন-পাবন নানা কথা লইয়া লেখক অতি মনোরম ভাবে এক অপূর্ব্ব মালা গাঁথিয়াছেন যাহার তুলনা হয়না।

দ্বিতীয় খণ্ডে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীবিভূপদ কীর্ত্তি দ্বারা রূপায়িত শ্রীশ্রীমায়ের লৌকিক লীলার কয়েকটি লহর। তাহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে মায়ের চিরন্তনী বিশ্বজননীর স্নেহঘন মূর্ত্তি।

শ্রীশ্রীমার দুইখানি চিত্রসহ উত্তম কাগজে মুদ্রিত পুস্তকখানির মূল্য মাত্র আড়াই টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা একশত নব্বই।

প্রকাশক:—

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী সংঘ, বারাণসী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Registered with the Registrar of Newspapers for India under No. RN 4727/67

SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA
LIST OF PUBLICATIONS

Hindi

Mātri Darshan—"Bhaiji"	2-50
Sad Vāni "	1-00
Sri Sri Ma Anandamayi—Gurupriya Devi	
Vol. I, III, V and VI	each 2-00
Vol. II and IV	" 3-00
Ma Anandamayi—Dr Pannalal	2-50
Ma Anandamayi Upadeshamrita Sangraha	(Out of print)
Akhanda Mahāyajña—Gurupriya Devi	2-50
Kirtan Rasa Swarūpa	6-00
Sankirtan, Stav, Aratī	0-50

Bengali

Mātri Darshan—"Bhaiji"	2-00
Sad Vāni "	1-00
Mātri Vāni	0-75
Sri Sri Ma Anandamayi—Gurupriya Devi	
Vol. I–IX	each 2-00
Vol. X, XI	each 2-50
Ma Anandamayi Upadeshamrita Sangraha	1-50
Akhanda Mahāyajña " "	2-50
Kirtan Rasa Swarūpa	6 00
Suno Bali Maer Kotha—Sailesh Brahmachari	1 25
Mātri Lila Sankirtan	0-31
Anandamayi Ma—Ganga Samiran	2.50
Namavali— "	0.50

Gujarati

Mātri Darshan—"Bhaiji"	1-50
Ma Anandamayee Ke Sannidhyame, Part I & II—Br. Kantibhai	2-00
Amrit Vani —Br. Dattatreyanand	2-00

English

Mother As Revealed to Me—"Bhaiji"	4.00
Mother As Seen by Devotees (A Symposium)	3-00
Mātri Vāni (Sayings)	1-50 Special edition 2-50
Words of Sri Anandamayi Ma	3-00 Special edition 5-00

Photos etc.

Album of Mother's pictures	1-50
Photos—various sizes ranging from	0-37 to 15-00
Lockets	1-25

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Ananda Varta

BENGALI & ENGLISH

LIBRARY
No..............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

श्रीश्री आनन्दमयी संघ
ॐ मा
मातृ शरणं

Vol. XII November, 1964 No. 3

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সদ্য প্রকাশিত হইল—

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

দ্বাদশ ভাগ

[অক্টোবর, ১৯৫৪ – ডিসেম্বর, ১৯৫৫]

লেখিকা : ব্রহ্মচারিণী গুরুপ্রিয়া

শ্রীশ্রীমার দিব্য জীবনের অন্তর্গত কয়েকমাসের ঘটনাবলী লইয়াই এই ভাগের রচনা। বহুবিধ সূক্ষ্ম দর্শনের কথা, নানা অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ, শ্রীমুখ নিঃসৃত অমূল্য উপদেশাবলীর সমষ্টি এবং ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীমার অখণ্ড ভ্রমণ লীলার মধুর কাহিনী এই ভাগে স্থান পাইয়াছে।

পুস্তকের মুদ্রণ, বাঁধাই ও চিত্রাদির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে।

মূল্য—৩'০০

প্রকাশক :—

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী সংঘ, বারাণসী।

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Ānanda Vārtā

A quarterly journal dealing mainly with the divine life and teaching of Shree Shree Ma Anandamayee and with other religio-philosophical topics

*

BOARD OF EDITORS

Mahamahopadhyaya Sri Gopinath Kaviraj, M. A., D. Litt.
Kumari Lalita Pathak, M. A.
Kumari Padma Misra, M. A., Acharya.
Kumari Bithika Mukerji, M. A., D. Phil.
Brahmacharini Atmananda.
Sri Sailesh Brahmachari.
Sri Amulya Kumar Dutta Gupta, M. A., B. L.
Sri K. Bose—*Managing Editor*.

*

Annual subscription (postage free) India—Rs. 6/- only
Foreign—(By Sea Mail) Rs 7·50 or 15 shillings or $ 2·00
" (By Air-mail)—Rs. 17·50 or £ 1-10-0 or $ 4·50.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ĀNANDA VĀRTĀ

GENERAL RULES

1. (The magazine is published in three separate editions—1) Hindi-English (2) Bengali-English (3) English—in the first weeks of May, August, November and February. The year begins from May.

2. Subscriptions are always payable in advance. Foreign subscriptions may be sent either by International Money orders or Postal orders.

3. Subscriptions to be sent to :—

The General Secretary, Shree Shree Anandamayee Sangha, Bhadaini, Varanasi, (U. P.)

4. All correspondence regarding 'Ananda Varta' should mention without fail the subscription number and be addressed to :—

The Managing Editor, "Ananda Varta", Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhadaini, Varanasi, (U. P.)

5. Complaints about non-receipt of the magazine should be sent *by the third week of the month of publication.*

6. Any change of address should be intimated to the Managing Editor at the earliest possible opportunity.

7. Subscribers are requested not to dishonour any issue of the magazine sent by V. P. P., as this entails a loss to the Ashram fund. They may kindly inform us *beforehand* if they desire to discontinue subscribing to the magazine.

Published by Shri K. Bose, for
Shree Shree Anandamayee Sangha, Varanasi.
Printed at the Indian Press (Pte.) Ltd, Varanasi-Branch VARANASI.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CONTENTS

Bengali Section

1. মাতৃবাণী 95
2. ডায়েরীর কয়েক পৃষ্ঠা—গুরুপ্রিয়া দেবী 97
3. উৎসব দিনে—শ্রীশৈলেশ ব্রহ্মচারী 107
4. মোদীনগরে মাতৃলীলা—স্বামী শিবানন্দ 108
5. বেদান্তের কথা—স্বামী নারায়ণানন্দ তীর্থ 115
6. আনন্দম্—বিভূপদ কীর্ত্তি 122
7. ছিন্ন দল—ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র দত্ত 123
8. শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ—শ্রীঅমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত, এম-এ, বি-এল 130

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CONTENTS

English Section.

1. Matri Vani 105
2. Pages from my Diary—Gurupriya Devi 108
3. The Goal of Human Life—
   Jainath Kaul, M. Sc. 116
4. Is Life Worth While ?—Mark Halpern 124
5. The Name is God—Swami Ramdas 126
6. Space and Time—D. S. Mahalanobis 129
7. Old Diary Leaves—Atmananda 139
8. Matri Lila 149

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

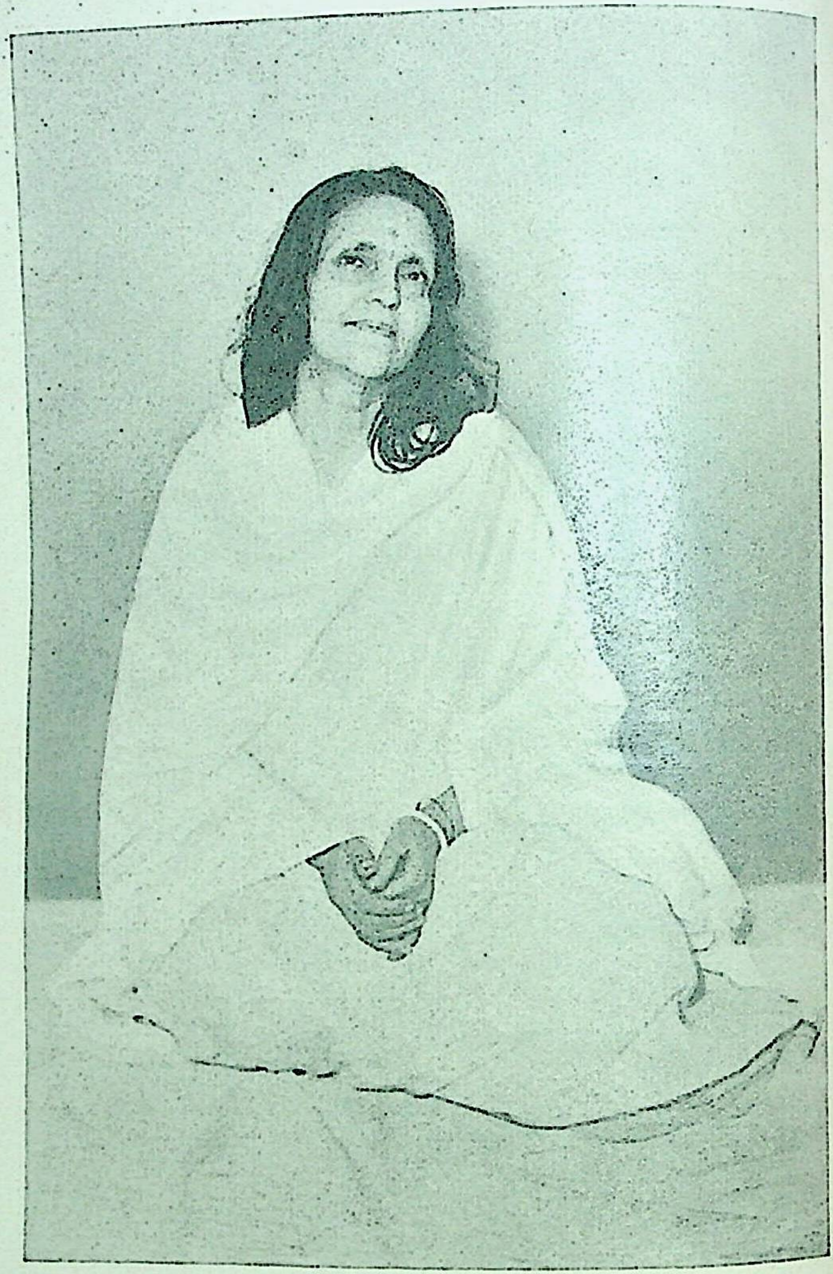

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS.

Ānanda Vārtā

"অমর আত্মা—অমর-পন্থী স্বয়ম্—আপনাতে আপনি।"

VOL. XII] NOVEMBER, 1964 [NO. 3

—ঃ মাতৃবাণী ঃ—

মহানপথের যাত্রীদের দ্রুতগতিতে লক্ষ্য পথে চলা।

* * * *

ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায়ই সবকিছু। সকলে সেই মহান ইচ্ছার সঙ্গী হয়ে নিজকে পাওয়ার দিক নেওয়া ভগবানের কৃপা প্রার্থনা সকলেরই করণীয়।

* * * *

যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই আছেন সর্ব্বাবস্থায়। কর্ম্মও তিনিই, করানও তিনি, করেনও তিনিই। এই বোধের জন্য যোগী ঋষিদের যোগতপস্যাদি। নামরূপে মন্ত্ররূপে স্বয়ং তিনিই। সর্ব্বক্ষণ তাঁহার সঙ্গ ও স্মরণ করণীয়।

* * * *

তোমরা সকলে সর্ব্বদাই ভাল ছিলে। নূতন করিয়া ভাল হও নাই। ভিতরে ভাল না থাকিলে ভালর প্রকাশ হয়না।

* * * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার ইচ্ছার সঙ্গে নিজের নিজের ইচ্ছা মিলাবার চেষ্টাই মানুষের কর্ত্তব্য। সমগ্র কর্ম্মে তাঁহার উপর নির্ভর রাখতে হয়। কর্ম্মের সুকৌশলতা—সব দিকটা তিনি-তাঁহার—এ ভাবে সম্পূর্ণ করার চেষ্টা।

* * * *

যাঁহার সৃষ্টি তিনিই সব দিকে। তাঁহার উপরে সব বিষয়ে নির্ভর রাখা।

* * * *

শরীর ধারণ জাগতিক সুখ দুঃখ ভোগের জন্য। যাহার সুবুদ্ধি জাগরিত দুঃখ সুখের অতীতে যাওয়ার জন্য একমাত্র তাঁহারই শরণ নেওয়া।

* * * *

সেই মহাশক্তিই সর্ব্ব ঘটে মঠে পটে—স্বয়ং তিনিই। কেবল তাঁহাকেই ডাকা। সন্তানের আকুল ক্রন্দনে মহাশক্তি মহামায়ার আসন টলে। যেমন তিনি কঠিন আঘাত করেন। আবার তিনিই বুকে জড়াইয়া শান্ত করেন।

* * * *

সত্যানুসন্ধান সত্যাশ্রয় হওয়ার জন্য সব সময় ব্রতী থাকা কর্ত্তব্য। তাঁহার কৃপা সব সময় বর্ষিত হচ্ছে।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

ডায়েরীর কয়েক পৃষ্ঠা

গুরুপ্রিয়া দেবী

৩রা নভেম্বর, ১৯৬

শ্রীযুক্ত যুগল কিশোর বিরলাজীর একান্ত অনুরোধে এবার পিলানীতে সংযম সপ্তাহ মহাব্রতের অনুষ্ঠান হইবে। আগামী ৫ই হইতে সপ্তাহ আরম্ভ। মা আজ দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পরই পিলানী রওনা হইলেন।

ষ্টেশনের পথে মা হাসপাতালে ভবানীর বাবাকে দেখিয়া গেলেন। নরেশ-দাদা দুরারোগ্য ক্যান্‌সার রোগে দীর্ঘদিন যাবৎ ভুগিতেছেন। কথা বন্ধ—ইসারায় মার সঙ্গে কথা বলিলেন। ভদ্রলোক বিশেষ ভক্তলোক। তাঁহার এই অসহনীয় কষ্ট আর দেখা যায় না।

বিকাল তিনটার গাড়ীতে মা রওনা হইয়া দুইঘণ্টার মধ্যেই রেওয়ারী ষ্টেশনে পৌঁছিলেন। সেখান হইতে গাড়ী বদল করিয়া লোহারু যাইতে হইবে। মাকে প্রায় দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হইবে সেইজন্য রেলের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী মার বগি একটি পৃথক ইঞ্জিন দ্বারা প্ল্যাটফর্ম্মে আনাইয়া মাকে গাড়ীতেই বসাইলেন। প্রায় সাড়ে ছয়টায় গাড়ী ছাড়িল। মা একটু কিছু খাইয়া শুইয়া শুইয়া পানুর সঙ্গে কথা বলিতে লাগিলেন। মার সঙ্গে দিদিমা, উদাস, বিমলা, বুনি ও পানু।

রাত্রি সাড়ে নয়টায় মা লোহারু ষ্টেশনে পৌঁছিলেন। বির্লাজীর বড় গাড়ী ও একটি বাস অপেক্ষা করিতেছিল। মোটরে মাকে পিলানী লইয়া আসা হইল। বিরলাজী স্বয়ং আসিয়া যে বাড়ীতে থাকেন সেখানেই মা ও মার সঙ্গীয় মেয়েদের থাকার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রকাণ্ড বাড়ী—খুবই সুন্দর। চারদিকে বাগিচা। নাম হইল—"বিশ্রাম-বাটিকা"।

রাত্রে মা শুইয়া আছেন। উদাস মাকে মালিশ করিতেছে। "একজনকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখা গেল। বেঁটে, বলিষ্ঠ, খচ্‌ড়া খচ্‌ড়া চুল, রুদ্রাক্ষের মালা গলায়, গায়ের রং কালর মধ্যে যেন লাল আভা, কপালে ভস্ম, পরনে পূজার কাপড়। সঙ্গে ছোট ছোট বাচ্চা আরও আছে। আর একজন লম্বা, রং ফরসা, পৈতা গলায়, বাবড়ী চুল, পিলা কাপড় পরা। জায়গাটা কিন্তু অন্য। বাগিচাও আছে। দেওয়ালের দিকে মুখ করে বসে একটি পাকা চুল মাথায় বুড়ী ফুল তুলছে।

আবার বলিতেছেন—"একজন মেয়েলোক চওড়া পাড় কাপড় পরা, সিন্দুর কপালে। এইরকম আরও তিনজনকে দেখা যাচ্ছে।" বলা বাহুল্য মা এসবই সূক্ষ্মে দেখিতেছেন।

৪ঠা নভেম্বর, ১৯৬২

আজ মা অনেক বেলা পর্য্যন্ত বিশ্রাম করিলেন।

।বকাল চারটার সময় মাকে স্থানীয় কলেজ, মিউসিয়ম, মন্দির প্রভৃতি দেখাইতে নিয়া যাওয়া হইল। সঙ্গে একটি বাস ভর্ত্তি করিয়া সঙ্গীয় সকলেই চলিল। মাকে প্রথমেই সরস্বতী মন্দিরে নিয়া গেল। অপূর্ব্ব সুন্দর শ্বেত পাথরের মন্দিরটি। সিঁড়ির দুই পাশে দুইটি বিরাট মূর্ত্তি—একটি যুগলকিশোর বিরলাজীর পিতার, অপরটি তাঁহার মাতার। তিনি এখনও জীবিতা আছেন। ভিতরে সরস্বতীর অদ্ভুত মূর্ত্তি। এরূপ সজীব ও সুন্দর মূর্ত্তি ভারতে আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। মন্দিরের বাহিরেও মাকে সব ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখান হইল। মন্দিরের উপরে দেব-দেবী, সাধু মহাত্মা, দেশ নেতাদের অসংখ্য মর্ম্মর মূর্ত্তি। দেখিয়া সকলেই বিশেষ মুগ্ধ হইল।

সরস্বতী মন্দিরের ঠিক সম্মুখে পার্কের অপর দিকে বিরলা কলেজ, লাইব্রেরী অডিটরিয়াম, মিউসিয়ম প্রভৃতি। মাকে এক এক করিয়া নিয়া যাওয়া হইল। কর্ত্তৃপক্ষের ইচ্ছা মার পদধুলি যেন সকল স্থানেই পড়ে। মিউসিয়মটি সত্যই দর্শনীয় বস্তু। শিল্প, কৃষি, খনিজ বিদ্যা এবং দেশের ঔদ্যোগিক উন্নতির এক একটি দিক পৃথক পৃথক ভাবে মডেল করিয়া বিদ্যুতের সাহায্যে তাহা ছেলেদের দেখান হয়। এইরূপটি আর আমরা পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। মাও দেখিয়া খুবই আনন্দ প্রকাশ করিতেছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নানা স্থান দেখিয়া মা সন্ধ্যার পর ফিরিয়া আসিলেন। একটু পরেই যেখানে আগামী কাল হইতে সপ্তাহ আরম্ভ সেখানে গেলেন। রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত সেখানে সৎসঙ্গ হইল।

৫ই নভেম্বর, ১৯৬২

আজ সকাল হইতে সংযম মহাব্রত আরম্ভ হইল। আজ সারাদিনের প্রায় সম্পূর্ণ প্রোগ্রামেই মা যোগদান করিলেন।

৭ই নভেম্বর, ১৯৬২

বিকালে মাকে ছেলে-মেয়েদের স্কুলে এবং গোশালায় লইয়া যাওয়া হইল। প্রথমে ছোট মেয়েদের স্কুলে মা গেলেন। প্রবেশ করা মাত্র মাকে মালা পরাইয়া দিয়া সকলে সমবেতভাবে একটি গান গাহিল। মাকেও একটু গাহিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলে মা রামনাম করিলেন। ছোট ছোট মেয়েরাও মার সঙ্গে সঙ্গে নাম করিল। তাহার পর মা ছোট ছোট বন্ধুদের যে পাঁচটি উপদেশ দেন তাহাও তাহাদের বলিলেন। পরে তাহাদের নিকট হইতে বিদায় নিয়া মা গোশালায় গেলেন। সেখানে বিশাল বাগিচা। ফল, সব্জী শুনিলাম প্রচুর পরিমাণে হয় এবং তাহা দিয়া স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েদের খাওয়ার ব্যবস্থা হইয়া যায়। পিলানী রাজস্থানের মরুভূমি অঞ্চলে অবস্থিত। কিন্তু ঐরূপ মরুভূমিকে যে কিভাবে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলায় পরিবর্ত্তিত করা যায় তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন এই পিলানী। গোশালায় বহু গরু। তাহার মধ্যে একটি গরু নাকি এক মণেরও উপর দুধ দেয়। ছাত্র-ছাত্রীদের সকলের দুধ নাকি এই গোশালা হইতে সরবরাহ করা হয়।

সেখান হইতে মাকে বিরলাজীর বাড়ীর সম্মুখ দিয়া ঘুরাইয়া লইয়া আসা হইল। বিশাল প্রাসাদ—নানা ভাবে সজ্জিত। শুনিলাম বিরলা পরিবারের সকলে আসিয়া এই বাড়ীতেই অবস্থান করেন। যুগল কিশোরজী মাকে আসিয়া প্রণাম করিলেন। মা আর নামিলেন না। বিশ্রাম বাটিকায় ফিরিয়া আসিলেন।

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১০ই নভেম্বর, ১৯ ২

আজ দুপুরে ত্রিপুরারীদাদা* আসিয়া পৌঁছিলেন। সংযম সপ্তাহের বাকী কয়েকটি দিনে তিনি যোগদান করিবার জন্য মায়ের আহ্বানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। মাকে দর্শন করিয়া আর যেন ছাড়িতে চান না। আনন্দে একেবারে আত্মহারা। মাকে গদ্‌গদ ভাবে বলিতেছেন—"তোমার কাছ থেকে যেতে ইচ্ছা হয় না। মনে হয় যতটুকু সময় আছি, তোমার কাছেই থাকি।" মায়ের কথায় পরে ত্রিপুরারী দাদাকে খাওয়া দাওয়ার জন্য নিয়া যাওয়া হইল।

বিকালে ঠিক পৌনে পাঁচটার সময় মাকে বিরলা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানকার ছাত্র এবং অধ্যাপকবৃন্দ মায়ের একটু কথা শুনিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। স্বামী চেতন গিরিজীকে প্রথমেই নিয়া গেলেন। কলেজের বিশাল অডিটরিয়ামে মার বসিবার ব্যবস্থা হইয়াছে দেখা গেল। ডায়াসের উপরে গিয়া মা বসিলেন। সকলে দাঁড়াইয়া মাকে সম্বর্ধনা জানাইলেন। মাও করজোড়ে অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর দিলেন। চেতন গিরিজী বক্তৃতা দিতেছেন। তাঁহার ভাষণ সমাপ্ত হইলে কলেজ কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে একজন দাঁড়াইয়া সকলকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—"অর্জ্জুন যেমন শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে নষ্টমোহ হইয়া পূর্ব্বস্মৃতি লাভ করিয়াছিলেন সেইরূপ আমরাও আজ এইসব মহাত্মাদের বিশেষতঃ শ্রীশ্রীমায়ের উপদেশ লাভে ধন্য হইব। আনন্দময়ী মা সকলের মা।"

মা'ত ভাষণ ইত্যাদি কখনও দেন না তাহা বোধ হয় তাঁহাদের জানা ছিল না। কলেজ কর্ত্তৃপক্ষের প্রথমেই উপস্থিত সকলকে তাহা বলিয়া দেওয়া উচিত ছিল। যাহাই হউক মা একটু সময় নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে সকলকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—"এই শরীরের একটিই কথা। হরি কথাই কথা, আর সব বৃথা ব্যথা। যেখানে রাম সেখানেই আরাম। যেখানে নেই রাম সেখানে ব্যারাম।" আবার বলিলেন—"ঘড়ি ঘণ্টা বাজাইলে যেমন শোনা যায়, যেমন বাজাইবে তেমনই শুনিবে।"

---

* কলিকাতার স্বনামধন্য অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারী চক্রবর্ত্তী, এম, এ, [illegible]সি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরে স্বামী চেতন গিরিজী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়কে কীর্ত্তন করিতে বলায় সে "সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ ব্রহ্ম" কিছু সময় গাহিল।

একজন মাকে প্রশ্ন করিলেন—"মানুষের ভয় ভাবনা কিসে যায়? কিসে মানুষের ভগবানে আস্থা, প্রেম উৎপন্ন হয়?"

মা জবাব দিলেন—"শ্রদ্ধা প্রেম ভগবান মানুষের মধ্যে দিয়াছেন তাই মানুষ এই সব কথা শুনিতে চায়। তিনিই আত্মস্বরূপ। নিজের মধ্যেই সব প্রকাশ। সমাধানের জন্য আপনার সন্ধান আপনি করা। বৃক্ষতলে বসিবার চেষ্টা কর। বৃক্ষতল মানে মহাপুরুষের সঙ্গ। স্বভাবে তাঁহারা বৃক্ষের মতন। বৃক্ষ যেমন ছায়া, আশ্রয়, ফল সব কিছুই দান করে। বৃক্ষ নিজেকে নিজেই দিয়া দেয়। মহান পুরুষের স্বভাবই এই প্রকার। লেন-দেন ততক্ষণ যতক্ষণ দৃষ্টিসৃষ্টি আছে। দেহ মানে দেও-দেও। অপ্রাপ্ত প্রাপ্তির ইচ্ছা কেন? জীবত বদ্ধ তাই তাহার প্রশ্ন—তাই তাহার অপ্রাপ্ত প্রাপ্তির ইচ্ছা। শ্রদ্ধায়ই এই পাওয়ার উপায়। তুমি যাহাই চাও না কেন, ভক্তি চাও, জ্ঞান চাও, আপনাকে পাইতে চাও। মহান ব্যক্তিদের সঙ্গ করিলে সত্য জ্ঞান আনন্দ স্বরূপের প্রাপ্তি। যেমন তেমন করিয়া বৃক্ষতলে বসিলে হাসি-ঠাট্টা-তামাসায়ও ভগবানকে পাওয়ার রাস্তা খুলিয়া যায়। নিজের মধ্যেই সব আছে। তাই শুনিতে চাও, তাই জিজ্ঞাসা কর—শ্রদ্ধা ভক্তি কিসে হয়?"

মা একটু থামিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—"সৎসঙ্গে থাকা। তাঁহার নাম ধ্যান ক্রিয়া যোগ যাহা ভাল লাগে, যে নামে যে-ভাবে ভগবানকে পাওয়ার চেষ্টা। সেই রাস্তায়ই তাঁহার প্রকাশ। তুমিত মহাযোগী, মহাসাধক। সাধকত্ব যোগীত্ব তোমাতেই মজুত। যাহা হইতে সব প্রকাশ সেখানে পৌছিলেই সব শান্তি পূর্ণ নির্ভর। রোগীর জন্য যেমন হাসপাতাল, রোগের ঔষধ পাওয়া যায়, সেইরূপ মহাবৃক্ষের তলায় বসিলে শ্রদ্ধা ভক্তি লাভ হয়। রোগী যেমন ঔষধ নিয়া বাড়ীতেও যাইতে পারে। সেইরূপ সাধন ঘরে বসিয়াই চলিতে পারে।"

মার উত্তর তখনও সম্পূর্ণ হয় নাই ইতিমধ্যে একজন প্রশ্ন করিলেন—"ভজনের দ্বারা প্রারব্ধ ক্ষয় হয় কিনা?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামী চেতন গিরিজী—"ভজনে প্রারব্ধ অবশ্যই নরম হয়।"

মা—"কখন কি ভাবে কি হয় বলা যায় না। যাহা গুরু বলেন তাহাই ঠিক।"

সভায় অল্প বয়সের ছেলেমেয়েরাও ছিল। মার দৃষ্টি তাহাদের উপর গিয়া পড়িল। মা তাহাদের উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন—"বাচ্চারা সব আমার দোস্ত্। সকালে উঠেই প্রার্থনা করো, হে ভগবান আমাকে ভাল ছেলে. ভাল মেয়ে বানাও যাহাতে আমার শরীর তোমার সেবায় লাগে। ভগবানের নাম নেওয়া প্রণাম করা। সত্য কথা বলা, বড়দের কথা পালন করা এবং লেখাপড়া ভাল মত করা। আর সবশেষে খুব খেলাধুলা করা। দোস্ত্ দোস্তের কাছেই জিনিষ রাখে। এই শরীরটা বড়, কিন্তু ছোট ছোট সব বন্ধুদের জন্যই এই এক কথা।"

মা প্রায় এক ঘণ্টা সভায় ছিলেন। পরে স্বামী চেতন গিরিজী সহ মাও উঠিলেন। দণ্ডায়মান সব ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মালাগুলি বিলাইয়া দিয়া মা গাড়ীতে উঠিলেন।

১২ই নভেম্বর, ১৯৬২

গতকাল সংযম সপ্তাহ বেশ ভাল মত সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আজ যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দেওয়া হইবে। বিশ্রাম বাটিকার উঠানেই যজ্ঞের আয়োজন হইয়াছে। মা অনেকক্ষণ সেখানে বসিলেন। মার কাছে কেহ রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের ছবি এবং গীতা আনিয়া দিয়াছেন। মা তাহা মহানন্দে সকলের মধ্যে বিলাইতেছেন।

আজ খাওয়া দাওয়ার পর সকলেই প্রায় বিদায় গ্রহণ করিলেন। তিনটি বাস রিজার্ভ করা হইয়াছে—দিল্লীর জন্য। সেখান হইতে সকলে আপন আপন গন্তব্য স্থলে যাত্রা করিবেন। মা ও অল্প কয়েকজন রহিয়া গেলেন। রাত্রের গাড়ীতে রওনা হইবার কথা।

১৩ই নভেম্বর, ১৯৬২

আজ খুব ভোরে মা পিলানী হইতে দিল্লী আশ্রমে আসিয়া পৌছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গতকাল রাত্রে প্রায় ৬০ জনের উপর বাসে করিয়া আশ্রমে আসিয়া উঠিয়াছেন। আশ্রমে তাই আর তিলার্দ্ধ স্থান নাই।

মার সহিত কথায় কথায় পণ্ডিত নেহরুর কথা উঠিল। চীনের সহিত সামরিক সংগ্রামে দেশ এক অতি কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছে। পণ্ডিতজীর উপর আজ অতি গুরুদায়িত্বের বোঝা। ভারতের সামরিক প্রস্তুতির অভাবের জন্য দেশের অনেকেই তাঁহাকে দোষারোপ করে শুনিতে পাই। মার নিকটেও এই জাতীয় আলোচনা আজকাল মাঝে মাঝেই কেহ কেহ করিয়া থাকেন। কিন্তু মা প্রায়ই বলেন—"দেখ, এ দিকটাও কত বড়! অন্তরে বাইরে বন্ধুত্বের উপর বিশ্বাস রেখেছিল। বিশ্বাসঘাতকের কাজ'ত অন্যে করল। এও একটা আদর্শের দিক।"

মার হঠাৎ খেয়াল হইল পণ্ডিতজীর সঙ্গে একবার দেখা হয়। মা বলিলেন—"পিতাজীত এই শরীরটার কাছে আসেই। এক ঘরেরইত সব। সেখানে আর খবরাখবরের কি আছে? এই শরীরেরত যখন যেখানে খেয়াল হয় যায়-ই।"

আগামী কাল খুব ভোরে যাওয়ার কথা হইল। অন্যান্য সকলের নিকট ইহা আর প্রকাশ করা হইল না। যোগীভাইও পিলানী হইতে এখানে আসিয়াছেন। তাঁহার সহিত একান্তে মা এই বিষয়ে কথা বলিলেন। তিনি শুনিয়াই বলিলেন—"আগামী কাল পণ্ডিতজীর জন্মদিনও। মার আশীর্ব্বাদ পাইবেন ভালই হইবে।" মা কিন্তু বাহিরের দিক দিয়া জন্মদিনের কথা জানিতেন না। ইহা শুনিয়া মা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—"যাক্, খেয়াল যখন হয়েছে তখন যাওয়াই।

১৪ই নভেম্বর, ১৯৬২

ভোর প্রায় পৌনে পাঁচটার সময় মা আসিয়া নীচে আমার ঘরে বসিলেন। অনেকেই বুঝিতে পারিল যে মা কোথাও বাহিরে যাইতেছেন। কিন্তু মাকে কেহ আর জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইল না। ভাইজীর ছেলে রামানন্দও পিলানী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে আসিয়াছিল। আজ কলিকাতা চলিয়া যাইতেছে। মার সঙ্গে সে একটু কথা বলিয়া নিল। গাড়ী আসিয়া গেলে মা প্রায় পৌনে ছয়টায় ব্রহ্মচারী বিরজানন্দকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

মা প্রায় সাড়ে নয়টার সময় ফিরিয়া আসিলেন। শুনিলাম মা গাড়ী করিয়া সোজা পণ্ডিতজীর বাসায় গিয়াছিলেন। মা বাহিরে গাড়ীতেই বসিয়াছিলেন। বিরজানন্দ গিয়া ভিতরে সংবাদ দিতে বলিল। কিন্তু অত সকালে কেহই সংবাদ দিতে সাহস করিলেন না। বলা বাহুল্য যে মার নাম বিরজানন্দ আদৌ করে নাই। মা-ই নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। মা আর কাহাকেও কিছু না বলিয়া টিহরীর মহারাজার বাসায় চলিয়া গেলেন। যোগীভাইও সেখানেই আছেন। অপ্রত্যাশিত ভাবে মাকে সেখানে দেখিয়া সকলেই আনন্দিত। টিহরীর মহারাজা প্রভৃতি আসিয়া প্রণাম করিলেন। বিরজানন্দ সেখান হইতে ফোনে শ্রীমতী বিমলা সিন্ধীর সহিত কথা বলিল। পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসায় মার নাম প্রকাশ না করিয়া আর উপায় রহিল না। মার কথা শুনিবামাত্র তিনি তখনই মাকে লইয়া আসিতে বলিলেন এবং ইন্দিরা গান্ধীকেও সংবাদ দিলেন।

মা একটু পরে পুনরায় রওনা হইলেন। এবার সঙ্গে যোগীভাই এবং টিহরীর মহারাজাও গেলেন। মা প্রধান মন্ত্রীর ভবনে পৌঁছামাত্র বিমলা সিন্ধী আসিয়া মাকে উপরে লইয়া গেলেন। মা ঘরের ভিতরে যাইবেন না তিনি জানিতেন। তাই লিফ্‌ট্‌-এ উপরে নিয়া ছাদের উপর মাকে বসান হইল। ইন্দিরাজী আসিয়া মাকে প্রণাম করিলেন। একটু পরেই পণ্ডিত নেহরুও আসিয়া মার সঙ্গে দেখা করিলেন। বিরজানন্দ প্রভৃতি একটু দূরে দাঁড়াইয়াছিল। মাকে দেখিয়া পণ্ডিতজী বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। মার সঙ্গে পণ্ডিতজীকে দিবার জন্য একটু কিছু নেওয়া হইয়াছিল। তাহা মা নিজে পণ্ডিতজীর হাতে দিতেই তিনি হাসিয়া বলিলেন—"মাতাজী বেশ ভাল জিনিষ দিয়াছেন!" এই বলিয়া ইন্দিরাজীর হাতে সব দিয়া দিলেন।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন—"পিতাজী, শরীর কী রকম আছে? শুনিয়াছি অনেক কাজের চাপ পড়িয়াছে। তাই পিতাজীকে এই ছোট্ট মেয়েটা দেখিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিয়াছে।" এই বলিয়াই মা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই উঠিয়া পড়িলেন। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতও ঐখানেই উপস্থিত ছিলেন।

ইন্দিরাজী নীচে আসিয়া মাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। গাড়ী ছাড়িবার সময়ও মা বলিয়া আসিলেন—"নিজের বাড়ীতে নিজে! সবইত এক ঘরের। তাই আর খবরাখবর দিবার দরকার মনে করি নাই।" বলিয়া মা নিজেই হাসিতেছিলেন। আশ্রমে আসিয়াও মা বারবারই বলিতেছিলেন—"পাখীর মত ঢুকে যাওয়া, আবার পাখীর মতই বেরিয়ে আসা হল।"

১৫ই নভেম্বর, ১৯৬২

আজ সকালের প্রায় সকল কাগজেই প্রকাশিত হইয়াছে যে আনন্দময়ী মা পণ্ডিত নেহরুর জন্মদিনে সর্ব্বপ্রথম গিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। পত্রিকার প্রতিনিধিরাত আর সব কথা জানেন না। তাই সকলেই অনুমান করিয়া লইয়াছেন যে মা পণ্ডিতজীর জন্মদিন উপলক্ষ্য করিয়াই গিয়াছিলেন। কৃপাময়ী মা নিজ খেয়ালে যে এইভাবে গিয়া পণ্ডিতজীকে কেন দর্শন দিয়া আসিলেন সে রহস্য কে বুঝিতে পারে?

সকালে শ্রীশিবদত্ত উপাধ্যায়জী (পণ্ডিত নেহরুর Personal Secretary) মার দর্শনের জন্য আসিয়াছেন। তিনি বারবার আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিতে-ছিলেন যে মা কৃপা করিয়া সকলের প্রথমে গিয়া নিজ হইতে পণ্ডিতজীকে আশীর্ব্বাদ দিয়া আসিয়াছেন। ইহা হইতে আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে? আমার নিকট আবার দুঃখও করিতেছিলেন যে যদি মা একবার প্রাইভেটে তাঁহাকে সংবাদ দিতেন তবে মাকে প্রথমে যাইয়া ফিরিয়া আসিতে হইত না।

উপাধ্যায়জী আরও বলিলেন যে মা আসার পূর্ব্বদিনই পার্লামেণ্টে বসিয়া তিনি ও ইন্দিরাজী আলাপ করিতেছিলেন যে পরদিন পণ্ডিতজীর জন্মদিন—ঐ বিশেষ দিনটিতে কিভাবে মার সঙ্গে পণ্ডিতজীর দেখা হইতে পারে। যোগাযোগে মাও দিল্লীতেই আছেন। কিন্তু কথা হইল যে মাত আর বাড়ীর ভিতরে আসিবেন না। তাহা ছাড়া ভীড়ও যথেষ্ট হইয়া যাইবে। তাই ঐখানেই আলোচনা সমাপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইল। কিন্তু করুণাময়ী মা স্বয়ং খেয়াল করিয়া তাঁহাদের অন্তরের বাসনা এইভাবে পূর্ণ করিয়াছেন। পরে দেখা গেল যে মাকে বাড়ীর ভিতরেও যাইতে হইল না। সমস্ত ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই যেন ঠিক করা ছিল।

বিকালে রেহানা মাঈ কয়েকজন ভক্তবৃন্দ সহ মার দর্শনের জন্য আসিয়াছেন। মার নিকট অনেকক্ষণ বসিলেন। সেই সময় মার দর্শনের জন্য পাকিস্তানের Deputy High Commissioner রহমান সাহেবও সস্ত্রীক আশ্রমে আসিয়াছিলেন। ঘরে খুবই ভীড় থাকায় তাঁহারা অল্প সময় বসিয়া চলিয়া গেলেন।

১৬ই নভেম্বর, ১৯৬২—

আজ দুপুরে রহমান সাহেব সপরিবারে আসিয়া আশ্রমে প্রসাদ নিলেন। রহমান সাহেব বাঙ্গালী ঢাকার লোক। সুতরাং আশ্রমে বাঙ্গালী খাওয়া খাইয়া খুবই আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

রাত্রি প্রায় নটার সময় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী উপাধ্যায়জীকে সঙ্গে লইয়া মার দর্শনের জন্য আসিয়াছেন। ইন্দিরাজী একান্তে মার সঙ্গে প্রায় ঘণ্টাখানেক কথা বলিলেন। মা আগামীকাল চলিয়া যাইতেছেন শুনিয়া তিনি আজই মার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। সাড়ে দশটার পর মাকে প্রণাম করিয়া তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন।

আগামী কাল মার দেরাদুন রওনা হইবার কথা। সঙ্গে মাত্র চিন্ময়ানন্দ, পানু, সাবিত্রী ও লছমী যাইবে। দিদিমা প্রভৃতি আর সকলকেই এখানে রাখিয়া যাইতেছেন। আমিও উপস্থিত দিল্লীতেই রহিলাম।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎসব দিনে

শ্রীশৈলেশ ব্রহ্মচারী

ভক্তি ও প্রীতি, প্রেম ও গর্বে লয় সবে তব নাম,
বিশ্বের জন মিলেছে দুয়ারে, করিছে তোমা প্রণাম!
"তুমিই ইষ্ট—অনুরাগ ভরে
জেনেছে সবাই নিজ অন্তরে,
তবুও ফিরিছ অতি সাধারণ,—এ যে কী লীলা বিলাস!
সঙ্গোপনে-ও করিছ গোপন, বুঝি না কেন প্রয়াস!

বৈকুণ্ঠের সাধনার ধন, এসেছে ধূলায় নামি'
সে কথা কাহারও অজানা কি আজ?—তোমা-ই শুধাই আমি
উৎসব দিনে, জগৎ-জননী,
বিলায়েছে সুধা ও মুখের বাণী,
আপন প্রকাশে তপন প্রকাশ,—এ-কথা-ত জানা আছে।
বিকচ পুষ্পে গুঞ্জরে অলি, ভ্রমর ছুটিয়া আসে।

দেখিয়াছি আরো প্রাচ্য প্রতীচী—আত্মীয়তার ডোরে
কেমন নিবিড় বাঁধনে বেঁধেছ, কল্পনা ও না সরে!
কভু দেখে নাই, বোঝে-ও না ভাষা,
তবু প্রাণে লয়ে কী যে সে পিপাসা
দুর্বাধ ছোটে,—জলধির প্রতি নদী যেন অবিরাম
উৎসব দিনে দাঁড়ায়ে দেখেছি। জননী, তোমা প্রণাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মোদীনগরে মাতৃলীলা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

স্বামী শিবানন্দ

মা ২৩শে জানুয়ারী '৬৩ বৃন্দাবন হইতে মোদীনগরে আসিয়া পৌঁছিলেন। মায়ের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তরের মাতৃ-ভক্তগণের ও সাধু-মহাত্মাগণের সমাগমে মোদীনগর পূর্ণ হইয়া উঠিল। এক অপূর্ব আনন্দ উৎসবে সমস্ত মোদীনগর মাতিয়া উঠিয়াছে। মোদীজীর আহবানে ভারতের সর্ব্বপ্রান্তের সাধু মহাত্মা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আগমনে মোদীনগর এক অপূর্ব রূপ ধারণ করিয়াছে। প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের উন্মুক্ত প্রান্তরে এক বিরাট প্যাণ্ডেলে বহু প্রকার সৎ-সঙ্গ ভাষণ কীর্ত্তন রাস অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আধুনিক কল কারখানা অধ্যুষিত নগরটি যেন রাম অভিষেকের পূর্বের অযোধ্যায় পরিণত হইয়াছে। ভক্তের প্রাণের আহ্বানে মা যেন এখানে সাক্ষাৎ জগন্মাতার রূপে আশ্রিতকে রক্ষা করিতে আসিয়াছেন। বহু প্রকারের ছোট বড় সমস্যা বহু প্রকারের প্রয়োজন ব্যবস্থার কুল কিনারার জন্য মোদীজী ও তাঁহার স্ত্রী সম্পূর্ণ ভাবে মায়ের উপর নির্ভর করিতেছেন।

ইতিমধ্যে কলিকাতা হইতে মায়ের আদেশে স্বামী পরমানন্দজী অষ্টধাতুর তিনটি মূর্ত্তি লইয়া মোদীনগরে উপস্থিত হইলেন। মা এই তিনটি মূর্ত্তি মোদীজী ও তাহার স্ত্রীকে প্রতিষ্ঠার জন্য দিলেন। ইহার একটি লক্ষ্মী-নারায়ণ, দ্বিতীয়টি অষ্টভূজা দেবীমূর্ত্তি এবং অন্যটি প্রার্থনারতা পার্ব্বতী মূর্ত্তি। মা এই বিগ্রহ দান প্রসঙ্গে বহু পূর্ব্বের একটি ঘটনা বলিলেন। বাবা ভোলানাথ তখন মাকে নিয়ে রায়পুরে, দেবী পার্ব্বতী এক দিন এসে মাকে কোলে নিয়ে বসেছিলেন। সে সময় ভগবতীর উচ্চারিত মন্ত্রও মায়ের কর্ণগোচর হয়। কন্যাকুমারীতে দেবী ঐ মন্ত্র জপ করিয়া আশুতোষকে তুষ্ট করিয়াছিলেন। মা পরে কন্যাকুমারীতে পাণ্ডাদের মুখে এবং কোন সময়ে বাবা ভোলানাথের বইতে এই মন্ত্র দেখিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমপূজ্য হরি বাবাকে মন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্বে মোদীনগরে আনাইবার বিশেষ আগ্রহ মোদীজী মায়ের চরণে নিবেদন করিলে মা সেই রাত্রেই পরমানন্দ স্বামীজীকে হাওয়াই জাহাজে বোম্বে পাঠাইয়া দিলেন। মোদী পরিবার আজ মায়ের অসীম কৃপা উপলব্ধি করিয়া ভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন।

এখানে পুনরায় ২৬শে জানুয়ারী মা ও কৃষ্ণাশ্রমজীর মিলন হইল। বহুভক্ত কৃষ্ণাশ্রমজীর ঘরে দাঁড়াইয়া এই অপূর্ব মিলন দর্শন করিতেছেন। গিরিজীও মায়ের সহিত আসিয়াছেন। মোদীজী গিরিমহারাজের পরিচয় করাইয়া দিলে কৃষ্ণাশ্রমজী ইসারায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ এখন কোথা থেকে এলেন।" "গিরিমহারাজ বৃন্দাবন হইতে আসিয়াছেন" মা এই কথা বলিলেন। সকলেই শান্ত ভাবে বসিয়া আছেন। মোদীজী মায়ের এবং গুরুজীর এক অপূর্ব আরতি করিলেন। মাতৃ আদেশে স্বামী স্বরূপানন্দ কৃষ্ণাশ্রমজীকে একটি সুন্দর মালা পরাইয়া দিলেন। ঘরে নানা বিষয় আলোচনা হইতে লাগিল—শুকতালের কথা, এখানকার মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা, সৎ-সঙ্গের সুবৃহৎ প্যাণ্ডেলের কথা। মোদীজী বলিলেন ব্যবস্থা ও বন্দোবস্তের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব অবধূতজীর।

অপর্ণা দেবী আসেন নাই। মা তাঁহাকে ডাকিয়া আনিবার জন্য বলিলেন। তিনি আসিলে মা তাঁহাকে স্বামীজীর সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের কন্যা। অপর্ণা দেবী স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

কৃষ্ণাশ্রমজী মাকে স্বামী পরমানন্দের কথা ইসারায় জিজ্ঞাসা করিলে মা বলিলেন হরিবাবাকে আনিবার জন্য বোম্বে গিয়াছেন। একথা শুনিয়া স্বামীজী আনন্দে ইসারায় বুঝাইয়া দিলেন, "তাহলে হরিবাবা নিশ্চয়ই আসবেন।"

মা—"মহাবীর গিয়াছেন পর্ব্বত টলাইবার জন্য,—দেখা যাক পর্ব্বত টলে কিনা।"

এই সৎসঙ্গে শুকতালের কল্যাণ দেবজীও উপস্থিত আছেন। মা তাঁহাকে বলিলেন, "বাবা আমাকে গঙ্গোত্রী নেবার জন্য এসেছেন।"

কৃষ্ণাশ্রমজী ইসারায় দেখাইলেন মাকে সেখানে গুহাতে থাকিতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা—বহুদিন এই শরীরটা গুহাতে বাস করেছে। গুহাতে বসে যদি কেউ প্রপঞ্চের চিন্তা করে তবে গুহাই প্রপঞ্চ।

কৃষ্ণাশ্রমজীর সেবিকা বলিলেন, "কিছু প্রভাবত হয়।"

মা। যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রভাব অপ্রভাব গ্রহণ ততক্ষণই প্রভাব। আবার প্রভাব অপ্রভাব কোথায়?

বাবা। এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি, যেখানে বন সেইখানেই তীর্থ।

ইহার পর মা আরও কিছুক্ষণ থাকিয়া নানা বিষয় আলোচনা করিয়া কৃষ্ণাশ্রমজীর নিকট বিদায় লইয়া নীচে নামিয়া আসিলেন।

মহাত্মা কৃষ্ণাশ্রমজীর কঠোর সাধন-বৈচিত্র হয়ত মাকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছে। তাই মা নীচে আসিয়া আপন খেয়ালে বলিলেন, "পঞ্চভূতের শরীরেই তপস্যা। বরফের মধ্যে গাছ-পালা পশু-পক্ষী কি করে বাঁচে? অভ্যাস যোগে। মুখেত ঠাণ্ডা লাগে কই কেউত আচ্ছাদন ব্যবহার করেনা। যোগাভ্যাসে কোন কর্ম বা তিতিক্ষার দিকটাই নেওয়া দরকার, যার যে দিক। কিন্তু বড় কথা হ'ল নিরপেক্ষ বোধ—গরম ঠাণ্ডা বরাবর সমান। অভ্যাস যোগে আংশিক সাহস্নুতার ও ত্যাগ তিতিক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। পরমার্থ স্থিতি যেখানে, সেখানে বিশেষ করে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সব সমত্ব লাভ করে। সেই স্থিতি এলে তিতিক্ষা সহিষ্ণুতা স্বাভাবিক ভাবে হ'য়ে যায়। অনেক সময় দেখা যায় ঠাণ্ডায় গরম জামা কাপড় ব্যবহার কর'লে যে বোধ,—না করলেও সেই বোধ,—সে এক স্থিতি। বাইরে থেকে এই স্থিতি সাধারণতঃ ধরা যায় না। বহির্মুখী বৃত্তি যাদের তাদের পক্ষে সাধারণতঃ ইহা ধরা কঠিন। শরীরের ভিতরই উত্তাপ আছে, হাত পা গরম থাকলে সব শরীর গরম থাকে।"

মন্দির প্রতিষ্ঠার আর মাত্র কয়েকদিন বাকী। পরমপূজ্য হরিবাবাজী বাঁধ হইতে আসিয়া গিয়াছেন। ইতিমধ্যে ২৯শে জানুয়ারী মা, কৃষ্ণাশ্রমজী, হরিবাবা ও অন্যান্য মহাত্মাদের লইয়া মোদীজী একটি সমারোহ পূর্ণ শোভাযাত্রা করিয়া সমস্ত মোদীনগর পরিভ্রমণ করিলেন। মোদী পরিবারের অনেকেই এই শোভাযাত্রায় পদব্রজে যোগদান করিয়াছিলেন। শোভাযাত্রার অন্তে মা দয়া বহিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লইয়া হরিবাবাজীর সহিত বিশেষ ভাবে পরিচয় করাইয়া বলিলেন, "এই ভক্তিমতী সাধিকার একান্ত আগ্রহে বাবার এখানে আসবার ইচ্ছা হয়েছে।"

এলাহাবাদ ও দিল্লীর ভক্তদের আগ্রহে মাতৃ-সান্নিধ্যে শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজাও সুন্দর মত হইয়া গেল। বীণাপাণি বাগেদবীর পূজা সম্পর্কে মা কয়েকবারই বলিলেন—"সরস্বতী ব্রহ্মবিদ্যা দান করেন, মোহ মায়া নষ্ট করেন।"

সরস্বতী পূজার দিন রাত্রে মার ঘরে মৌনের পর প্রবেশ করিয়া দেখি এক ঘর লোক নিবিষ্ট হইয়া মার কথা শুনিতেছেন। মা বলিতেছেন—"মন রাজ্যের সবটুকু ঈশ্বর ভাবনায় লাগাও, উহা না করত আত্মঘাতী। তুমি অমৃত, আত্মা —মৃত্যু তোমায় স্পর্শ করিতে পারে না।"

প্রশ্নকারী। মনের ইচ্ছাই প্রধান নয় কি ?

মা। ইচ্ছাত তাঁর কৃপা। ছোট বালক পড়াশুনায় মন দেয় না। পরে অভ্যাস ক'রে অভ্যাস দ্বারা বিদ্যার্জ্জন করে সব কিছুই জানতে পারে। আপনাতে আপনি হইতে জানা।

প্রশ্নকারী। মহামায়ার প্রভাবে তপস্যা পূরা হয় না।

মা। মহামায়া তাহার অন্তর্গত। মোহমায়া যতক্ষণ ততক্ষণ মহামায়া। বাদল হট্‌লে সূর্য্য প্রকাশ হবেই। ব্রহ্মবিদ্যাদায়িনী সরস্বতী—তিনি ব্রহ্মবিদ্যা দান করেন, মোহমায়া নষ্ট করেন। জ্ঞান-সূর্য্য বাদলে ঢাকা, বাদল হট্‌লেই সূর্য্যের পূর্ণ প্রকাশ। আপন গুরু যাহা বলেন সেই ভাবে সেই রাস্তায় চলা। তবেই অবিদ্যার নাশ, বিদ্যার প্রকাশ। পড়ে শুনে বলা এক, আর অনুভব করে বলা অন্য। অন্তরের বাদল তোমাকে হটাতেই হবে। এজন্য মনকে ঠিকমত লাগাতে হয় নতুবা মৃত্যু, আসা যাওয়া,—উহাই অজ্ঞান। মনুষ্য জীবন বড়ই দুর্লভ।

প্রশ্নকারী। তাঁহার কৃপাতেই সব কিছু হয় ?

মা। পাত্র উল্‌টা রাখ ত বয়ে যাবে, সিধা রাখত ভরে যাবে। চলা, ফিরা, কাজ কর্ম চিন্তা, ভাবনা সবইত তাঁর শক্তিতে হয়, সেই শক্তির প্রকৃত প্রয়োগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবশ্যক। যোগীত্ব, সাধকত্ব, যাহা তোমার মধ্যে আছে তাহা তুমি জাগ্রত কর। তোমার তীব্র ইচ্ছায়ই ভগবৎ প্রাপ্তি সম্ভব। ভগবানকে মেনেছ, তাঁর কৃপা বিনা কিছুই হবে না। এত তাঁরই কৃপা। তাঁর কৃপার স্মরণ, এও তাঁরই স্মরণ। তীব্র ক্রিয়ার আবরণ সরে যায়। প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত সুখদুঃখ। প্রকাশ হবার জন্যই তাঁর কৃপা, তাঁর নাম, রূপ চিন্তা। যদি এক মুহূর্ত অন্য চিন্তা বিষয় চিন্তা হয় তবে তা মৃত্যু চিন্তা। তাঁর কৃপার স্মরণ, নাম স্মরণ, রূপ স্মরণ, অনুক্ষণ তাঁর স্মরণই অমৃতত্ব। প্রশ্নকারী একজন উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারী, মোদীজীর বিশেষ বন্ধু। মোদীজী তাঁহাকে মায়ের কাছে লইয়া আসিয়াছেন। মোদীজী মায়ের কাছে তাঁহার বন্ধুর অনেক প্রশংসা করিলেন। বন্ধুটি প্রণাম করিয়া উঠিতেই মা তাঁহাকে সুন্দর একটি মালা পরাইয়া দিলেন।

আজ ৩রা ফেব্রুয়ারী—আজই বিগ্রহের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়া মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন হইবে। এক অপূর্ব আনন্দ উৎসবে সমস্ত মোদীনগর মাতিয়া উঠিয়াছে। নানাবিধ বাদ্য, মঙ্গলধ্বনি, বেদপাঠ হবনে মন্দির প্রাঙ্গণ মুখরিত। প্রত্যূষে সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বেই মন্দিরের চত্বর, প্রাঙ্গণ জনসমাগমে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, কোথাও আর তিল ধারণের স্থান নাই। যথা সময়ে মোদীজী মাকে কৃষ্ণাশ্রমজীকে এবং হরিবাবাকে লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। নানাবিধ বাদ্য পূজা ভোগ সমারোহে সমস্ত বিগ্রহের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইল। ভক্তগণের জয়ধ্বনিতে দিক্‌মণ্ডল পূর্ণ হইয়া উঠিল। এই মঙ্গল উৎসব দেখিবার জন্য সমস্ত মোদীনগর যেন মন্দির প্রাঙ্গণে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। হিমালয়ের রহস্য কন্দরের সর্ব্বত্যাগী উলঙ্গ মৌনী সন্ন্যাসী তাঁহার প্রিয় শিষ্যের প্রতিষ্ঠিত প্রতিটি বিগ্রহের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রায় বেলা ১১টায় বাহিরে আসিলেন। আনন্দ বিহ্বল জনতা মহাত্মাদের পাদ স্পর্শের জন্য উত্তাল তরঙ্গের মত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ভীড় একটু পাতলা হইলে মাকে বিশ্রামের জন্য বাহিরে লইয়া আসা হইল।

সন্ধ্যার পর নব মন্দিরের প্রাঙ্গণে মায়ের লীলাটুকু বড়ই সুন্দর। অপূর্ব ভাবাবেশে মা আসিয়া সন্ধ্যা ৭টায় মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। মায়ের সহিত মাতৃভক্তগণ প্রায় সকলেই আসিয়াছেন। আনন্দ মগ্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তরঙ্গে চতুর্দিক মধুময় হইয়া উঠিল। এক অপূর্ব উৎসাহ আভায় মায়ের মুখমণ্ডল জ্যোতির্ময়। লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরের সামনে মা আসিয়া দাঁড়াইলেন। মা কাহাকেও বাতাসা আনিতে বলিলেন, কাহাকেও মালার জন্য পাঠাইয়া দিলেন, ভীড়ের মধ্য হইতে মোদীজীর কর্মচারীদের ডাকাইয়া আনিয়া মন্দিরের উঠানের ভীড়কে দুই লাইনে বসাইয়া দিতে বলিলেন। একজন মাকে মিনতি সহকারে বলিলেন, "মা, এখানে বসিয়া আরাম করুন।" মা বলিলেন, "ভগবানের নামই আরাম।" ভীড় সরিয়া যে স্থান খালি হইল। সেখানে বসিয়া কীর্ত্তন করিবার জন্য মা ভক্তদের বলিলেন। দেখিতে দেখিতে সমস্ত ব্যবস্থা হইয়া গেল এবং মন্দির প্রাঙ্গণে সুন্দর কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। বাহিরে ভীষণ শীত কিন্তু মায়ের সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই। আজ নূতন মন্দিরে নূতন লক্ষ্মীনারায়ণকে বহুবিধ মূল্যবান পরিচ্ছদে ভূষিত করা হইয়াছে। মন্দির সম্মুখে একটি স্তম্ভের পার্শ্বে উন্মুক্ত স্থানেই মা আসন গ্রহণ করিলেন। মা নব পরিচ্ছদে সজ্জিত বিগ্রহকে দেখাইয়া বলিলেন, "দেখ কী সুন্দর সাজ। শেঠের ঠাকুর সেজেছেন।" ইহার পর মা আপনার শ্রীঅঙ্গ ব্রহ্মচারিণী চিত্রা ও পুষ্পের অঙ্কে ঢালিয়া দিয়া সেই উন্মুক্ত স্থানেই শুইয়া শুইয়া কীর্ত্তন শুনিতে লাগিলেন। পরে মা কীর্ত্তন দলকে লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। পূর্বের দিন সন্ধ্যা হইতেই মাতৃনির্দ্দেশে এই নাম কীর্ত্তন প্যাণ্ডেলে সুরু হইয়াছিল। কীর্তনের সমাপ্তি মন্দিরে বিগ্রহের সম্মুখে হইবে, তাই মা কীর্ত্তনদলকে লইয়া মন্দিরে বিগ্রহের সম্মুখে গিয়া আসন গ্রহণ করিলেন এবং এক প্রাণমাতান বাংলা কীর্তন গানে জনতাকে বিহ্বল করিয়া তুলিলেন। কীর্তন-মত্ত-মা যেন আজ প্রেম ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছেন। মায়ের চোখে-মুখে এক দিব্যভাব। মা ডানহাতের তর্জনী তুলিয়া এক অপূর্ব নয়ন-ভঙ্গিতে কোনও অজানাকে ইঙ্গিত করিয়া গাহিতেছেন—

ধর লও ধর লও লওরে কিশোরীর প্রেম
নিতাই ডাকে আয়।
নিতাই ডাকে আয় আয় গৌর ডাকে আয়।
(প্রেমে) শান্তিপুর ডুবডুব নদে ভেসে যায়॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(প্রেম) কলসে কলসে ঢালে তবু না ফুরায়।
(প্রেমে) পার ভাঙ্গিয়ে ঢেউ লাগিল গোরা চাঁদের গায়ে॥
(প্রেম) নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র আপনি বিলায়।
(প্রেম) যে যত চায় সে তত পায় তবু না ফুরায়॥
ধরলও ধরলও......
(কীর্তন রস স্বরূপ ২৯৪ পৃঃ)

কিশোরীজীর প্রেম বন্যার তুফান যেন যুগ ও কালের বাঁধ ভাঙ্গিয়া মাতৃকণ্ঠ সঙ্গীতে সঙ্গীতে শত শত অংশে প্রতিস্ফুরিত হইয়া ছন্দ, মাত্রা, সুষমা ও সুর সৌন্দর্য্যে মোদীনগরকে আনন্দ তরঙ্গে ডুবাইয়া দিয়াছে। আনন্দমত্ত কণ্ঠে সুর তরঙ্গে চতুর্দিক হিল্লোলিত করিয়া মা গাহিতেছেন,—

"প্রেমে নদে ভেসে যায়, প্রেমে মোদীনগর ভেসে যায়।" মায়ের কীর্ত্তন মত্ততার এই অপূর্ব দৃশ্য মাতৃভক্তগণ বহুদিন দর্শন করেন নাই। বৈষ্ণব পদকর্ত্তা সত্যই বলিয়াছেন,—

অদ্যাবধি সেই লীলা করে গোরারায়
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।

কীর্তন অন্তে মা ছুড়িয়া ছুড়িয়া সকলকে প্রসাদ বিতরণ করিলেন। এক বন্ধনহীন আনন্দ উচ্ছ্বাসে সকলেই আত্মহারা। রাত্র অনেক হইয়াছে, মা বিশ্রামের জন্য উঠিলেন। মায়ের জন্য গাড়ী প্রস্তুত। মা মোটরে উঠিবার পূর্বে মোদীজীর স্ত্রী দয়া বহিন আকুল ভাবে মাকে প্রণাম করিয়া বলিতেছেন, 'মা কৃপা করো'। মা তাহাকে স্নেহ স্পর্শ দিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিতেছেন—"কৃপা বর্ষণের জন্য স্বয়ং তিনি স্থাপিত হচ্ছেন, তিনিত কৃপা করেই আছেন।"

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেদান্তের কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

স্বামী নারায়ণানন্দ তীর্থ

অনেকের মনে প্রশ্ন উঠিতে পারে এই যে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ স্থূল, জগৎ, যাহাকে লইয়া আমরা প্রত্যহ কতই ব্যবহার করিতেছি তাহা সত্য নহে ইহা কি করিয়া বলা যায় ? বেদান্তশাস্ত্রে সত্য তিন প্রকার। প্রথম হইল প্রাতিভাসিক সত্য, দ্বিতীয় হইল ব্যবহারিক সত্য এবং তৃতীয় হইল পারমার্থিক সত্য। প্রাতিভাসিক শব্দের আভিধানিক অর্থ হইল বাস্তব না হইয়াও বাস্তবরূপে যাহা প্রতীয়মান হয় অর্থাৎ বাস্তবিক পক্ষে কোন বস্তুর অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও যে দেখা যায়—তাহাকে বলে প্রাতিভাসিক সত্য। যেমন আকাশে এক খণ্ড মেঘের আকার দেখিয়া কল্পনা করা যায় ইহা একটি গন্ধর্ব্বনগর বা একটি বৃক্ষের তলায় একটি মৃগ মাথা নীচু করিয়া তৃণ ভক্ষণ করিতেছে। বাস্তব পক্ষে আকাশে নগরও নাই, বৃক্ষও নাই এবং মৃগও নাই। দৃশ্যটি দেখিতে দেখিতে হঠাৎ দমকা এক বাতাস আসিয়া মেঘ খণ্ডকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল। মেঘ খণ্ড দেখিয়া এই সব কল্পনার দৃষ্টিতে প্রতিভাসমান হইতেছিল মাত্র। ইহাকে বেদান্তের দৃষ্টিতে প্রাতিভাসিক সত্য বলা যায়।

এই পাঞ্চভৌতিক জগৎ এবং এই জগতের যাবতীয় বস্তু লইয়া আমরা নিত্য কতই না ব্যবহার করিতেছি। পিতা, মাতা ভাই, বন্ধু, গুরু, শিষ্য, শত্রু, মিত্র, সেবক, স্বামী প্রভৃতি সম্পর্ক পাতাইয়া কতই না রাগ দ্বেষের সংসার রচনা করিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছি। এই আসক্তি ও বিরাগ সৃষ্টি করিয়া ভব-বন্ধন আরও কঠিন আরও সুদৃঢ় করিতেছি। জগতটাকে সত্য এবং জগতের যাবতীয় আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, ধন ঐশ্বর্য্য, মান যশ, বাড়ী গাড়ী সকলকে সত্য ও বাস্তব মনে ধারণা করিয়া যে ব্যবহার তাহাকে বলে ব্যবহারিক সত্য। প্রত্যহ চোখের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি যাহারা এত প্রিয়, এত আপন, যাহাদের লইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কতই সুখ, কতই আনন্দ অনুভব করিতেছি, যাহাদের ক্ষণকালের জন্যও দৃষ্টির আড়াল অসহনীয় ও মর্ম্মান্তিক দুঃখদায়ক হয়, তাহারা অগাধ শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া কোন অজ্ঞাত স্থানে চিরকালের মত চলিয়া যাইতেছে। বহু চেষ্টা করিয়াও এমন কি নিজের প্রাণের বিনিময়েও তাহাদিগকে এক মূহুর্ত্তের জন্য একবার আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এই যে অসার ও অনিত্য সংসারকে লইয়া দুইদিনের ব্যবহার তাহাকে বলে ব্যবহারিক সত্য। ইহার দ্বারা জীবের প্রকৃত কল্যাণ ও পরমগতি লাভ হয় না। ইষ্ট সাধন হয় না।

যাহা আমাদের অর্থাৎ জীব মাত্রেরই পরমার্থ বা স্ব-স্বরূপের প্রাপ্তি তাহাকে পারমার্থিক সত্য বলে। তখন দেখা যায় এই যে আপাতরমণীয় মধুর সংসার ইহা কিছুই নয়। ইহা একেবারে অন্তঃসার শূন্য। ইহার মূল্য এক কাণাকড়িও নয়। ইহা একটা ভোজেরবাজি—ইহা একটা ইন্দ্রজাল মাত্র। আত্ম-বিচারের দ্বারা সত্য সত্যই অনুভব হয়, "ন মৃত্যু র্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ, পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম। ন বন্ধু র্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্য, শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোহম্॥" এই আত্মজ্ঞানের যাহা আশ্রয় ও লক্ষ্য তাহাই পারমার্থিক সত্য। প্রাতিভাসিক ও ব্যবহারিক সত্য দ্বারা জীবের বাস্তবিক বা প্রকৃত কল্যাণ হয় না; পরমস্থিতি লাভ করিলে ইহা থাকেও না। ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান দ্বারা যাহা লাভ হয় তাহাই পারমার্থিক সত্য। শাস্ত্রবাক্যে গুরুবাক্যে এবং বেদান্তবাক্যে পরম শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসের দ্বারা এই জ্ঞান ও সত্যের লাভ হইয়া থাকে। জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতার অনুভব না হওয়া পর্য্যন্ত প্রকৃত পারমার্থিক সত্য জীবনে লাভ হয় না।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের যে সাম্যাবস্থা তাহাই প্রকৃতি। ইহাতে সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বর্ত্তমান। প্রকৃতি দুই প্রকার—বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপা শুদ্ধা প্রকৃতি। ইহাই মায়া। অশুদ্ধ প্রকৃতিরূপা আত্মিক প্রকৃতি। ইহাই অবিদ্যা। আত্মিক প্রকৃতিতে সত্ত্বগুণ রজঃ ও তমঃ গুণ দ্বারা মিশ্রিত হইয়া প্রকাশ পায়। যাহার দ্বারা ব্রহ্ম স্ব-স্বরূপের আবরণ করিয়া রাখেন তাহাই মায়া। ইহা তাঁহারই স্ব-শক্তি। ইহা ব্রহ্ম হইতে কোন ভিন্ন বস্তু নহে। অগ্নি ও অগ্নির দাহিকা শক্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেমন অভিন্ন ইহাও তদ্রূপ। এই অঘটন ঘটন পটিয়সী মায়া বা মহাশক্তিই ব্রহ্মের উপাধি। এই মায়াকে আশ্রয় করিয়াই নিরুপাধিক ব্রহ্ম হন সগুণ, সোপাধিক। অরূপ হন সরূপ। মায়ায় প্রতিফলিত যে ব্রহ্ম প্রতিবিম্ব, সেই মায়াকে বশবর্ত্তিনী করিয়া সর্ব্বজ্ঞ "ঈশ্বর" হন। "ঈশ্বরই" এই ঘটন অঘটন পটিয়সী মায়ার আশ্রয় বা সাহায্য গ্রহণ করিয়া সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের খেলা খেলিতেছেন বা খেলা দেখাইতেছেন। সার কথা হইল প্রকৃতিতে ত্রিগুণাত্মিকা যে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের প্রাধান্য তাহাই "মায়া", আর উহাতে মলিন সত্ত্বগুণের অবস্থাই "অবিদ্যা"। অবিদ্যায় প্রতিফলিত চিদাত্মাই "জীব" পদবাচ্য। সমষ্টি অজ্ঞানকেও কেহ কেহ "মায়া" নামে অভিহিত করিয়াছেন। উহা সৎ নহে, অসৎ নহে, সদসৎ ও নহে। অর্থাৎ মায়া যে আছে ইহা বলা যায় না, নাই যে তাহাও বলা যায় না, এবং আছেও, নাই ও, তাহাও বলা যায় না। সেই জন্য বেদান্তে এই মায়াকে অনির্বচনীয়া বলা হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ঋষি বলিতেছেন, "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্। তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ।। ৪।১০ প্রকৃতিকে মায়া বলিয়া এবং পরমেশ্বরকে মায়াধীশ বলিয়া জানিবে। সেই পরমেশ্বরেরই অবয়বরূপ কল্পিত বস্তুসমূহের দ্বারা এই অখিল জগৎ পরিপূর্ণ। সার কথা হইল যাহা সংসার গতির কারণ তাহাই "অবিদ্যা" এবং যাহা অমরত্বের কারণ তাহাই "বিদ্যা"। শাস্ত্রেও এই কথাই বলিয়াছেন, "ক্ষরন্ত্ববিদ্যা হ্যমৃতং তুবিদ্যা।" শ্বেঃ ৫।১ জীব অবিদ্যার বশবর্ত্তী মায়াধীন এবং ঈশ্বর মায়াধীশ। জীব যখন মায়ামুক্ত হয় তখনই ব্রহ্ম। জীব প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মই তবে সাময়িক ভাবে অবিদ্যা গ্রস্ত হইয়া জীব সাজিয়াছে মাত্র। অবিদ্যার কবল হইতে মুক্ত হইলেই ব্রহ্ম।

বেদান্ত মতে পঞ্চীকরণের একটি বিশেষ স্থান আছে। সৃষ্টি প্রকরণে কিরূপে ইহার প্রয়োগ হয় তাহা একটু আলোচনা আবশ্যক। এই বহু নাম ও রূপাত্মক যে জগৎ ইহা ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ বলিতেছেন যিনি এই ব্রহ্মে নানার ন্যায় দর্শন করেন, তিনি মৃত্যু হইতে মৃত্যুতে গমন করেন।

"মনসৈবানুদ্রষ্টব্যং নেহনানাঽস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।।" ৪।৪।১৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে নানা বা বহু এবং জ্ঞানীর দৃষ্টিতে এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম। শাস্ত্র বলিতেছেন—

"অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যংশপঞ্চকম্।
আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততোদ্বয়ম্।।"

"বিদ্যমানত্ব, প্রকাশত্ব, প্রীত্যাস্পদত্ব, নাম ও রূপ এই পাঁচ অংশ বিশিষ্ট প্রতি পদার্থ। প্রথম তিনটি ব্রহ্মের বা আত্মার রূপ বা স্বরূপ লক্ষণ, অপর দুইটি জগতের রূপ। তন্মধ্যে সামান্যাংশ হইল (সৎ), ভাতি (চিৎ) ও প্রিয় (আনন্দ); কেননা এই তিনটি প্রতি পদার্থে সমভাবে বিদ্যমান আর বিশেষাংশ হইল নাম ও রূপ। নাম ও রূপই জগৎ। রূপ ও নাম লইয়াই ব্যবহার।"

নিরাকার ব্রহ্ম হইতে শবল ব্রহ্ম অর্থাৎ বিচিত্র জগৎ কি রূপে হইল তাহাই পঞ্চীকরণে দেখান হইয়াছে। ব্রহ্ম হইতে অব্যক্ত প্রকৃতি, প্রকৃতি হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূত এবং পঞ্চ মহাভূত হইতে এই অখিল জগৎ।

১। পৃথ্বীতত্ত্বের মধ্যে আট আনা বা অর্দ্ধেক পৃথিবীতত্ত্ব, জলতত্ত্ব দুই আনা, অগ্নিতত্ত্ব দুই আনা, বায়ুতত্ত্ব দুই আনা এবং আকাশতত্ত্ব দুই আনা মোট ১৬ আনা।

২। জলতত্ত্বের মধ্যে আট আনা বা অর্দ্ধেক জলতত্ত্ব, পৃথিবীতত্ত্ব দুই আনা অগ্নিতত্ত্ব দুই আনা, বায়ুতত্ত্ব দুই আনা এবং আকাশতত্ত্ব দুই আনা মোট ১৬ আনা।

৩। অগ্নিতত্ত্বের মধ্যে আট আনা বা অর্দ্ধেক অগ্নিতত্ত্ব, পৃথিবীতত্ত্ব দুই আনা জলতত্ত্ব দুই আনা, বায়ুতত্ত্ব দুই আনা এবং আকাশতত্ত্ব দুই আনা মোট ১৬ আনা।

৪। বায়ুতত্ত্বেরমধ্যে—আট আনা বা অর্দ্ধেক বায়ুতত্ত্ব, পৃথ্বীতত্ত্ব দুই আনা, জল তত্ত্ব দুই আনা, অগ্নি তত্ত্ব দুই আনা এবং আকাশ তত্ত্ব দুই আনা মোট ১৬ আনা।

৫। আকাশতত্ত্বের মধ্যে—আট আনা বা অর্দ্ধেক আকাশতত্ত্ব, পৃথ্বীতত্ত্ব দুই আনা, জলতত্ত্ব দুই আনা, অগ্নিতত্ত্ব দুই আনা এবং বায়ুতত্ত্ব দুই আনা মোট-১৬ আনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রত্যেকটি তত্ত্বের মধ্যেই অপর তত্ত্বগুলি বিদ্যমান আছে। এই পঞ্চতত্ত্বের তারতম্যানুসারেই জগতের যাবতীয় পদার্থ সৃজন হইয়াছে ইংরাজী ভাষায় যাহাকে permutation and combination বলে ইহাও অনেকটা তদ্রূপ। আবার যখন সংহার হয় তখন বিলোমক্রমে পৃথ্বীতত্ত্ব জলতত্ত্বে, জলতত্ত্ব অগ্নিতত্ত্বে, অগ্নিতত্ত্ব বায়ুতত্ত্বে, বায়ুতত্ত্ব আকাশতত্ত্বে, আকাশতত্ত্ব অহঙ্কারে, অহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্রে, পঞ্চতন্মাত্র প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতি ব্রহ্মে লীন হয়। অনুলোমক্রমে সৃষ্টি এবং বিলোমক্রমে লয়। ইহাই হইল পঞ্চীকরণের সংক্ষেপে প্রক্রিয়া পঞ্চদশী অনুসারে।

উপনিষদে পঞ্চীকরণের কথা নাই ত্রিবৃৎকরণের কথা আছে। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম্ এই পাঁচটির স্থানে উপনিষদে তেজ, জল ও অন্ন (ক্ষিতি) এই তিনটি আছে। ইহাদের প্রত্যেকটিতে প্রত্যেকের এক এক অংশ যোগ করিলে তেজের মধ্যে জল ও অন্নের অংশ, জলের মধ্যে তেজ ও অন্নের অংশ এবং অন্নের মধ্যে তেজ ও জলের অংশ থাকিবে। উপনিষদের ভাষায় ইহাকে ত্রিবৃৎকরণ কহে।

জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটি হইল জীবের অবস্থা। ইহাদের আবার দুইটি করিয়া দিক আছে। একটি হইল "ব্যষ্টির" দিক অপরটি হইল "সমষ্টির" দিক। "ব্যষ্টি" ও "সমষ্টি" এই দুইটি শব্দের আভিধানিক অর্থ হইল যথা ক্রমে পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি ও সমগ্র ব্যক্তি। জাগ্রদবস্থায় জীবচৈতন্যের ব্যষ্টি নাম হইল "বিশ্বাত্মা" বা "বৈশ্বানর আত্মা" এবং সমষ্টি নাম হইল "বিরাট" আত্মা। স্বপ্নাবস্থায় উহার ব্যষ্টি নাম হইল "তৈজসাত্মা" এবং সমষ্টি নাম হইল "হিরণ্যগর্ভ"। সুষুপ্তি অবস্থায় উহার ব্যষ্টি নাম হইল "প্রাজ্ঞাত্মা" এবং সমষ্টি নাম হইল "ঈশ্বর"।

সাধারণতঃ জীবের তিনটি অবস্থা—যথা, জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। যে অবস্থায় আত্মা ইন্দ্রিয়াদির সংযোগে মনের দ্বারা বাহ্য স্থূল বিষয় সমূহ ভোগ করিয়া থাকে বা অনুভব করিয়া থাকে তাহাকে জাগ্রদবস্থা বলে। এই অবস্থায় বাহ্যবস্তু সমূহ স্থির থাকে। এই অবস্থায় আত্মাকে বিশ্বাত্মা বা বৈশ্বানর আত্মা কহে। ব্যষ্টি-প্রাণীর আত্মা বিরাট নামে অভিহিত হয়। জাগ্রতের ও নিদ্রিতের মধ্যাবস্থাকে স্বপ্নাবস্থা কহে। এই অবস্থায় ইন্দ্রিয় সকল নিষ্ক্রিয় থাকে কেবলমাত্র মন সজাগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা জাগ্রত থাকে। এই অবস্থায় জীবাত্মা শুধু বাসনা বা সংস্কার ভোগ করে। এই সময় পরিদৃশ্যমান বস্তু সমূহ স্থির থাকে না—একটির পর একটি বদলাইয়া যায়। স্বপ্নাবস্থার আত্মাকে ব্যষ্টিভাবে তৈজসাত্মা এবং সমষ্টিভাবে হিরণ্যগর্ভ বলে। সুষুপ্তি বা নিদ্রাবস্থায় ইন্দ্রিয় সকল ও মন শান্তভাব গ্রহণ করিয়া থাকে। কোনও কাম্যবস্তু প্রার্থনা করে না এবং কোনও স্বপ্নও দেখে না। সুষুপ্তিতে স্থিত জীবাত্মা সর্ব্ব বিক্ষেপশূন্য হইয়া কেবল আনন্দ অনুভব করে বা ভোগ করে। এই অবস্থায় ব্যষ্টি জীবাত্মার নাম প্রাজ্ঞাত্মা এবং সমষ্টি জীবাত্মার নাম ঈশ্বর। এই সুষুপ্তি অবস্থায় জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হইবার কারণ সুখে শয়ন করিয়া আনন্দ অনুভব করে। এই অবস্থায় তমোগুণের আধিক্য হেতু আত্মজ্ঞান বা চৈতন্য হারাইয়া ফেলে। সমাধিতেও জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত মিলিত হয় এবং আনন্দ অনুভব করে। এই অবস্থায় সত্ত্বগুণের প্রাধান্য থাকার হেতু আত্মজ্ঞান বা চৈতন্য হারাইয়া ফেলে না। প্রথমটিতে তমোগুণের আধিক্য হেতু চৈতন্য লোপ হইয়া যায় এবং দ্বিতীয়টিতে সত্ত্বগুণের প্রাধান্যের হেতু চৈতন্য লোপ পায় না। ইহাই প্রভেদ। জাগ্রদবস্থায় সত্ত্বগুণের আধিক্য, স্বপ্নাবস্থায় রজোগুণের আধিক্য এবং সুষুপ্তি অবস্থায় তমোগুণের আধিক্য।

শ্রুতির ভাষায় ইহাকে বলিতে হয় জাগ্রত-ভূমির নাম বৈশ্বানর ভূমি। স্বপ্ন-ভূমির নাম তৈজস ভূমি, আর সুষুপ্তি-ভূমির নাম প্রাজ্ঞ-ভূমি। কিন্তু যিনি আপাত-দৃষ্টিতে ঐ সকল ভূমিতে সঞ্চরণ করিলেও বস্তুতঃ সচ্চিদানন্দ স্বরূপে স্থিত আছেন বলিয়া বোধ করেন। তিনিই তুরীয় ভূমিস্থিত দ্রষ্টা বা সাক্ষী পুরুষ।

মাণ্ডুক্যোপনিষদে শ্রুতি বলিতেছেন,—

"জাগরিত স্থানো বহিষ্প্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতি মুখঃ স্থূলভুগ্বৈশ্বানরঃ প্রথম পাদঃ ॥

স্বপ্নস্থানোঽন্তঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতি মুখঃ প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥

যত সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি, তৎ সুষুপ্তম্। সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়োহ্যানন্দভুক্ চেতো মুখঃ প্রাজ্ঞঃ তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্য্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্ ।।”

এই তিনটি অবস্থা ব্যতীত আরও একটী অবস্থার কথাও উক্ত উপনিষদে আছে। ইহাই তুরীয়াবস্থা। যোগবাশিষ্ঠ প্রভৃতি বেদান্ত গ্রন্থে তুরীয় ও তুরীয়াতীত নামক দুইটি অবস্থার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই দুইটি অবস্থা সাধারণ জীবের অবস্থা নয়। এই অবস্থাদ্বয় বহু সুকৃতির ফলে কোন কোন ভগবানের লাভ হয়। জীবাত্মা তুরীয়াবস্থাতে উপনীত হইয়া জন্মমরণের ভাব ভুলিয়া যায়। শান্ত এবং নির্ম্মল হয়। তুরীয়পদ জাগ্রত অবস্থা নয় কারণ তথায় সঙ্কল্প বিকল্প, রাগ দ্বেষ দ্বন্দ্ব থাকে না। স্বপ্নও নয় কেন না তথায় রজ্জুতে সর্পের ন্যায় ভ্রান্তি উৎপন্ন হয় না। এবং সংস্কার বা বাসনা ভোগও হয় না। বাসনা থাকিতে জীবের এই পদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সুষুপ্তিও নয় কারণ তথায় জড়তা থাকেনা। ঐ অবস্থায় চেতনতা বিশুদ্ধ আত্মচৈতন্যে বিরাজ করিতে থাকে। জীবনমুক্ত পুরুষরাই কেবল ঐ অবস্থায় স্থিত হইয়া থাকেন। জীবনমুক্ত পুরুষ সদা শান্ত এবং জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তিরূপ তিন অবস্থারই সাক্ষীরূপে বিদ্যমান থাকেন। এই তুরীয়াবস্থায় আত্মার নাম “সর্ব্বাত্মা”। ইহার পর তুরীয়াতীত অবস্থা। ইহা মন ও বাণীর অতীতাবস্থা। এই অবস্থার অনুভব বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। ইহা মূকের রস আস্বাদনের ন্যায়। যখন জীবনমুক্ত পুরুষ বিদেহ হইয়া যান, তখন এই অবস্থা প্রাপ্ত হন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীবের মধ্যে রাগ দ্বেষ, সুখ দুঃখ, ভাল মন্দরূপ দ্বন্দ্ব বর্ত্তমান থাকে ততক্ষণ তুরীয় পদই পাওয়া যায় না তুরীয়াতীতপদ তো আরও দূরের কথা। অহঙ্কারের পূর্ণভাবে অভাব না হওয়া পর্য্যন্ত এই অবস্থা জীবাত্মার লাভ হয় না। এই তুরীয়াতীত অবস্থায় আত্মা “ব্রহ্মাত্মা” নামে পরিচিত হন। ইহাকে “ব্রহ্মপদ” “আত্মপদ” বা “চিদানন্দপদ”ও বলা যায়। তুরীয়াতীত অবস্থা—বিদেহমুক্তেরই অবস্থা। এই অবস্থায় আত্মা “অহমেব পরব্রহ্ম” ও সম্পূর্ণ বিশ্বের সহিত নিজেকে অভিন্ন বোধ করেন। (ক্রমশঃ)

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দম্

বিভুপদ কীর্ত্তি

এই বুঝি হাত বাড়িয়ে আছ
আমার জানালায় ঃ
ইচ্ছাটুকু হলেই বুঝি
তোমায় ছোঁয়া যায়।

এই ত আগে, এই ত পাছে,
কাছে থেকেও অনেক কাছে,
এই ত সুখে, এই ত দুখে
বুকের বেদনায়।

অতল গভীর তামস রাতে
কপালে কার হাত ?
ধূলায় চরণ এগিয়ে দিয়ে
কে নেয় প্রণিপাত ?

মায়ের মত কার মমতা—
আমায় ঘিরে এ কার ব্যথা
জেগে আছে তন্দ্রাহারা
মৌন প্রহরায় ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

ছিন্ন দল

ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র দত্ত

[১]

পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা বয়ে চলেছেন। গঙ্গাবক্ষে ছোট্ট একটি তরণী। অনেকে মিলে বেয়ে নিচ্ছে তাকে। তাই তার গতি বিক্ষিপ্ত। হাল ধরে যিনি আছেন তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না—সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোয়। আমার সন্নিকটস্থ ঘনিষ্ঠ সঙ্গীটি বলে যাচ্ছিলেন তার অতীত কাহিনী।

বলছিলেন, "......শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা সারদা, শ্রীআনন্দময়ী মা, এবং আরও অনেকের কথা এলোমেলো ভাবে চিন্তা করতে করতে পৌঁছলাম জয়রাম বাটী—কামার পুকুর থেকে পায়ে হেঁটে। বিভূতি মহারাজের নির্দ্দেশে গেষ্টহাউসের আমতলার ঘরটিতে ব্যবস্থা হল আমার বিশ্রামের। সারদা মায়ের জন্মভূমি,—তাই এখানকার আকাশে বাতাসে যেন একটা মাতৃত্বের স্পর্শ। ...ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। স্বপ্ন দেখলাম—আম যেন ছোট্ট একটি উলঙ্গ ছেলে—আর কে যেন সস্নেহে স্নান করিয়ে দিচ্ছেন আমায়—ধুয়ে দিচ্ছেন ধূলা কাদা। অপূর্ব এক পরিতৃপ্তি ছেয়ে গেল সমস্ত দেহে আর মনে।—ঘুম ভেঙ্গে গেল। ...নানান কথা ভাবতে ভাবতে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। —দেখলাম সেই স্নানের দৃশ্য। কিন্তু এবার দেখলাম, আমার দেহের একটি বিরাট ক্ষতকে ধুয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে দিচ্ছেন তিনি—যেন সঞ্চিত সমস্ত বেদনার অপনোদনের দায় বহন করছেন তিনি। মালিন্য ও ক্ষত দূর করার এই যে দুটি দৃশ্য দেখলাম—মনে হয় সেগুলি নিরর্থক নয়। একটা স্থান মাহাত্ম্য আছে, কি বলেন ?"

আমি বললাম, "বিশ্বজননীই ক্লেদ-কলুষ নাশের দায়িত্ব নিয়েছেন,—ভয় কি আর !"

...তর্ তর্ ক'রে বয়ে চলেছেন পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[২]

সঙ্গীটি আরম্ভ করলেন তাঁর আর একটি কাহিনী। তখন তিনি কলেজের ছাত্র। গ্রাম্য বন্ধুরা কিছুদিন ধরেই উৎপীড়িত করছিল তাঁকে, বিয়ের বয়স হয়েছে, বিয়ে কর না। তারই একটা প্রভাব তাঁর অবচেতনে পড়েছিল নিশ্চয়। বিকালে সে গিয়েছিল মা আনন্দময়ীকে দেখতে—একডালিয়ায় গীতা ব্যাখ্যা হচ্ছিল শ্রীমায়ের উপস্থিতিতে। সস্নেহ সকরুণ দৃষ্টি মায়ের—শান্তি ও পবিত্রতার প্রলেপ বুলিয়ে দিচ্ছিল প্যাণ্ডেলের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত। মাকে দেখতে দেখতেই সঙ্গীটির দৃষ্টি পড়েছিল একটি মেয়ের মুখের উপর। ভাবলেন বাঃ বেশ ভক্তিমতী তো, সুশ্রী শ্যামবর্ণা দীর্ঘাঙ্গী তন্বী। --এই যদি হ'ত আমার জীবন-সঙ্গিনী!—মায়ের দৃষ্টি আমার বন্ধুর দৃষ্টিকে আকর্ষণ করল। মায়ের দৃষ্টিকে অনুসরণ করেই তিনি তাকালেন আবার সেই মুখের দিকে। দেখলেন যেন পুড়ে কালি হয়ে গেছে সে-মুখখানা। সেই পোড়া মুখের বিকট রূপ ভয় জাগালো মনে উগ্র এবং ভর্ৎসনা ব্যাঞ্জক দুইটি চোখ তার যেন আমার সঙ্গীটিরই চোখের উপর স্থির হয়েছিল। তাঁর ভিতরটা তখন যেন আর্ত্তনাদ করে উঠল, মা মা বলে। ঘটনার উপসংহারে সঙ্গীটি বললেন, "যাই হোক একটা নিশ্চিন্ত ও নির্ভরের সাচ্ছন্দ্য অনুভব করতে লাগলাম,—মা আমার হাল ধরে আছেন তাহলে।"

[৩]

সঙ্গীটি কিছুক্ষণ কি ভেবে আবার আরম্ভ করলেন, "আচ্ছা বলুন তো যে-ছেলে শান্ত হয়ে কোলে বসে আছে, মা তাকেই ভালবাসেন, না, যে ছেলে ধূলা-কাদা মেখে বেড়াচ্ছে? —আমি কিন্তু দেখেছি ধূলা-কাঁদা-মাখা ছেলের জন্যই মায়ের উৎকণ্ঠা বেশী।"

আমি বললাম,—"আবার আর এক দৃষ্টি আছে, যে-দৃষ্টিতে বিশ্বব্যাপীই মায়ের অঙ্ক। কিছুই তার বাইরে নয়।"

বন্ধুটি আত্মস্থ ভাবেই বলে চললেন, "সেবার গ্রীষ্মের ছুটিতে দেরাদুন যাচ্ছিলাম মা আনন্দময়ীর কাছে। ট্রেনে বসে বারে বারে একটা কথাই মনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়েছে, মা আমি যে আসছি! —জানি, অনেক তোমার গুণী-জ্ঞানী-কর্ম্মী-ভক্ত সন্তানরা তোমার চরণ ঘিরে সেবা করছে আর আবদার করছে। তা ছাড়া তোমার বিশ্বব্যাপী অগণিত সন্তাপ, অনন্ত বৈচিত্র্য। ভাবলেই মনে হয় হারিয়ে গেছি আমি। তবু তো ভাবতে ভাল লাগে, তুমি আমার আমি তোমার! তুমি কি বসে আছো মা আমারই প্রতীক্ষায়? তোমার গুণী-জ্ঞানী সন্তানদের বহু আবদারের মধ্যেও--তোমার এই ক্লেদ-কলুষিত সন্তানের জন্য তোমার দৃষ্টির একটি দিক উন্মুক্ত হয়ে রয়েছে কি? দেখ্‌ছো কি, ওগো মা আমি আসছি?

...সে-দিনটা ছিল ৩রা জুন, ১৯৬২ সাল। গাড়ী এসে থামল কিষেণপুর আশ্রমের দরজায়। আমার মাথায় চিন্তার বোঝা—এই আশ্রমে আমি নূতন, কোথায় কি ব্যবস্থা কিছুই জানা নেই। সঙ্গে কলকাতার কয়েকজন ভক্ত মায়ের জন্য অনেকগুলি ডাব পাঠিয়েছেন, তাঁদের শ্রদ্ধার উপহার। আমার মাথায় শুধু চিন্তা, কি করে সে-সব পৌঁছাতে হবে, কোথায় দিতে হবে, কেমন করে বয়ে নিতে হবে ইত্যাদি। সেই চিন্তায় আমি রীতিমত "নার্ভাস"; মাতৃচিন্তা তখন আর সেই। ...বিষ্ণু জিজ্ঞাসা করলেন নারদকে, "আমার প্রেরিত তেলের বাটী কৈলাসে নিয়ে যাবার সময়, ক'বার আমার স্মরণ করেছ নারদ?"—"একবারও নয়, তোমার তেল সামলাতেই ব্যস্ত ছিলাম, ঠাকুর।" —আমারও সেই অবস্থা লক্ষ্য ছেড়ে উপলক্ষ্য নিয়েই ব্যস্ত। নার্ভাস ভাবে ছুটে গিয়েই—একজন সন্ন্যাসীকে দেখতে পেয়ে পদধূলি নিতে এগোলাম। উদ্দেশ্য কিন্তু আমার সমস্যার কিছু সমাধান যদি হয়। অন্য কোন দিকে লক্ষ্যই নেই। সন্ন্যাসী বললেন, "করছেন কি?—মা যে সামনেই দাঁড়িয়ে।" সন্ন্যাসীর ধমক খেয়ে এবং ভয়ানক রকম ভ্যাবাচেকা খেয়ে মায়ের পায়ের কাছে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম—এক ধাক্কায় যেন উপলক্ষ্যের থেকে লক্ষ্যের অভিমুখে। 'দেখলাম নির্জন আশ্রম প্রাঙ্গণে—স্মিতাননে মাল্য হস্তে দাঁড়িয়ে রয়েছেন মা —সাহাস্য সুস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন; মালাটি গলায় আমার পরিয়ে দিয়েই বিদ্যুৎ-গতিতে চলে গেলেন কর্ম্মান্তরে। মা কি তবে আমারই প্রতীক্ষায় ছিলেন? ট্রেনের মধ্যে বসে যে প্রার্থনা জেগেছিল হৃদয়ে পৌঁছেছিল কি তা মায়ের চরণে? —সে সব হৃদয়ঙ্গম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করার সময়ও পাইনি তখন,—তখন যে বুদ্ধির বোঝা দিয়ে সমাধান করছিলাম বোঝা নামাবার সমস্যা।"

গঙ্গার ঢেউগুলি ওদিকে থপ্ থপ্ করে গিয়ে পড়ছিল একটা ছোট্ট ঝোপের উপর। বারে বারে পড়ছিল। কি যেন কিসের আকর্ষণ। ঝোপটিও গোড়া-আল্গা অবস্থায় একটু একটু ক'রে নুইয়ে পড়ছিল—যেন আকর্ষণ উভয়েরই।

[৪]

সঙ্গীটি বলে চললেন, "ক্লেদাক্ত ছেলেকে, মা ধুয়ে-মুছে কোলে নেন; —কেমন করে, তা জানেন ?"

সেদিন দুপুরে কিষেণপুর আশ্রমের নাম-ঘরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন মা ঘুরতে ঘুরতে। একটা মস্ত বড় পিতলের বাসন রয়েছে রান্নার জন্য—বোধহয় নূতন কেনা হয়েছে। মা ভিতরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ভিতরটা এমন কালো কালো কেন ?" —সম্ভবতঃ চিত্রাদি ছিলেন কাছে। জানালেন, "অনেক মাজা ঘসা হয়েছে, পরিষ্কার হচ্ছেনা।" —মা সেটিকে নাড়ছেন-চাড়ছেন আর বলছেন, "এত ময়লা, এ যে মানুষের ভিতরটির মত,—কত মাজা ঘষা, কিছুতেই পরিষ্কার হয় না। ...তাইতো বারে বারে যাওয়া আসা।" —যেন এক সমস্যা মায়ের। —যাকে পাচ্ছেন, তাকেই ডেকে বলছেন, "দেখ, দেখ, তোমাদের ভিতরটা দেখ। কত মাজা ঘসা কিছুতেই পরিষ্কার হচ্ছেনা; শুধু বাহিরটাই চকচকে।" উপস্থিত সবাইকে ডেকে মা দেখাচ্ছেন, আর রসিকতা করছেন। কিন্তু, কৈ ? আমাকে তো কিছু বললেন না,—যা হোক কিছু বললেই যে ভাল লাগে ! —আমি কি তবে বর্জিত—মায়ের দৃষ্টি থেকে ?

রাত্রে শোওয়ার ব্যবস্থা হল, মায়ের ঘরেরই পাশে। ...সমস্ত আশ্রম ধীরে-ধীরে নিস্তব্ধ হয়ে এল। আমার চোখে কিন্তু ঘুম নেই। দীর্ঘ-পথশ্রান্তির পরেও ঘুম নেই। মনের মধ্যে কত কি জাগতে লাগল একে একে! প্রথমে মায়ের প্রতি নানান অভিযোগ—ধীরে ধীরে আনতে লাগল বহু সন্দেহ ও অবিশ্বাস—বহুবিস্তৃত তাদের যুক্তিজাল—এল হতাশ;—এল ব্যর্থ হৃদয়ে হাহাকার;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি যেন এক দুর্ব্বল দ্রষ্টা;—শুধু দেখে যাচ্ছি. অবচেতনের গহ্বর থেকে কুৎসিত যত চিন্তারাশি দানবীয় রূপ ধরে উঠে এসে—একের পর এক মিছিল করে চলে যাচ্ছে দর্পিত পদক্ষেপে আমার হৃদয়-ভূমিকে কম্পিত ক'রে। বড় বিকট তারা, আর আমি অবসন্ন, আচ্ছন্ন, অক্ষম। —প্রহরের পর প্রহর চলে গেল এমনি নানা বিস্তার প্রবাহে পড়ে হাবুডুবু খেয়ে। সবশেষে ভিতরটা যেন ব্যাকুল হয়ে কেঁদে উঠল, "মা, মা, একি সব? কোথা থেকে এল এরা,—বাঁচাও আমাকে মা বাঁচাও, তুমি না মোছালে মুছবে কি করে এত গ্লানি।" —মুহূর্ত্তের মধ্যে সব যেন শান্ত হয়ে এল;—শান্তির ক্রোড়ে ঘুমিয়ে পড়ার পূর্ব্বে মনে হল আমার "এই কি আমার ভিতরের রূপ?"

...দেরাদুন আশ্রমেই দিন কাটছে। মায়ের সঙ্গ পেয়ে মন-প্রাণ ভরপুর হয়ে রয়েছে। কিন্তু মাঝে মাঝে পীড়া দিচ্ছে সেই রাত্রির স্মৃতি। ...একদিন সকাল বেলায় সৎসঙ্গে ভাগবত ব্যাখ্যা করছিলেন শ্রীমৎ ভাগবতানন্দ। কথা প্রসঙ্গে বলছিলেন,—একজন ভক্ত মাকে একবার প্রশ্ন করেছিলেন, "মা, যখন বাড়ীতে থাকি তখন তো বেশ ভাল মানুষ থাকি। কিন্তু তোমার কাছে এলেই দেখি আমরা আসলে তেমন ভাল নই। রাগ-দ্বেষ-ঈর্ষা-কামনা—এসব যেন উঁকি ঝুঁকি মারতে থাকে,—যাদের অস্তিত্ব পূর্ব্বে বড় একটা বোঝা যেত না।" —মা বললেন, "বাবা,—দেখেছি—কাণের ময়লা পরিষ্কার করার জন্য কেউ কেউ কাণে চুনের জল ঢেলে দেয়। তাতে ময়লাগুলি সব ফুলে ফেঁপে ভেসে ওঠে। —ময়লা তখন সহজে পরিষ্কার করা যায়। তোমরা যখন এই শরীরটার কাছে আস তখনো তেমনি কিছুটা চুণের জল ঢেলে দেওয়া হয়। ময়লাগুলি নিষ্কাষণের জন্যই এই ব্যবস্থা।" —বুঝলাম আমি তবে বর্জ্জিত নেই,—আমিও হচ্ছি মার্জ্জিত।

...হঠাৎ পাঁকের মধ্যে কি একটা ঘুরপাক খেয়ে ভেসে উঠল—দুর্গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে। মুহূর্ত্তে স্রোতের টানে চলে গেল অনেক দূর। ...বয়ে চলেছেন পুণ্যসলিলা জাহ্নবী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[৫]

আমি বার করলাম পকেট থেকে ছোট্ট একটি কবিতার খাতা। বললাম, তাহলে শুনুন—আমার একটা কবিতা। কবিতায় বর্ণিত ঘটনাটি শুনেছিলাম আমার এক বয়স্ক বন্ধুর মুখে ঃ

সন্ন্যাসী-বেশী ব্যভিচারী এক
ঘৃণিত অতীত তার;
পতিত ব'লে সে সমাজে কথিত;
তার নামে কত কাহিনী রচিত,
অনাচার কথা কত পুঞ্জিত—
কতনা বঞ্চনার।

একদা সে-"সাধু" ঘুরে ঘুরে ক্রমে
এসে উপনীত হ'ল কোন্ ভ্রমে
গঙ্গার তীরে কাশী-আশ্রমে
ছাড়িয়া আপন বাস।

হয়তো এসেছে শক্তি মাগিতে
অতীতের ক্লেদ হয়তো মুছিতে,
শুদ্ধজীবন সূচনা করিতে
হৃদয়ে জেগেছে আশ।

আশ্রমিকরা ভ্রূ-কুঞ্চিত ক'রে
অস্ফুটে নানা কানা-কানি করে,
কেন সে এসেছে দেবতার ঘরে—
এ নহে তাহার স্থল।

আনন্দময়ী মা তারে কোমলে
ডাকিয়া বেদনা মুছেদেন ছলে
ফুলের মালাটি তুলে দেন গলে
হাতেতে প্রসাদী ফল।

অতিথি-শালায় নিজে যান নিয়ে;—
বিশ্রামাদি সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে
ব্যবস্থা নিজে করেন দাঁড়িয়ে
সেবক ডাকিয়া দেন।

প্রতি প্রাতে এসে শিয়রে দাঁড়ান;
"ভাল আছ বাবা ?"-কুশল সুধান;
এমনি ক'রে মা করুণায় স্নান
আপনি করিয়ে নেন।

বিদায়ের দিন অবনত শিরে
সন্ন্যাসী এসে দাঁড়ালেন ধীরে;
প্রণাম করেন, "যেতে হবে ফিরে
কাটিয়া স্নেহের বাঁধ।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলেন জননী করুণা বচন ঃ
"যে-বাঁধনে, বাবা, কাটিবে বাঁধন,
সে-বাঁধন নিতে করিও সাধন
রাখিও হৃদয়ে সাধ।"

বলিলেন পুনঃ সস্নেহ সুরে,
"এ-মেয়েকে তব ভেবো নাকো দূরে,
এ-শরীর জেনো পিছে তব ঘুরে
যেখানে যখন রও।
দূরত্ববোধে দুর্বুদ্ধি যে,
নিকট বুঝিয়া লও।"

কবিতা শেষ হল। সঙ্গীটি আত্মস্থ। ...ভেসে চলেছে এক ঝাঁক কচুরী-পানা, দূরে কি একটা কালো-কালো, ওদিকে একটা গাঁদা ফুলের মালা। ...প্রবাহিনী পুণ্যতোয়া ভাগীরথী।

(ক্রমশঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

চতুর্থ খণ্ড

শ্রীঅমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত এম, এ, বি-এল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৪ঠা বৈশাখ, বুধবার, ১৩৫৩ সন, (ইং ১৭।৪।৪৬) আজ প্রায় এক বৎসর পর শ্রীশ্রীমা ঢাকা আসিলেন। দোল পূর্ণিমার সময় শ্রীশ্রীমায়ের বহরমপুর যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তিনি ঐসময় বুদাউন জেলায় শ্রীযুক্ত হরিবাবার আশ্রমে গমন করেন। যে স্থানে হরিবাবার আশ্রম তাহাকে বাঁধ বলে। লোকমুখে শুনিলাম যে বুদাউন জেলার গ্রাম গঙ্গার প্লাবনে নষ্ট হইয়া যাইত। সেখানকার লোকের দুর্দ্দশার অন্ত ছিল না। কারণ ঐ প্লাবনের জন্য তাহারা শস্য ইত্যাদি কিছুই রক্ষা করিতে পারিত না। হরিবাবা কোনরূপ সরকারি সাহায্য গ্রহণ না করিয়া শুধু গ্রামের লোকগুলিকে লইয়া ঐখানে এক প্রকাণ্ড বাঁধ তৈয়ার করিয়াছেন যাহা কয়েক মাইল লম্বা। ঐ বাঁধের উপরই হরিবাবার আশ্রম। হরিবাবাকে স্থানীয় লোকেরা দেবতুল্য সম্মান করেন। যাহা হউক, হরিবাবার আগ্রহেই শ্রীশ্রীমা দোলযাত্রার সময় বাঁধে গমন করেন। উৎসবান্তে হরিবাবা তাঁহার কয়েকজন শিষ্য ও ভক্ত সমভিব্যাহারে বহরমপুরে আগমন করেন। শ্রীশ্রীমাকে উপলক্ষ্য করিয়াই এবার বহরমপুরে ভক্তগণ বাসন্তী পূজা করেন। বহরমপুর হইতে শ্রীশ্রীমা নবদ্বীপ এবং কলিকাতা হইয়া ঢাকা আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

শ্রীশ্রীমাকে অভ্যর্থনা করিতে আমরা ঢাকা ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলাম। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দুইখানা মোটর গাড়ী সহ ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীমা এবং হরিবাবা ষ্টেশনে পৌঁছিলে তাঁহাদিগকে ে টরে

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রমে লইয়া আসা হইল। আমরা কেহ ঘোড়ার গাড়ীতে কেহ বা রিক্সায় আশ্রমে আসিলাম।

আশ্রমে পৌঁছিয়া দেখি শ্রীশ্রীমা নামঘরে বসিয়া আছেন। মেয়েরা কীর্ত্তন করিতেছেন। একটু পরই বৃষ্টি আরম্ভ হইল, সঙ্গে সঙ্গে অল্প অল্প বাতাস। ক্রমেই বৃষ্টি ও বাতাসের বেগ প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। শেষে উহা এতই প্রবল হইল যে নামঘরে আমাদের থাকাই কষ্টকর হইয়া উঠিল। এই সব দেখিয়া মা হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন। ঝড়ের বেগ বেশীক্ষণ রহিল না, কিন্তু বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। শ্রীশ্রীমা হাসিতে হাসিতে আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "যখন বৃষ্টি ও অল্প অল্প বাতাস আরম্ভ হইল তখন ভাবিলাম বাতাসত আর বেশী নয়, কিন্তু ঐ ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই ঝড় আরম্ভ হইল। তখন বলিতে বাধ্য হইলাম—থাম, থাম, হইয়াছে।" মার কথা শুনিয়া সকলেই হাসিতে লাগিলেন।

বৃষ্টি একটু কমিলে শ্রীশ্রীমা নামঘর হইতে উঠিয়া সমাগত সাধুদের থাকার কি বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে গেলেন। আমিও ছাতা ধরিয়া মার সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। মায়ের আগমন উপলক্ষ্যে একখানা নূতন ছনের ঘর করা হইয়াছিল। একজন মিলিটারি কণ্ট্রাকটার এই ঘরখানা করিয়া দিয়াছিলেন। মা প্রথমেই ঐ ঘরে গেলেন। শ্রীযুক্ত সীতারাম বাবা তাঁহার শিষ্যসহ ঐ ঘরে আস্তানা নিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে একটি ভাল ঘরে যাইতে বলিলেন, কিন্তু সীতারাম বাবা ঐখানেই থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহাদের জন্য চৌকি আনিয়া দেওয়া হইল। শ্রীশ্রীমা ঐখানে বসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিলেন। মা আশ্রম-স্থানটির প্রশংসা করিলেন। মা বলিলেন, "এককালে এখানে সাধুরা খুব কঠোর তপস্যা করিতেন এবং শুনিয়াছি উঁহারা তোমাদের (অর্থাৎ সীতারাম বাবাদের) দেশীয় লোক ছিলেন।

সীতারাম বাবা মেয়েদের কীর্ত্তনের প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "বাংলাদেশে মেয়েরা এমন সুন্দর রামনাম করিতে পারে তাহা ত আমার ধারণা ছিল না।" মা বলিলেন, "হাঁ এখানে মাতাজীরা ভাল কীর্ত্তন করিতে পারে। বাবারাও কীর্ত্তন করে তবে বেশী নয়।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীহরি বাবা

এই সব কথা বলিয়া মা স্মৃতিমন্দিরের বারন্দায় গিয়া দাঁড়াইলেন। আমরা নীচে দাঁড়াইয়া রহিলাম। ততক্ষণ বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। হরিবাবা এবার আশ্রমে আসিবেন বলিয়া শ্রীশ্রীমায়ের নির্দ্দেশ মত আশ্রমটিকে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হইয়াছে। আশ্রমের পরিচ্ছন্ন ভাব দেখিয়া মা আনন্দ প্রকাশ করিলেন। মা বলিলেন, "এ দেহ যখন আশ্রমে একা আসে তখন তোমরা ইহা পরিষ্কার কর বা না কর তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। কারণ এ দেহের কিছুতেই আপত্তি নাই, কিন্তু হরিবাবা নোংড়া কিছুই দেখিতে পারেন না। তাঁহার নিজের আশ্রমও খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আবর্জ্জনা দেখিলে তিনি নিজ হাতেই উহা পরিষ্কার করিতে লাগিয়া যান। আর তাঁহার সমস্ত কাজই টাইম বাঁধা। বাঁধের উপর দুইটি প্রকাণ্ড হলঘর আছে। উহার একটির মধ্যে সৎসঙ্গ হয়, অর্থাৎ দিনের অধিকাংশ সময়ই সেখানে কোন না কোন ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ হয়। কেহ হয়ত পাঠ করিতেছে, কেহ সদালোচনা করিতেছে, কীর্ত্তনও হইতেছে এইরূপ। হরিবাবা তাঁহার নির্দ্দিষ্ট সময়ে সেখানে গিয়া পাঠ ইত্যাদি করেন, কিন্তু যেইমাত্র ঐ কাজ শেষ হইল অমনি তিনি তাঁহার ঘরে গিয়া কপাট বন্ধ করিয়া দেন। বাজে কথা বা কাজে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। সর্ব্বদাই ভগবৎ উদ্দেশ্যে কাজ ও চিন্তা লইয়া থাকেন।"

হরিবাবাকে ষ্টেশনে একবার মাত্র দেখিয়াছিলাম। কিন্তু আশ্রমে আসিয়া আর তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। শুনিলাম তিনি ঘরে কপাট বন্ধ করিয়া আছেন। তিনি যে ৩।৪ দিন আশ্রমে ছিলেন তাঁহার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করিবার কেহই অবকাশ পান নাই। মাত্র পাঠের সময় তিনি নামঘরে আসিতেন অন্য সময় নিজের ঘরেই কপাট বন্ধ করিয়া থাকিতেন।

হরিবাবা দেখিতে দীর্ঘাকৃতি, সৌম্যদর্শন। সর্ব্বদাই তাহার দৃষ্টি পাদদেশে নিবদ্ধ। তাঁহার বয়স ষষ্টি বৎসর কিংবা তদূর্দ্ধে হইবে। বয়োবৃদ্ধ হইলেও তিনি যখন নাম কীর্ত্তন করেন তখন তাঁহাকে বৃদ্ধ বলিয়া মনে হয় না। কীর্ত্তনে যেরূপ লম্ফপ্রদান করেন এবং যেরূপ সজোরে করতালি দেন ও কাঁস বাজাইতে থাকেন যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা দেখিলে অবাক হইতে হয়। তাঁহার নাম কীর্ত্তনের আরও একটু বিশেষত্ব এই যে তিনি সর্ব্বাঙ্গ দিয়া নাম করেন। খুকুনি দিদির নিকট শুনিলাম যে তিনি পাঞ্জাবের লোক ডাক্তারী পড়িয়াছেন এবং আজীবন ব্রহ্মচারী। পাঞ্জাবের লোকেরা সাধারণতঃ বঙ্গীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের খবর রাখেন না, কিন্তু হরিবাবা শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেবের ভক্ত এবং উপাসক। শুনিলাম শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে তাঁহার পড়াশুনা এবং জ্ঞান অসাধারণ। অধিকাংশ সময় তিনি বাঁধেই বাস করেন। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীশ্রীমায়ের সহিত তাঁহার দেখা হইয়াছিল। দিদি বলিলেন পঞ্জাবের এক গুপ্ত মহাপুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া হরিবাবা শ্রীশ্রীমায়ের সহিত দেখা করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে সেই মহাপুরুষ নাকি শ্রীশ্রীমায়ের শরণ লইতে উপদেশ দেন। সেই হইতেই তিনি শ্রীশ্রীমায়ের কাছে আসিবার জন্য ব্যস্ত, কিন্তু তাঁহার ভক্ত এবং শিষ্যগণ কিছুতেই তাঁহাকে ছাড়িতে প্রস্তুত নন। এবার তিনি সকলের অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করিয়া শ্রীশ্রীমায়ের কাছে আসিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে তিনি কিছুদিন শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গ করিবেন। কিন্তু এখানে আসিয়াও তিনি শান্তি পাইতেছেন না। তিনি নাকি দিদিকে বলিয়াছেন, "আমি শ্রীশ্রীমায়ের সেবা করিতে আসিলাম, কিন্তু মা আমাকে সে অধিকার না দিয়া আমার প্রতি পরম সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন। কাজেই এখানে আমার বেশীদিন থাকা চলিবে না।"

রাত্রিতে আবার মায়ের কাছে যাইব মনে করিয়া আমরা সন্ধ্যার কিছু পরই বাসায় চলিয়া আসিলাম। রাত্রি প্রায় ১১টার সময় আবার আশ্রমে গেলাম। আমার আত্মীয় শ্রীমান যতীন (মজুমদার) বাসায়ই শয়ন করিয়া রহিল। আশ্রমে আসিয়াও মার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিবার বিশেষ সুবিধা পাইলাম না। বিদায় লইয়া আসিবার সময় যখন আমার বন্ধু মনোমোহন (ঘোষ) এবং আমি মাকে প্রণাম করিতে গেলাম তখন মা যতীনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং আমাদিগকে বলিলেন, "আজ তোমরা বাসায় গিয়া শুইয়া থাক। বৃষ্টির জন্য ঠাণ্ডা পড়িয়াছে, কাজেই আজ আশ্রমে থাকার সুবিধা হইবে না।" আমরা প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার। সকালবেলা ৯টার সময় হরিবাবা প্রভৃতিকে নিয়া মা শা'বাগে গেলেন। যে ঝাউগাছগুলিতে চন্দনের গন্ধ হইয়াছে তাহা হরিবাবা এবং তাঁহার সঙ্গীয় লোকদের দেখান হইল। তাঁহারা উহা দেখিয়া খুব আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। হরিবাবা বলিলেন যে এ জাতীয় ঝাউগাছ তিনি পাঞ্জাবেও দেখিয়াছেন কিন্তু সেগুলির এরূপ সুগন্ধ নাই। খুকুনি দিদি তাঁহাকে বলিলেন, "মা বলিয়াছেন যে এখানে (অর্থাৎ শা'বাগে) নাম ইত্যাদি যে সব সদ্‌ভাবের খেলা হইয়াছে উহা হইতেই ঝাউগাছগুলি চন্দনের গন্ধ পাইয়াছে।" অমূল্যদাদা মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে শা'বাগে ত আরও ঐরূপ গাছ আছে, সেগুলির এরূপ হয় নাই কেন? তাহার উত্তরে মা আমাকে বলিয়াছেন যে মানুষের মধ্যে যেমন দেখা যায় যে সকলে সকল ভাব গ্রহণে সমর্থ হয় না গাছের মধ্যেও সেই রূপ আছে। সেইজন্য কতকগুলি গাছের পরিবর্ত্তন হইয়াছে আবার কতকগুলির হয় নাই।"

এখান হইতে আরব দেশীয় ফকিরের কবরের কাছে যাওয়া হইল। শ্রীশ্রীমা সদলবলে ফকির সাহেবের সমাধি গৃহে গিয়া বসিলেন। সেখানে একজন মৌলভি ছিলেন। আজ বৃহস্পতিবার বলিয়া তিনি কবরে ধূপবাতি দিতে আসিয়াছেন। যে ভাবে মা ফকিরসাহেবকে দেখিয়াছিলেন এবং যে ভাবে মা এই ঘরের মধ্যে আসিয়া নমাজ পড়িয়াছিলেন সেই গল্প হইতে লাগিল। মৌলভি সাহেবও এই আরব দেশীয় ফকির সম্বন্ধে যে কিম্বদন্তি আছে তাহা বলিলেন। তিনি বলিলেন, "পূর্ব্বে বাগানের এই দিকটা জঙ্গল ছিল। একদিন নবাব বাহাদুর বাগানের এদিকে বেড়াইতে আসিয়া দেখিতে পাইলেন এক ফকির বাঘের পীঠে চড়িয়া বেড়াইতেছেন। নবাব বাহাদুরকে দেখিয়াই তাঁহাকে আর কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া ফকির সাহেব বলিলেন, "যাও, দেখত বাগানের গেটের কাছে কে আছে"। নবাব এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ গেটের নিকট গেলেন; কিন্তু তিনি সেখানে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে বাঘ বা ফকির কেহই নাই। কেবল একজন লোক সাদা কাপড় মুড়ি দিয়া সেখানে শুইয়া আছে বলিয়া বোধ হইল। কাপড় উঠাইয়া দেখেন যে কোন লোকই নয় শুধু একখানা কাপড় মাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহাতে তিনি খুব আশ্চর্য্য বোধ করিলেন এবং যেখানে ঐ কাপড় পড়িয়াছিল উহা কোন মহাত্মার সমাধি মনে করিয়া তিনি ঐ স্থানটি ঐ ভাবে বাঁধাইয়া রাখিয়াছেন। এখানে বাস্তবিকই যে কোন ফকির বাস করিতেন এবং তাঁহার দেহ এখানে সমাহিত করা হইয়াছে তাহা নয়।"

Pioneer Corps এর Depot Commandant শ্রীযুক্ত যামিনী মোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তখনও শা'বাগে ছিলেন। তিনি কুচবিহারে নূতন চাকুরী পাইয়াছেন, কিন্তু শ্রীশ্রীমা ঢাকা আসিতেছেন শুনিয়া মার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য শা'বাগে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি মাকে তাঁহার বাসায় নিয়া ভোগ দিলেন। সেখানে কিছুক্ষণ কীর্ত্তন হইল।

শা'বাগ হইতে শ্রীশ্রীমা সিদ্ধেশ্বরীতে গেলেন। সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমের ইতিহাস হরিবাবাকে বলা হইল। সম্বরবন মহারাজের তৈলচিত্র এবং অন্যান্য যাহা কিছু দর্শনীয় আছে তাহা তাঁহাকে দেখান হইল। সিদ্ধেশ্বরী বাড়ী হইতে শ্রীশ্রীমা আশ্রমে ফিরিলেন।

বিকালে রামায়ণ গান হইল। শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে গায়ক দুইভাই আসিয়াছেন ইহারাই গান করিলেন। কলিকাতায়ও ইহাদের গানের সুখ্যাতি শুনিয়াছি। এখানেও বেশ গান করিলেন।

৬ই বৈশাখ, শুক্রবার। আজ সকাল বেলা মা হরিবাবাকে নিয়া ঢাকেশ্বরী বাড়ী গেলেন। ঢাকার যাহা কিছু দর্শনীয় আছে তাহা দেখাই হরিবাবার ইচ্ছা। সেইজন্য মা তাঁহাকে নিয়া ঘুরিতেছেন। বিকাল বেলা আবার রামায়ণ গান হইল। সমস্ত দিনই নাম কীর্ত্তন পাঠ ইত্যাদি চলিতেছে।

হরি বাবার সঙ্গে যে সব ভক্ত আসিয়াছেন তাঁহারা অল্প সময়ের জন্য নাট্যাভিনয়-ও করেন। ইহাকে 'লীলা' বলা হয়। শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন যে এই লীলা করিতে বিশেষ শাজ-পোষাকের দরকার হয় না এবং ইহা করিবার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় বা স্থানও নাই। হরিবাবা হয়ত ভক্তদের নিয়া কোথায়ও যাইতেছেন, পথে শ্রান্ত হইয়া বিশ্রামের জন্য এক গাছ তলায় বসিলেন, ঐখানেই লীলা আরম্ভ হইল। এই লীলা দেখাইয়া হরিবাবাকে একটু আনন্দ দেওয়াই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তদের একমাত্র উদ্দেশ্য। হরিবাবা অতি গম্ভীর প্রকৃতির লোক। অভিনয় করিয়া তাঁহার মুখে একটু হাসি ফুটাইতে পারিলেই ভক্তরা তাহাদের চেষ্টা সার্থক মনে করেন।

হরিবাবার ভক্তদের অভিনয়

আজ রাত ৯টার সময় এই লীলা আরম্ভ হইল। উহার গল্পাংশটি এই— এক গুরু তাহার শিষ্য ধন্যার বাড়ী আসিলেন। এখানে আসিয়া তিনি তাঁহার শালগ্রাম শিলা পূজা আরম্ভ করিয়াছেন। ধন্যা জাতিতে গোয়ালা সে পূজার কিছুই জানে না। সে তাহার গুরুকে ঐ ভাবে পূজা করিতে দেখিয়া বাহানা ধরিল যে সেও ভগবানের পূজা করিবে। গুরু তাহাকে এ সব ব্রাহ্মণোচিত কাজ হইতে বিরত থাকিতে বলিলেন, কিন্তু তাহাকে নাছোড়বান্দা দেখিয়া একটি পাথরের টুকরা দিয়া বলিলেন, "নে, এই তোর ভগবান্। একে স্নান করাইবি, ভোগ চড়াইবি, এবং ভগবান্ আহার করিলে পর তুই নিজে প্রসাদ পাইবি।" এই বলিয়া গুরু বিদায় হইলেন। ধন্যা মহানন্দে পর দিন পূজা আরম্ভ করিল। পাথরের টুকরাটিকে স্নান করাইয়া তাহার কাছে রুটি রাখিয়া তাহাকে আহার করিবার জন্য বার বার বলিতে লাগিল। কিন্তু তাহার ভগবান্ উহা আর গ্রহণ করিলেন না। ইহা দেখিয়া তাহার বড় দুঃখ হইল। সে বলিতে লাগিল "ভগবান্, আমার গুরু যখন তোমাকে ভোগ দেন, তখন ত তুমি খুব তাড়াতাড়ি খাও, এখন খাইতেছ না কেন? তুমি না খাইলে আমিও খাইব না।" কিন্তু ভগবানের দিক হইতে কোনই সাড়া পাওয়া গেল না। তখন সে ভগবানকে মাথার পাগড়ীর মধ্যে বাঁধিয়া কার্যান্তরে চলিয়া গেল। ভগবান্ অভুক্ত বলিয়া তাহারও খাওয়া হইল না। পর দিনও একই অবস্থা। ক্রমে ক্রমে সে সাতদিন উপবাসী রহিল। পরে ভগবান্ তাহার শ্রদ্ধা ও একনিষ্ঠা দেখিয়া তাহার নিকট নিজকে প্রকট করিলেন। তখন ধন্যার আনন্দের আর সীমা নাই। সে ভগবানকে খাওয়াইল, তাঁহার সহিত নানা গল্প আরম্ভ করিল, ভগবান্ তাহার সমস্ত কাজ করিয়া দিবেন শুনিয়া সে তাঁহাকে গরু চড়াইতে এবং ক্ষেত নিড়াইতে নিযুক্ত করিল। ভগবান্‌ও তাহাই করিতে লাগিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইরূপে কিছু দিন গত হইলে ধন্যার গুরু আবার তাহার বাড়ীতে আসিলেন। গুরুকে পাইয়া ধন্যা বলিল, "গুরু, তুমি আমাকে এমন এক ভগবান্ দিয়াছিলে যে প্রথমে কিছুই খাইতে চায় নাই। তাহার জন্য আমাকে সাত দিন না খাইয়া থাকিতে হইয়াছিল।" গুরু বলিলেন, "মূর্খ, ভগবান্ কি খান? তাঁহার কাছে খাবার জিনিষ কিছুক্ষণ রাখিতে হয়, তাহা হইলেই তাঁহার খাওয়া হইয়া যায়।" ধন্যা বলিল, "তা' হইবে কেন? আমরা যেমন খাই ভগবান্‌ও তেমনি খান।" গুরু যতই অস্বীকার করেন, ধন্যাও খুব আত্মপ্রত্যয়ের সহিত বার বার একই কথা বলে। তখন গুরু বলিলেন, "তুই যদি আমাকে তোর ভগবানকে দেখাইতে পারিস তবেই আমি তোর কথা বিশ্বাস করিব।" ধন্যা বলিল, "ভগবান্ ত এখন গরু চড়াইতে গিয়াছেন। আচ্ছা, তাঁহাকে আমি ডাকি।" এই বলিয়া সে ভগবানকে ডাকিতে লাগিল। ভগবান্ আসিলেন, কিন্তু গুরুর নিকট তিনি অদৃশ্য। গুরু দেখিতেছেন না দেখিয়া ধন্যা ভগবানকে দেখা দিতে অনুরোধ করিতে লাগিল। ভগবান্ বলিলেন, "এ জন্মে তোর গুরু আমাকে দেখিতে পাইবে না, কারণ ওর ভক্তি বিশ্বাস কিছুই নাই।" কিন্তু ধন্যাও নাছোড়বান্দা। সে বলিতে লাগিল, "ভগবান্ তুমি দেখা না দিলে আমি যে তোমাকে পাইয়াছি তাহা ত গুরু বিশ্বাস করিবেন না। কাজেই তোমাকে দেখা দিতেই হইবে।" অগত্যা ভগবান্ বলিলেন, "তুই গিয়া তোর গুরুকে কোলে করিয়া বোস্ তবেই সে আমাকে দেখিতে পাইবে।" ধন্যা তাহাই করিল। গুরু ভগবানকে দেখিয়া নানা ভাবে তাঁহার স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন এবং ধন্যাকে বার বার আলিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তোমার মত শিষ্য পাইয়া এই অধম পাষণ্ড সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি পাইল।"

লীলা এইখানেই শেষ হইল। ধন্যা এবং গুরু উভয়েই অতি সুন্দর অভিনয় করিলেন। দর্শকগণও ইহা দেখিয়া খুব সন্তুষ্ট হইল। হিন্দীতে এই সব কথা-বার্ত্তা হইয়াছিল। অভয় মাঝে মাঝে অনুবাদ করিয়া কথাগুলি সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছিল।

৭ই বৈশাখ, শনিবার ১৩৫৩ সন (ইং ২০।৪।৪৬) আজও মা হরিবাবাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিয়া বাহির হইলেন। শুনিলাম তেজগাঁ এবং শঙ্করটোলা নানক সাহেবের যে সব আখড়া আছে তাহা দেখিতে গিয়াছেন। বেলা ১২॥ পর্য্যন্ত আশ্রমে অপেক্ষা করিয়াও শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন পাইলাম না।

বিকালে রামায়ণ গান এবং রাত্রিতে হরিবাবার ভক্তদের আবার অভিনয় চলিল। আজকার অভিনয়ের গল্পটি এই—

দেবর্ষি নারদ ভগবানের নিকট শুনিলেন যে জীব সংসারে শত কষ্ট পাইলেও তাহারা সংসার ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠে যাইতে ইচ্ছুক নয়। ভগবানের এই কথা পরীক্ষা করিবার জন্য নারদ মর্ত্ত্যলোকে আসিলেন। প্রথমেই কতকগুলি শূকরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তাহাদিগকে কাদাতে লুটাপুটি খাইতে দেখিয়া তিনি ভাবিলেন "আহা, এদের কত কষ্ট। এদিগকে বৈকুণ্ঠে লইয়া গেলে ত হয়।" এই ভাবিয়া তিনি শূকরদিগকে বলিলেন, "কেমন, তোরা বৈকুণ্ঠে যাইবি?" তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "বৈকুণ্ঠ কেমন স্থান ?" নারদ বলিলেন, "অতি চমৎকার পৃথিবীর সঙ্গে তাহার তুলনা হয় না। সেখানে যাহারা থাকে তাহারা দুঃখ কষ্ট জানে না। তাহাদের সর্ব্বদাই আনন্দ।" শূকরদের বোধ হয় তখন আহারের চিন্তা আসিল, তাই তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, বৈকুণ্ঠে কি বিষ্ঠা পাওয়া যায়?" নারদ বলিলেন, "রাম, রাম, বৈকুণ্ঠ হইল ভগবানের স্থান সেখানে বিষ্ঠা আসিবে কোথা হইতে?" তখন শূকরেরা বলিল, "ওরূপ বৈকুণ্ঠ দিয়া আমাদের প্রয়োজন নাই। ঠাকুর, তুমি তোমার পথ দেখ।"

নারদ তখন আবার নূতন করিয়া বৈকুণ্ঠযাত্রী খুজিতে বাহির হইলেন। তিনি এক বৃদ্ধ শেঠজীকে দেখিয়া ভাবিলেন, "এই শেঠজীত জাগতিক সমস্ত সুখই ভোগ করিয়াছেন—অর্থ, পুত্র, পৌত্র তাহার সবই লাভ হইয়াছে। কাজেই একে বলিলে হয়ত এ বৈকুণ্ঠে যাইতে পারে।" তখন তিনি শেঠজীকে বলিলেন, "শেঠজী, আপনিত সংসারের সমস্ত সুখই ভোগ করিয়াছেন, কাজেই এখন সংসারের মায়া ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠে চলুন।" শেঠজী বলিলেন, "ঠাকুর, আপনি যাহা বলিলেন তাহা যথার্থ। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি বটে কিন্তু আমার স্ত্রী এখনও যুবতী আছেন। আর আমার ছোট ছোট পৌত্র আছে। ইহারা এখনো লেখাপড়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিখে নাই। ইহারা লেখাপড়া শিখিয়া বিবাহ করিলেই আমি বৈকুণ্ঠে যাইতে পারি। তখন আর আমার কোন বাধাই থাকিবে না।” নারদ বিমুখ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

কিছুদিন পর তিনি আবার শেঠজীর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গিয়া শুনিলেন যে শেঠজী মারা গিয়াছেন। নারদ ধ্যানযোগে জানিলেন যে আসক্তি বশতঃ শেঠজী দেহান্তে ঐ বাড়ীর বলদ হইয়া আছেন। তখন তিনি ঐ বলদরূপী শেঠজীকে বলিলেন, “কেমন শেঠজী, আপনি ত পৌত্রের বিবাহ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাত পারিলেন না। আশক্তির জন্য আপনাকে বলদ হইতে হইল এবং বলদ হইয়া আপনি কত কষ্ট পাইতেছেন। এখনও এখানে থাকিতে ইচ্ছা করে? চলুন এবার বৈকুণ্ঠে যাই।” বলদরূপী শেঠজী বলিলেন, “ঠাকুর, আপনি যাহা বলিলেন তাহা সবই সত্য। কিন্তু এই সময় আমি কেমন করিয়া বৈকুণ্ঠে যাই? আমি ইহাদের জমি চাষ করিয়া দিতেছি, ইহাতেই ইহারা খাইয়া পরিয়া আছে। আমি এখন চলিয়া গেলে ইহাদের কষ্ট হইবে। আপনি কিছুদিন পরে আসিবেন তখন আমি আপনার সঙ্গে যাইব।” নারদ জীবের আসক্তি দেখিয়া অবাক হইলেন।

কিছুদিন পর আবার তিনি শেঠজীর বাড়ীতে গেলেন। গিয়া শুনিলেন যে ঐ বলদ মারা গিয়াছে। উহার কি গতি হইল জানিবার জন্য নারদ আবার ধ্যান অবলম্বন করিলেন। ধ্যানে তিনি জানিতে পারিলেন যে শেঠজী এখন কুকুর হইয়া ঐ বাড়ীতেই আছেন। তখন তিনি কুকুররূপী শেঠজীকে বলিলেন, “এখন ত দেখিলেন যে সংসারাসক্তি কি ভীষণ! ছিলেন শেঠ, পরে হইলেন, বলদ, এখন হইয়াছেন কুকুর। উচ্ছিষ্ট খাইতেছেন, রাত্রি জাগিয়া পাহারা দিতেছেন, আরও কত ক্লেশ ভোগ করিতেছেন। কাজেই চলুন এবার বৈকুণ্ঠ যাই।” কুকুররূপী শেঠজী বলিলেন। ঠাকুর, আপনি যাহা বলিলেন তাহা সবই সত্য। তবে দেখুন, আমার ছেলেগুলি অসতর্ক। আমি সর্ব্বদা সজাগ থাকিয়া চোর ডাকাত হইতে এদের ধন দৌলত রক্ষা করিতেছি। এখন আমি চলিয়া গেলে এদের কিছুই থাকিবে না। কাজেই ইহারা একটু সতর্ক হইয়া নিজের বিষয়আশয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রক্ষণাবেক্ষণ করিতে শিখুক তাহা হইলেই আমি আপনার সহিত চলিয়া যাইব।" নারদ ফিরিয়া আসিলেন।

কিছু দিন পর আবার তিনি শেঠজীর বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন। এবার শুনিলেন যে কুকুরটিও মারা গিয়াছে। আবার ধ্যান যোগে জানিলেন যে এবার শেঠজী সর্প হইয়া তাহার গুপ্তধন রক্ষা করিতেছেন। নারদ সর্পরূপী শেঠজীকে বলিলেন, "শেঠজী আর কত! এখনও কি সাংসারাসক্তি মিটিল না? এখন ত সাপ হইয়া কষ্ট পাইতেছেন। এখন চলুন আমার সহিত বৈকুণ্ঠে।" শেঠজী বলিলেন, "ঠাকুর, আপনি যথার্থই বলিয়াছেন। তবে আমি যদি সর্প হইয়া এই গুপ্ত ধন রক্ষা না করি তবে আমার ছেলে নাতিদের ইহার কিছুই থাকিবে না! সেই জন্য এসব ফেলিয়া যাইতে পারিতেছি না।" নারদ দেখিলেন এই বিষম আসক্তি কিছুতেই যাইবার নয়। তখন তিনি শেঠজীর স্ত্রীকে বলিলেন, "দেখ, তোমাদের এই ঘরের নীচে এক গুপ্ত কোঠায় একটি সাপ আছে উহা অতি ভীষণ প্রকৃতির তুমি নিজে উহাকে লাঠি দিয়া মারিয়া ফেল তোমার কোন ভয় নাই।" শেঠজীর স্ত্রী তাহাই করিলেন। শেঠজী সর্পদেহ ত্যাগ করিবা মাত্র নারদ তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, "কেমন শেঠজী, তুমি যাহাদের জন্য এত ক্লেশ স্বীকার করিতেছ তাহারাই ত তোমার জীবন নাশ করিল। এখন আর কেন? চল আমার সঙ্গে বৈকুণ্ঠে, কিন্তু শেঠজী তখনও আশক্তি কাটাইতে পারেন নাই। তিনি যাইতে প্রস্তুত নন। তখন নারদ বলিলেন, তুমি যখন স্বেচ্ছায় বৈকুণ্ঠে যাইবে না তখন আমি আমার গুরুধর্ম্ম পালন করিব। আমি তোমাকে জোর করিয়াই বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইব।" এই বলিয়া নারদ শেঠজীকে লইয়া বৈকুণ্ঠে হাজির হইলেন এবং ভগবানকে বলিলেন, "ভগবান আপনি যথার্থই বলিয়াছেন। জীব কখনো সংসারাসক্তি ত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠে আসিতে চায় না।"

এদিকে ভগবানকে দর্শন করা মাত্রই শেঠজীর সমস্ত বিষয় ভাবনা ত্যাগ হইয়া গেল। তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া ভগবান্ এবং নারদের স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হরিবাবার ভক্তেরা বেশ ভাল অভিনয় করেন। ইহাদের অভিনয় করিতে সাজসরঞ্জামের প্রয়োজন হয় না। শূকর, বলদ, কুকুর ইত্যাদি সাজিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। উপুড় হইয়া পড়িয়া নিজেকে একটা কম্বল ঢাকিলেই হইল। দর্শকগণ অবস্থানুসারে বিভিন্ন জীবজন্তু কল্পনা করিয়া নিতে পারেন। এইসব অভিনয় ইঁহারা সাধনার অঙ্গ হিসাবে গ্রাহ্য করেন। কারণ অভিনয়ে —গুরুমাহাত্ম্য এবং সরল বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা হইতে যে ভগবানকে লাভ করা যায় এই সবই আলোচিত নয়। সাধুগণ বেশ ভাব দিয়া এইসব অভিনয় করেন। এইজন্য দর্শকগণের হৃদয় সাময়িক ভাবে ঐ ভাবে ভাবিত হয়।

(ক্রমশঃ)

LIBRARY
No.............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BENARAS.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

The Self, self-contained,
calling to Itself for its own Revelation—
this is happiness.

MATRI VANI

God is the Fountain of Goodness. By what device he draws anyone to Himself is incomprehensible to the ordinary person. Everything that He does, who is All-Goodness, is for the best. Without the contemplation of God there can never, never be happiness or peace. What the various frustrations in life lead to is also infinite. If one allows oneself to remain tied up and entangled in their realm, it is but natural that one should reap restlessness, weariness and barrenness as the fruit of one's life. Therefore do not keep your thought on all this, rather let your mind soar to a high ideal, to your sublime Goal, which is far beyond the ken of human understanding. Who can tell by what event or blow of fate His call comes ? Do not be cowed down. You are real, pure, enlightened, free, eternal. In order to advance in that direction it is your duty to gather your own strength and proceed with the momentum gained by a new attitude towards life. Truly, God dwells within you also as knowledge and discrimination. Therefore you must use this ex-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

pedient on your pilgrimage towards the revelation of Truth. Time glides away. The Supreme Father, Mother, Friend, Beloved, Lord—all are He in one person. His Lotus Feet alone are worthy of contemplation.

* * *

That there is an infinite variety of *āsanas* (yogic postures) must be perceived by direct perception. When the divine mood awakens of which, a particular *āsana* is the expression, then the *āsana* has borne its fruit. In the material world also one feels at ease and contented when taking up the posture that corresponds to one's state of mind at the moment. It has to be understood that man must of necessity always be in some posture or other. What exists at the root of things thus finds expression in the physical. When that root of things is touched, each *āsana* will take shape in its own precise peculiarity : This is called the spontaneous formation of an *āsana*.

Look, in everyday life also, don't you automatically take up various postures, according to the nature of your thought at the time ? These postures form of themselves as expressions of your mood. In this material world one becomes within oneself completely engrossed in the particular idea or form that attracts one, so much so that someone may even be ready to die for it. All this happens in various ways in the physical world, because one is prepared to live in the realm of the fleeting in a transient body, that is to say one wishes to turn outward—into darkness. Where man is ever pure, enlightened, free, eternal, there again all God's numberless names, forms,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

attributes are eternally real. There, the nature of the name, the nature of form and the diverse waves of divine moods, inspirations and raptures stand revealed. In Him should one become engrossed, lost, affixed, immersed, stripped of everything, and then this whole world will be seen as the outer expression of the inner Reality, as the One Himself—the field of His creative activity. He alone as creative action, the one-with-action and action-less, as form, quality, idea, mode of being, in the world and beyond—He and no other is ever enthroned in the posture of *Mahā-yoga*, the Supreme Yoga. The One who is seated—Himself the *āsana*. To realize Him in the world and beyond the world—this is the death of death, there death is conquered, time quelled. To direct his course towards this, and this alone, should be the aim of every human being.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Pages from my Diary

GURUPRIYA DEVI

(Translated from Bengali)

New Delhi, 14*th September*, 1961.

The President of the Indian Republic, Sri Rajendra Prasadji, has recently been very ill. After facing death, he has fortunately somehow been restored to health. At his special request for Mataji's *darśana* Mataji was taken to Rashtrapati Bhawan at 11. A. M. this morning. Pushpa, Kamal Brahmachari and myself accompanied her. Mataji was led straight upstairs. Sri Rajendra Prasadji looks still very frail. He welcomed Ma with deep respect and reverence. For quite a long while he had a conversation on spiritual topics with Mataji. I noticed that everything was being recorded on a tape-recorder. Mataji asked Pushpa to sing two *bhajans*; Sri Rajendra Prasadji was quite delighted with her singing. He is deeply interested in the spiritual path and approaches great *sādhus* and *mahātmās* with genuine devotion and veneration. Since his health is not yet up to the mark and since also his term of office has been completed, he is going to retire in a few months and wishes to spend the rest of his life peacefully inPatna. At his invitation Mataji had been to Rashtrapati Bhawan already twice before; once she was even offered *bhoga* there. Last June Sri Rajendra Prasadji came to have Mataji's *darśana* at Poona.

On the way back from Rastrapati Bhawan I went to see Srimati Indiraji in Pandit Nehru's house, while Ma pro-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ceeded straight to the Ashram. I found that Panditji had returned to-day from Russia. With much love and respect Indiraji sent to Mataji some fruits that Panditji had brought from there: grapes, apples, and a melon. The melon was enormous—as big as a drum. Mataji distributed with her own hands to everybody the Russian fruits and I also fed her a little of each fruit.

12th September 1961.

To-day a few people had been invited to take *prasād* in the Ashram. Srimati Vimlaji also came from the Prime Minister's house. She liked the sweet dish (*khir*) so much that she took some of it for Panditji and Indiraji. Vimlaji is a very fine and sincere person.

16th September, 1961.

This evening Srimati Rehana Tayabji came with a few people for Mataji's *darśana*. She felt an inner urge to arrange for the *japa* of the *Mahā Mrityunjaya Mantra* for the health of Pandit Nehru and Indiraji. She had received the inspiration as it were from the late Srimati Kamala Nehru. Rehana Ma said: "If I put the responsibility for this on you, Mataji, I feel released. You are Kamala's real Mother, whatever you command will be done." Mataji replied: "If anyone desires to engage in some spiritual practice for a good and auspicious cause, this body always encourages this. There is no question of commanding." After talking to Mataji for some time Rehana Ma took leave.

Srimati Rehana Tayabji, although a Mohammedan by birth is a devotee of Sri Krishna. Since her early childhood she has spontaneously felt deep love for Sri Krishna. I was told

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

that her marriage had been arranged, but her prospective husband objected to her worship of Sri Krishna saying that in his house she would not be allowed to carry on her devotions. On hearing this she refused to marry him and there after the question of marriage was not raised again. She had spent quite a long time of her life near Mahatma Gandhi. Many have great faith in her. Her book "The Heart of a Gopi". is very well known. Sri Dilip Kumar Roy's song—"Even today an abiding lover of the *Līlā of Brindavan*" is a poetic paraphrase of that book.

Jaipur, 18th September, 1961.

Mataji arrived here today. She has come in response to the repeated requests of Sri Madan Mohan Varma, a devotee of many years' standing. Mataji was to have come here last April to be present at the opening ceremony of Sri Varmaji's new house, but due to Sri Gopinath Kaviraj's severe illness her visit had to be postponed. Sri Varma's house had in the meanwhile been inaugurated and he therefore arranged for Mataji to stay in a new house in the close vicinity.

Srimati Kamala Mohanlal and her son Anand live now in Jaipur, Anand having become the Deputy Secretary to the Rajasthan Government. He has been coming to Mataji since his childhood. Kamala has decorated everything beautifully to welcome Mataji.

Something very disagreeable has happened : Vikram, the son of the late Sri Parasram Dhammi of Dehra Dun has been travelling with Ma recently. He is in a mentally disturbed condition and so Mataji asked him to remain near her for some time. He reached the house of Sri Varma to-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

gether with us, but after that he was nowhere to be found. The police has been informed, however all efforts to find him have proved futile so far. Even while with Ma the young man remains unbalanced.

This evening Anand Mohanlal took Mataji for sight seeing. Ma was also shown the famous temple dedicated to Ganeshji. The *satsang* at night was held in a pandal at Varmaji's residence.

19th September, 1961.

This morning our whole party was taken with Mataji to the celebrated temple of Govindaji, Mataji said about Govindaji: "When this body had His *darśana* for the first time together with Swami Akhandananda, Govindaji seemed to stand on the floor. No throne, no Radha, no attendants were to be seen, neither the royal dress which He is wearing now. He was dressed scantily and standing on the ground. This is how we saw Him then." All enjoyed greatly their visit to Govindaji's temple.

20th September, 1961.

In spite of all the trouble we have taken there is no news of Vikram. Today Maharani Satyaprem Kumari of Mysore who lives here has taken Mataji to her residence. From there Mataji drove to the palace of the Raja of Achrol. Raja Hari Singh of Achrol is Satyaprem Kumari's brother-in-law. In both places Mataji was received with the utmost reverence.

New Delhi, *24th September*, 1961.

This morning Indiraji phoned, asking whether she could come and take *prasād* in the Ashram at midday and have a

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

talk with Mataji afterwards. At noon she arrived together with her son Sanjay and two or three other people. They all ate their lunch with great delight. Indiraji is very fond of Bengali food. Mataji was herself supervising the serving. When the meal was over, Indiraji went to Mataji's room and had a private talk with her.

In the evening there was a phone call from Jaipur to inform us that Vikram had been found by the police behind the canteen at Jaipur Railway Station. Everyone felt much relieved at this news. Mataji remarked: "Well, this body had told Ganeshji on the very first day : 'Do please look after Vikram.' Govindaji also was requested to take care of him. To whom else should the boy have been entrusted ? That is why this body put the responsibility on Them. Write to Mohini (Vikram's sister) to present offerings of Rs 101/- to Ganeshji."

28th September 1961.

In the course of today's conversation, Mataji said something very beautiful to the boys and girls of our ashram: "By entering on this path you have overcome the world. There is only one *Brahman*—without-a-second, One *Atma*—towards that should you strive. Let there be no ill-feeling, no angry or excited talk, no quarrelling, no distinctions among you. If you foster a spirit of friendship, your tolerance and courtesy towards all will increase. Whenever you feel hurt by anything that has been said, you should eject the matter like poison. You all are very, very good. By good ness kindle the Light."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

2nd October 1961.

Indiraji made a special request that Mataji should once grace their house with her presence. In the evening Vimlaji came to take Mataji to the Prime Minister's residence. Ma was accompanied by Chinmayananda, Pushpa, Chitra and myself. In the midst of a lovely garden arrangements had been made to receive Mataji. Indiraji came a little after Mataji reached there. Her younger son had suddenly developed fever and therefore she had been prevented from welcoming Mataji at her arrival. She expressed her sincere regret at being thus delayed. A few minutes later Pandit Nehru also came and sat down near Mataji. We all stood at some distance while Panditji had a private talk with Mataji for about half an hour. It was a treat to watch Mataji sitting in those calm and beautiful surroundings with the jewel of India, Jawaharlalji at her feet listening to Mataji's words with rapt attention. Mataji was wearing a garland of sandal wood beads, which she put round Panditji's neck. Immediately after the talk Panditji had to leave. He is so busy all day long that he hardly has time to breathe. Indiraji was also saying that she scarcely had the chance to see him during the day.

As soon as Panditji had gone Mataji spoke to Indiraji for some time. The entire staff of the Prime Minister's house came one by one to offer obeisance to Mataji. When Mataji got up to go, Indiraji took her through the office to the hall and from there accompanied her to the car. I noticed that Indiraji walked barefoot while with Mataji. The faith, devotion and gentility of the whole family is really remarkable. I heard that the next morning Indiraji was due to leave for Madura together with her father.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

What conversation Mataji had with Panditji was not disclosed, all the same I was given to understand that the topic was spiritual.

Kanpur, 8th October 1961.

This morning Mataji alighted here and was received at the Railway station by Sri Sitaram Jaipuria, Sri Kashi Prasad, Jiten Da and others. Mataji was taken straight to Jaipuria House.

At the special and persistent requests of the Jaipuria family, Durga Pūja is to be celebrated here in Mataji's presence this year. An extremely charming thatched hut has been erected in the garden for Mataji's use. Every comfort has been provided. The excellent arrangements of the Jaipurias, their outstanding hospitality and spirit of service are unequalled. We have had the good fortune of seeing arrangements made by very rich people in many different places, but it will be no exaggeration to call the thoughtfulness of the Jaipurias unique.

The whole compound resembled a miniature Kumbh Mela camp. In the garden rows and rows of tents had been put up and everyone of them was well furnished and beautifully decorated. A huge guest-house had been vacated for our use, and an enormous pandal erected on the tennis court. A large kitchen, a dining-hall— no detail was missing. Sitaramji and Kashi Prasad (his brother-in-law) were both toiling day and night with ever cheerful faces. Kashi Prasad's judgement, efficiency and intelligence are realy very rare. He always has a smiling face. Every single worker down to the watchman has been trained in the same way: their

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

courtesy, discipline end respectful behaviour are something worth experiencing.

14*th October* 1961.

Durga Puja has begun at Jaipuria House. To-morrow will be *Shashthi* (the sixth day of the Puja). It has been pouring with rain since *Mahālayā* (the day before the *Pūjā* commences). Kanpur probably never had so much rain even during the monsoon. Mataji's hut also began to leak, the tents were flooded and water seeped through the pandal roof and a few drops also fell on the images of the deities.

Ma's *Līlā* is difficult to understand. Sitaramji himself stayed up all night giving instructions trying to cope with the situation created by the inclemency of the elements, and everyone was fervently praying to Mataji that all the elaborate preparations and arrangements should not go invain.

19*th October* 1961.

Up to *Panchami* it was pouring cats and dogs but on Shastri all of a sudden the sun showed its face. During the four days of the *Pūjā* there was no rain except in the evening of *Saptami* when it suddenly began to pour hard but stopped after a minute, while in other parts of the city there was heavy rain for the major part of the day.

In the garden of the Jaipuria House there is a very old banyan-tree. One day Ma was walking about in the garden and on reaching the tree stood still and then circumambulated round it as it were. Afterwards we were told that this was a special place, that *pūjā* was being performed there almost daily. Ma had not been informed of all this. To-day is *Vijayā Dashami* day. With extreme splendour this *Pūjā* has been comple ted in Mataji's presence. Now we are sorry to say good-bye.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

The Goal of Human Life
II

JAINATH KAUL, M. Sc.

The One Amid the Many

There exists, thus, amid the changing, perishing spectacle of multiple manifestation a changeless eternal single conciousness. In the dreamless state, this consciousness alone is present, although the experience of the living awareness of its sole existence is not there at that time. In the dream state this consciousness is no longer grossly static but functions, though in an erratic manner, by creating a phantom observer and a variegated world of nothing. It is important to remember that both the subject and the object of the dream-world appear and disappear simultaneously, and they are both very real so long as the dream lasts, the insubstantial nature of dream existence being revealed only when we enter the waking state. Similar, the illumined sages tell us, is the experience in the waking state. The ego, which is the false observer, and the outside world of objects and creatures are both created simultaneously in the waking state. Neither the ego nor the world, in fact, exist, as in the dream world neither the dreamer nor his dream have any real existence. But, as in dream, the fact that the dreamer and the dream-world have no real existence is known only on waking from the dream state, similarly the fact that the phenomenal world of subjects and objects has no permanent real existence, but is only an appearance, cannot be known until super-awakening into the transcendental environment takes place. It is only

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

those firmly established in the Ultimate Reality that have the privilege to see things as they are, and their common experience is that there exists nothing other than one unlimited co-ordinated calm of existence, consciousness and bliss, the ever present witness of the three states of waking, dreaming and dreamless sleep.

From what has been stated so far, it is clear that it is only the essence of our being, the life of our life, whom the devout call God, their Lord, Master and Beloved, and which the scriptures call *Brahman* or *Ātman* that has an eternal existence. Apart from it, everything else is a mere appearance, insubstantial and presenting an objective reality so long as its other false counterpart, the perceiving, feeling and thinking ego is present. When the realization of the Atman takes place on the transcendental plane, the objective phenomenal world of nothing disappears along with the ego—the waking dreamer, just as the dream-world and the dreamer disappear on waking.

The Test

Now all this would only be just a beautiful theory were it not possible to demonstrate it as a living experience. And, it is here that true religion has an unshakably firm foundation. Not one or two, but hundreds of earnest seekers from times immemorial in different lands, and specially in our great land of Bharatvarsha, have actually realized the living truth of what has been stated above. It is because nothing else really does exist beside the ONE, that it is possible for everything other than the ONE to actually melt away and evaporate into thin air. The many appearances are there because of ignorance, which is lack of living awareness of the

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Ultimate Reality. And, as soon as enlightenment takes place, the phantoms disappear. If, on the other hand, the objective world did have a real objective existence, then it would not be possible for it to disappear, enlightenment or no enlightenment.

That the phenomenal world does disappear when *Jñāna* (enlightenment) supervenes, just like the dream vanishes on waking, has been vividly stated by the well-known realized saint Goswami Tulsidas in his immortal scripture *Rāmacharita Mānas.* He says:

झूठेहु सत्य जाहि बिनु जाने।
जिमि भुजङ्ग बिनु रजु पहिचाने ॥
जेहि जाने जग जाई हेराई।
जागे जिमि स्वपन भ्रम जाई ॥

"Without knowledge, this false world appears to have a solid real existence although it is unreal, just as a string appears to be a snake without correct knowledge. But when enlightenment takes place, the world disappears just as the illusion of the dream vanishes on waking."

The Way to Self-Realization

We now come to the final and most important phase of our enquiry, namely how to reach the goal of human life, which is to get established firmly and finally for all time, while yet functioning in this mortal body, in that glorious universal eternally stable kernel of consciousness. Commonsense tells us that in every endeavour, and particularly in the effort to get at what is definitely known as attainable, the only thing to do is to discover the obstacle in the way, and to remove it with all the strength at our command. Now

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

what is the obstacle in the way of self-realization ? The question is best answered by considering the other question, namely : when, in fact, it is only the Ultimate Reality which exists, and nothing else, why do we not experience it here and now ? The sages tell us that this is due to *avidyā* (ignorance). It is because of *avidyā* that we see multiplicity in unity and are subjected to the illusion of separateness. It is *avidyā* that creates the ego which appropriates to itself an unjustified, arbitrary role of a real separate existence. The ego is an imposter, and the strangest thing is that it is composed of nothing ! While this is most amusing, it is also most welcome. For, what can be easier than removing that which, in fact, has no existence. However, when we actually get to grips with the problem seriously, we find that the task is not at all as easy as it appears in discussing it.

The ego is the creation of the divine *māyā* and cannot be killed without divine grace. Says Lord Krishna in the Gita :

दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ।
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥

"My *māyā* of the 3 *gunas—satva, rajas* and *tamas*—is divine and very difficult to cross. However, those who surrender unto me, are able to overcome it." This utterance of the Lord gives us the final answer. The way lies through self-surrender. The only question which now remains is to find practical ways by which the ego may be surrendered to our own Atman, the sole ruler and master of everything in this universe. There are several ways of doing this, but we who are householders and thus debarred by the teachings of

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

the Gita from running away from the field of action may find the following as a helpful proposition.

The Practice of Self-Surrender

When we are convinced that only He exists and nothing else, we should begin to put this conviction into actual practice continually and in every little detail of our life. For instance, each one of us can try to recall, at the time of, say eating anything, that the Lord within me, is the real enjoyer, and I His mean servant, whose welfare lies only in utter humility which makes my presence increasingly less felt every day. Again, when we are working, the same attitude, if adopted, would mean that the Lord in my body is doing the work as a *līlā* (play) and I am an insignificant attendant privileged to be in His presence When this becomes the attitude, we shall neither take credit for any achievements in our work, nor worry about any discredit through unavoidable delay, or deplore other unwelcome results. At the same time, our efficiency in our work will be the maximum, because the Lord is perfect and when He is functioning, there can be no mistakes or oversights, and the best that is possible is done.

God-consciousness need not and should not be restricted to emphasizing His presence only within our own selves. His presence should be recognized with all reverence outside ourselves. When, for instance a visitor comes to our house, we should look upon him as the Lord Himself. In our day to day life, everyone whom we meet, whether at home among the dear and near ones, or among our superiors, colleagues or juniors in our place of work, we should consistently endeavour to feel His presence and look upon all forms as

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

His manifestations. This does not mean that in our outward dealings we should depart from the recognized code of behaviour and start falling, for instance, at the feet of passers by and begin to call them our master and beloved. It is not the external ostentatious behaviour that is required—in fact, all such attempts are hindrances as they disturb the natural serenity—but the correct constant remembrance of His sole existence in all forms of living. This consciousness, which should be active, alert, and living, will automatically affect our outward behaviour. We shall be conducting ourselves with a gracious humility, unchanging serenity, poise and that delightfully endearing love and charity towards all that brings satisfaction to the individual and spreads joy and pleasure all around.

Goswami Tulsidas lays down beautifully what our attitude should be towards our surroundings. He says:

सो अनन्य जाके असि मति न टरई हनुमन्त ।
मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवन्त ॥

On being asked by Hanumanji as to what constitutes perfect devotion, Sri Ram says:

"Oh Hanuman, the perfect devotee is one whose permanent mental attitude towards one and all is that he is the servant, and everything—moving and unmoving—is the image of his Lord, the master of the universe."

The application of this attitude of mind can be illustrated in numerous ways. So long as the resolve to find God is strong, so long as the urge is burning and incessant, one will go on discovering different ways by which the awareness of His permanent and sole existence may be increasingly felt day by day.

3

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

A word of caution may perhaps be helpful. Dependance on our own efforts with a strong will-power, if not properly done, will not bring the results, because our unqualified efforts are the efforts of the ego, and the more we depend on it, the more we emphasize its presence, getting a result which is just the opposite. A constant prayer to the Master to reveal Himself and reduce our ego to a silent vanishing spectator is, therefore, the right road to self-surrender. The prayer may be : "O Lord, please come and occupy your rightful place as the Lord and Master and as the Sole Existence every where and drive away the illusion of separateness. Make me feel more and more your supreme presence all the time and everywhere."

This practice will, in course of time, lead, as those advanced in this path tell us, to the weakening of the ego, and as the ego weakens, our ability to meditate will increase. If, therefore, we find that we are able to meditate more and more, we should feel assured that we are progressing. Meditation is the sine-quanon for the highest experience of God-realization. Without meditation, culminating in *Samādhi* or Super-consciousness, the actual direct experience of the undifferentiated Supreme Reality does not take place.

The goal of human life, then, is reached only in *Samādhi*, which we should all patiently and perseveringly endeavour to experience before the end comes to our mortal frame in this present birth. No one can, of course, command this result which is in Mother's hands. All that we can do is to pray to her to give us the necessary strength, inspiration, urge and guidance, and make full use of whatever we get through her grace.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

I should like to conclude this article with what Mother once said at Poona during a conversation, as reported in the May 1964 issue of Ananda Varta :

"All is His, All is He. Whatever work you do in your home, always carry it out as a service to him. In every shape and form is He alone, and therefore everything can be done as His service. The important thing is to be ever aware of Him, and to think of Him in everything one does."

Let us all pray to Mother to give us the '*subuddhi*' (wisdom) to always follow this advice.

———

LIBRARY
No.........
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Is Life Worth While ?

Mark Halpern

Is life worth while ? so many ask,
Dismayed at what they see.
Corruption sneers behind its mask
And bleeds humanity.

While prejudice and hate and greed,
Intolerance and pride,
Plant everywhere their poisoned seed,
And virtue seems to hide.

Is life worth while for little man
On tiny speck of earth ?
So briefly meager his life span,
The toy of death from birth...

Dear friends, 'tis but the negative
Of life you do perceive.
Forget your fears, be radiant, live !
Just listen, and believe :

Life is worth while throughout your days,
If you think not of self.
But let your heart in Service blaze,
For no reward or pelf.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

For when we've dedicated all
To serve humanity,
We're ready for the final call;
We're selfless and we're free!

In endless life we've conquered death,
We're ready with a smile.
Rise free of self with every breath;
And know that life's worth while...

—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

The Name Is God

SWAMI RAMDAS

God and His Name are not distinct from one another. The Name is God Himself. The moment we think of the Name our mind is filled with the presence of God. There is no easier way of focussing our thought upon God than taking constantly His Name. When we repeat the Name aloud, we feel our heart flooded with the ecstasy of love, because the sound of the Divine Name awakens the heart to the bliss and love of God.

2. Although the mental repetition of the Name is held to be far more efficacious than the verbal repetition, still, the rare experience of the sweetness and joy derived by uttering the Name aloud is incomparable. When the entire being of the devotee thrills with rapture to the music of the Name, he realizes that the Name is BRAHMAN.

3. God is both manifest and unmanifest. The Name stands for such a God. Here the unmanifest is the all-pervading, infinite, immutable, tranquil, static spirit of God. The manifest is the entire universe of name, form and movement, with all its beings, creatures, and things. The Name stands for this all-inclusive and all-transcendent Godhead, who is both personal and impersonal.

4. The Divine is thus the beginningless source of all creation and the creation itself; God, the absolute, is the nameless Name.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

5. The Name can free the Soul from bondage. The Name can take it to the highest consummation of spiritual life. The Name can grant a blind soul Divine sight. The Name can bless an individual with a universal vision full of sublimity. The Name can lift the soul to inconceivable heights of God-realization.

6. The power of the Name is invincible. A mind that is deemed unconquerable, by the soothing influence of the Name becomes docile, yielding and submissive. The mind itself is transformed into God by the power of the Name. He who takes refuge in the Name can work wonders. Death itself will stand in awe of him. He can command all the forces of nature and direct them to bring about a spiritual awakening in the hearts of men. The Name can make a human mind an embodiment of eternal love and joy. The Name can convert an individual into a cosmic reality—an ignorant soul into a very God.

7. The Name is all-sufficient. The utterance of it is itself meditation. The ecstasy born of it is itself *Samādhi*. The Name is love, light, power and joy.

8. The writer can vouch for it from his own experience that the Name by itself without any other *sādhanā* can grant one the fullest vision of God everywhere and may merge him in an ocean of never-ending love and joy.

9. There is no *sādhanā* that can be universally adopted by all people and is at the same time as simple for realizing God as the Divine Name. It is perfectly true in the words of a saint that he who has God's Name always on his tongue is a *Jivan Mukta*, or a liberated Soul.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

10. So dear friends, to whatever race, caste, creed or colour you may belong, take up the Name of God and feel the sweet communion with it, and you may depend upon it. Your soul through constant bathing in the nectar of the Name will not only be purified but will also be illumined by the omnipresent and omniscient light and love of God. This practice of taking the Name will lead the unyielding spirit of man to complete surrender to the omnipotent power and will of God. In the early stages, if the Name is repeated with earnestness, faith and concentration, the face and body of the devotee will shine with a peculiar lustre, his mind will be filled with wisdom and his heart with love. This is due to the predominance of *satwa guna* in the devotee. Later, if the repetition is continued with the same zeal, he will behold the universe before him as the very expression of God. He will have the Vision of God everywhere—VERILY THE NAME IS GOD HIMSELF.

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Space and Time

D. S. MAHALANOBIS

Space and time, according to the Sankhya Sutra,[1] are mental constructs resulting from our perception of *ākāsa* and other categories of matter. Space as an empty receptacle of things, and time as a vacant container of states of being or becoming, have no existance in reality. They are mere unrealizable concepts of non-entities. A vacant interval of time (or space) is a concept of empty conception[2]. It involves discontinuity in the time continuum, which is uni-dimensional.

Nevertheless, a vague sense of space, as of time, is inherent in us. It begins at birth and grows definitive with our ageing in relation to the objective realities around us. We cannot think of anything without positing it in space, and necessarily in time at the same time. If we keep out all external impressions from our mind and cease to think for a while, we begin to be conscious of our mental sky, i. e., space,...an extended something, dark, perhaps tinted or variegated, amorphous. That is the crude sense of spatiality innate in us. The time-sense, however, is primarily a sense of duration of our flow of consciousness, that is, aliveness.

But, what is this aliveness? Aliveness is a state no doubt. True, it has no dimension, or has a time-along one perhaps. Nevertheless, it is an event, necessarily in space, just as the

1. दिक्कालावाकाशादिभ्यः । .. Sankhya Sutra

2. सखल्वयं कालो वस्तुशून्यो बुद्धिनिर्माणः शब्दज्ञानानुपाती लौकिकानां व्युत्थितदर्शनानां वस्तुस्वरूपेवावभासते । ...Vyasabhasya of Patanjal.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

dimensionless point is a position in space. Aliveness cannot be dissociated from the thought that the subject exists, or 'I exist', where 'I' is not intuited as an isolated entity apart from its encasing, existing nowhere. It must be somewhere at any rate, and this somewhere really is cognized as an amorphous space, be it even in the mind. And mind, in Hindu psychology, is a substantive frame though not independent, of rarefied stuff. Whatever we may think of, space cannot be eliminated from it, even though we may not actively be thinking of space as it is. Hence, our fundamental sense of duration and spatiality is the crude sense of space-time inherent in us. It is an inseparable bi-unity.

These are conceptual space and time. The ancients did not recognize this kind of amorphous emptiness as existing anywhere in the external world. Even what is regarded as a cosmic space is viewed as a substance. Our physical space evolved out of this primordial *ākāsa*, space-stuff, known to us as *Avyakta*, unmanifested. The *Avyakta* is in a state of quiescence, a condition of equilibrium which cannot be intuited to a perceiving mind. This primal stuff is a continuum of undifferentiated manifold, indeterminate, infinite and mother of all creation. Our cosmic *ākāsa*, the primeval space, is an energized expanse in this vast deep keyed up by a force known as *parispanda*, a characteristically circular high-velocity cosmic motion. The term *parispanda* etymologically signifies 'weirling or rotary motion'.[1] This is the beginning of creative evolution. It means in effect that the atomicity

1. Dr. B. N. Seal. Cf. "It is one of the fundamental dogmas of Esoteric Cosmogony, that during the Kalpas (or aeons) of life, MOTION..... assumes an ever-growing tendency from its first awakening of Kosmos to a new 'Day', to circular movement." —Blavatsky in "The Secret Doctrine."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

of ether-space is initiated by *parispanda* as the efficient cause.

Our notion of physical space, then, according to the ancient concept, is reducible to the notion of an ether continuum of infinitesimals. And our sense of objective time is intrinsically a sense of motion......change, succession. Since *parispanda* is inseparable from infinitesimal or atomic ether, time can have no intrinsic meaning apart from space, and *vice versa*. If all motion ceases, *time stops*, and ether reverts to its absolute state, which is uncognizable to us, i. e., the ether particles resolve back into amorphous existence at absolute rest. And the world comes to an end. Space and time, we thus can see, are Siamese twins born together out of *parispanda* in acosmic *ākāsa.*[1] They can never be in dissociation. We arbitrarily separate them in our pragmatic formulation when, deceived by Ego[2], we suppose motion to be one thing and its energy a different thing. Objectively, they are the bimodal expressions of the same energy, space-time.

Now, what is the nature of this inherent original motion in ether ? It has been designated as *parispanda*, which means whirling or rotary motion, as has already been described. We must trace the atomicity of ether to this motion-source. It can be inferred that the original ether particles represent irreducible units both of energy and motion, i. e., 'action.' What has been described by the scientists as the

1. That is the ɹ s why the Sankhya traces the origin of space & time to *ākāsa*, *vide* foot-note 1, page 130.

2. Ego is the 'division-principle.'...Sri Aurobindo.

Ego=*Ahamkara*; a sense of selfhood.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

probable atoms of action in nature could perhaps be accounted for by these ether units. Can they be Planck's constants? The problem is too intricate, and it is for the physicists and mathematicians to find out. It can be assumed that Planck's constant is not a mathematical abstraction. It must represent a physical entity, an invariant infinitesimal quantity of something real. The ether particle suggests itself from a number of considerations. It is the fundamental universal unit in all material existence, and it may come up to what the 'constant' stands for. And if it (ether-particle) can represent a space-time unit, a tangible space-time becomes the agency of atomic action. Nevertheless, ether is as elusive as space-time to the perceptive mind. And mind too, is of the same subtle stuff. Hence, neither mind nor ether nor space-time can ever be as tangible as objective space and time separately. This identification of atomic action, if possible, may give us clues to the transformation of the ether system into 'tactile energy', 'tactile energy' into 'luminiferous energy', 'luminiferous energy' into 'differential energy', and 'differential energy' into material atoms.[1] In that way the meaning of the 'United field' may attain a lucid significance for us all, since gravitation, electricity and other forces will come in.

The Material ether particles are of a kind not comparable to anything we know of. They are infinitesimals, more of a non-material kind than material, and cannot be experimentally detected at present. Mathematical investigation may reveal that this ether is the same that Einstein needed to formulate his metrical field of space-time. This is not to

1. These terms have been explained elsewhere and cannot be discussed here in the brief scope of this article.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

suggest that the ancient cosmogonists had discovered all that we know in modern science. Far from it. They never had these discoveries in view. They unravelled many of the mysteries of the world, but not in the way of the present-day science. Their aim, in the main, was to gain an access to the hidden world beyond the fading borders of our universe. And their methods, understandably, were different. We may take it that they did not know whether space was Riemannian, Lobatchewskian, or Cliffordian. Since they were remarkably familiar with geometry of the Euclidean type, they took space, generally, to be of the Euclidean variety perhaps. Overcoming this Euclidean frame they had ascended into regions that, from descriptions available[1], we find difficult to conceive, since it needed a knowledge of higher dimensions and lastly, of the dimensionless reality and the Absolute.

The objective space and time of the ancients, they knew, were modes of a single continuum that could be turned into matter[2] of five categories. This continuum, in different concentrations, is the container and the content both. Ether, energy and molar matter are gradations in the grand plenum, evolving as they did from the simplest form to degrade into the most complex. Our senses do not detect all the grades. The highly rarefied stuff at one end is aromic ether, pervaded with a cosmic ether, and is called space. Time is an insepa-

1. The different layers of extra cosmic regions bear such names as Bindu (point continuum), Ardhachandra (Crescent), Rodhini (Resistant), Nāda (Sonic), Nādāndta (Silent), Sakti (Power-charged), Vyāpini (Expanding), Samanā (Mind-dimensional), Unmanā (Supramental).

2. There is no basic difference between matter and energy. Matter is bound energy.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

rable component of it. They, space and time, may be loosely called aspects of energy and its motion. Ether particles are endowed with rudiments of space-time, at least conceptually, and the structures organized by these micro-particles, to be gradually moulded into gross matter, can be nothing if not metrical fields at different levels of materialization and complexity. Knit together, they are a united field. It is true, the ancients did not call this field space-time, though they perceived the unity of all matter, rarefied and gross. Whether this commonsense field can keep its ground in Relativity, only the scientists can say. Max Planck's remarks are an incentive in this direction : "We have seen that the study of physics, which a generation ago was one of the oldest and most mature of natural sciences, has today entered upon a period of storm and stress which promises to be the most interesting of all. There can be little doubt that in passing through this period we shall be led, not only to the discovery of new natural phenomena, but also to new insight into the secrets of the theory of knowledge. It may be that in the letter field many surprises await us, and that certain views, eclipsed at the moment, may revive and acquire a new significance. For this reason a careful study of the view and ideas of our great philosophers might prove extremely valuable in this direction."

The problem of measurements of space and time in the abstract, seems to offer a solution, as can be seen in the ancient analysis, which was quite rigorous. An irreducible absolute unit of time has been called a *kshana*, an instant, that is preceded by the departing instant and followed by the coming instant. All changes occur instant by instant in a time ward flow. A unit of space is an infinitesimal

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

extensive quantity inherent in the *akasa* i, e., an irreducible ether particle. Objectively, space and time centre round rotating ether particle. An ether particle, then, represents units of both energy and duration, a space-point and a time-point. Since ether particles are supposed to be charged with motion, *parispanda,* which is primarily a rotary motion, the time taken by a complete rotary cycle will represent a unit of time, the time taken by a complete rotary cycle will represent a unit of time. The energy part of it is a space-point and represents a unit of space. If the rotation ceases, time and space are annihilated simultaneously, for the units then revert to uncognizable ether. They are absolutes. Their magnitudes can only be mathematically investigated. It is probable that Planck's constant will suggest some clues to these magnitudes. And from them other magnitudes may be deduced. Scientists may be able to compute the maximum speed of an ether particle, rotary and circular, and thus find some relation, if it exists, between these and the velocity of light. It is unthinkable that nature should fix the velocity of light, without a reason behind it, at 186,000 miles per second. The velocity of light, absolute in Relativity, may not, after all, be the maximum velocity[1] attainable even by rarefied matter; nor perhaps may it be the only velocity of its kind, if we can take into account other data not experimentally known as yet. For instance, the velocity of 'tactile energy' in isolation, and of mental ether carrying telepathic messages, may have to be reckoned with in future.

1. Hoyle Narlikar Theory of Gravitation, recently reported, has suggested that the gâlaxies in distant parts of the universe can, theoretically, hurtle away into outer space at a higher velocity than that of light.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

It may be noted in this connection, that ether particles of the ancient physicists are the extreme upper limit of material existence. Hence, if ether is to be further reduced, it can only be reverted to its formless status infinity. This may explain why a material body, if it equals or exceeds the velocity of light, attains infinite magnitude, for it is first resolved into non-atomic ether and then into primordial space, i. e., infinity. The maximum velocity then perhaps is the velocity of atomic ether, which out of *parispanda* evolves the velocity of 'tactile energy' and imparts a similar velocity to light.

The velocity of light *in vacuo* taken as a constant in Relativity, has made it a unique theory, and most surprising results have been obtained in many fields on the basis of this theory. Nobody can gainsay it. And yet, as Max Planck has warned, new surprises are always possible in this realm. Further advancement in the micro-world of science may require more refinements in methodology akin to those now being evolved in the occult sphere, for example, in spiritualism. This is not to deny the honour due to the greatest scientists of our age.

Space-time structure is a profound conception and an equally profound problem. It is a problem of forms—geometry and psychophysics. As to the latter, our present-day explorers have yet to catch up with ancient psychologists in their special fields. It is impossible to know forms without reference to our mental frame of space-time as adjusted by empiric experiences; the mind itself is constituted of space-time in the guise of ether. It is a form-making frame of mental ether. And form can know only form or structure, not the formless nor the Absolute. It does not by itself give

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

us an accurate sense of space-time, or space and time, but the notion of space and time, crude though they fundamentally are, is imposed by it in our perception of objective space-time. And empiric experience teaches us how to adjust, just as a child teaches itself to adapt to its surroundings. What is ether then, the starting point in evolution? We now know, on ancient authority, that it is in all its ramifications, firstly, a continuum of motion-points, later, a set-up, in it, of complicated point-patterns, evolved to configurate as the phenomenal world. These structures proceed from *ākāsa*, first acosmic, then cosmic, which is the substance behind space-time. The objective space-time, like our mental space-time, is then a frame, a form-making frame of the Cosmic Mind, which is the agency that initiates structural dynamism. Thus, "All phenomenal existence resolves itself into Force, into movement of energy that assumes more or less material, more or less gross or subtle forms for self-presentation to its own experience. In the ancient images by which human thought attempted to make this origin and law of being intelligible and real to itself, this infinite existence of Force was figured as a sea, initially at rest and therefore free from forms, but the first disturbance, the first initiation of movement necessitates the creation of forms and is the seed of a universe."[1] Our form-conscious minds keep us back from its subtle and deeper understanding.

How to get over this form-concious personal *samskāras* and resolve the mystery of noumena does not concern us at present. To know the true story of our present and past lives, taking any lesson we can get from them, is the cardinal aim

1. Sri Aurobindo.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

of every conscious existence, in order to live a balanced conscious life in peace, plenty and harmony as useful units in an integral existence in the Universal Frame.

It may be noted, in this connection, that *yogins* in India had discovered methods to overcome space and time and to live like immortals.[1] The time-effect in these cases is somewhat analogous in result to that of the oft-quoted example of twin brothers in Relativity, one of whom returning from a long high-velocity space voyage, finds himself surprisingly younger than his brother on earth. This may seem as fantastic as the Theory of Relativity on its first appearance. But, we must remember that we live in a world of slow-motion, in which, by its side, tremendous velocities, such as that of light, exist, and our senses fail to keep pace with them, giving us a faulty impression of everything. That is the way science accounts for our failure to perceive the world of space-time in place of the world of separate space and time. Were our senses to become exceptionally sharp, it says, we would detect a different physical world nearer to actuality, either for good or for worse, for the present set-up.

———

1. One of the methods used by the *yogins* was to slow down personal time by stopping or retarding the physiological and metabolic processes, for example in *samādhi*.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No..........
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

Old Diary Leaves

ATMANANDA

II

The following was noted from conversations with Mataji and appeared in 'Ananda Varta' as 'Diary Leaves' and 'New Diary Leaves', scattered over the last 10 years. It has now been arranged under various headings for the benefit of our readers. It seems appropriate to call this' "Old Diary Leaves,"

On Prayer and Meditation.

Question : What is the difference between prayer and meditation, provided one does not pray for anything in particular ?

Mataji : When praying one asks for the fulfilment of one's desire, even though it be the desire to become one with God or to serve Him or realize Him. Whereas meditation (*dhyāna*) means to be absorbed in the contemplation of Him. In this there is no room for desire.

Question : How can one attain to such meditation ?

Mataji : It comes spontaneously. At first you remember Him and ponder over Him and then contemplation sets in of itself. Just as while sitting here, the remembrance, the thought of your home and children comes to you unasked and you cannot help pondering over them. Similarly the contemplation of the Beloved comes naturally, of its own accord.

* * *

Question : Is prayer effective ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Mataji : Yes. Prayer invariably has a result, not necessarily the result you pray for, but since prayer connects you with God, it is always beneficial. Suppose you pray for the recovery of your sick child and the child dies. Your prayer has not been granted, yet it will help your child in some way. You do not know what is for your real good. Suppose you pray for employment and secure it, but get ill; or for money, but a dacoit waylays and kills you for the sake of it. God alone knows your real need. At times, just as a child is given a biscuit to make it stop crying, you may not get what you desire, but something else.

Question : Why should one pray to God at all ? He in any case does all that is necessary.

Mataji : Yes, this also is true on one level. But prayer is good, for to pray means turning one's thoughts to God.

There are various kinds of prayer. At first man prays for material things like wealth, health, family, position, etc. On that level, if he did not pray for these and similar boons, he would not remember God at all. To be reminded of Him, no matter from what motive, is beneficial.

Then there is a stage, especially in the line of *bhakti*, when prayer spontaneously flows from one's heart. One yearns and pines for God and cannot help praying: "I cannot bear to be without Thee. Reveal Thyself ! When wilt Thou bless me with Thy vision ?" It is like a fever that cannot be allayed by anything but union with Him. The first type of prayer is of the ego; the second is still of the ego, but of an ego that is about to disintegrate; when its prayer has been fulfilled, there will be no other prayer.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

There is another state when one prays: "Do what Thou wilt with me. I am a tool in Thy hand, only vouchsafe me the strength to endure whatever Thou mayest require of me."

There is a further state when one does not pray at all. One feels: "God does all that is necessary, so for what am I to pray?" Then, in the firm belief that He provides for all needs of His creatures, one becomes free from worry and remains absorbed in deep meditation.

* * *

Question : You often advice devotees to take recourse to periods of silence (refraining from speech). Does this help spiritual progress?

Mataji : By refraining from speech energy is preserved. To keep silence (*mouna*) means that the mind has reversed its outward course, in other words has turned towards God.

Question : Is it right to pray to God for all kinds of things?

Mataji : The most excellent prayer is for God Himself.

* * *

Question : How should one meditate? Is it better to concentrate on some object, say a flower or the like, or should one try to make the mind blank?

Mataji : There are various methods: one is to concentrate on a deity, such as *Śiva*, *Kāli*, *Durgā*, *Krishna*, *Rāma*, and so forth. This is meant for those who feel attracted to any particular aspect of God. Another procedure is to empty the mind and stand back as a witness. It depends on the

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

temperament and inclination of the person who meditates. However, to keep the mind empty is extremely difficult for the great majority of aspirants. Therefore one may concentrate on the inner light, the light by which all outer objects are also perceived. Even a blind man sees an inner light. Yet another method is to sit absolutely still and watch the movement of one's breathing. This will steady the mind.

* * *

A European Lady : I have read in a book on meditation that it is good for a beginner to concentrate on some concrete object or on a symbol, such as the cross, a chalice, or the light of a candle, since to concentrate on the Supreme is very difficult.

Mataji : Is this all that the book suggests ? Why not concentrate on Jesus Christ ?

The Questioner : I have not got the courage to do this. The Christ is too holy, too sublime. I could only go wrong in trying, I do not feel pure enough to attenpt this.

Mataji : All that you perceive, you behold because there is light. Without light nothing can be seen. There is only one light. Whatever anyone perceives, be he a man or an animal, is seen by that same light. The outer light originates from the inner light, even a blind person is aware of an inner light. The Light of the Self is present everywhere and in all. Whether you worship *Christ*, *Krishna*, *Kāli*, or *Āllāh* you actually worship the one Light that is also in you, since it pervades all things. Everything originates from Light, everything in its essence is Light.

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Question : When waking in the morning I feel near God; but by the time I have got up and sat down for meditation this mood has evaporated to a certain extent. Is it all right to meditate lying down ?

Mataji : When you learn something by heart it is irrelevant in what position you do so. Some people learn better while sitting, others while lying down. If you find it easy to keep your mind on God while lying, you may do so, lying straight. But the best position for meditation is to sit straight and absolutely still in the posture which is most comfortable for any particular person.

* * *

Question : How does the state of *ajapā** come ?

Mataji : First of all you yourself must do *japa*.

Question : How is it that *japa* continues during sleep ? Does this not indicate that one is in the state of '*a japa*' ?

Mataji : How do you know that you are doing *japa* during sleep ? By waking up with it ? But are you ever awake ? You are asleep even now ! First put your whole "I-ness", your effort, your entire strength and capacity into practices like *japa* and *dhyāna*, etc. and then the state of *ajapā* will emerge of itself. Some people say: 'What is the good of such a state ? Simply to go on spontaneously doing *japa* day and night ?' Oh no, not so, you will then become *japātita*, that is to say, you will transcend *japa*, go beyond it, and then the *Swarūpa*, the essence of things, will be revealed.

* *Ajapā* signifies a state in which *japa* goes on continuously and effortlessly in rhythm with the movement of the breath.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

When practising *japa* in rhythm with one's breath, the *japa*, in the case of some *sādhakas* mingles, as it were, with the breath, becomes associated with it so indissolubly that breathing without it is impossible and thus it continues throughout the twenty-four hours. This is called *ajapā*.

* * *

Question : We often hear you say : 'Think of God.' But surely, God is unthinkable and formless. What can be thought of must have name and form and therefore cannot be God.

Mataji : Yes, without a doubt, He is beyond thought, form and description, and yet I say 'Think of him !' Why? Since you are identified with the ego, since you think you are the doer, since you say : 'I can do this and that, and since you get angry, greedy, and so forth, therefore you have to apply your 'I-ness' to the thought of Him. True, He is formless, nameless, immutable, unfathomable. All the same He has come to you in the form of *Shabda Brahman** and of *Avatāra Shabda*.** These also are He Himself and consequently, if you abide by His name and contemplate His form, the veil which is your 'I' will wear off and then He who is beyond form and thought will shine forth.

You think that *you* are engaging in *sādhanā*, but actually it is *He* who does everything, without Him nothing can be done. And if you imagine that you receive according to what you do, it is not correct either, for God is not a merchant, with Him there is no bargaining.

* * *

* *Shabda Brahman*, the eternal sound that is the first manifestation of the Supreme Reality and lies at the root of all subsequent creation.

** Descent of God in the form of the word.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Question : If a person lives alone and therefore feels that he or she should keep a pet dog or cat, will it be a help, since every creature is essentially God in one shape, or will on the contrary one's affection be directed outwards instead of turning towards God ?

Mataji : If someone has to live alone and wishes to keep a watchdog, there is no harm, for he is not likely to get attached to the animal. But if he keeps it as a pet and is all the time busy looking after it, it will disturb his meditation. What one thinks about, that one becomes. Already you are bound to attend to your own physical needs, by taking on a pet you will only multiply your material duties.

This reminds me of a story, although, it is not quite to the point : A *sādhaka* complained to his *guru* that he was quite incapable of concentrating on his meditation. The *guru* tried in vain all sorts of devices. Finally he asked the disciple : "Whom do you love most ?" 'My buffalo, 'was the reply. 'Very well', said the *guru*, 'sit down and concentrate on your buffalo.' The disciple arranged for the animal's food and drink and then locked himself into his own room. To engage himself in the contemplation of his beloved buffalo was easy enough for him and he continued to do so until he forgot everything else and became absorbed in *dhyāna*. The next day the *guru* came to see how the disciple was faring, but could not find him anywhere. He called his name several times but the disciple did not hear. After much calling and knocking he was at last roused from his meditation. 'Open the door and come outside', shouted the *guru*. 'How am I to get out', replied the disciple, 'my horns won't go through the door !' You see, what you think

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

about, that you become. This is why it is said that one should meditate on the Self (*ātmā*) rather than on any form. Nevertheless, if there is no other means of concentrating, this also may be a way. The disciple, having learnt one-pointed concentration, later was able to go beyond the form of the buffalo and finally attained to real Union.

Another incident was reported to this body some years ago. A European lady had been deserted by her husband whom she loved dearly. She found it impossible to get over the loss of him and in a state of acute mental distress approached a saint with the request to teach her how to forget her sorrow. The saint advised her to sit before her husband's photo and contemplate it with the idea that it was an image of God. The lady did as had been suggested to her and derived much solace from her meditation, as she felt closer and closer united with her husband's soul, while the physical separation seemed to matter less and less. After a few years her husband repented of his behaviour and returned to her. But the woman refused to live with him and asked him to leave her again. She had contacted something real that remained with her always and consequently had lost her attachment to the physical form which comes and goes.

Question : I still don't know whether to take on a pet animal or not ?

Mataji : Practise meditation for some time and see how you feel. Rather than caring for a dog or cat turn your thoughts to the Divine.

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Question : You often say we should constantly think of God, be immersed in Him. But when attempting to do this one's daily duties in the home will be neglected. Suppose a child comes and asks for something—one will attend to it hurriedly; or guests arrive and one does not look after them with the care they deserve. What then is one to do while living a householder's life ?

Mataji : If you are immersed in God, why bother about the world ? Let happen what may, you are absorbed in God.

The Questioner : But my people find fault with me, they say that I am half here and half there and therefore not successful in any line.

Mataji : Oh no, you are not half 'there', very much less than half, and with that little bit of other-worldliness you can attend to your household duties very well indeed, even better than you could otherwise. Keep some hours reserved for meditation, and for the rest do your work as a service to God. If you think of God all the time and look on everyone as a form of Him, your work will be done excellently and satisfy everyone. When a man is intent on accumulating wealth, he hides what little he has, and even when his treasure grows, it has to be kept carefully concealed. Similarly foster in your heart what little inner wealth you have gained, and outwardly occupy yourself with the service of your family. There is no need to make a show of the little you have acquired. But when you become really immersed in the One, so that it is impossible for you to attend to your work, then nobody will find fault with you. On the contrary, people will feel the divine Presence in you and be only too eager to

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

serve you. Even if guests are not looked after they will not mind it for they will be happy to be in your company. But that state is quite different from what you know now—the world will then no longer exist for you.

———

"God is all pervading—in every form, in every sect and religion is He alone".

—Ma Anandamyi.

LIBRARY
No............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Matri Lila

(July 1st—Oct. 15th, 1964)

From July 4th to September 5th Mataji remained in Dehradun. After spending the first day and night at Raipur, she proceeded to Kishenpur on July 5th. A great number of functions followed one another throughout her stay. We have already mentioned the *Bhāgavata Saptāh* (11th-18th July) and the house opening ceremonies on July 10th and 11th. From July 13th to 15th the consecration of a new temple dedicated to Rama, Sita, Lakshman and Hanuman took place in Kalyanvan, which is a large garden belonging to the Sangha, nearly half a mile further up Mussoorie Road than the Kishenpur Ashram. It is a very special place. We have on several occasions written about it at length. This time also Mataji related how, years ago, she once saw the whole garden populated with deities, *Rishis*, *Mahātmās*—great beings without number. Amongst them was also young Sri Ramachandra riding on a horse.

The Assistant Secretary of the Dehradun Ashrams, Sri Nawal Kishore, had for several years, at Mataji's advice, reading portions of the *Ramāyana* on Sunday afternoons in the Ashrams in turns and also organised the reading of the entire *Ramāyana* almost every full moon. He was largely instrumental in building the new Rama temple. Mataji appeared to take great interest in the rites and functions in connexion with the final consecration of the images on July 15th. These images (like those of all the temples of our Ashrams) strike everyone as extraordinarily beautiful and

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

alive. A word might here be said about the peculiar way in which they were acquired. Mrs. Kamala Mohanlal and her son Anand, an official at Jaipur, had been entrusted with the task of procuring the images, as Jaipur is famous in this respect. After searching in vain the whole of the city, they were about to return home tired and disappointed, when a half-grown boy approached them in the street, offering to take them to see some good images. At first they paid no attention to him, but when he insisted they finally gave in and followed him. Lo and behold, they found exactly what they had been looking for. During Mataji's stay a number of functions took place on the veranda of the temple, the audience being accommodated on the large platform in front of the Rama and Sita shrines.

On July 24th *Gurupurnimā* was celebrated. As every year, devotees gathered from far and near, and Mataji was especially gracious, remaining among us almost continuously from early morning until late at night, blessing abundantly every single person who approached her.

Gurupurnimā marks the beginning of a period called *chaturmāsa* and a shorter one called *chaturpaksha*, which has since Vedic times been considered as specially suitable for *tapasyā* and concentrated *sādhanā* by *sādhus* and *sannyāsis*. *Chaturmāsa* signifies the four months of the rainy season and *chaturpaksha* means the four phases of the moon upto September full moon. *Sādhus* usually select some holy place for their abode during that period, making strict rules for themselves as regards food, sleep, practice of *sādhanā* and so forth. This time Mataji suggested a number of special rules also for the Ashram girls, who are now occupying their

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

rooms in the newly built upper story above the Ashram kitchen and dining hall. At *darsana* time Mataji referred to this, requesting everyone to utilise to the best of their ability this opportunity for the practice of *Samyam* in their homes. People might for instance try to rise early morning and yet not sleep during the day, they might also fix one day a week on which to eat only one main meal, and take milk and fruit at night and also keep a weekly saltless day. Mataji never tires of urging people to cultivate *satsang* whenever possible.

Gurupurnimā was succeeded by a spell of greater quiet, at least regarding functions and festivals. On August 12th Mataji motored to Kankhal to be present at the opening ceremony of a new room on the top floor of our Ashram there, named 'Shantiniketan.' In the early morning of the 13th she was back at Kishenpur, where *Akhanda Rāmāyana* started that very day in the new *Rāma Mandir* and was successfully completed in Mataji's presence at noon the next day. From 15th to 22nd August another *Bhāgavata Saptāha* was held, with Pd. Srinath Sastri of Vrindaban officiating as the reader of the Sanskrit original every morning and also explaining in Hindi every afternoon for about four hours.

From July 18th to 22nd the *Jhulan* festival was celebrated every evening after the discourse on the Bhāgavata was over. *Pūjā* and *Kīrtana* were performed in front of a profusely decorated swing on which several images of Krishna and Radha were placed. As usual, the Ashram girls were in charge of the decorations, that were different every evening and always beautiful and artistic. *Jhulan Purnimā* marks the culmination of the festival. Mataji delighted

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

everyone by singing for quite a while that evening. The hall was packed even during the midnight meditation (11-45 p.m. –12-15 a.m.) that was preceded and followed by very beautiful bhajans until 1 a. m. This constituted the yearly anniversary of the memorable night in 1922 when Mataji gave herself *dīkṣā* (initiation) as it were. This came about spontaneously, just like all the countless *sādhanās* she went through at incredible speed during the few years that followed.

On the day after *Purnimā* falls the festival of *Rakshā Bandhan.* Already during the preceding night and the whole of the next day devotees came, eager to tie silken bracelets round Mataji's wrist, and Mataji in turn also presented bracelets to everyone of them. Many of those who are unable to come in person send bracelets by post. This year as well as last year some specially beautiful ones were received from a devotee in Los Angeles who makes them with her own hands. On the 23rd morning Mataji went to the temples at Kalyanvan to present bracelets to Rama, Sita, Lakshman, Hanuman and Sivaji. This was a new, very charming informal little ceremony with only a handful of people present.

On August 24th Mataji moved to *Sādhan Ashram,* Jakhan, (about ½ mile's distance from Kishenpur). That day she also paid a visit to the Civil Hospital to bless an aged *sādhu* of our Raipur Ashram who was to undergo an operation there. On this occasion Mataji went to see all the other patients as well and distributed fruits to them. The next day fruit was again sent to the hospital on Mataji's behalf. In *Sādhan Ashram* Mataji could enjoy comparative quiet for about three days. Her room there has been built on the

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

roof of the house and commands an exquisite view over the mountains and the Doon Valley.

On August 29th Mataji shifted to the Raipur Ashram where *Janmāstami*, Sri Krishna's birthday was celebrated on the 30th night and *Nandotsava* (the joy of the cowherds over the birth of Sri Krishna) the following morning. Raipur is one of our oldest Ashrams situated in really picturesque surroundings. The place has been hallowed by Mataji's sojourn there for a whole year in 1932 together with Bholanath and Bhaiji, and has an atmosphere of its own. But the hall is far too small to hold the multitude that now-a-days flocks to Mataji, especially on festive occasions such as *Janmāstami*, although the place is not easily accessible from Dehradun. The celebration continued until about 2 a. m. when Mataji supervised herself the distribution of *prasāda* to all. Many had fasted without a drop of water throughout the day, as customary for worshippers of Sri Krishna. No sooner was *Nandotsava* over by ten o'clock the following morning, than a bus and several cars arrived to take Mataji and her party to Gita Bhavan and three other places in Dehradun. Only late that afternoon Mataji returned to Kishenpur.

During Mataji's stay in Dehradun, a group of 30 boy scouts from Jullundur arrived one day. They had quite a long discussion with Mataji, who called them her friends and enjoined on them to cultivate the remembrance of God. Some of them seemed keenly interested and asked for details regarding meditation. After a trip to Mussoorie they came to say good-bye to Mataji. When Mataji got up to retire to her room, they began to repeat in chorus like a slogan : "Ma Jullundur *ao* ! Ma Jullundur *ao* !" (Ma, come to Jullundur.)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"Ma is in Jullundur and Ma is travelling with you to Jullundur," Mataji could be heard to exclaim above their voices.

As usual, a number of people hailing from abroad came for long and short periods for Mataji's *darsana*. Two very short visits of foreigners seem worth mentioning in some detail. One morning a lady from Michigan arrived, probably a journalist. She had reached Delhi only the day before by plane, took the night train to Dehradun and wanted to leave again by the afternoon bus. She had obviously not yet adapted her American speed to Indian condition. With considerable impatience she waited for Mataji to emerge from her room, when she at once got busy with her camera, taking photos from all sides. She was later granted a short interview. Armed with notebook and pencil, she was eager to jot down every word Mataji uttered. "What is your message to the American people," she began, "I want to write an article about you." Mataji smiled: "Well, this body has no particular message. However, what this body always says is :

(1) *Hari kathā hi kathā aur sab vrithā, vyāthā* (Of Thee alone must be the spoken word, all else is but futility and pain.)

(2) Where *Rāma* is, there is *ārāma* (rest and ease); where Rama is not—*vyārāma* (discomfort and disease.)

(3) For man there is only one thing: to search and find Himself."

The lady wanted to know, where *Rāma* was not. "In the world of sense objects with its pairs of opposites, *Rāma* cannot be found. He is where pleasure and pain are not. *Rāma* means *Ānanda*, the bliss that is not of this world."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"When are you coming to America? Paramahansa Yogananda said that the U. S. A. was badly in need of a woman saint."

"This little child *is* in America. Try to see her there", was the surprising answer. The visitor, highly pleased with Mataji's reply, promised to follow her advice. She also took Mataji's assurance that 'she was always with her,' verbally in a material sense, for when someone asked her whether she intended to come again, she promptly said: "There is no need, since Mataji is always with me."

The other incident was the visit of a group of 10 people from Paris, who had come on a pilgrimage to India's holy places, guided by their South Indian Guru, who teaches *hatha yoga* in France. They had travelled for two nights in order to have Mataji's *darsana* and were leaving Dehradun the same night. In the morning they accompanied Mataji to Kalyanvan. Then Mataji sat in the hall with them for quite sometime. We were amazed to see them *pranāma* to Mataji in the Indian way with sincere and deep reverence. They were eager to take with them not only photos of Mataji, but also especially of her feet! At 5 p. m. Mataji received them again, this time in her own room. They sat in complete silence for about 50 minutes. Fourteen Europeans and a few Ashramites were present. The French pilgrims, who hardly knew any English, were evidently profoundly moved. On taking leave, some wished to express their gratitude to Mataji, but Mataji interrupted: "One thanks another, not one's own self." When after a pause she added: "On the contrary, this little child must thank you for having come from such a great distance to give *darsana* to her",

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

many of them had tears in their eyes. They declared that, although they had had no talk with Mataji, all their questions had been replied in silence.

During her sojourn at Kishenpur, *sannyāsis* belonging to the Divine Life Society at Rishikesh had come to see her several times. The present head of the organisation, Swami Chidanandaji also came in person and had a private talk with Mataji. On September 8th Mataji and her companions followed his invitation to visit their Ashram. It was the anniversary of the birthday of their Guru Sri Swami Sivanandaji. Mataji was received with extreme reverence and joy and given a tremendous ovation. She was first taken to the Eye Hospital and then shown round the entire Ashram, climbing right up to the Siva Temple. *Prasāda* was offered to her and distributed to everyone in lavish quantities. We all felt deeply moved by the spirit of the Ashramites and by the enthusiasm with which Mataji was welcomed by one and all.

After a few days at Kankhal, Mataji shifted to Baghat House, Hardwar, from where she left for Vrindaban on September 19th. On the 22nd Mataji paid a short visit t o Delhi, Vrindaban again on the 24th, accompanied by returning to Sri Gurupriya Devi and others who had been in the Delhi Ashram.

Mataji is expected to remain in Vrindaban for the Durga Puja, Lakshmi Puja, Kali Puja (Diwali) and also the 15th Samyam Saptah Mahavrata that is to be observed from 12th–18th November.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Registered with the Registrar of Newspapers for India under No. RN 4727/67

SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA
LIST OF PUBLICATIONS

Hindi

Mātri Darshan—"Bhaiji"	2-50
Sad Vāni "	1-00
Sri Sri Ma Anandamayi—Gurupriya Devi Vol. I to VII	16-50
Ma Anandamayi—Dr Pannalal	2-50
Ma Anandamayi Upadeshamrita Sangraha	(Out of print)
Akhanda Mahāyajña—Gurupriya Devi	2-50
Kirtan Rasa Swarūpa	6-00
Sankirtan, Stav, Aratī	0-50

Bengali

Mātri Darshan—"Bhaiji"	2-00
Sad Vāni "	1-00
Mātri Vāni	0-75
Sri Sri Ma Anandamayi—Gurupriya Devi Vol. I–XII	29-00
Ma Anandamayi Upadeshamrita Sangraha	1-50
Akhanda Mahāyajña " "	2-50
Kirtan Rasa Swarūpa	6 00
Suno Bali Maer Kotha—Sailesh Brahmachari	1-25
Mātri Lila Sankirtan	0-31
Anandamayi Ma—Ganga Samiran	2,50
Namavali— "	0.50

Gujarati

Mātri Darshan—"Bhaiji"	1-50
Ma Anandamayee Ke Sannidhyame, Part I & II—Br. Kantibhai	2-00
Amrit Vani—Br. Dattatreyanand	2-00

English

Mother As Revealed to Me—"Bhaiji"		4.00
Mother As Seen by Devotees (A Symposium)		3-00
Mātri Vāni (Sayings)	1-50 Special edition	2-50
Words of Sri Anandamayi Ma	3-00 Special edition	5-00

Photos etc.

Album of Mother's pictures	1-50
Photos—various sizes	0-40 to 15-00
Lockets	1-25

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Ananda Varta

BENGALI & ENGLISH

XII

February, 1965

No. 4

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

MATRI VANI

REVISED AND ENLARGED EDITION.

This small book contains a rare selection from the sayings of Mata Anandamayee, pearls of wisdom that were uttered in reply to letters from various people at different times.

They come from a great depth far beyond the dividing barriers of sect and creed and have a universal appeal to all human beings. They are sure to bring solace to the afflicted and sorrow-stricken and throw light on the razor's edge path of the seeker after Truth.

The revised and enlarged edition has just been printed on very good paper with two new pictures of Mataji. Special care has been taken to make the binding and cover also more decent.

Price : Cheap edition—Rs. 1.50
Board bound—Rs. 2.50
Publishers : Shree Shree Anandamayee Sangha
Bhadaini, Varanasi.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Ānanda Vārtā

A quarterly journal dealing mainly with the divine life and teaching of Shree Shree Ma Anandamayee and with other religio-philosophical topics

*

BOARD OF EDITORS

Mahamahopadhyaya Sri Gopinath Kaviraj, M. A., D. Litt.
Kumari Lalita Pathak, M. A.
Kumari Padma Misra, M. A., Acharya.
Kumari Bithika Mukerji, M. A., D. Phil.
Brahmacharini Atmananda.
Sri Sailesh Brahmachari.
Sri Amulya Kumar Dutta Gupta, M. A. B. L,
Sri K. Bose—*Managing Editor*.

*

Annual subscription (postage free) India—Rs 6/- only
Foreign—(By Sea Mail) Rs 7·50 or 15 shillings or $ 2·00
" (By Airmail)—Rs. 17·50 or £1-10-0 or $ 4.50

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ĀNANDA VĀRTĀ

GENERAL RULES

1. The magazine is published in three separate editions—1) Hindi-English (2) Bengali-English (3) English—in the first weeks of May, August, November and February. The year begins from May.

2. Subscriptions are always payable in advance. Foreign subscriptions may be sent either by International Money orders or Postal orders.

3. Subscriptions to be sent to :—

The General Secretary, Shree Shree Anandamayee Sangha, Bhadaini, Varanasi, (U. P.)

4. All correspondence regarding 'Ananda Varta' should mention without fail the subscription number and be addressed to :—

The Managing Editor, "Ananda Varta", Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhadaini, Varanasi, (U. P.)

5. Complaints about non-receipt of the magazine should be sent *by the third week of the month of publication.*

6. Any change of address should be intimated to the Managing Editor at the earliest possible opportunity.

7. Subscribers are requested not to dishonour any issue of the magazine sent by V. P. P., as this entails a loss to the Ashram fund. They may kindly inform us *beforehand* if they desire to discontinue subscribing to the magazine.

Published by Shri K. Bose, for
Shree Shree Anandamayee Sangha, Varanasi.
Printed at the Indian Press (Pte.) Ltd., Varanasi-Branch VARANASI.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CONTENTS

Bengali Section

1. মাতৃবাণী 143
2. ডায়েরীর কয়েক পৃষ্ঠা—গুরুপ্রিয়া দেবী 145
3. কাশীধামে দুর্গাপূজা—স্বামী শিবানন্দ গিরি 152
4. আনন্দম্—বিভূপদ কীর্ত্তি 162
5. "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টম্"—অধ্যাপক শ্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায় ... 163
6. প্রতীক্ষিত—শ্রীশৈলেশ ব্রহ্মচারী 169
7. ছিন্ন দল—ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র দত্ত 170
8. শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ—শ্রীঅমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত, এম-এ, বি-এল 180

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CONTENTS

English Section

1. Matri Vani 157
2. Pages from my Diary—Gurupriya Devi ... 159
3. Viraha Mala—Gauridasi ... 167
4. A new light on Plato—D.S. Mahalanobis ... 174
5. Religion in the New Age—Mark Halpern ... 187
6. Replies to question from our Readers 194
7. Mother Kali—Saroj ... 199
8. Matri Lila ... 200

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Srj Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

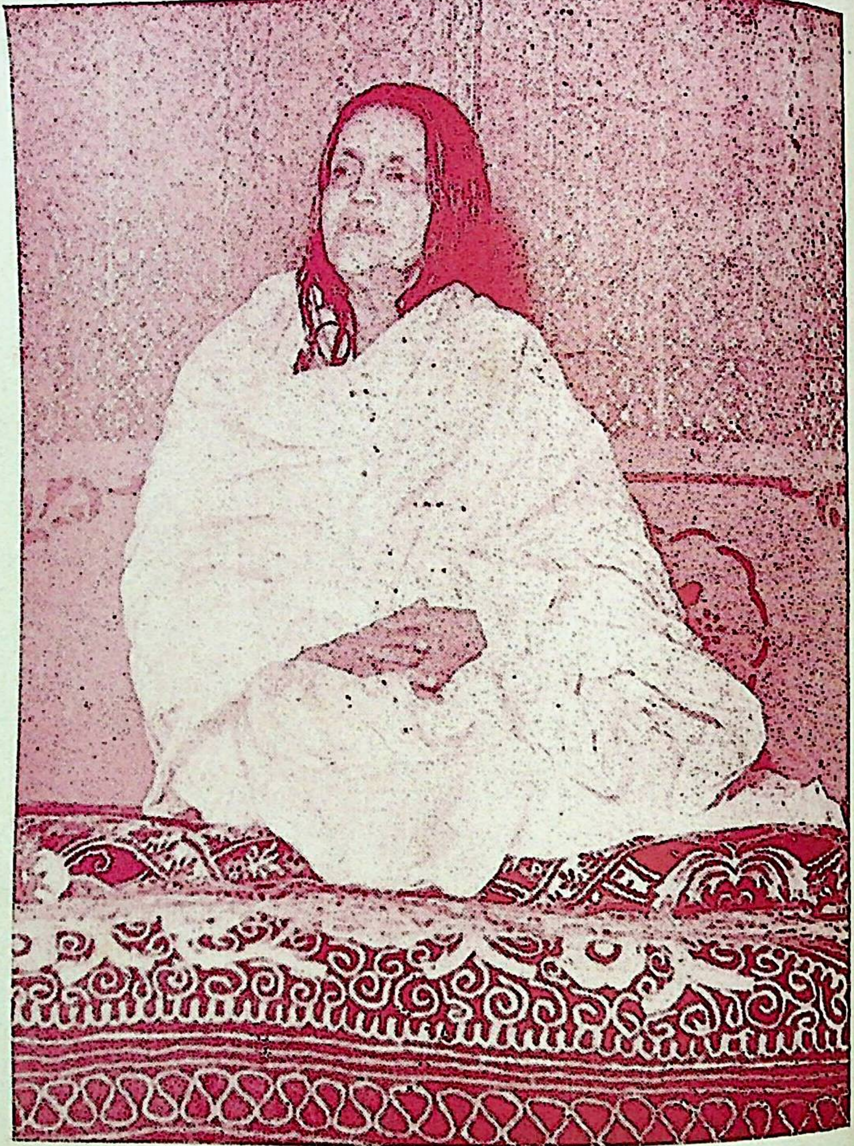

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Ānanda Vārtā

"অমর আত্মা—অমর-পন্থী স্বয়ম্—আপনাতে আপনি।"

VOL. XII] FEBRUARY, 1965 [NO. 4

—ঃ মাতৃবাণী ঃ—

অমৃত ভোজী হও তোমরা—অমর-ভোজী। অমর পথে চলো—যেখানে মৃত্যু নাই, ব্যাধি নাই।

* * * *

ভগবৎ ক্রিয়াই ক্রিয়া—আর সব অক্রিয়া—মৃত্যু পথের ক্রিয়া। স্বক্রিয়াতে হওয়াইত মানুষ মাত্রের কর্ত্তব্য।

* * * *

মানুষ যে অভাব রূপেতে প্রকাশিত। অভাবের চিন্তাই করে—অভাবই প্রাপ্ত হয়। স্বভাবের চিন্তা করা। নতুবা অভাব—অক্রিয়া—অগতি—দুর্গতি—মৃত্যু।

* * * *

শুধু তুমিই—তুমিই—তুমিই। সব কিছুতে তুমিই। আবার তুমি যে স্বয়ংই। অনন্ত একমাত্র তিনিই—একমাত্র আমিই।

* * * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওখানেও পেন্সন পাওয়া যায়। এখানকার পেন্সনত শুধু শরীরের সঙ্গেই। কিন্তু ঐ পেন্সনের শেষ হয় না। তাঁহার কোন কৃপাতে পেন্সন হয়ে যায় সে কথা বলা যায় না। যদি কিছু চাওয়া তবে সেই কৃপাই চাইতে হয়।

* * * *

তাঁহাকে ডাকা বৃথা যায় না। যতক্ষণ সাড়া না পাওয়া ততক্ষণ ডেকে যাওয়া। আপনাকে আপনিইত ডাকা। আপনিই আপনাকে পাওয়া। অখণ্ড ডাকায় যে অখণ্ডকেই পাওয়া। নিজের আত্মা—প্রাণের প্রাণ সেই প্রিয়কেইত ডাকা। কতকাল ভোগকে ডাকিয়া ভোগ করিয়া আসা হইয়াছে ত। যাঁহাকে ডাকিলে ত্যাগ ভোগের ডাকাডাকির দ্বন্দ্ব চলিয়া যায় সেই ডাকটিই যে প্রিয় হওয়া চাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ডায়েরীর কয়েক পৃষ্ঠা

গুরুপ্রিয়া দেবী

২৫শে নভেম্বর, ১৯৬১—

সংযম সপ্তাহের পরে মা শুকতালেই আছেন। ভীড়ভাড় অনেক কমিয়া গিয়াছে। কিছুটা বিশ্রাম তাই হইতেছে।

মার ঘরের সামনে বিশাল ছাদ। সকালে মা বেশ কিছু সময় রোদে সেই ছাদের উপর পায়চারী করেন। সকলে মাকে প্রাণ ভরিয়া দর্শন করে। একজন অ্যামেরিকান সাহেবও আসিয়াছেন। মার সঙ্গে একান্তে কথা বলিয়া তিনি মহা সুখী।

আজ সন্ধ্যার পর মা আশ্রমের বড় মেয়েদের বেশ সুন্দর সুন্দর কথা বলিলেন—"তোমরা সকলেই ভাল, বিদ্বান, বুদ্ধিমতী, একপথের যাত্রী। মিলিয়া মিশিয়া একসঙ্গে আনন্দে থাক। মনে রাগ দ্বেষ হিংসা জমা না করিয়া রাখা। যদি কাহারও মধ্যে মনোমালিন্য হয় তক্ষুনি সেটা পরিষ্কার করিয়া ফেলা। কেউ কোনও বিষয়ে দুঃখী হইলে অপরে তাহাতে আনন্দিত না হওয়া। সর্ব্বদা মনে রাখা 'মা' যখন যাহা করিতেছেন তাহা আমার পছন্দসই না হইলেও হাসিমুখে মানিয়া নিব। এই ভাবটা রাখা। পরের জন্য ত্যাগ করা। তাহাতে মনের প্রসারতা উদারতা বাড়ে। তুমি যেটুকু ত্যাগ করিলে ভগবান তাহা পূর্ণ করিয়া দিবেন। যদি নাও বা দেন মনে করা এইটুকু সেবাত আমার দ্বারা হইল।

"অনেকদিনের কথা একটা মনে পড়িল। বাজিতপুরে একবার এই শরীরটাকে তাহারা যাত্রা দেখাইতে নিয়া গিয়াছে। সেখানে গিয়া বসিবার জায়গা পাওয়া গেল না। একজন চেয়ারে বসিয়াছিলেন—এই শরীরটার বয়োজ্যেষ্ঠ। তিনি উঠিয়া এই শরীরটাকে তাঁহার জায়গায় বসাইলেন। এই শরীর একটু বসিয়া তাঁহার কথা পালন করিয়া পুনরায় উঠিয়া তাঁহাকে বসিতে দিল। একটু পরে একটি চেয়ার খালি হওয়ায় সেখানে গিয়া বসিলাম। নিজের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসুবিধা হইলেও পরের জন্য এইরূপ ত্যাগস্বীকার করাই নীতি। আগেকার দিনে গৃহস্থাশ্রমেও কি সুন্দর রীতি ছিল! বড় ছোটর মধ্যে কি মিল ছিল! কেউ দোষ করিলে বলা হইত না—আমি করি নাই, অমুকে করিয়াছে। বড়কে দেখিলে সর্ব্বদা উঠিয়া দাঁড়ান, কাহারো গায়ে পা লাগিলেত প্রণাম করা হইতই, এমনি হাতের ধাক্কা বা শরীর লাগিলেও নমস্কার করার রীতি ছিল। আজকাল এইসব দিক দেখাই যায় না।"

মা আবার বলিতেছেন—"সাধনার লাইনে মনে কোনও গ্লানি জমাইতে নাই। যতই মন পরিষ্কার রাখিবে ততই এদিকে অগ্রসর হইবার সহায়তা করিবে।"

২৬শে নভেম্বর, ১৯৬১—

আজ সন্ধ্যাবেলাও দিদিমার ঘরে পায়চারী করিতে করিতে মা অনেক সুন্দর সুন্দর কথা আশ্রমের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী ছেলেমেয়েদের বলিতেছিলেন—

"তোমরা সমবেত ভাবে আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হতে চেষ্টা কর। যেমন একত্রে খাওয়া হয়, সৎসঙ্গে বসা হয়, কীর্ত্তনে বসা হয়, তেমনি একত্রিত হয়ে আধ্যাত্মিক কর্ম্মও করা যায়। ছেলেরা বেশ একজায়গায় মিলেমিশে একত্রিত হল—আবার মেয়েরাও অপর জায়গায় একত্রিত হল। ধূপ জ্বালালে যেমন তার গন্ধ সকলে মিলে অনুভব করে, সেইরকম একত্রিত ভাবে আধ্যাত্মিক ভাব নিয়ে বসলে সেখানকার বাতাবরণ (atmosphere) অন্যরকম হয়ে যায়। প্রত্যক্ষ অনুভব করা যায়। এ শরীরের ত কিছু গড়ব এইরূপ বন্ধনের মধ্যে কোনওদিন নেই—থাকবেও না। একটা স্থিতি আসে যখন এইরূপ গড়বার ভাব আসে। তবে এই শরীরের তা আসে না। যোগীভাই যেরূপ সংযমের প্রারম্ভ করে এই শরীরটাকে জিজ্ঞাসা করতে আসে এবং এই শরীরটাও কিছু কিছু বলে, সেইরূপ তোমরাও যদি কিছু করার উৎসাহ দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করো তবে এই শরীরটা ঠিকঠাক থাকলে তোমাদেরও মাঝে মাঝে গিয়ে দেখিয়ে দিতে পারে।"

আজ রাত্রে কথাপ্রসঙ্গে আবার বাজিতপুরের কথা উঠিল। মা বলিতে-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিলেন—"জানকীবাবুর স্ত্রী—এই শরীরটাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল—আপনাকে আর দিদি ডাকতে ইচ্ছা করে না। মা বলে ডাকতে ইচ্ছা করে। একদিন আপনি জগতের মা হবেন। সবাই আপনাকে মা বলে ডাকবে।' জানকীবাবুর ভয় ছিল যে তাঁর স্ত্রীও বোধহয় এই শরীরটার কাছে এলে এরকমটা হয়ে যাবে। তাই মানা করায় দুই তিন দিন আসেনি। এই শরীর খোঁজ করতে গিয়েছে কেমন আছে ওরা সবাই। কেন যায়না বলায় এই শরীরটা তখন মৌন ছিল, হেসে চোখের ইসারায় বলল—'তুমি এস। ওসব ভেবোনা'।"

আজ রাত্রে মার কাছে একজন গুজরাটী মহাত্মা আসিলেন। তিনি শুক-তালেই ধর্ম্মশালার নিকটে এক মন্দিরে আছেন। শুনিলাম তিনি পদ্মাসনে নাকি ১৪ ঘণ্টা বসেন। রাত্রে মাত্র ৪ ঘণ্টা শোন। জল মুখে স্পর্শ করেন না। দৈনিক একবার মাত্র শব্জী ও দুধ খান। মা পরে বলিলেন—"আসন করা আর হওয়া দুই জিনিষ। যখন ঠিক ঠিক আসন হয়ে যাবে তখন ঘড়ার উপর ঘড়া বসালে যেমন সবগুলি ঠিক খাপে খাপে বসে যায় সেইরূপ মেরুদণ্ডের joint এ স্ক্রু লাগাবার মত আর নড়চড় হয় না।"

২৭শে নভেম্বর ১৯৬১

আজ সকালে শাস্তা মার ঘরে একান্তে মাকে কৃষ্ণরূপে পূজা করিল। মাকে নিজ হাতে সুন্দর করিয়া মুকুট ও গহনা ইত্যাদি পরাইয়া সাজাইয়াছে। আরতির সময় মা শ্রীকৃষ্ণের ছবি সহ গীতাখানি বুকের কাছে ধরিয়াছিলেন এবং কোলের উপর শ্রীমদ্ভাগবত। কয়েকদিন হয় তাহার ভাগবত সপ্তাহের অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হইয়াছে। মা কথাপ্রসঙ্গে বলিতেছিলেন, "এসবই যোগাযোগ থাকে পূর্ব্বজন্মের। এই স্থানে এই সময়ে এই সবটাই যোগাযোগ ছিল তাই। তোমরা সকলে যারা ভাগবতে যোগদান করলে তোমাদেরও যোগাযোগ ছিল। নিষ্কাম ভাবে কোন কাজে অগ্রসর হলে ভগবানই তাকে সাহায্য করেন।"

আশ্রমের মেয়েদের উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন—"পরমপতি একমাত্র ভগবান। যেমন সোহাগনদের লক্ষণ আছে, তেমনি তোমাদেরও পতি ভগবান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাই তোমাদের লক্ষণ হল চন্দনের ফোঁটা, ভস্মের ফোঁটা, সাদা কাপড়, গেরুয়া বস্ত্র। তোমাদের এই সাজ যে আর বদলাবার নয়। ভগবানের জন্য তোমরা সব ছেড়ে বের হয়েছ। তাই তাঁকে ছাড়া হাসিগল্প, বাজে কথা, রাগ অভিমান ইত্যাদিতে আনন্দ না পাওয়া। ভগবান ছাড়া যা কিছু নিয়ে আনন্দ তা সব 'উপ'। শ্রীকৃষ্ণকে পরম পতিরূপে কামনা করে গোপীরা কাত্যায়নীব্রত করেছিল। স্বামী মানে স্বয়ং আমি।"

মা আবার বলিতেছেন—"যদি কেউ বাস্তবিক মনেপ্রাণে ইচ্ছা করে যে বহু সময়ত জগতের আদান প্রদান ব্যবহার কথাবার্ত্তায় কেটেছে এখন সে সব ছেড়ে ভগবানের জন্য ভগবানকে নিয়েই বসব। একজন সাধিকার কথা শুনেছ সে সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত অবধি ঘরে বসে থাকত জপ ধ্যান নিয়ে। শরীর এতে অসুস্থ হয় না। অসুস্থ তখনই হয় যখন মন চাইছে বাইরের আনন্দ আর তুমি জোর করে তাকে বাধা দিচ্ছ—। সূর্য্যের আলোয় দিনের পর দিন না বের হয়েও শরীর সুস্থ থাকে যদি বাস্তবিক জগতকে প্রত্যাহার ক'রে ভগবানকে নিয়ে ব'সে যাওয়ার সদ্‌ইচ্ছা জাগে।"

২৯শে নভেম্বর, ১৯৬১

আগামী কাল সকালে মার বুলন্দশহর যাওয়ার কথা। এখানে শুকদেব মন্দিরে স্বামী কল্যাণদেব নামে একজন ত্যাগী কর্ম্মযোগী আছেন। অতি চমৎকার ইঁহার ত্যাগ ও কর্ম্মদক্ষতা। তাঁহার সাহায্যেই পরমানন্দ স্বামীজী এখানে আসিয়া সংযম সপ্তাহের ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছিলেন। কল্যাণদেবজীকে দেখিলাম প্রায় সকলেই বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে। ইনি একটিমাত্র মোটা চাদর শরীরে জড়াইয়া রাখেন। শীত গ্রীষ্ম এই ভাবেই কাটে। খাওয়া কাঁচা মূলা, গাজর ইত্যাদি। রান্নার কোন পাট নাই। থাকিবার কোন কুটিয়া নাই। বলেন—"এই শরীরই কুটিয়া। কখনও গাছতলায় কাটাই। আবার দরকার হইলে কখনও কোথাও ঢুকিয়া পড়ি।" শুকতালের রাস্তা বাড়ীঘর জল লাইট সব তাঁহার চেষ্টাতেই হইয়াছে। সব কাজই শান্ত ভাবে করিয়া যান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা আগামী কাল চলিয়া যাইবেন সেই জন্য তিনি মার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। মা তাঁহাকে একটি মোটা চাদর (যেমন তিনি ব্যবহার করেন) ও কিছু ফল দিলেন। মার দেওয়া বলিয়া তিনি আনন্দের সহিত গ্রহণ করিলেন। সঙ্গে মন্দিরের পূজারীজিও আসিয়াছিলেন। মন্দিরের ভোগের জন্য আশ্রমের পক্ষ হইতে তাঁহার হাতে ১০১৲ টাকা দেওয়া হইল। মা এখানে আসিয়াছিলেন তাহাতে কত আনন্দ হইয়াছে —শুকতালে এইরূপ আনন্দের হাট পূর্ব্বে কখনও বসে নাই —এই সব কথাই তাঁহারা পুনঃ পুনঃ বলিতেছিলেন। এখানে প্রতিবৎসরই কার্ত্তিকী পূর্ণিমার সময় বড় মেলা এবং জনসমাগম হয়। কিন্তু এবার যেরূপ সহস্র সহস্র লোক আসিয়া একত্রিত হইয়াছিল তাহা নাকি পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। মার দর্শনের জন্য কত দূর দূর হইতে কেহ হাটিয়া কেহ গরুর গাড়ীতে কত কষ্ট করিয়া আসিয়াছে। কল্যাণদেবজী বলিতেছিলেন—"সকলেরই মুখে এক কথা —'স্বামীজী মায়ের দর্শন করাইয়া দেও।' আশ্চর্য্যের বিষয় যে, হয়ত মা শুইয়া আছেন, বলা হইয়াছে এখন দর্শন হইবে না। কিন্তু তাহারা কাতর ভাবে বলিতেছে, ছোট ছেলেমেয়েকে নিয়া এতদূর আসিয়াছি এখনই ফিরিয়া যাইতে হইবে। মাতাজীও হঠাৎ নিজ হইতে দরজা খুলিয়া তখনই বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন তাহাদের সকলের কি অসীম আনন্দ। শত শত কণ্ঠে মাতাজীর জয়ধ্বনি দিয়া উঠিল।"

মা এই কথা শুনিয়া বলিলেন—"পিতাজী, এই শরীরটার দ্বারাত কিছুই সেবা হয় না। জনজনার্দ্দন রূপেতে তিনিই। তাহারা দর্শন দিতে আসে। আর সত্যই দেখ, পিতাজী, শরীরটা শুইয়া আছে, হঠাৎ আপনা হইতেই উঠিয়া দাঁড়াইল। কেহত আর আসিয়া সংবাদ দেয় নাই। তাহাদের আগ্রহই শরীরটাকে উঠাইয়া নিয়া দাঁড় করাইল।"

স্বামীজী বলিলেন—"লক্ষ লক্ষ লোক মাতাজীর দর্শন পাইয়া তৃপ্ত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। ইহাতে আমারও কত আনন্দ। মাতাজীর পদার্পণে এই স্থান আজ ধন্য হইয়াছে। কতদিন যাবৎ—আমার বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে মাতাজীকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একবার এদিকে নিয়া আসা, আজ সেই আশা পূর্ণ হইয়াছে। শুকতালকে মাতাজী আরো পবিত্র করিয়া দিয়াছেন।"

৩০শে নভেম্বর, ১৯৬১

সকাল পৌনে নয়টায় মাকে লইয়া আমরা মোটরে বুলন্দশহর রওনা হইলাম। মার গাড়ীতে স্বামীজী, পানু, বুনি এবং আমি। অপর সকলে ভোর বেলা বাসে সোজা বুলন্দশহর রওনা হইয়া গিয়াছে। পথে মুজঃফরনগরে মাকে একটু সময়ের জন্য স্বামী কল্যাণ দেবজীর আগ্রহে নামান হইল। একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষতলে মার বসিবার স্থান করিয়াছে। কিন্তু সমস্ত শহর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তিলার্দ্ধ স্থান নাই। সকলে মিলিয়া অতি কষ্টে মাকে মোটর হইতে বাহির করিয়া রূপার একটি সিংহাসনের উপর বসাইয়া দিলেন। দুইজন পণ্ডিত স্তোত্রাদি পাঠ করিতে করিতে মাকে মালা চন্দন পরাইয়া দিলেন। অসংখ্য লোক মাকে ফুলমালা দিবার জন্য প্রণাম করিবার জন্য বিশেষ চঞ্চল হইয়া পড়িতেছে। কল্যাণ দেবজী তাহাদের শান্ত হইতে অনুরোধ করিয়া সংক্ষিপ্ত একটি বক্তৃতা দিলেন—

"আজ মুজঃফরনগর বাসীদের পরম সৌভাগ্য এই যে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী তাহাদের দর্শন দিতে এখানে আসিয়াছেন। আর পৃথিবীর বহু লোক মাতাজীকে কত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন। শুকতালে পদার্পণ করিয়া মাতাজী স্থানের মাহাত্ম্য বাড়াইয়া যাইতেছেন। লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহাকে দর্শন করিয়া ধন্য কৃতার্থ হইয়াছে। তোমরা সকলে মাতাজীর নিকট আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া নেও। মাতাজীর কথা আমি আর কি বলিব? তোমরা সকলে আজ দর্শন করিয়া ধন্য হইলে।"

মায়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"মা, জনতার পক্ষ হইতে আমি আপনার নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি। আপনি ২/১টি কথা ইহাদের বলিয়া যান।"

মা অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে দুইখান হাত জোড় করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"পিতাজী, এই শরীরের ত কিছুই বলিবার নাই। এই মেয়েটিত সকলের। সব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাচ্চাদের এই শরীর দোস্ত বলে। আর দোস্তদের মাতা পিতা এই শরীরেরও মাতাপিতা। সবই আপন, পর বলিয়াত কিছু নাই—কেহ নাই। তাই সকলের কাছে এই শরীরের এক কথা—হরি কথাই কথা, আর সব বৃথা ব্যথা।"

স্বামী কল্যাণ দেবজী মায়ের এই কয়টি অমূল্য কথা সকলকে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন। পরে অতি কষ্টে সকলে মিলিয়া মাকে আনিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। খানিকদূর পর্য্যন্ত স্বামীজীও আমাদের সঙ্গেই চলিলেন। পথে এক জায়গায় নামিয়া পড়িলেন। এই ভাবে শুকতালের লীলা শেষ করিয়া মা বুলন্দশহর অভিমুখে রওনা হইলেন।

—————

"তাঁহার ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছা মিলাইবার চেষ্টাই মানুষের কর্ত্তব্য।"

—শ্রীশ্রীমা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাশীধামে দুর্গাপুজা

স্বামী শিবানন্দ গিরি

চতুর্বর্গ ফল লাভের জন্য জগজ্জননী ব্রহ্মময়ী মা দুর্গার পূজা। দশপ্রহরণ-ধারিণী হইয়াও দনুজ-দলনী জননী চির প্রশান্তা ও সন্তান বৎসলা। অসীম করুণা ও অফুরন্ত মাঙ্গল্য জ্যোতিতে দুর্গতিহারিণীর নয়ন রঞ্জিত। সৃজন-পালন সংহারের রূপ মহেশ্বরী মহামায়ার স্বভাব শোভায় নিত্য প্রস্ফুরিত। অখণ্ড-রস-বল্লভার চরণ কমলে শাশ্বত আনন্দের নির্মল সুরধুনী। ত্রিলোক-বন্দিতা দনুজ-দলনী জননীর পূজা করিয়া দেবতারাও অভীষ্ট লাভ করিয়াছিলেন। দেবাসুর সংগ্রামে পরাজিত দেবগণ জাহ্নবী তটে এক সময়ে মহাদেবীর স্তব বন্দনা ও পূজা করিলেন। দেবকণ্ঠ-নিঃসৃত অনুপম স্তবটি শ্রীশ্রী চণ্ডীর পঞ্চম অধ্যায় অষ্টম মন্ত্র হইতে বিরাশী মন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

"নমোদেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্॥
রৌদ্রায়ৈ নমো নিত্যায়ৈ গৌর্বৈধাত্রে নমো নমঃ।
জোৎস্নায়ৈ চেন্দুরূপিণ্যৈ সুখায়ৈ সততঃ নমঃ॥"

বিশ্বব্যাপিনী মহাশক্তির চরণপদ্মে ভক্তি-অর্ঘ্য দিয়া শুধু দেবতারাই বিপদমুক্ত হইয়াছিলেন এমত নহে, রাবণ বধ করিয়া সীতা উদ্ধারের নিমিত্ত রামচন্দ্রও চিন্ময়ী জগজ্জননীর আরাধনা করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের অকাল বোধন যদিও বাল্মীকির রামায়ণে নাই তবু পণ্ডিত কৃত্তিবাস শরৎকালে দেবীর আরাধনা প্রথম রামচন্দ্রই করেন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পণ্ডিত কৃত্তিবাস হয়ত কোনও পুরাণ হইতে এই আখ্যায়িকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র নিখিলবিশ্বের অধিষ্ঠাত্রী ভগবতীর প্রসন্নতা লাভের জন্য ১০৮ নীল পদ্মের দ্বারা পূজার আয়োজন করিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের ভক্তি পরীক্ষার জন্য লীলাময়ী জননী একটি পদ্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লুকাইয়া ফেলিলেন। পদ্মের অভাবে কমললোচন রামচন্দ্র আপনার দিব্যচক্ষু উৎপাটন করিয়া ব্রহ্মময়ীর চরণকমলে অর্ঘ্য প্রদান করিতে উদ্যত হইলে জ্যোতির্ময়ী আদ্যা অদ্বিতীয়া মা ভগবতী তাঁহাকে দর্শন দিলেন। শ্রীরামচন্দ্র ও দুর্গতিহারিণী মহেশ্বরীকে অনির্বচনীয়া মহিমময়ী করুণাময়ী চির প্রশান্তা বলিয়া ভক্তি-ভরে স্তব করিলেন। পণ্ডিত কৃত্তিবাস লিখিলেন "শ্রীরাম করেন স্তব দেবী চণ্ডিকারে"—

"দুর্গে দুঃখহরা তারা দুর্গতি নাশিনী।
দুর্গমে স্মরণী, বিন্ধ্যগিরি নিবাসিনী॥
দুরারাধ্যা ধ্যানসাধ্যা শক্তি সনাতনী।
নীলকণ্ঠ প্রিয়া, নারায়ণী নিরাকারা।
সারাৎসারা, মূলশক্তি, সচ্চিতা সাকারা॥
মহিষমর্দ্দিনী, মহামায়া মহোদরী।
শিবনিতম্বিনী শ্যামা শর্বানী শঙ্করী॥

❀ ❀ ❀

ইত্যাদি অনেক স্তব করিলা শ্রীহরি।
তুষ্ট হইলা হৈমবতী অমর ঈশ্বরী॥"

ব্রজ গোপিকাগণও একদিন শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য দেবী পূজা করিয়াছিলেন, ইহাই কাত্যায়নী ব্রত নামে বিখ্যাত।

ব্রজাঙ্গনাগণ প্রার্থনা করিলেন,—

"কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ॥"

দেবী প্রসাদে ব্রজাঙ্গনাগণও অভীষ্ট বর লাভ করিয়াছিলেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের আদেশে অর্জ্জুন দেবীর পূজা করিয়া যুদ্ধজয়ের বর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাভারতের ভীষ্ম পর্বের ২৩ অধ্যায়ে বর্ণিত হইল,—"অর্জ্জুন ধীমান বাসুদেবের বাক্যানুসারে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্তোত্র আরম্ভ করিলেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"হে স্কন্দ জননি! ভগবতি! দুর্গে কান্তার বাসিনী! তুমি স্বাহা, স্বধা, কলা, কাষ্ঠা, সরস্বতী, সাবিত্রী বেদমাতা ও বেদান্ত; আমি বিশুদ্ধ অন্তরাত্মার সহিত তোমার স্তব করিতেছি, তোমার প্রসাদে যেন রণক্ষেত্রে জয়লাভ করিতে সমর্থ হই। তুমি ভক্তগণের রক্ষার নিমিত্ত দুর্গমপথে ও দুর্গম স্থানে নিত্য বাস কর এবং দানবগণকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া থাক। তুমি মোহিনী, মায়া, হ্রী, শ্রী, প্রভাবতী সাবিত্রী জননী, তুমি পুষ্টি, ধৃতি চন্দ্র সূর্য্য বিবর্দ্ধিনী দীপ্তি ও সম্পন্নদিগের সম্পত্তি। সিদ্ধচারণগণ সমরভূমিতে তোমাকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন।"

"মানব বৎসলা বরদা ভগবতী কৌন্তেয়ের ভক্তি দেখিয়া তাহাকে অভীষ্ট বর প্রদান করিলেন।" (কালী প্রসন্ন সিংহের মহাভারত, ভীষ্মপর্ব ২৩ অঃ।)

নিষ্কাম ভক্ত আচার্য্য শঙ্করও দেবীকে অশেষভাবে স্তব স্তুতি করিয়াছেন। তাঁহার দেবী স্তবে মানব দুর্বলতার স্বরূপ চিত্রটী অতি সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনিও দেবীর চরণে কাতর ভাবে প্রার্থনা করিলেন,—

"কুকর্মী কুসঙ্গী কুবুদ্ধিঃ কুদাসঃ
কুলাচারহীনঃ কদাচার লীনঃ।
কুদৃষ্টিঃ কুবাক্যপ্রবন্ধঃ সদাহং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি।"

মহাপ্রভুর পূজার পদ্ধতি অন্য প্রকার। মহাপ্রভুর জীবনীতে দেখা যায় তিনি দেব দেবীর অভিনয় করিতে করিতে মহাভাবে লীন হইয়া সেই সেই দেব দেবীর ভাব বিকাশে দিকমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতেন। বৈষ্ণব পদকর্ত্তা লিখিলেন,—"মাতৃভক্তগণের প্রভু হ'ন শিরোমণি"—প্রভু মাতৃলীলা অভিনয় করিবেন। এই অভিনয় অনুষ্ঠানের স্থান শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহ। "অম্বিকা রুক্মিণী রমা আদি নারায়ণী আপনি হইল প্রভু জগৎ-জননী।" প্রভুর ধীরে ধীরে মহাভাব প্রকাশ হইতে লাগিল। বিশ্বজননীর মহাভাবে নিমগ্ন হইয়া প্রভু এক অপূর্ব দিব্যলোক সৃষ্টি করিলেন। ক্রমশঃ সকলের অন্তর লোক নবভাবে আলোকিত হইয়া উঠিল। জগজ্জননীর স্বরূপে স্থিত হইয়া প্রভু হাস্যে, কটাক্ষে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাৎসল্যে প্রেমে সকলের হৃদয় হরণ করিয়া লইতেন। বিশ্বমাতৃত্বের পূর্ণ বিকাশে যে দেবলোক সৃষ্টি হইত তাহাতে ভাবাবিষ্ট হইয়া ভক্তগণ চণ্ডীর মন্ত্রে মহাপ্রভুর আরাধনা করিতেন। আদ্যাশক্তির বেশে সজ্জিত মহাপ্রভুর মাতৃ-লীলা যে কতদূর স্বাভাবিক হইত তাহা বৈষ্ণব-পদকর্তাগণের কবিতায় অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রভু জগজ্জননীর বেশ ধারণ করিয়াছেন। বৈষ্ণব পদকর্তা লিখিতেছেন—

"সিন্ধু হ'তে প্রত্যক্ষ কি হইল কমলা।
রঘুসিংহ গৃহিণী কি জানকী আইলা॥
কিবা মহালক্ষ্মী কিবা আইলা পার্ব্বতী।
কিম্বা বৃন্দাবনের সম্পত্তি মূর্তিমতী॥
কিবা ভাগীরথী, কিবা রূপবতী দয়া।
কিবা সেই মহেশ মোহিনী মহামায়া॥
এই মতে অন্যান্যে সর্বজনে জনে।
না চিনিয়া প্রভুর আপন মোহ মানে॥
আজন্ম ভরিয়া প্রভু দেখয়ে যাহারা।
তথাপি চিনিতে নারে তিলার্দ্ধেক তারা॥"

দেবভূমি ভারতবর্ষে সিংহবাহিনী দশভূজার আরাধনা যুগযুগান্ত কালের একটী প্রবহমান ঘটনা। এমন চিত্ত বিমোহন আনন্দ লীলায়িত মাতৃপূজা জগতের আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। বাংলায় শরৎকালে দুর্গাপূজার প্রথা প্রথম প্রচলিত হয়। প্রতিবৎসরই শরৎকালে শারদীয়া দুর্গাপূজায়, সর্বভারতের হিন্দু জন সাধারণের চিত্তে যে ভক্তি প্রবাহ দৃষ্ট হয় তাহা সত্যই অনবদ্য।

এখন আমাদের মূল প্রসঙ্গে আসা যাক। শ্রীযুক্ত যদুনাথ ভট্টাচার্য্যের (শ্রীশ্রীমায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা—মামু) বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা কাশীতে আপন আলয়ে মাতৃ-সান্নিধ্যে দুর্গাপূজা করিবেন। মাতৃ-চরণে আপন হৃদয়ের এই গোপন শুভ ইচ্ছাটুকু নিঃসংকোচে নিবেদন করা হয়ত মামুর পক্ষে সম্ভবই হইত না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদি তিনি এ বিষয়ে গুরুপ্রিয়া দিদির ও স্বামী পরমানন্দজীর উৎসাহ ও সাহায্য না পাইতেন। শ্রীশ্রীমায়ের আদেশ ও নির্দেশের জন্য মামু দীর্ঘদিন অপেক্ষা করিয়া ১৯৬২ সালেই পূজার জন্য অনুমতি পাইয়াছিলেন। কিন্তু ১৯৬২ সালে দুইটি কারণে এই পূজা হওয়া সম্ভব হইল না। মামা ও মামীমা জানিতেন মাতৃ উপস্থিতিতে পূজায় মাতৃভক্তগণ সকলেই স্বেচ্ছায় ও আনন্দে যোগদান করিবেন। কিন্তু আশ্রমের গায়ত্রী অনুষ্ঠানে রত তিন জন ব্রহ্মচারী নির্ব্বাণানন্দ, ভাস্করানন্দ ও নির্মলানন্দ এই পূজায় যোগদান করিতে পারিবে না। মাতৃ আদেশে তাহারা তিনজনই হরিদ্বারে তিন বৎসরের জন্য গায়ত্রী পুরশ্চরণ অনুষ্ঠান করিতেছিল। ১৯৬৩ সালের গুরু পূর্ণিমায় তাহাদের ব্রত সমাপ্ত হইবে, তাহার পূর্বে তাহাদের তিনজনের কাশী আগমন অসম্ভব। মামা ও মামীমার আন্তরিক ইচ্ছা তাহারা তিনজনই এই পূজায় যোগদান করেন। বিশেষতঃ নির্বাণানন্দজী পূজাদি কার্য্যে বিশেষ দক্ষ এবং আশ্রমের দুর্গাপূজা সাধারণতঃ তিনিই করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় কারণ হইতেছে সময়ের অল্পতা। ঐ বৎসর পূজার তিথি ও সময় এতই কম যে বিধিবৎ সমস্ত অনুষ্ঠান করার পক্ষে ইহা পর্য্যাপ্ত নহে। এই দুইটি বিশেষ কারণে মামু ১৯৬৩ সালেই শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা করা সাব্যস্ত করিলেন। মামুর পূজার প্রার্থনার পর মা তাঁহাদের একটু অনুষ্ঠানও দিয়াছিলেন, উহা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁহারা সংবৎসর উদ্‌যাপিত করিলেন।

১৯৬৩ সালের দুর্গাপূজায় পঞ্জিকার দুই মত। যাহারা নবীন মতের তাহাদের পূজা সেপ্টেম্বর মাসেই সমাপ্ত হইল। প্রাচীন পন্থীদের পূজা ২৪শে অক্টোবর হইতে সুরু হইবে। আমাদের আশ্রমে পূজা হয় প্রাচীন মতে। সুতরাং মামুও তাহাই করিবেন।

মামুর এই পূজা আশ্রমের মতই সাত্বিক ভাবের, বলিদান নাই। মামুর আন্তরিক প্রার্থনা শ্রীশ্রীমা যেন মহালয়া হইতেই এই পূজা উপলক্ষ্যে তাঁহার গৃহে কাশীতে অবস্থান করেন। কাশীর আশ্রমের সংলগ্ন মামুর গৃহ। ক্ষুদ্র হইলেও নির্মাণ ব্যবস্থার পরিপাটীতে এই গৃহের একটি নিজস্ব বৈশিষ্টতা আছে। অল্পস্থানের মধ্যেই শিবমন্দির, উঠান, বসবাসের গৃহ, প্রশস্ত সিঁড়ি, বারান্দা এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপরে আলোবাতাসপূর্ণ দুইখানি ঘর। তাহার একখানিতে মা আসিয়া পূজার সময় বসবাস করিবেন। গঙ্গাতটের এই গৃহটীকে আশ্রমবাসী সকলেই এবং মাতৃভক্ত-গণেরা "মামাবাড়ী" বলিয়া থাকেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাও যেন একটি আশ্রম। কারণ মাতৃ আদেশে মামু কাশী আশ্রমে বানপ্রস্থী ভাবে সেবা পূজার কাজ লইয়া থাকেন। মামীমা সাবিত্রীদেবী পুত্রকন্যাগণ লইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠিত শিবের ও অন্যান্য সেবা পূজার ব্যবস্থা লইয়া জীবন যাপন করেন।

মামুর পিতৃপুরুষের বহুদিনের দুর্গাপূজা দাদামহাশয়ের গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশের ২।৩ বৎসর পূর্বেই বন্ধ হইয়া যায়। জগজ্জননীর লীলা কি বিচিত্র ? যে বংশে মা নিজে আসিয়া আনন্দময়ী রূপে লীলা করিবেন সে বংশের প্রাচীন পূজার ধারার যোগ সূত্রটি কেন যে মা ছিন্ন করিলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিনা। এই বংশের পূজার পূর্ণপরিণতির ফলস্বরূপ মা স্বয়ং আনন্দময়ী রূপে আগমন করতঃ এক নবীন লীলায় জগৎ মাতাইবেন সেই জন্যই কি এই বিরতি ?

পূজার পূর্বে মা এলাহাবাদ হইতে বিন্ধ্যাচল আগমন করেন। শরৎকালে বিন্ধ্যাচলের শ্রীসম্ভার অপূর্ব। শান্ত নিস্তব্ধ পর্বত, তার প্রতিখণ্ডে এক পবিত্র নির্মলতা। এখানে প্রকৃতিদেবী যেন ব্যথাহারিণী মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া প্রেম ব্যজনে মৃদু-মধুর পবনে সন্তানের হৃদয়তাপ ও জ্বালা জুড়াইবার জন্য কোল পাতিয়াছেন। এখানে আলোক-ধৌত অরণ্য, সকাল সন্ধ্যায় গগনে অপূর্ব বর্ণ বৈচিত্র্য ও রঙ-তরঙ্গ। দিগন্তে আকাশ ও গঙ্গার মধুর মিলন। নক্ষত্র-খচিত উজ্জ্বল রজনী অসীমের স্পর্শে পুলকিত। এক বন্ধনহীন ধ্যান উন্মেষে যেন বিন্ধ্যগিরি জ্যোতির্ময়। পর্বতটি তপোবন সৌন্দর্য্যে সমুজ্জ্বল। সর্বত্রই এক ধ্যানমগ্ন মহাশান্তি। এই পর্বতের পূর্বপ্রান্তে মায়ের আশ্রম। শ্রীশ্রীমায়ের পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই এখানে এক আনন্দের সুরধুনী প্রবাহিত হইল। বহু জ্ঞানী ও গুণীভক্তের পরিমণ্ডলে মা এক স্বপ্নময় দিব্যলোক রচনা করিয়া অখণ্ড সৎ-সঙ্গ দানে সকলকে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। ভক্ত-প্রাণ-রূপা মায়ের কী ইহাই বিশ্রাম ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২রা অক্টোবর মামু কাশী হইতে বিন্ধ্যাচলে আসিয়া পূজা সম্বন্ধে মায়ের আদেশ ও নির্দেশ প্রার্থনা করিলে মা তাহাকে সমস্ত ব্যবস্থার কথা বলিয়া সর্বশেষে বলিলেন, "তোমাদের পূর্বপুরুষেরা যে ভাবে করতেন, সেই ভাবেই কর।"

বিন্ধ্যাচল দেবীর শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান। বিশ্বব্যাপিনী বিশ্বরূপিণী মহাশক্তির রণরঙ্গিনী রূপলীলার ইহা প্রসিদ্ধ ক্ষেত্র। "দুর্গা, ভগবতী, ভদ্রা, যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ"—সেই মহামায়ার তীর্থস্থানে মায়ের মঙ্গল আশীর্ব্বাদ প্রাপ্তিতে মামু নিজেকে মহাভাগ্যবান মনে করিলেন। ভাব ও আবেগ নিরুদ্ধ মন লইয়া পূজার আয়োজন সম্পূর্ণ করিবার জন্য মামু কাশীতে ফিরিয়া আসিলেন।

মা ১৫ই অক্টোবর পর্য্যন্ত বিন্ধ্যাচলে থাকিয়া পর দিবস মধ্যাহ্নে বহুভক্ত সমভিব্যাহারে কাশীতে আসিলেন। ১৮ই মহালয়ার ঘটস্থাপনের জন্য মামুর শিব মন্দিরে অতি প্রত্যুষে আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছে। মা ও গিরিজী শিবমন্দিরের সম্মুখে বাহিরে চৌকিতে বসিয়া আছেন। দিদি, ত্রিপুরারিদা, কন্যাপীঠের মেয়েরা, গিরিজীর সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারী শিষ্যবৃন্দ ও অন্যান্য বহুভক্তের সমাগমে স্থানটী পরিপূর্ণ। শরতের সকালে এই পবিত্র পূজার স্থলে মাতৃসান্নিধ্যে বেদের পুরুষসূক্তটি ব্রহ্মচারিণী জয়া অতি সুন্দর ভাবে পাঠ করিল,—

"ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সভূমিং সর্ব্বতো (বিশ্বতো) বৃত্যাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥" ইত্যাদি।

শ্রীযুত ত্রিপুরারিদা পাঠিকার সংস্কৃত উচ্চারণের ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন। শিব মন্দিরে ঘটস্থাপন এবং আনুষঙ্গিক পূজা সম্পন্ন হইতেছে। আজ মাতুলালয় ভজন সঙ্গীতে নন্দালয়ে পরিণত হইয়াছে। মামুর পুত্রকন্যারা গীতা, বাচ্চু, কানাই বলাই, বুলু—দেবীর পূজার ও অন্যান্য সেবার ভার লইয়া আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছে। মাতৃ আদেশে ব্রহ্মচারিণী পুষ্প কয়েকটী ভজন সঙ্গীত করিয়া অবশেষে অভয়দার রচিত এই গানটী এক প্রাণস্পর্শী সুরে মধুর কণ্ঠে গাহিলেন,—

ওগো আমার প্রাণের বন্ধু, আমার চিরসাথী,
আমি আছিলাম তোমায় ভূলে
তুমি ছিলে আমার প্রাণে, প্রাণে আসন পাতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জনম জনম গাঁথলাম মালা কার লাগি তা জানতাম না,
জনম জনম সাজাই আলো তোঁহার লাগি তা মানতাম না।
এবার দেখি তোমার গলে মালা আমার ঐ যে দোলে
তোমার বেদীর তলে ঐ যে জ্বলে
আমার সকল বাতি।
বহুপথের পর্য্যটন মোর বহু সে জীবনে,
তোমার পায়েই আনলো টেনে তোমার আকর্ষণে।
আমার সকল কাঁটায় সকল ফুলে,
তোমার প্রেম যে উঠল দুলে,
ধন্য হ'ল মোর সব জনমের
সকল দিবা রাতি।"

সকলেই এই প্রাণ গলানো মধুর সঙ্গীত উৎকর্ণ হইয়া শ্রবণ করিতেছেন। শ্রীযুক্ত ত্রিপুরারিদা গানের কয়েকটী পদ লইয়া আলোচনা করিয়া গানটীর বিশেষ প্রশংসা করিয়া বলিলেন—"বড়ই সুন্দর রচনা, বড়ই কবিত্বপূর্ণ।" প্রসাদ বিতরণ করা হইল। সকলে মাকে প্রণাম করিলেন। মা উঠিয়া উপরে বিশ্রাম করিতে গেলেন।

এইদিন অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত ত্রিপুরারিদা এক সুন্দর ভাষণে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার বোধনের উদ্দেশ্য বলিলেন। তিনি বলিলেন, "বোধন মাঙ্গলিক উৎসব। দেবী পক্ষের এই বোধন জীবের চৈতন্যশক্তি জাগরণের জন্য। "কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।" আমাদের শরীর মনের তুচ্ছতম চেষ্টাটিও থাকৃত না যদি আনন্দ আকাশ পরিপূর্ণ করে না থাকতেন। এই আনন্দরূপ অমৃত প্রাপ্তির জন্য ঋষি বল্লেন "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত"। শুধু আত্মবিচার ও তপস্যার দ্বারা মানুষের এই জাগরণ সম্ভব। জাগরণের অর্থই আধ্যাত্মিক প্রগতি। ইহাই শান্তি এবং ইহাই আনন্দ। এই জাগরণ আত্মপ্রচেষ্টার দ্বারা বা দেবগণের কৃপায়ই শুধু সম্ভব।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাশী আশ্রমের ও মামুর বাড়ীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে আমাদের একটি নূতন সৎসঙ্গভবন নির্মিত হইতেছে। এই অর্দ্ধনির্মিত ভবনের চত্বরে প্যাণ্ডেল করিয়া সৎ-সঙ্গের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রতিপদ অর্থাৎ ১৮ই অক্টোবর হইতে বিজয়া দশমী ২৭শে অক্টোবর পর্য্যন্ত সমস্ত দিনের এবং রাত্রের সৎ-সঙ্গগুলি এই স্থানেই উদ্‌যাপিত হয়। অধিকাংশ সৎ-সঙ্গে শ্রীশ্রীমা উপস্থিত থাকিতেন। শ্রীযুত ত্রিপুরারিদার ভাষণ শ্রবণের জন্যই বিশেষভাবে লোকসমাগম হইত। মহাভারত ও রামায়ণের বিশেষ বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি প্রতিদিনই অপরাহ্নে অপূর্ব হৃদয়গ্রাহী ভাষণ প্রদান করিতেন।

২৩শে অক্টোবর, ১৯৬৩। আজ সন্ধ্যায় দেবীর ষষ্ঠ্যাদি কল্পারম্ভ হইবে। গতকাল প্রতিমা মন্দিরে স্থাপিত হইয়াছে। প্রতিমা আকারে ছোট হইলেও ভারী সুন্দর মূর্ত্তি। দেবী যেন শান্ত সমুজ্জ্বল স্থির নয়নে সকলের প্রাত কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ করিতেছেন। দেবীর আয়ত নয়নের আকর্ষণ বড়ই মধুর। বেদীতে বিগ্রহ স্থাপনের সময় মা ও গিরিজী দুজনেই উপস্থিত। তখন দেবীর নয়ন শোভা এমন অনুপম সুন্দর আকার ধারণ করে নাই। প্রথমতঃ প্রতিমার দৃষ্টি একটু নিম্নমুখীই ছিল। গিরিজী এই বিষয়ে মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। মায়ের নির্দেশে প্রতিমা একটু সরান হইল, তারপরই প্রতিমার এই অপূর্ব নয়ন শোভা। গিরিজী এই সময় দেবীর চক্ষুর পলকও নাকি পড়িতে দেখিয়াছিলেন। জগজ্জননীর চিত্ত আলোড়নকারী নয়নদীপ্তি তো আর গিরিজীর অজ্ঞাত নয়? অন্নপূর্ণার মন্দির হইতে মামুর পূর্বপুরুষের রাজরাজেশ্বর নারায়ণ শিলাও এই পূজার মন্দিরে লইয়া আসা হইয়াছে। পূজার কয়দিন এই নারায়ণ শিলাও দেবীর মন্দিরে সেবিত ও পূজিত হইবেন। এই নারায়ণ মামুর পূর্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত। কত পুরুষের প্রাচীন এই নারায়ণ তাহা কেহই বলিতে পারেন না। এই জাগ্রত নারায়ণ শুনিয়াছি গিরিজীর সহিত কথাও বলিতেন।

এলাহাবাদ হইতে পূজ্য গোপাল ঠাকুর মহাশয়ের কন্যারা আসিয়াছেন। এই বিদুষী সাধিকাগণের মধুর কীর্ত্তনে ও নানাবিধ স্তবগানের ভাব তরঙ্গে কল্পারম্ভের সন্ধ্যার রূপটি যেন দনুজদলনী দশভুজার আগমনী সুরে রূপায়িত হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উঠিল। তাহাদের স্বতউৎসারিত আকুল কণ্ঠের "জয় মা দুর্গা" কীর্ত্তনে ভক্ত-অন্তরের নিত্যনিকেতনে আজ পুলক আনন্দের নববৃন্দাবন। কল্পারম্ভের আয়োজন পূর্ণ হইতে সামান্য একটু বিলম্ব হইল। কুমারী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় কবি নজরুলের এই বিখ্যাত সঙ্গীতটি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মধুরকণ্ঠে ভাবোন্মত্ত হইয়া গাহিতেছেন। জগজ্জননীর চরণ তলে এ যেন নির্মল আনন্দধারার মধুর গুঞ্জরণ—

"এবার নবীন মন্ত্রে হবে জননী তোর উদ্বোধন।
নিত্যা হয়ে রইবে ঘরে হবে না তোর বিসর্জন ॥
সকল জাতির পুরুষ নারীর প্রাণ,
সেই হবে তোর পূজার বেদীর মা তোর পীঠস্থান,
সেথা শক্তি দিয়ে ভক্তি দিয়ে পাতবো মা তোর সিংহাসন,
সেথা রইবে নাকো ছোয়াছুয়ি উচ্চনীচের ভেদ,
সবাই মিলে উচ্চারিতে মাতৃনামের বেদ।
মোরা এক জননীর সন্তান সব জানি,
ভাঙ্গবো দেয়াল ভুলব হানাহানি,
দীন, দরিদ্র রইবে নাকো সমান হবে সর্বজন,
বিশ্ব হবে মহাভারত নিত্য প্রেমের বৃন্দাবন।"

ইহা বলাই বাহুল্য যে পূজার প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্যাদি ও উপকরণ মামু নিজেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এজন্য কাহারও নিকট হইতে তিনি কোনপ্রকার সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। কেবল পূজার দর্পণখানি মামু মার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। ইহাও একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সুন্দর ঘটনা। উহা আগামীবারে আলোচনা করা যাইবে। (ক্রমশঃ)

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দম্

বিভুপদ কীর্ত্তি

এই ত তোমার দেওয়া আসন,
কুড়িও না এই আসন থেকে—
যেমন আছি তাই রেখে দাও
সবার পায়ের ধূলা মেখে।

ছাড়িও না এই মলিন বসন
ধূলিধূসর, নিরাভরণ
পথের পাশে এমনি পড়ে
কাঁদি তোমায় ডেকে ডেকে।

কে চায় তোমার আনন্দ ধাম
যেথায় সবাই সুখে আছে?
ধন্য আমি যদি তোমার
দুঃখটি পাই বুকের কাছে।

মনের এ মেঘ যাক না গ'লে
দিবস নিশায় চোখের জলে,
ধূসর পথের শুষ্ক ধূলি
অশ্রুজলে যাক না ঢেকে।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টম্—"

অধ্যাপক শ্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায়

সমাজে যাহাতে শৃঙ্খলা থাকে, সমাজে যাহাতে জটিলতা না আসে, সেইজন্য বর্ণাশ্রম প্রথা হিন্দু সমাজে গড়িয়া উঠিয়াছে। এই প্রথার উপরই "শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্ম" (৩।৩৫, ১৮।৪৭) প্রতিষ্ঠিত। স্বধর্ম্ম প্রতিপালন কর্ম্ম যোগের একটি বড় কথা। কর্ম্মযোগ কেন, কোনও যোগই চলিবে না, কোন কর্ম্মই সুশৃঙ্খলার সহিত নিষ্পাদিত হইবে না, যদি সমাজে যে যে কর্ম্মের উপযোগী সে সে কর্ম্ম না করিয়া অন্য কর্ম্ম, হয়তো যাহার জন্য সে উপযোগী নহে, সেরূপ কর্ম্ম করিতে থাকে এবং তাহা লইয়া অনবরত গোলমাল হইতে থাকে। কর্ম্ম বিজ্ঞানের এই তথ্য দৃঢ়ভাবে মনে বসাইয়া দিতে কর্ম্ম ষট্‌কে এবং এই স্থানে এই শ্লোকটিকে আনা মোটেই অপ্রাসঙ্গিক হয় নাই।

মানুষ সংস্কারে কর্ম্ম করে বলিয়া ও মানুষের ভিতর ত্রিগুণের মিশ্রণ থাকে বলিয়া মানুষের প্রকৃতি বা স্বভাব এইরূপ হয় যে, আপনা আপনি মানুষ চার শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। কেহ যজন যাজন, অধ্যয়ন অধ্যাপনে অনুরক্ত হয়, কেহ সামরিক বৃত্তি অবলম্বন করে, কেহ কেহ শিল্প বাণিজ্যকে বৃত্তিভাবে গ্রহণ করে, আর কেহ কেহ আর যে সব বৃত্তি আছে তাহাতে যায়। এই "আপনা আপনি" ৪ শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়া ভগবানের দ্বারা করার মত। তাই বলা হইয়াছে, "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং"। সৃষ্ট হইল। তবে ভগবান নিজের হাতে সকলকে ডাকিয়া এইরূপ বিভাগ করিয়া দিলেন তাহা হয় নাই। তাঁহার ঐশী নিয়মে ইহা আপনিই সৃষ্ট হয়। তাই বলা হইল, "আমি এসব ব্যবস্থার কর্ত্তা হইয়াও কর্ত্তা নহি"। তাহা ছাড়া আমার কর্ম্ম "অকর্ম্ম" (৪।১৬-১৮)। তিনি যখন অবিকারী, তাঁহার কর্ম্ম যখন অকর্ম্ম, তখন লিপ্ততার কথাই ওঠেনা; লিপ্ত হইলে তো কর্ত্তা? ভগবান বলিলেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমাপ মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্। ১৩

চাতুর্ব্বর্ণ্যং=উপরে যে চারিটি শ্রেণীর উল্লেখ করা হইয়াছে, হিন্দুসমাজে ঐ চারিটি শ্রেণীকে চারিটি বর্ণ বলা হয়। আর ভিন্ন ভিন্ন ঐ চারিটি বর্ণে যাহারা জন্মগ্রহণ করে, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বলা হয়।

গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ=গুণ ও কর্ম্মের ভিন্নতায় বিভাগীকৃত। সবকিছু প্রকৃতিজাত হওয়ায় মানুষের স্বভাব ও কর্ম্ম ও ত্রিগুণের মিশ্রণ; মানুষের সেই মিশ্রিত পুঁজিতে কোন্ গুণের তাহাতে প্রাধান্য আছে তাহা দেখিয়া, এবং কে কে কোন্ কর্ম্ম বৃত্তিরূপে করিতে ভালবাসে, তাহা দেখিয়া তাহাকে চারি বর্ণের উপযোগী বর্ণে ফেলিবার নীতি হইয়াছিল। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃগুণ বিশদ ভাবে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ও কর্ম্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদির কর্ম্ম ১৮।৪১-৪৪ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

অব্যয়=অধীকারী; বিভাগ সৃষ্টি, জগৎ সৃষ্টি ইত্যাদি আমার তথাকথিত কোনও কার্য্যের প্রভাব আমাতে পড়ে না, আমাতে লেপ আনে না, আমাকে লঘু করিয়া দেয় না।

অনুবাদ। গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুযায়ী চারি বর্ণ আমার দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে, ইহার (অর্থাৎ এইরূপ সৃষ্টিকার্য্যের) কর্ত্তা হইয়াও আমাকে অবিকারী অকর্ত্তা বলিয়া জানিবে।

কর্ম্ম বিজ্ঞানের একটি মস্ত কথা, বিভিন্ন রকম কর্ম্মের অধিকারী নির্ণয় করা। উপরেই বলা হইয়াছে যে নিজ প্রকৃতি বা স্বভাবের বশে প্রত্যেক মানুষকেই উপরিউক্ত কোন না কোন শ্রেণীতে পড়িতে হয়। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে স্বাভাবিক ভাবে যে শ্রেণী যাহার জন্য, সে সে শ্রেণীতে না গিয়া যদি অন্য শ্রেণীতে প্রবেশ করে বা সে কোন্ শ্রেণীর যোগ্য ইহা বুঝিতে না পারিয়া অনবরত শ্রেণী বদলাইতে থাকে, তাহা হইলে তাহার একুল ওকুল দুকুল যায়। কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—পরধর্ম্ম ভয়াবহ। ঠিকভাবে কাজ করা তখনই সম্ভব হয় যখন মানুষ নিজের উপযোগী শ্রেণীতে থাকিয়া নিষ্কাম ভাবে নির্লিপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবে "অকর্ম্মের" মত নিজ স্বধর্ম্ম পালন করে। ইহাই ভগবানের সাধনা।

গীতা চাতুর্বর্ণ্য ধর্ম্মের প্রতিপালনের উপর খুবই জোর দিয়াছে, তাহা উপরিউক্ত শ্লোক হইতে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাতে গোল না উঠে, সেইজন্য গীতা যথাস্থানে সত্ত্বাদি গুণাদির ভো বিশদ্ ব্যাখ্যা করিয়াছে। ব্রাহ্মণের কি কর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের কি কর্ম্ম ইত্যাদিও স্পষ্টভাবে জানাইয়াছে। গীতা জোরের সহিত বলিয়াছে নিষ্কামভাবে স্বধর্ম্ম অর্থাৎ সহজাত ধর্ম্ম ভগবানেরই অর্চ্চনা ও তাহা সিদ্ধি আনে (স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানব (১৮।৪৬)। বিশেষ জোর দিবার জন্য গীতা একস্থানে নহে দুইস্থানে বলিয়াছে "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" (৩।৩৫ ; ১৮।৪৭)। গীতা বিশেষ করিয়া বলিয়াছে, সহজাত ধর্ম্ম, তাহাতে যদি কিছু দোষও থাকে, তাহা হইলেও তাহা ত্যাজ্য নহে, কারণ সব অগ্নিই ধূম স্পৃষ্ট (১৮।৪৮)। দুই একজনকে বলিতে শোনা গিয়াছে যে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ জন্মের দ্বারা পাওয়াইতে হইবে এবং স্বধর্ম্মের অর্থ সহজাত ধর্ম্ম ইহা গীতা কোথাও স্পৃষ্ট করিয়া বলে নাই। কিন্তু ইহা মোটেই ঠিক নহে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে নামাইয়াছিলেন যে সব যুক্তিবলে, তাহার ভিতর মুখ্যতম এই যুক্তি ছিল যে পাপ বা দুঃখ যাহাই উৎপন্ন হউক না কেন অর্জ্জুনকে নিজ ক্ষাত্রধর্ম্ম যাহা তাহার রক্তে তাহার প্রকৃতিতে আছে, তাহা নিষ্কাম ভাবে প্রতিপালন করিতেই হইবে, হউক না কেন যুদ্ধ অতি ক্রূর কর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণকে ইহাও বলিতে হইয়াছে যে যদি তুমি বড়াই কর যে যুদ্ধ করিব না, তোমার সে বড়াই টিকিবে না (১৮।৫৯), প্রকৃতি তোমাকে যুদ্ধ করাইবেই। ইহা কেন? ইহা এইজন্য যে অর্জ্জুনের তেজস্বী ক্ষত্রিয়ের বংশে জন্ম হইয়াছিল, তাঁহার রক্তে বিশেষভাবেই ক্ষাত্রধর্ম্ম ছিল। যে, জন্মে ক্ষত্রিয়, তাহার কর্ম্মে কিছু না কিছু ভাবে ক্ষত্রিয়ত্ব প্রকাশ পাইবেই বৈজ্ঞানিকেরা ইহার কারণ Law of Heredity উত্তরাধিকার নীতি, অর্থাৎ মাতাপিতার শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সমূহের সন্তানে অবতরণ নীতি বলিয়াছেন।

বংশের ধারায় বৃত্তিসমুহের প্রকাশ, ইহা বৈজ্ঞানিক-অবৈজ্ঞানিক সকলেরই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানা। অবশ্য পূর্ণ মাত্রায় থাকা বা প্রকাশিত হওয়া, উহা নানা কারণে ঘটে না। Law of Heredityর উপর বৈজ্ঞানিকেরা বর্ত্তমান কালেও নানা অনুসন্ধান চালাইয়া যাইতেছেন। তাঁহারা নানা তথ্য, নানা নিয়মাদি আবিষ্কার করিতেছেন। Chromosome নামক এক আণুবীক্ষণিক বস্তু মানুষে থাকে ও বহুবার পরীক্ষায় পাওয়া এক বিশেষ সংখ্যায় থাকে। বানরে হয় এক সংখ্যায়, কুকুরে আর এক সংখ্যায়। তাই মানুষে মানুষে সন্তান মানুষে বানরে হয় না। পিতা মাতা হইতে সন্তান Genes নামক আরও ক্ষুদ্র বহু সংখ্যক আনুবীক্ষণিক বিন্দুবৎ বস্তু সমূহ পায়, যাহার এক একটিতে এক এক বৃত্তি থাকে পুরুষানুক্রমিক ধারায় ইহাদের যে সবগুলি নামিতে পারে তাহা নহে। কোন Genesis এর ফল নানা কারণে তেমন প্রকাশিত হইতে পারে না, আবার কোন Genesis এর ফল সংখ্যাধিক্য ইত্যাদি নানা কারণে খুব বেশী প্রকাশিত হইয়া পড়ে। বৈজ্ঞানিকেরা আন্দাজ করেন, বংশে হঠাৎ Newton বা Einstein এর জন্ম এই ভাবেই হয়।

যাক্, আমাদের ঐ সব কথায় দরকার নাই; ঐসব কথাগুলি বলা হইল এই কারণে যে, বৈজ্ঞানিক মতেও জন্মের দ্বারা গুণাদি পাওয়া যায়। অনেক সময় বেশ ভাল ভাবেই পাওয়া যায় এবং ঐভাবে গুণাদি শরীরে থাকে বলিয়াই, সহজাত ধর্ম্ম পালন করা সুগম হয়। এই সহজাত ধর্ম্ম নানা কারণে পালন না করার ইচ্ছা হওয়া, বা তাহা পালন করা ঘটিয়া না ওঠা (এখন যাহা খুব বেশী পরিমাণে হইতেছে) তাহা পূর্ব্বে হয় নাই তাহা নহে; তাহা কোন না কোন কারণে হইয়াছে; উদাহরণ পরশুরাম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা ইত্যাদি। ইহারা নেকড়ে বাঘ পালিত মানবের মত ব্যতিক্রম স্থানীয়। স্বাস্থ্যের নিয়মাদি পালন করা ধর্ম্ম বিশেষ, কিন্তু অনেকেই করেন না; ইহার অর্থ ইহা নহে যে বাজে নিয়ম, মূলে কোনও তত্ত্ব নাই। সেইরূপ ঐ নিয়মাদি সহজাত ধর্ম্মপালন করার ইচ্ছা না হওয়া বা তাহা পালন করা ঘটিয়া না ওঠার অর্থ ইহা নহে যে, স্বধর্ম্ম পালনের কোনও মূল্য নাই বা তাহার মূলে কোনও তত্ত্ব নাই। তাহার মূলে যে তত্ত্ব রহিয়াছে তাহা "গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ" বাক্যের ঐ গুণ পদের দ্বারা বিবক্ষিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুণ ও কর্ম্মের সম্বন্ধ খুবই ঘনিষ্ঠ। প্রকৃতি হইতে আমরা তিনটী গুণ পাই—সত্ত্বঃ রজঃ ও তমঃ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মানুযায়ী নানা অনুপাতে। যাহাদের ভিতর সত্ত্বগুণ অনুপাতে খুব বেশী আছে, তাহাদের ভিতর ফুটিয়া উঠে—"শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেবচ, জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং" (১৮।৪২); তাহাদেরই ভিতর অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন ইত্যাদি বৃত্তিগুলির দিকে এবং পারমার্থিক বিষয়ে থাকিবার দিকে ও ফলে জাগতিক বিষয়ে না থাকিবার দিকে প্রবণতা জাগিয়া উঠে। সমাজের আরম্ভ সময়ে প্রচুর সত্ত্বগুণশালী এই শ্রেণীর লোকেরা ব্রাহ্মণ নাম পাইয়াছিল। ইহারা শিক্ষা ও পরিস্থিতি এমন রাখিতেন যে তাহা সত্ত্বগুণকে স্থির রাখিতে, তাহাকে কমিয়া যাইতে দিত না। পিতার সত্ত্বগুণ সন্তানগণে নামিতে এবং পারিবারিক শিক্ষা ও পরিস্থিতির এবং বাহিরের পরিস্থিতি এমন করা হইত যে সেই সত্ত্বগুণ কুলে কম না হয়। অনেক সময় কুলের গোত্র এবং কুলজাত পুরুষগণের উপাধি আদিম প্রসিদ্ধ পুরুষের নামানুযায়ী রাখা হইত। যথা বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, ভার্গব, ব্যাস, জনক, ইত্যাদি। এ নাম গুলি এখনও চলিয়া আসিতেছে উপাধিবৎ। প্রচুর রজোগুণশালী ব্যক্তিদিগের ভিতর অনুরূপ ভাব ফুটিয়া উঠিত এই শ্রেণীর লোকেরা ক্ষত্রিয় নাম পাইয়াছিল। আবার যাহাদের মধ্যে রজঃ ও তমঃ গুণ প্রায় সমান সমান কিন্তু সত্ত্বগুণাপেক্ষা অনেক বেশী উহারা বৈশ্য নাম পাইত। বাকীরা শূদ্র নামে অভিহিত হইত। ক্রমে অনেক পরিবারেই এমন সময় না আসিত তাহা নহে যখন নানা কারণে, নিজেদের দোষেই হউক ঊর্দ্ধ কয়েক পুরুষের দোষেই হউক পিতা মাতার সত্ত্বগুণের পরিমাণ অন্যান্য গুণের সমান বা তাহাদের অপেক্ষা ন্যূন হইয়া গিয়াছে। ইহাঁদের সন্তানেরা ব্রাহ্মণ নাম যুক্ত থাকিলেও তাহাদের ভিতর আর সেরকম ব্রাহ্মণত্ব থাকিত না, যাহা উহাদের বংশের সেই আদি পুরুষে ছিল। আমাদের বেশীর ভাগ পুরুষের এই দশা। এইরূপ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের মোটা বুদ্ধিতে মনে হয়, ইহাদের ব্রাহ্মণ নাম খারিজ্ করা উচিৎ হয় না, কারণ আর কিছু না হউক তখনও ব্রাহ্মণত্ব তাহাদের রক্তে এরূপ ভাবে থাকে যে, তাঁহারা যদি একটু উঠিয়া পড়িয়া লাগেন, আবার তাঁহাদের সুব্রাহ্মণ হইবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্ভাবনা জাগিয়া উঠে। তাহা ছাড়া, নাম খারিজ ব্যাপার করিবে কে? বিশেষ আজকালকার দিনে?

যাক্ এসব কথা। আরও এক রকমে, জন্মের দ্বারা শ্রেণী পাওয়ান যে বেঠিক নহে, তাহা আরও এক ভাবে দেখান যাইতে পারে। কর্ম্মে আমাদের সংস্কার যেরূপ হয়, প্রকৃতির নিয়মে মৃত্যুর পরে আমরা সেই ঘরে জন্ম পাই, যে ঘরে সেই সংস্কারের বিকাশ হইতে পারে। অর্থাৎ, সাত্ত্বিক পুরুষ মৃত্যুর পর সাত্ত্বিক ঘরেই জন্ম পাইবে। তাহা হইলে ইহা দাঁড়াইল যে, ব্রাহ্মণের ঘরে যে সন্তান হইয়া জন্মিয়াছে তাহার ব্রাহ্মণ সংস্কার আছে, অন্ততঃ তাহার সেই রকম বা সেই পরিমাণের ব্রাহ্মণ সংস্কার আছে, যে পরিমাণ সংস্কার সেই ঘরের। ঘর যদি মন্দ ব্রাহ্মণের হয়, আগত সন্তানও সেই প্রকারের ব্রাহ্মণই হইবে। কিন্তু সেই জাতকের আর উপরে উঠিবার সম্ভাবনা থাকিল না, ইহা হয় না; সঙ্গ ও অভ্যাসে সে আবার উঠিতে পারে এবং তাহা উঠা সহজ হয়, কারণ তাহার ভিতর কিছু ব্রাহ্মণ রক্ত থাকে।

জন্মের দ্বারা শ্রেণী পাওয়া উচিৎ কিনা, এ সম্বন্ধে বহু বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়া আসিতেছে এবং চলিবেও। দুই পক্ষই শাস্ত্র যুক্তি এবং অন্যান্য প্রকারের নানা যুক্তি নিজ নিজ মত সমর্থনে প্রয়োগ করিয়া চলিয়াছেন। এখানে উহার অবতারণা অপ্রাসঙ্গিক। এখানে আমাদের বলিবার ছিল, 'ময়া সৃষ্টম্' বাক্যের অর্থ কি, ও জন্ম দ্বারা শ্রেণী পাওয়া, অস্পষ্ট ভাবে নহে, সুস্পষ্ট ভাবেই গীতার মান্য এবং Law of Heredity ও ত্রিগুণ তত্ত্বের উপর উহা প্রতিষ্ঠিত। যদি কেহ নিজ শ্রেণীর ধর্ম্ম না পালন করেন, পালনের কোনও মূল্য নহে ইহা হইয়া যাইবে না। আর সহজাত ধর্ম্ম, সহজাত বলিয়াই তাহা সুগম। পথভ্রষ্ট যদি একটু চেষ্টা করেন, নিজপথে শীঘ্রই উঠিতে পারেন। চাতুর্বর্ণ্য বিভাগ স্বাভাবিক বিভাগ এবং Law of Heredity উহার পালনে সাহায্য করিবেই। নিষ্কামভাবে কর্ম্মের কারণে বর্ণধর্ম্মানুযায়ী চলার বিশেষ মূল্য আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতীক্ষিত

শ্রীশৈলেশ ব্রহ্মচারী

জীবনের অবিছিন্ন শরীক যে জন
চাই তার বৈপ্লবিক শুভ আবির্ভাব ;
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয় যে মন
খুঁজি তারই প্রতীক্ষিত নির্দ্বন্ধ প্রভাব।

এখানে এখনো নিশা নিরন্ধ্র-নিবিড়।
দিনান্তের কর্মশালা ঃ বহু আবর্জনা।
অবিরত ক্লেদ-সিন্ধু উত্তাল অধীর,
আর্ত্তপ্রাণে কল্পনান্ত রক্তিম ব্যঞ্জনা !

আরো আছে মুখরিত অজস্র সংশয়,
নিত্য আহরিত ঘন তমিস্রা-কুহেলি,
অনেক অশুচি আছে, আছে পরিচয়
আমাদের ব্যর্থতার !—আরও কত বলি !

সীমাহীন এই ব্যথা, মর্মান্ত ক্রন্দন,
তুমি বিনে কে ঘুচাবে বল এ যন্ত্রনা !
প্রভাতের দীপ্তি লয়ে মুক্তি-পরশন
তুমি নাহি দিবে যদি, কে দিবে বলনা !

যাচি তাই, জননীগো ! এ দৈন্য-ক্রমে
এবার ডুবায়ে দাও চৈতন্য সংগমে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিন্ন-দল

ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র দত্ত

(৬)

ঝুপ-ঝুপ-ঝুপ—তমসাবৃত নিস্তব্ধতায় স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল দাঁড়ের শব্দ। সঙ্গীটির মুখ থেকে প্রকাশ হল,"আহা! কি অপূর্ব কৃপা। তিনি আকর্ষণ করেন—আকর্ষণ করেই তিনি করেন কর্ষিত—কর্ষিত ভূমিতেই তো উপ্ত হয় প্রেমের বীজ। সবটাইতো কৃপা। অনেক সময়ই স্তম্ভিত হয়ে ভাবি, কিসের আকর্ষণে বিশ্বের সন্তান পাগোল হয়ে ছুটে যেতে চায় বিশ্ব-জননীর কাছে!

—"শুনুন তবে। আমার দেখা কয়েকটি ছবিকে তুলে রাখতে চেয়েছিলাম আমার এই ডায়ারীতে।—তারই থেকে শুনাই কিছু।"—লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোয় ডায়ারীর পাতা উল্টাতে উল্টাতে বললাম আমি।

"তারিখটা ছিল ৪ঠা জুন, ১৯৬২। স্থান—কিষেণপুর আশ্রম। প্রত্যুষের সৎসঙ্গের অন্তে প্রণাম-মন্ত্র গাইছিলেন শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ। মা এসে বসলেন সেখানে—বসলেন প্রতীক্ষমান সন্তানদের কাছে।—আর সন্তানদের মধ্যে আরম্ভ হলো রীতিমত কম্পিটিশন্—কে মায়ের কত কাছটিতে বসতে পারে। এইসব ছেলে-মানুষোমি দেখে প্রশ্নই করে বসলেন একজন বৃদ্ধ মানুষ,—মা এই যে অনেকে তোমার কাছটি ঘেসে ঝুকে পড়ে রইল, আর অনেককে দূরে বসতে হল,—এই দূরে কাছে বসার মধ্যে ফলের কিছু ব্যবধান আছে কি?

মা সহাস্যে বললেন সুদৃঢ় কণ্ঠে,—"কিছু নেই বাবা, কিছু নেই। শরীরটার সঙ্গে লেগে বসে থেকেও কেউ যদি ঘরের চিন্তা করে, স্ত্রীপুত্রাদি ও বিষয়-আশয়ের কথা ভাবে, তার কাছে-বসায় লাভ কি?—আর দূরে বসেও যে ভগবৎ-চিন্তন নিয়ে থাকে—সে তো তাঁরই সঙ্গ করছে।"

—তবে সবাই তোমার কাছে এত হুড়োহুড়ি করে ছুটে যায় কেন?—মা হাসলেন মিষ্টি মিষ্টি দুষ্টু দুষ্টু হাসি। বললেন, "হাসির বস্তু দেখলে সবাই ছুটে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসে না কি ?—বহুরূপী দেখলে মানুষ ভিড় করে না কি ? কেউ যদি অদ্ভুত পোষাক পরে চলতে থাকে, ধর এক পায়ে শুধু মোজা, আর এক পায়ে শুধু জুতা—মানুষ কি তাকে উৎসুক হয়ে দেখতে চাইবেনা ? এই শরীরটার-ও তো সবই উট্‌পটাং—উট্‌পটাং চেহারা, উট্‌পটাং হাব-ভাব, উট্‌পটাং চাল-চলন, উট্‌পটাং কথা-বার্ত্তা,'—বলে অনেক হাসির উদাহরণ দিলেন, আবার হাসতে হাসতে বলছেন, 'কেমন,—এক্-জা-ম্প-ল্ গুলি ঠিক হল কি ?'

'আর এক কথা আছে',—মা এবার অনুসন্ধিৎসুর মনের কোঠা থেকে এলেন বৈধী ভক্তের মানস-মন্দিরে।—'এইযে শিবজী আছেন মন্দিরে— নিত্য পূজা হয়,—বহু লোক তাঁর কাছে আসে, তাঁকে পুজা দেয়, স্পর্শ করে, প্রণাম করে। কিন্তু আসল শিব তো নিজের মধ্যেই রয়েছেন;—জন-রূপী জনার্দন ;—সেই শিবের কাছেই সব কিছু বলা,—সেই শিবকেই স্পর্শ করা,—বাইরের শিব উপলক্ষ্য মাত্র।'

প্রশ্ন হল, "ব্যথিত মন নিয়ে এসে যারা তোমার কাছে নিবেদন করে, আর যারা মনে মনে জানায় মনের বেদনা, নিজের ঘরে বসে—উভয়ে কি একই ফল পায় ?"—মা বললেন, "সকলের অন্তরে যে আত্মারূপী শিব রয়েছেন—তাঁকেই যা জানাবার তা জানানো হয়—তা মনে মনেই জানানো হোক, আর মুখের ভাষায়ই জানানো হোক।"

প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্ন আরও নিঃসশয় হ'তে চাইল—"যাঁরা এসেছেন তাঁরা কি সব শিবের কাছেই এসেছেন ?"—মা দৃঢ় কণ্ঠেই জানালেন,—"নিশ্চয়ই, শিবের কাছেই এসেছে।...এই শরীরটাকে লোক প্রণাম করবে কেন ?—সকলেই আপন আত্মাকেই প্রণাম করে—শিবকেই প্রণাম করে।—আর যারা এসেছে তারাও সব শিবই। জনই জনার্দন। যত্রজীব তত্র শিব। শিবই শিবের কাছে এসেছে। আত্মাই আত্মাকে প্রণাম করছে।"

..."আর এক কথা আছে",—এবার কাদের লক্ষ্য করে বললেন মা, বুঝতে পারা গেল না,—বললেন, "বহুলোক আসছে তো! তাদের মনের মত ক'রে বলতে হয়, চলতে হয়, যার যেমন চাহিদা তেমন মিটাতে হয়, তা না হলেই গাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফুলে যাবে। কত জন কত রকম ভাব নিয়ে এল,—শিক্ষক হয়ে তারা আসে যায়।"

...'আর এক দিক আছে'—মা বলে চললেন, "এই শরীরটাকে কত লোক কত ভালবাসে, কত আদর যত্ন করে, যেমন ছোট্ট মেয়েকে বাবা-মা রা ক'রে থাকে। কতদূর থেকে মানুষ কত কষ্ট ক'রে ছুটে আসে,—কত সেবা যত্ন—ভাল-বাসে বলেই তো। কত প্রীতি তাদের—তাও একটা দিক।"—বলতে বলতে মায়ের দৃষ্টিতে যেন ভেসে উঠছিল বিচিত্র-মানুষের ছবি—সুন্দরের বিচিত্র প্রকাশ—সেই-সব প্রকাশকে মাও যেন শ্রদ্ধা নিবেদন করছিলেন।

এখানেই থামতে হল,—ডায়ারীতেও যতি পড়েছে এখানে।...দৃষ্টি ভেসে উঠল—কুল প্লাবিনী গঙ্গাকে ছুঁয়ে রয়েছে দুইটি তটভূমি—ধরিত্রীর বৈচিত্রের সম্ভার নিয়ে।

বন্ধু বললেন, "বিভিন্ন ভূমির বিভিন্ন মানুষই শুধু নয়—আসে অনেক অমানুষও—আসে মর্ত্যের কত জীব জন্তু, আসেন অমর্ত্য-ভুবনের কত না অমর—আসেন ঊর্দ্ধলোকের কত ঊর্দ্ধদেহী।—কিন্তু কেন, কিসের আকর্ষণে—কি পায় তাঁরা।"

—"আপনি কি পেয়েছেন?"—প্রশ্ন করলাম আমি।—সঙ্গীটি যেন কিছুটা আত্মস্থ ভাবে আরম্ভ করলেন আত্মকথা।

আমি তখন উদ্ভ্রান্ত যুবক—পথভ্রান্ত পথিক। গৈরিক বসনে আবৃত যে-কোন সন্ন্যাসীর দর্শন পেলেই ছুটে যাই তার কাছে,—পদপ্রান্তে প্রণতি জানিয়ে মিনতি-ভরা দৃষ্টিতে তাকাই—হৃদয়ের বেদনার অপনোদনের আশায়।—ভাবি সাধু কি পারবেন তাঁর মন্ত্র কবচ বলে নিরাময় করতে আমায়—বিক্ষত অন্তরের বিকার থেকে।...যৌবনের উপবনের মাদক মাধুরীতে জেনেছি আমার বন্য স্বরূপ। আমি তাই চাই মাথা তুলে দাঁড়াতে বাসনার বহু ঊর্দ্ধে। কিন্তু মোহের মহানিশা ঘনিয়ে এসে গুলিয়ে দেয় আমার সকল শুভ সংকল্প।

...১৯৪৮ এর জানুয়ারী মাসে একডালিয়া রোডের "গীতা-জয়ন্তী" উৎসবে দেখতে গেলাম মা আনন্দময়ীকে।—এই আমার প্রথম দর্শন, দেখলাম শুভ্র-বসনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুভ্রাননা এক পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তিকে। যেন সভা-প্রাঙ্গনটিতে ছড়িয়ে দিয়েছেন এক পরম পরিশুদ্ধতার জ্যোতি। গীতা-ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে একটু একটু দুলছিলেন মা। সভার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত হচ্ছিল তাঁর হাস্য-মধুর নয়নের করুণাঘন দৃষ্টি। সে দৃষ্টি যেন বুলিয়ে দিচ্ছিল সমস্ত সভা-প্রাঙ্গনে মোহন স্নিগ্ধ প্রশান্তিময় এক পরম স্পর্শ —আমার হৃদয় অবনত হল সেখানে। সেদিনের আমার এই প্রথম প্রণাম কোনো ব্যক্তিকে নয়, কোনো সাধিকাকে নয়, বা কোনো দেবীকেও নয়। কারণ মা আনন্দময়ীর জীবনী বা উপদেশ কিছুই তখন জানা ছিল না। কিন্তু মায়ের ব্যক্তিসত্ত্বাকে বাদ দিয়ে হৃদয় আমার সেদিন বরণ করে নিয়েছিল যেন বিচ্ছুরিত এবং তরঙ্গায়িত পাবনী এক পাবিত্র্যের ধারাকে।

অন্ধকার অন্তর্লোকের দ্বারদেশে এসে সেই পবিত্রতা যেন বলেছিল—আমি এসেছি—আমায় গ্রহণ করো। আমি এসেছি তোমার জড়তার অজড় পাথর সরিয়ে অজড়ের শঙ্খধ্বনি বাজাতে।

...শ্রীঅরবিন্দের লেখায় পড়েছিলাম পূর্বেই,—নিজেকে খুলে ধরা চাই ভাগবত শক্তির কাছে। তারপর যা কিছু প্রয়োজন সেই শক্তিই ক'রে নিবেন।

...আমিও তাই যথাসম্ভব খুলে ধরতে চাইলাম নিজেকে।...

মায়ের পবিত্র আননে শান্ত-মধুর হাসি, গভীর অন্তর্ভেদী করুণাঘন দৃষ্টি,—দেখলাম সে-দৃষ্টি আমারই চোখে নিবদ্ধ।...অপূর্ব এক অনুভূতি হল।...সেই দৃষ্টির কি এত শক্তি?—সমস্ত অন্তরে যেন বিছিয়ে দিল প্রশান্তি, পবিত্রতা ও নীরবতা। থেমে গেল প্রবৃত্তির প্রগল্‌ভতা সব—শুধু অনুরণিত হ'তে লাগলো আনন্দময়ীর আনন্দ-লহরী অন্তরের মৌনতায়।...

...মনে হল ধীরে ধীরে—আমি এক অনন্তকালের অভিযাত্রী।—আমার সকল যাত্রার পরিসমাপ্তি যেখানে,—সকল শ্রান্তির যেখানে সার্থকতা—সকল সাধনার যেখানে পূর্ণতা, সেইখানে দাঁড়িয়ে আমারই ঐ মা—আমারই প্রতীক্ষায়। তাই মন বল্‌ল—নাইবা জানলাম তোমার সাধনা বা সিদ্ধির তথ্য—এই সত্য তো জেনেছি—তুমি শুধু আমার মা—আমার অনন্ত কালের আপন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

...কি যে পেলাম তা কি করে বুঝাবো, তা যে নিজেই বুঝতে পারিনি।... তবে আবিষ্কার করলাম, কি এক অবর্ণনীয় বর্ণে অনুরঞ্জিত হয়েছে আমার হৃদয়,—এক আনন্দধারা প্রবাহিত হচ্ছে আমার শিরায় শিরায়। মাসের পর মাস সেই আনন্দ আসন পেতেছিল আমার ভগ্ন বক্ষে। সেদিন আকাশ হয়েছিল আনন্দময়, বাতাস আনন্দময়, বৃক্ষলতা আনন্দময়, পৃথিবী আনন্দময়—নক্ষত্র আনন্দময়—সে এক অপূর্ব্ব অনুভূতি।..."

বলতে বলতে সঙ্গীটি গান ধরলেন :—

আনন্দধারা বহিছে ভুবনে,
দিন রজনী কত অমৃত রস উথলি যায় অনন্ত গগনে ॥
পান করে রবি শশী অঞ্জলি ভরিয়া—
সদা দীপ্ত রহে অক্ষয় জ্যোতি—
নিত্য পূর্ণ ধরা জীবনে কিরণে ॥

(—রবীন্দ্রনাথ)

...নৌকাটি তখন একটি মন্দিরের ভাঙ্গা ঘাটের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। কে একজন,—বোধ হয় পূজারী—সান্ধ্য অবগাহনে নেমেছেন। দুই হাত দিয়ে সজোরে জলের মধ্যে আলোড়ন তুলে ডুব দিচ্ছেন আর বাজখাই গলায় চিৎকার করছেন—মা-মা—মা। মনে হচ্ছে মাকে ডাকার চেয়ে তার পরিতৃপ্তিটাকে সশব্দে বিশ্বময় ব্যাপ্ত করার ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষাই বেশী।...প্রবাহিনী সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা।

(৮)

পারের অন্ধকার ঝোপের থেকে ঝিঁঝিপোকার শব্দ ভেসে আসছে। বহুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর আমার সঙ্গী ব্যথিত কণ্ঠে ব্যক্ত করলেন,—কিন্তু তেমন আনন্দ-স্পর্শ আর তো পাইনি। পরেও বহুবার আনন্দময়ী মার কাছে ছুটে-ছুটে গিয়েছি। কেন গিয়েছি তা জানিনা। কি পেয়েছি তাও জানিনা।

"আমি বললাম, "কিষেণপুর আশ্রমের আর একটি ঘটনা মনে পড়ছে :—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—"মা, তোমার কাছে এত লোক ছুটে আসে কেন ?"—(প্রশ্ন করলেন পণ্ডিত সুন্দরলাল।)

"নিজেকেই জিজ্ঞাসা কর না কেন, তুমি কেন আস।"— মায়ের দুষ্টুমি-মাখা সংক্ষিপ্ত উদাসীন উত্তর।

প্রশ্নকর্ত্তা রসিক ;—বললেন, "আমি তো ফুলুরি-উলুরি খেতে আসি।" মায়ের হাসি-হাসি মুখে ফুটে উঠল রোষের ভান। বললেন, "তবেরে! ওকে ধরতো, রান্না ঘরে গিয়ে বসিয়ে রাখ্‌তো।"……সভাপ্রাঙ্গণের হাসি থামলে, প্রশ্নকর্তা আবার প্রশ্ন করলেন, "আমি জানতে চাই, তোমার কাছে মানুষ কি পায় ?" প্রশ্নকর্তার বন্ধু ডাঃ পান্নালাল কাছেই বসেছিলেন ; বললেন, "তুমিই বলনা কি পেয়ে তুমি ২০ বৎসর ধরে মায়ের কাছে আসা যাওয়া করছ।"— "আমি……আমি……," প্রশ্নকর্তা আমতা-আমতা করতে লাগলেন।—মা বললেন, "আরে,—কিছু পেলাম না, কিছু পেলাম না,—এ ভাবটি পাওয়া—ওতো বড় পাওয়া।"

……সঙ্গীটি খিল্‌-খিল করে হেসে উঠলেন। আমি বলে চললাম, "একদিন ট্রেনের কামরায় গৈরিকধারী এক সন্ন্যাসীকে সন্ন্যাস-জীবন সম্পর্কে উৎসুক এক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করছিলো, তাঁর অতীত কাহিনী। সর্বশেষে তিনি প্রশ্ন করলেন, "এ পথে কিছু পেলেন ?"—সাধুর দু-গাল বেয়ে নেমেছিল অশ্রু-ধারা,—'না তো, কিছুই তো পেলাম না !'—

—সঙ্গীটি হেসে বললেন, "কে কি পেয়েছে জানি না ; তবে সাধু বাবাকে পেয়েছে প্রচণ্ড ক্ষুধায়",

—হেসে বললাম, "সত্যিই কে কাকে পায় বলা মুসকিল, মানুষ ক্ষুধাকে পায়, না ক্ষুধা মানুষকে পায়। বোধ হয় উভয়েই পায় উভয়কে।……মা কালী রামকৃষ্ণকে পেয়ে বসেছিলেন বলেই রামকৃষ্ণও পেয়েছিলেন মা কালীকে। সর্বভূতের প্রাণের স্পন্দন বৈজ্ঞানিক জগদীশ বসুকে পেয়েছিল বলেই, তিনি ও পেয়েছিলেন সর্বভূতের প্রাণকে। কাব্য রবীন্দ্রনাথকে ভূতে পাওয়ার মত পেয়েছিল বলেই রবীন্দ্রনাথ ও পেয়েছিলেন কাব্য-সরস্বতীকে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গীটি বললেন অনেকক্ষণ গভীর চিন্তার পর—"না পাওয়ার বেদনা-রূপেই সাধুজীর জীবনে হয় তো মায়ের প্রথম পদক্ষেপ। ঐ রূপ ধরেই তিনি ধরেন এবং ধরা দেন। তাই প্রাপ্তি সত্যিই এক বৃহৎ প্রাপ্তি।"

……গুণ গুণ ক'রে গান করলেন সঙ্গীটি,—

তোমায় ঘরে হয় নি আনা
যেন সে-কথা রয় মনে,
যেন ভুলে না-যাই বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে। —(রবীন্দ্র নাথ)

……ভাঙ্গা ঘাট্‌লাটির উপর আড্ডা জমিয়েছে কয়েকজন গ্রাম্য কুল বধু—গৃহের শান্ত কোন্‌টি ছেড়ে এসে। জানি না, কে পেয়েছে তাদের সবাইকে, কিম্বা কাকে পেয়েছে তারা এখানে।

(৯)

"পড়ুন পড়ুন, আপনার ডায়ারী থেকে মায়ের কথা পড়ুন,"—নিস্তব্ধতা ভাঙলেন সঙ্গীটি।

—আমি পড়ে চল্‌লাম, লণ্ঠনের স্তিমিত আলোয়, ঃ—

স্থান কিষেণপুর আশ্রম। সময় ৮ই জুন ১৯৬২। প্রাতঃকালীন সৎসঙ্গ।

ডাঃ পান্নালাল মাকে প্রশ্ন করলেন, "মা, মহাপুরুষদের কাছে কি ভাব নিয়ে আসা উচিৎ ?"

মা—"চিত্ত-শুদ্ধি, আত্মদর্শন ইত্যাদির জন্য মনে মনে প্রার্থনা নিয়ে।"

—"কিন্তু সেই প্রার্থনা কি সব মহাপুরুষরা বুঝতে পারেন ?—এবং সেই অনুসারে কি তাঁরা কৃপা করেন ?"

মা—"……ফিকির ছাড়। কি দিতে পারেন, সে চিন্তা ত্যাগ কর।…… দোকানদারী ত্যাগ কর। তুমি শুধু শুদ্ধা ভক্তি ও ভগবদ্দর্শনের জন্য প্রার্থনা জানিয়ে যাও।"

—"কিন্তু কোন্ মহাপুরুষ খাঁটি। কার কাছে গেলে প্রার্থনার ফল পাবো —তা কি বিচার করতে হবে না ?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা—"গীতায় তো তোমরাই পড়ে থাকো,—মা ফলেষু কদাচন। ফলের কামনা না-করে মহাপুরুষদের কাছে শুদ্ধাভক্তি প্রার্থনা করা। তোমার শুধু সেটুকুই অধিকার।"

—"যাঁকে ভাল লাগে তার কাছেই যাবো কি?"

মা—"না, ভাল তো অনেক কিছুই লাগবে। যাঁর কাছে গেলে মেয়ের বিয়ে হবে, বা সুখ-সৌভাগ্য হবে—সেখানেই তো ভাল লাগবে। তবে, পরমার্থ পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রার্থনা রাখা। সেই প্রার্থনাতেই সব।"

বন্ধুবর আন্‌মনা ভাবে বলে চললেন, "আমাদের শুধুই—চাওয়া, শুধুই চাওয়া,—পাওয়ার কথায় আমাদের অনধিকার।"……কোন্ বাড়ীর থেকে গান ভেসে এল,—

…পান্থ তুমি, পান্থ জনের সখাহে
পথে চলাই সেইতো তোমায় পাওয়া।
যাত্রা পথের আনন্দ গান যে গাহে
তারি কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া॥…

ঝুপ-ঝুপ করে দাঁড় পড়ছে।…এগিয়ে যাচ্ছে তরণী।…এগিয়ে যাচ্ছে তটিনী—তট ছাপানো জোয়ারের জল পড়ছে গিয়ে ছলাৎ ছলাৎ। বন্ধু বলছেন, "আমাদের শুধুই যাওয়া—শুধুই যাওয়া—শুধুই চলা চলার পথে।……আচ্ছা, এই চাওয়া আর পাওয়া, এই সাধনা আর সিদ্ধি, এই পুরুষকার আর কৃপা,—এরা কি পৃথক?"……ভেসে আসছে তখনো—

…তার চাওয়া যে তোমার পানে চাওয়া।
বিপদ বাধা কিছু ডরে না সে,
রয়না পড়ে কোন লাভের আশে,
যাওয়ার লাগি মন তারি উদাসে
যাওয়া সে যে তোমার পানে যাওয়া॥…

১০

…"শুনুন, আর এক কাহিনী। এই ঘটনার দিন আপনিও ছিলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রমে, সময়টা ঠিক মনে পড়ছে না। তবে স্থানটা আগরপাড়ার আশ্রম। গঙ্গার ধারের দোতলার হল ঘরের ঘটনা। বেলা ১১টা প্রায়। হল-ভর্তি সব সন্তানরা মাতৃদর্শনে নিবিষ্ট। কে একজন ধনী সন্তান এক ঝুড়ি ফল নিয়ে এসে মায়ের চরণ প্রান্তে রেখে প্রণাম করল। মা তা স্পর্শ করে সেই প্রসাদী ফল বিলাতে লাগলেন ভক্তদের মধ্যে স্বহস্তে। বললেন, "আমি একটু বল্ খেলি, তোমরা ধর।"—বলেই ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে লাগলেন ফল গুলিকে। সেই ফল লুফে ধরার জন্য ভক্তদের মধ্যে হুড়োহুড়ি এবং কাড়াকাড়ি। সত্যিই তো এমন ফল প্রাপ্তিতে কেই বা সংযত থাকতে পারে! এক বুদ্ধিমান ভদ্রলোক একটি বিরাট কাপড় বার ক'রে টান ক'রে পেতে ধরলেন,—নিশ্চয়ই একটা ফল সে-কাপড়ের মধ্যে পড়বে। "বি-ফল" তিনি হবেনই না—এই তাঁর পণ। মা মুচকি হেসে সেই কাপড় লক্ষ্য করেই ফল ছুড়তে লাগলেন।"

বন্ধু বললেন, "হাঁ, মনে পড়ছে। সে-দিন কিন্তু আমি অন্যভাব নিয়ে ছিলাম। আমি মনে-মনে বললাম মাকে, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আমি যে-আসনে আছি সে-আসনেই থাকবো—আমি উঠব ও না ছুটব ও না—হব না চঞ্চল।--আমার সামনে দাঁড়িয়ে উঠল সব মানুষ। মায়ের শরীরটা ও আড়াল হয়ে গেল আমার থেকে। শুধু অন্তরে রইল তাঁর ছবি।······হঠাৎ দুটি ফল এসে আমার কোলে পড়ল সবার মাথা ডিঙিয়ে সবার পিছনে।··ভাবলাম, আহা কি কৃপা।"

আমি বললাম, "মায়ের ভাব দেখে কিন্তু মনে হচ্ছিল, সেই ভদ্রলোকের প্রতি ও কৃপা কিছু কম নয়।—মা যেন চেষ্টা করেই ঐ কাপড়টির দিকে ফল ছুঁড় ছিলেন। কিন্তু কোথায় যেন বাঁধা।······কাপড় ক্রমশঃ বিস্তৃত হতে বিস্তৃততর হল।—এক বন্ধুর হাতে কাপড়ের একটি প্রান্ত ধরতে দিয়ে, সমস্ত কাপড়টাই মেলে ধরলেন ভদ্রলোক। মাও যেন খেলায় মেতে আরও বেশী করে ফল ছুঁড়তে লাগলেন সেই দিকে।···কিন্তু সে খেলায় সব কটি বলই "আউট"। ভদ্রলোক তাঁর কাপড় নিয়ে ফলের গতি লক্ষ্য ক'রে—অনেক ছুটোছুটি ও লাফালাফি ক'রে— শেষে ক্লান্ত হয়ে কাপড়টিকে গুটিয়ে নিলেন বগলে। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আর লাফালাফি করব না। মায়ের ইচ্ছা যা তাই হবে।"—বলতে বলতেই ধারের পকেটে হাত পড়ল তাঁর। দেখেন পকেটে একটি প্রসাদী ফল। চোখ দুটি বড় বড় করে বলতে লাগলেন, "এ কি, পকেটে কি ক'রে এল ?"

সবাই তো জানে না ভিতরে মধ্যে কোথায় কি ঘটছে !—সবাই অবাক হয়ে দেখছে শুধু মা ভয়ানক হাসছেন, হেসে গড়িয়ে পড়ছেন—রীতিমত লুটোপুটি খাচ্ছেন যেন। হাসি থামলে বললেন, "বাবার বড় আকাঙ্ক্ষা হয়েছিল—তাই ভগবান পকেটের মধ্যেই"......বল্‌তে বলতেই আবার শিশুর মত হাসতে লাগলেন।

...বন্ধু ভাবস্থ হয়ে যেন ভেবেই চলেছেন। অনেকক্ষণ পরে বললেন, "একেরই দুই অবস্থা। ভদ্রলোকের লাফালাফিকে বলতে পারি পুরুষকার—আর পরের অবস্থা কৃপা। আসলে কৃপাতো দুই অবস্থাতেই রয়েছে।—পাখীর খোসা ভেঙ্গে বেরিয়ে আসার চেষ্টা আর খোসার বাইরে আলোকের মধ্যে মুক্তি, তার শেষেরটাই জীবন নয়—প্রথমটাও জীবনেরই প্রকাশ।"

কেয়াফুলের সুগন্ধ ভেসে আসছে, গঙ্গাবক্ষের দাক্ষিণ্য-ভরা দাক্ষণ সমীরণে। কেয়া গাছের ঝোপগুলি জোয়ারের জলে যেন হাবুডুবু খাচ্ছে। ভাটার সময় তাদের কাট-খোট্টা দেখায়। জোয়ার আর ভাটা এই নিয়ে তাদের জীবন এগিয়ে চলেছে—পূর্ণতার সৌরভের দিকে।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

চতুর্থ খণ্ড

শ্রীঅমূল্যকুমার দত্ত গুপ্ত এম-এ, বি-এল্

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৮ই বৈশাখ রবিবার। আগামী কল্য শ্রীশ্রীমা ঢাকা হইতে চলিয়া যাইবেন বলিয়া আজ সকালে আর কোথাও বাহির হইলেন না। আমি আশ্রমে গিয়া দেখিলাম শ্রীশ্রীমা স্মৃতি মন্দিরের বারান্দায় বসিয়া আছেন। মেয়েরা চারিদিকে ভিড় করিয়া আছেন। যাহারা মায়ের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন মা তাহাদের সহিত দুই একটি কথা বলিতেছেন। জগন্নাথ কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক আসিয়াছেন। তিনি মাকে লক্ষ্য করিয়া সংস্কৃতে স্তব করিতে লাগিলেন। ধানমণ্ডাইর সোমেশ বাবু মার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। মা তাহাকে এবং জগন্নাথ কলেজের প্রফেসারটিকে কিছু ফল দিতে খুকুনী দিদিকে আদেশ করিলেন। দিদি তাহাদিগকে ফল দিলেন। ফল পাইয়া সোমেশ বাবু বলিলেন, "মা, এ যে পূজার পূর্ব্বেই দক্ষিণা লাভ।" বেলা বারটা পর্য্যন্ত আশ্রমে থাকিয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম।

বিকাল বেলা আশ্রমে গিয়া দেখি যে সেখানে লোকের অসম্ভব ভিড় হইয়াছে। গাড়ী, মোটর গাড়ী, রিকসাতে মাঠ ভরিয়া গিয়াছে। আশ্রমের মধ্যে রামায়ণ গান চলিতেছে। সন্ধ্যার সময় শ্রীমান্ জটু মাকে আরতি করিল। ইহার পরই শচীন বাবু কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

রাত্রিতে যখন আবার আশ্রমে গেলাম তখন কীর্ত্তন শেষ হইয়া আসিয়াছে। কীর্ত্তনান্তে রাত্রি প্রায় ১২টার সময় শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ মহাশয় শ্রীশ্রীমাকে তাহার বাড়ীতে লইয়া গেলেন। শ্রীযুক্ত হরিবাবাও সঙ্গে গেলেন! প্রায় এক ঘণ্টা পর ফিরিয়া আসিয়া স্মৃতি মন্দিরের বারান্দায় বসিলেন। আমরাও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের কাছে গিয়া বসিলাম। মা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাসা বক্সী বাজারে নয় ?"

আমি। হ্যাঁ।

মা। তোমার বাসার নিকট দিয়াই আসিলাম।

শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাড়ী আরমাণিটোলা। সেখান হইতে আশ্রমে আসিতে বক্সী বাজার দিয়া আসিতে হয় না। কাজেই আমি মনে করিলাম মা ভুল করিতেছেন। বিশেষতঃ মা আমার নূতন বাড়ী দেখেন নাই। তাই আমি মাকে বলিলাম, "না মা, তুমি আমার বাসার নিকট দিয়া আস নাই।"

মা। আমি বক্সী বাজার দিয়াই আসিয়াছি। রাস্তার উপরই তো তোমার বাড়ী, সত্য বাবুর বাসার নিকটে। তাই নয় কি ?

আমি। হাঁ।

মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিলাম। মা ভুল করিতে পারেন এও আমি বিশ্বাস করিয়া বসিলাম। এই ত আমার বিশ্বাসের দৌড়। তবে এ দীনের ভবন যে শ্রীশ্রীমায়ের খেয়ালে আসিয়া যাইবে এতদূর অনুমান করিবারই বা সাহস কোথায় ?

যাহা হউক মা আবার বলিলেন, "মনে করিয়াছিলাম যে তোমার বাসা গিয়া ডাকা ডাকি আরম্ভ করিব, কিন্তু রাত্রি অনেক হইয়াছে এবং হরিবাবা সঙ্গে আছেন দেখিয়া তাহা আর করিলাম না।"

আমরা হাসিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া মা বিশ্রাম করিতে গেলেন। আমরাও বাসায় চলিয়া আসিলাম।

৯ই বৈশাখ সোমবার। সকাল বেলা আশ্রমে গিয়া শুনিলাম যে শ্রীশ্রীমা জগন্নাথ হলে গিয়াছেন। সেখানে বেশীক্ষণ ছিলেন না। ফিরিয়া আসিয়াই মা আহার করিতে বসিলেন। আশ্রমের সাধুরা (যাঁহারা মার সঙ্গে আসিয়াছেন) আহার করিয়া বিছানাপত্র গুটাইয়া নিতেছেন। সকলেই ব্যস্ত হইয়া যাত্রার আয়োজন করিতেছেন। আহারান্তে মা পঞ্চবটী গিয়া বসিলেন। মেয়েদিগকে একদিকে সরাইয়া দিয়া আমাদিগকে অন্যদিকে বসিতে বলিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটা অপূর্ণ কিছু চাই

একটি স্ত্রীলোক তাহার শিশুর জন্য মাকে একটি নাম রাখিতে অনুরোধ করিলেন। মা নীতীশ বাবুকে একটি নাম বলিতে বলিলেন। নীতীশ বাবু কিছু না বলিয়া হাসিয়া চলিয়া গেলেন। মা আরও দুই একজনকে নাম বলিতে বলিলেন। তাহারা দুই একটি নাম বলিল। মা বলিলেন, "এসব নাম কি আজকাল পছন্দ হয়? একটা fashionable নাম হওয়া চাই।" একজন বলিল "গৌরাঙ্গ"। মা স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন এই নাম চলিবে?" স্ত্রীলোকটীর পছন্দ হইল না। মা হাসিয়া বলিলেন, "এ নামও চলিবে না। পাছে সর্ব্বক্ষণ গৌরাঙ্গ বলিতে হয়।" (সকলের হাস্য) অন্য একজন বলিল "নারায়ণ"। কিন্তু তাহাও স্ত্রীলোকটীর মনোমত হইল না। মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এসবে চলিবে না একটা অপূর্ণ কিছু হওয়া চাই। পূর্ণ হইলে চলিবে না।" পরে মাকে বলিতে শুনিলাম, "কেমন জয়দেব নাম তোমার পছন্দ হয়?" বোধহয় জয়দেব নামটি স্ত্রীলোকের পছন্দ হইল। কারণ ইহার পর ঐ সম্বন্ধে আর কোন আলোচনা শুনিলাম না।

আত্মনিবেদন ও পরমগতি লাভ

এই সময় মহীতোষ বাবু বলিলেন, "মা আপনি বলুন আমরা যেন সকলেই ভাল হই। আমরা তো নাম টাম কিছু করিতে পারি না।" মা হাসিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন, "যদি নাম করিতে নাই পার তবে এক কাজ করিও। সকাল বেলা ঘুম হইতে উঠিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিও "ভগবন্ আমি যেন তোমার নির্দ্দেশ মত সকল কাজ করিতে পারি এবং তোমার নির্দ্দেশ মত যে সকল কাজ করিতেছি তাহাও যেন বুঝতে পারি। বাস্তবিক আমরা যাহা কিছু করি তাহা সমস্তই ভগবানের নির্দ্দেশ মত করি। কিন্তু আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। তাঁহারই কাজ আমরা নিজের কাজ বলিয়া মনে করি। তাই আমাদের ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতে হয় যে তুমি আমাকে তোমার যন্ত্র করিয়া লও এবং বুঝিতে দাও যে আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার যন্ত্র। শয্যা ত্যাগ করিয়াই হউক অথবা শয্যায় বসিয়াই হউক প্রত্যহই এই প্রার্থনা করিবে। যদি বসিয়াও এই প্রার্থনা করিতে না পার তবে শুইয়া শুইয়াই করিবে। যদিও শুইয়া প্রার্থনা করিলে প্রার্থনা অপেক্ষা আরামের দিকে লক্ষ্য বেশী থাকে, তবুও কিছু না করার চেয়ে ভাল। সেই হিসাবে শুইয়া প্রার্থনার কথা বলিতেছি। আবার রাত্রিতে যখন শুইতে যাইবে তখনও প্রার্থনা করিবে, "ভগবান্ আমার নিদ্রাও যেন তোমার উদ্দেশ্যে কাজ বলিয়া বুঝিতে পারি।" এই ভাবে তোমার সকল কাজের মধ্যে তাঁহাকে স্মরণ করিবে এবং তোমার সকল কাজ তাঁহার কাজ হিসাবে করিবে। এইভাবে চলিলে একদিন সত্য সত্যই জানিতে পারিবে যে তিনি ছাড়া জগতে আর কিছুই নাই।"

মহীতোষ বাবু। আমার স্ত্রী আপনাকে একদিন জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তিতে দেখিয়াছিলেন। তিনি কি আপনাকে ঐ ভাবেই সেবা পূজা করিয়া যাইতে পারেন? আমার স্ত্রী আমা অপেক্ষা ১২ বৎসরের ছোট। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? তিনিই আমাকে শাসন করেন, বলেন, মাকে ডাক, মার কাছে যাও।" (সকলের হাস্য)

মা। (হাসিতে হাসিতে) এই যে ছোট বলিতেছ এগুলি তোমাদের হিসাবে। কিন্তু তোমাদের হিসাব সকল সময় একরূপ হয় না। আজ হিসাব করিয়া যাহা কর, দুইদিন পর তাহাই আবার হিসাব করিয়া অন্যরূপ কর। যেমন আগে যে সময়কে তোমরা বেলা ৯টা বলিতে এখন সেই সময়কে তোমরা বেলা ১০টা বলিতেছ *। কাজেই অগে যাহা কম ছিল এখন তাহা বেশী হইয়াছে। আবার আজ যাহা বেশী আছে তাহা হয়ত পরে কম হইবে। জাগতিক হিসাব এইরূপই। (হাসিতে হাসিতে) আমি বলি তোমার স্ত্রী তোমা অপেক্ষা ছোট নয়, বড়। (সকলের হাস্য)

আর জগদ্ধাত্রীরূপে যে পূজা করার কথা বলিলে, এ দেহ ত তোমাদিগকে সর্ব্বদাই বলিতেছে যে জগতে যাহা কিছু দেখিতেছ সকলই তাঁহার রূপ। একমাত্র তিনিই বিরাজ করিতেছেন। কাজেই আমি কি বলিতে পারি

* গত যুদ্ধের সময় ইংরেজের নির্দ্দেশমত সময়ের ঐরূপ পরিবর্ত্তন করা হইয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ দেহটা তাঁহার রূপ নয়? কাঠ পাথরকেও ভগবান্‌রূপে সেবা পূজা করিলে ভগবান্ উহার মধ্যেই নিজকে প্রকট করেন।

এমন সময় একটি স্ত্রীলোক বলিলেন, "মা, আমার স্বামী এক নারায়ণ মূর্ত্তি গড়াইয়া পূজা করিয়াছেন। এখন যদি আমরা ঐ মূর্ত্তি রাখিয়া পূজা করিতে চাই তবে কি আমরা নিজেই পূজা করিতে পারিব, না ব্রাহ্মণ রাখিয়া পূজা করিতে হইবে?

মা। ইহা তোমরা কোন পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিও।

স্ত্রীলোকটী। না, মা, আমরা তোমার আদেশ চাই।

মা। আমিত আদেশ দিলাম যে পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিও। (হাসিয়া) কেবল আদেশ হইলে হইবে না, আদেশটা আবার মনের মত হওয়া চাই। (সকলের হাস্য)।

বৈষয়িক প্রার্থনা করা সঙ্গত কিনা

ক্ষিতীশ বাবু। মা, ধন মান, পদোন্নতি ইত্যাদি কি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা যায়? না, এরূপ প্রার্থনা করা কি দোষণীয়?

মা। আমি বলি যদি কিছু চাইতে হয় তবে ভগবানের কাছেই চাও। তোমার যাহা কিছু আছে তাহা লইয়াই তাঁহার কাছে উপস্থিত হও। তিনি যে কৃপাময় কল্পতরু। তাঁহার কাছে লোক যাহা চায় তাহাই পায়। একটা গল্প আছে, অবশ্য তোমরা উহা জান। একজন হাটিতে হাটিতে এক কল্পবৃক্ষের নীচে গিয়া আশ্রয় লইল; কিন্তু সে জানিত না যে উহা কল্পবৃক্ষ। হাটিয়া সে পরিশ্রান্ত হইয়াছিল, তাই ভাবিল "আহা! যদি একটু ঠাণ্ডা হাওয়া পাওয়া যাইত তবে বাঁচা যাইত।" চিন্তা করার সঙ্গে সঙ্গেই ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে আরম্ভ করিল। তাহার ক্লান্তি দূর হইল। তখন তাহার স্নানাহারে ইচ্ছা হইল। ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গেই স্নানের জল এবং খাবার আসিয়া হাজির। কোথা হইতে যে এইসব আসে তাহা সে কিছুই বুঝিতে পারে না। যাহা হউক স্নান আহার করিয়া তাহার শয়নের ইচ্ছা হইল এবং তখনই দেখিতে পাইল যে উৎকৃষ্ট শয্যা আসিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপস্থিত। সে পরম আনন্দে উহার উপর শুইয়া পড়িল। তখন তাহার মনে হইল যে শয্যাটিত বেশ হইয়াছে এখন যদি একজন সেবাদাসী হাত-পা টিপিয়া দিত তবে বেশ আরাম পাওয়া যাইত। ইচ্ছা মাত্রই এক সেবাদাসী আসিয়া তাহার হাত-পা টিপিতে আরম্ভ করিল। ইহা দেখিয়া সে ভাবিল মজা ত মন্দ নয়। যাহা চাহিতেছি তাহাই পাইতেছি। কিন্তু এখন যদি কোন দস্যু আসিয়া আমাকে মারধর করিয়া এসব কাড়িয়া লয় তবেত বড় বিপদ! এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই এক দস্যু আসিয়া হাজির এবং তাহাকে বেদম প্রহার করিয়া তাহার সমস্ত জিনিষ লইয়া প্রস্থান করিল। তাই ভগবানের কাছে যদি কিছু চাইতে হয় তবে তাঁহাকেই চাহিবে, কারণ তাঁহাকে পাইলে সমস্তই পাওয়া যায়। মনে কর তুমি পুত্রের আকাঙ্ক্ষা কর, ঐ আকাঙ্ক্ষা করিয়া যদি তুমি ভগবানকে চাও এবং পাও তবে দেখিবে যে সকলের পুত্রই তোমার পুত্র। এখানে নিজের পুত্র এবং পরের পুত্র বলিয়া কোন পার্থক্য থাকিবে না। এইরূপে ধন, মান এবং পদোন্নতি ; কারণ ঐ সমস্তই ভগবানের মধ্যে আছে। তাই ভগবানকে পাইলেই সব পাওয়া যায়। তবে যদি বিষয় চাও তবে বিষয়ই পাইবে। কিন্তু বিষয় ত বিষ, জহর। উহার সঙ্গে সঙ্গেই যন্ত্রণাও আসে। ইহাও ভগবানের করুণা, কারণ তিনি আঘাত দিয়া লোককে তাঁহার দিকে ফিরাইয়া নেন। তাহা না হইলে যে লোকে তাঁহার দিকে তাকাইত না। আর দুঃখ অভাবের সঙ্গে যদি ভগবান যুক্ত থাকেন তবে ওগুলি দুঃখের কারণ হয় না। যদি সর্ব্বভাবে ভগবানকে দেখিতে অভ্যস্ত হও, যদি মনে করিতে পার যে, ভগবান্, যে সুখ পাইতেছি তাহা তোমার দান, যে দুঃখ পাইতেছি তাহাও তোমারই দান, তুমি ভাব ও অভাব রূপে আমার কাছে আসিতেছ তখন দেখিবে যে জগতে কিছুই তোমাকে অশান্তি দিতে পারিবে না। তুমি সর্ব্বরূপে ভগবানকে পাইয়া পরম শান্তি পরম আনন্দ লাভ করিবে।

বিষয়ের আকাঙ্ক্ষাই জীবকে বদ্ধ করে। বদ্ধ হওয়ার অর্থই হইল নষ্ট হওয়া। বদ্ধ জলেই কীট জন্মে। তাই বদ্ধ জল পানের অযোগ্য। কিন্তু এই জলই যদি ফিলটার্ড করিয়া লওয়া যায় তবে উহা পান করা যাইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারে। তখন আর উহাতে বদ্ধ জলের দোষ থাকে না। বদ্ধ জলও জল কিনা তাই শুদ্ধ হইলে উহা জলের গুণ পায়। জীবাত্মা আর পরমাত্মার সম্বন্ধও সেইরূপ। পরমাত্মা আবদ্ধ হইয়াই জীব হইয়াছেন। ঐ আবরণ কাটিয়া গেলে যে পরমাত্মা সেই পরমাত্মা।

এক ভদ্রলোক। আমিষ কি ভগবানকে নিবেদন করা যায়?

মা। (হাসিয়া) সবই ভগবানকে নিবেদন করা যায়। একজন ছিল, তাহার নাম নাই বা বলিলাম, তাহার মুরগী খাওয়ার অভ্যাস ছিল। সে উহা ছাড়িতেও পারে না আবার এ দেহকে নিবেদন না করিয়াও পারে না। একদিন তাহার বাড়ী গিয়া দেখি সে টেবিল চেয়ারে হাফ্ বয়েল (half-boiled) ডিম লইয়া চক্ষু বুজিয়া বসিয়া আছে। পরে তাহার এমন অসুখ হইল যে ডাক্তার তাহাকে ডিম মাংস ইত্যাদি খাইতে নিষেধ করিয়া দিলেন।

যদিও বলিলাম যে সকল জিনিষই ভগবানকে নিবেদন করা যায় তবুও তোমাদের শুদ্ধ বস্তু নিবেদন করা উচিত। লোকে সাত্ত্বিক আহারের কথা বলে না? সেই সব জিনিষ আহার করা উচিত যাহাতে মনে চঞ্চল ভাব না হয়। ধর্ম্মভাব পুষ্ট করিতে হইলে সাত্ত্বিক আহারই অবলম্বন করা উচিত।

এই বলিয়া মা পঞ্চবটী হইতে উঠিলেন। এদিকে রওনা হইবার সময় হইয়া আসিল। একটু পরেই শ্রীশ্রীমা বাসে গিয়া বসিলেন। দুইখানা বাস করা হইয়াছে উহাই নারায়ণগঞ্জ পর্য্যন্ত যাইবে। বাস ছাড়িয়া দিল আমরা ধীরে ধীরে চলিয়া আসিলাম।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

The Self, self-contained,
calling to Itself for its own Revelation—
this is happiness.

MATRI VANI

Pilgrims of the Supreme Path must advance swiftly on their way to the Goal.

* * *

The Will of the Almighty is indeed everything. Becoming the allies of this great Will, all should strive for Self-realization, praying for God's grace.

* * *

He who has created the universe is Himself present in all circumstances and conditions. The action, its effective cause, and the doer—all are truly He. In order to realize this fact, Yogis and Rishis performed *yoga* and *tapasya*. The One Himself appears as the Name, the *mantra*. His presence and the remembrance of Him must be sustained unceasingly.

* * *

You all have ever been good—not become good just newly. Unless there is inward goodness, it cannot materialize.

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

The endeavour to mould one's desires so as to fall in with God's Will is man's duty. In the whole of your work depend entirely on Him. Skill in action—everything is He, His. In this spirit try to complete your task.

* * *

The One who has created this world is on every side. Rely on Him in all matters.

* * *

Man is born in order to experience the happiness and sorrow of this world. Those who have the good sense of wanting to go beyond happiness and pain must take their sole refuge in Him.

* * *

The Supreme Power Itself is directly present in all forms under which It is worshipped. Cry out to It and to It alone. The Supreme Power *mahāmāya* cannot remain indifferent to the inconsolable weeping of its offspring. Thus, the One who deals severe blows—yet again Himself consoles by His loving embrace.

* * *

The search after Truth is incumbent on man. God's grace streams forth at all times.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Pages from my Diary

GURUPRIYA DEVI

(Translated from Bengali)

Suktal, 7th November 1961.

This time the *Samyam Mahavrata* will be held here in Suktal. Together with Mataji we all left Dehradun by train at about 11 a.m. and reached Muzaffarnagar at about 5 p.m. At the station, Swami Kalyandeva had arranged for a grand reception with a musical band, flowers, and so forth. Suktal is 14 miles from Muzaffarnagar and Mataji was taken by car from there.

She has been put up in a room on the roof of the *dharmaśāla*. There are several rooms downstairs in which the girls and women of the Ashram are to stay. Ma's room looks out on a very large garden that is surrounded by a wall. A huge pandal with tents all round it has been erected in the centre of the compound. At a little distance there is another *dharmasāla* which, together with the tents, will provide accommodation for all the participants of the *Samyam Vrata*.

Suktal is a very ancient and holy place of pilgrimage. According to the *Srimad Bhāgavata*, Sri Sukadevaji related the whole of the Bhāgavata to King Parikshit at this very spot. For this reason it became famous under the name '*Sukthīrta*' in subsequent times. It was here that Sri Charandas Babaji had *darśana* of Sri Sukadevaji under an old

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

banyantree which still exists. Swami Kalyandeva is a Mahatma of repute in this part of the country. He has taken immense trouble to construct in the midst of this jungle very beautiful temples dedicated to Sri Krishna and Sukdevaji respectively. Near the *dharmasāla* there is an Ashram for *Dandiswamis.* No other human habitation is to be seen anywhere near. It is therefore a solitary place specially suited for *sādhus.* At a short distance the Ganges is flowing majestically.

I am told that Swami Kalyandeva had attended many of our functions, without disclosing his identity. He had up till now never tried to make personal contact with Mataji. On the occasion of this Samyam Vrata, he at last openly made Ma's acquaintance.

10th *November* 1961.

Yesterday the 12th *Samyam Mahavrata* started. Thanks to the untiring efforts of Swami Paramananda a small town of tents has been raised in the midst of the jungle, with electricity, a tube-well and all other amenities provided. As in preceding years, a large number of people have come for this function from all over India, prepared to brave whatever hardships they would have to encounter. Everyone considers it a rare privilege to be able, by Mataji's grace, to practise austerities in such a sacred place. Several well-known Mahatmas have assembled, among them Swami Akhandanandaji of Vrindaban, Mahamandaleshwara Swami Maheshwaranandaji of Bombay, Swami Naradanandaji of Naimisharanya, Sri Chakrapaniji. Swami Vishnuashramji lives here itself.

Just as during other *Samyam Saptahs,* participants have the good fortune of Mataji's *darśana* in the pandal for

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

many hours daily. To practise collectively renunciation, forbearance, fasting, penance and voluntarily forgo physical comforts is the special note of the *Samyam Vrata.* Is not this the blessed place where, without taking food or drink for seven days, King Parikshit listened to the immortal story of the *Bhāgavata*, told by the blessed Sri Sukadeva ! Thus the *sādhus*, *brahmachāris* and *brahmachārinis* of our Ashram, the devotees and *vratis*, all began the week by a whole day on Gangeswater only. Even those who had never in their whole lives fasted in a similar manner, felt no difficulty throughout those 36 hours, since they could most of the time be in Mataji's presence or close proximity. Spending the major part of the day in the pandal in the midst of the participants, Mataji thereby greatly enhanced their perseverance and determination. The calm and quiet atmosphere of this place finds response in the hearts and minds of many.

15*th November* 1961.

Today is the last day of the Samyam Saptah. The whole week has been spent in great peace and joy. Everyone feels rather sad that the function is coming to an end. Just as last year in Naimisharanya so also this time most people have experienced an ever deepening bliss.

Mataji wished to attend the *satsang* as much as possible. Since her health is indifferent, a place for her to lie down has been improvised behind her seat. Mataji said to Swami Akhandanandaji; "*Pitaji*, here the question of etiquette does not arise. Lying or sitting—somehow the satsang has to be attended." Akhandanandaji laughed : "All such considerations exist for human beings, but certainly not for Mataji !"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Sri Vishnuashramji has daily been expounding about Sri Rama in a most lucid and interesting manner. His simple and clear language makes it easy for the audience to assimilate the subject matter. One day he explained to us that things that are considered impure from a worldly point of view are nevertheless used for the most sacred rites. As for instance, as soon as the newly born calf has drunk its mother's milk, the milk which is regarded as impure, can immediately be employed for purposes of worship, such as the preparation of *panchāmrita,* or to bathe the image of a deity. Further, honey which is ejected by the bee is always used in religious ceremonies. The silkworm spins a cocoon with the help of its saliva and then dies inside the cocoon out of which silk is manufactured that serves as material for clothes worn by priests while officiating. The crow, after eating the fruit, of the banyantree, spits out the seeds and wherever they take root, the holy tree grows up. Swami Vishnuashramji gave many beautiful and instructive examples of this kind.

Swami Akhandanandaji talked daily for an hour on the *Srimad Bhāgavata* in his unique, enthralling way. At 9 p.m. after the 15 minutes of silence, some very interesting discussions with Mataji took place. Today Mataji said in the course of the conversation : "You say that although you are staying in Sri Sukadevaji's place, you have not been conscious of his presence. But if he had not been so gracious as to call you to his place, could you have come ? He is everywhere and resides in all beings. yet, so long as the sense of 'I' and 'mine' persists, one is not aware of this fact."

Mataji added : "This, I am told, is the 12th *Samyam Vrata.* When you go back to your homes or ashrams you should always keep the memory of this place of pilgrimage

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

alive within you. And if you wish, you may observe *Samyam* once a month or once a week. On those days you should pay special attention to self-control in eating and drinking, in speech and conduct, and adhere strictly to truth."

Last year, when immediately after the *Samyam Vrata* a *Bhāgavata Saptah* was observed in Naimisharanya, Kumari Shanta conceived the desire to arrange for a *Bhāgavata Saptah* at Suktal. The ceremonial reading of the whole of the *Srimad Bhāgavata* in seven days, is usually organized by the relatives of a deceased person for the benefit of his soul. But in this case, it is, according to Shanta's wish celebrated for no particular motive or purpose, just for the love of God. For the last six months Shanta has been preparing for this function. She holds the *Bhāgavata* in great veneration and daily reads a portion of this scripture.

Shanta's father, mother and all her sisters have arrived for the occasion. Today being the last day of the *Samyam Vrata*, the *Bhāgavata Saptah* has begun. Sri Vishnuashramji will be responsible for the daily exposition in Hindi in the pandal, while Batuda will recite the Sanskrit original in the newly built *Gītā Bhavan*, which is an addition to the Sukadeva temple.

This morning Shanta presented to Ma a bright yellow sari, a green wrapper and a red searf, all of silk, and performed *ārati* to her. She also put a black spot on Mataji's chin, just as it used to be put on Sri Krishna's chin or cheek to protect him from the evil eye. This is what we read in the *Bhāgavata*. On being told, Mataji broke out into loud laughter. Dressed up in the colourful clothes offered by Shanta, Mataji walked to the place where the Sanskrit reci-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

tation was in process. Mataji discovered that several mistakes had been made in the ceremony that preceeds the recitation. Addressing Batuda, she asked: "Why has the *achāryadeva* (spiritual preceptor) allowed all these inaccuracies to creep in ?" Batuda replied, "Ma, you yourself are the *achārya*." Brahmachari D. was unable to perform the *ārati* according to the prescribed rules and Mataji showed him in person how it had to be done.

22nd November 1964.

An enormous crowd has collected here on the occasion of *kartik purnima*. Several thousand villagers have flocked, some from considerable distances. There are two other factors that have further increased the concourse of men and women: Mataji's presence and the *Bhāgavata Saptah*. Suktal has never witnessed so much festivity at any one time. Thus the whole place is swarming with the multitude. Mataji's room is situated just above the gate of the Ashram. In the grounds below, groups of hundreds of villagers gather at intervals for Mataji's *darśana*. Such a vast sea of human beings we have rarely witnessed. Their shouts of: "Hail to the benefactor of humanity ! Hail to the Mother of the World !" rend the sky. From time to time Mataji appears on the terrace outside of her room. Standing with folded hands, she says: "*Janjanārdhana* (God in the, guise of the multitude) has come to give *darśana*. With both hands she throws sugar balls into the throng of people, or sometimes fruits or sweets or even tiny booklets containing the thousand names of Vishnu. How exuberantly happy these villagers are to be able to have Mataji's *darśana*.'

Today is the final day of the *Bhāgavata Saptah*. But

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Shanta feels sorely disappointed. Due to some indisposition she is prevented from performing her daily service for the function. Her mother is attending to the work on her behalf. Mataji remarked : "Everything is for the best. This obstacle has made your mind turn with even greater eagerness towards Him. Your disappointment makes you more God-centred. Then also, the Lord is taking service from your mother today. The laudable desire to celebrate this *Bhāgavata Saptah* has first awakened in Shanta's heart and therefore the entire fruit of this action will be hers. Yet her mother will also get her share of it for what she has done today on Shanta's behalf. That Shanta was prevented from completing the whole of the task all by herself is indeed beneficial, for she will not be able to feel proud at having accomplished everything without the help of anyone."

Later Mataji added : "Although you were kept from doing the actual physical service today, the Lord has accepted your goodwill for the deed—on the plane where there is neither purity nor impurity.

At Mataji's direction, the *Srimad Bhāgavata* together with its golden throne have on behalf of our Ashram been presented to Sri Vishnuashramji in the pandal in Mataji's presence. Thus by Ma's grace, the whole function proceeded most beautifully and harmoniously.

In this connexion Mataji suggested : "May be, one day all the Ashram girls will by a joint effort perform a *Bhāgavata Saptah* entirely out of the their own strength and resources; one of them doing the recitation in Sanskrit, another one the explanations in Hindi, and so forth."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

23rd November 1961.

Today the celebration has been completed by *Havan*, etc. As soon as it was over, Mataji went to the banks of the Ganges, accompanied by all the devotees. She sprinkled Ganges water on everyone and thereby caused great rejoicing.

Already today many have left for their respective places. Mataji intends to remain here in comparative solitude for another week or so.

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Viraha Mala*

by

GAURIDASI

It is now, almost unbelievably, two full years since I left India and nearly that long since I was asked to write something about that visit and what it might have meant to me. All that would come to me upon this request was an attempt at a few lines of verse, a poor little song to Mataji. For, in truth, it was not to India that I came but to Ma, and it was she from whom I parted two years ago.

That leave-taking I shall not soon forget : It happened on the train carrying Mataji from Hardwar to Vrindaban. For the last half hour of the journey to Delhi where I was to get down, I stood in the doorway of Mataji's compartment with tears in my eyes. Panuda was there, and one of the girls in attendance upon Ma. I seem to recall the *gerua* cloth of the *sannyāsini*, but not clearly, for the inner intensity of those moments was too great for the recollection of details. Even the exactness of Mataji's last words to me is gone, though not, of course, their profound import, which (in view of the fact that I was returning to my country to enter into a relationship that would prove to be, exactly as Ma had a few days previously predicted "......a little happiness and then all misery—and then you will long for the Real...") should have meant to me a great deal more than it did at the time.

---

* *Viraha* The pangs of separation from one's object of love and worship, *Mālā* garland, also rosary.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

I made obeisance to her and she gave me a garland—the very one that I had put round her neck at Hardwar station, whil ethat incomparable look of hers, steadily, brightly, calmly gazed through all the turmoil which I thought to be 'me', into that which alone IS.

How often this happened to me : that I received as her *prasāda* the exact article I had offered to her. One does not always understand the purport of such happenings from within, does not often have a direct experience of their meaning. But such things in relation to Mataji have often proved to have some deep significance that cannot be altogether captured by thought. This seems to be particularly true when the same thing happens again and again as if to draw our attention to the language of her action. Though I cannot say I *know* what this particular act was saying to me, considered with the mind it seems to convey something like this : Only in exact proportion as you are able to give yourself to Him, can He give Himself to you.

Once, in referring to a request I had made to her one day to do her some little service, Mataji had said to me in effect, "All this is of no significance to me. Dedicated lives alone are my food." This too has meaning in connection with the above, for I had come ostensibly to give my life to her and had taken it back again.

She filled my hands with fruits, too, at that last *darśana*, and after alighting from the train I stood long among the dense crowd, with my gaze fixed on her. Before the departure of the train I was allowed to board and make one final *praṇāma*. As I came from one end of the carriage, Mataji walked, neither slowly nor quickly, from the other, and there was about her an air of great seriousness. Now,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

in my memory, she seems to fill the aisle, her form reaching from the floor to the ceiling, and that tremendous seriousness of her apparent mood overwhelms me. As I rose from *praṇāma*, she poured into my two hands so many almonds (seeds of what ?) that they overflowed unto the floor and I had to scramble about gathering them up lest some passing foot should tread on them. I have partaken of only a few of those nuts, the rest along with the last symbolic garland I still keep. Only yesterday I ate one; they are still good, and if planted under the proper conditions would no doubt grow into so many almond trees.

"Have I put little flowers
into the hands that
created the three worlds ?
O have I indeed heard
Bhagavan laugh ?"

These two lines are all I recall—and not correctly—of that verse I tried to write for Ma. They seem to ask the same question that all ask : who, what is Mataji ? This is a query which cannot really be answered within the realm of our experience. And to my way of thinking at least, one should not try to answer. The question, however, must be put. It is, in Zen terminology, like the greatest of all *koans*, the consideration of which can cut through all the discursive activities of the mind, leading us ever more deeply within. But to come to some definite, dogmatic conclusion as to what Mataji may be, is but to halt that inward process, even though we may be so tolerant as to admit that our conclusion is for ourselves only, and does not necessary apply to others.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"I am", she says, "whatever you take me to be." She has stated the same of Bhagavan : "He is whatever you consider Him to be." This must of course be true since whatever is "is He and He and only He." But until we have reached that 'stage' beyond stages where we experience everything as that One alone, by taking It to be 'this' or 'that' we only confine ourselves to the state of consciousness in which we can conceive of Him in this or that particular way.

This is a conviction I have always held in regard to our relation to Mataji. Naturally we conceive of her as something, she appears to us in a 'body'. and we in our present state of being—or perhaps 'non-Being'—might somehow express it better by some definite relationship to her, as we have a sense of relationship, intense or feeble to everything within our experience. But the nature of this relatedness is not because of things as they are or as they appear to us, but rather is it determined by our particular level of consciousness.

To keep the whole attention of one's being focussed on Mataji is one thing, but to keep one's gaze fixed upon some pet notion of what she may be is quite another; and though this might be necessary and helpful at a certain period, it would seem to me that to think that our particular concept of her–however exalted—is all there is to the matter can only confine us to the mental state in which that concept is possible, and, given enough time and practice, can make such a strong *samskara* of that mental condition that it becomes all but impossible to go beyond it. It is the difference between the attitude of continually, with as much sincerity, earnestness and humility as we are capable of, asking of God at

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

each successive stage of awareness: "Who art Thou ?" and the attitude of saying, at some personally satisfying level: "God is this." To the question He can give ever fuller and fuller answer, but to what shall He reply if we say to Him: "Thou art thus—and so!" He is verily what we take Him to be—neither more, nor less.

I can only give as an example something from my own experience, which may or may not have meaning to others, and which does not perhaps quite apply. However, some time ago I had a very curious dream of Mataji. It was very real and sweet, not with the sweetness of a lovely dream but with that powerful sweetness of her own, which those who know her will appreciate. But it seemed very odd to me and I thought about it a great deal. The intellectual content of the dream's symbolism was quite clear, but it did not give me any real answer as to the meaning, if any, the dream as a whole might have. I even wrote if down and sent it to Mataji, and though she replied to certain other things in my letter, I was told, "To your dream Mataji only smiled." That, I thought, was to be expected, and I all but forgot it. Then, a few nights ago, I was sitting before her picture, and the mind, as is too often the case, wandered away from meditation. I had recently written a letter to a friend in India in the course of which I had recorded another dream of Mataji. I did not ask her to tell this one to Ma, for there was no special urge to do so but my meandering mind imagined her relating it to Ma and Mataji again merely smiling. Suddenly, as the attention of my being was for that brief moment concentrated on the utter simplicity of Mataji's smile in response to my previous query, the *proper question* in regard to that dream's significance arose, and at the same instant the essence

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

of its meaning came in the sort of intuitive flash which cannot be put into words, but the knowledge of the truth of which sends chills all over the body. The intellectual conclusion had been necessary, it was in fact an integral part of the import of the dream. But it was not by concentrating on that idea, which was far from my thought, but rather by a simple alert awareness of Mataji smiling in reply that the only question that had any real meaning in this experience arose simultaneously with its inherent response. And in this particular case the understanding of the dream which I knew had something to tell me lay not in a comprehension by the mind of the symbol that Mataji used in relation to me but rather in the simple question: why ? Why was she doing so ? It sounds complicated in the telling, but the flashing experience was so clear and obvious that I am still tempted to wonder how it did not occur to me much sooner.

In relation to our search for God, must we not, therefore, learn to ask the proper question ? If we have some particular concept of Him to which we cling as to some cherished possession, we can only ask, if we question at all, "Are you this ?" And what can His answer be but "Yes, of course, I am this" in proportion to the question. But if we can so open ourselves as to ask with every fibre of our being: "Who art Thou, what art Thou ?" or "Who am I, what am I ?" and if we can go on asking, never remaining content with some partial revelation, what may or may not be the 'answer' that in time or *now* is given to such a 'question' ?

And of herself, has Mataji not said, "The visions of gods and goddesses appear in accordance with one's *samskāras; I am what I was and what I shall be......?*"

In spite of all the above theorizing, I continue to create

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

perhaps a very deep *saṁskāra*. Not because I can come to any settled conclusion as to what God or Sadguru may finally be, but a *saṁskāra* of a different nature. For I am continually possessed with a yearning to return to India, to Mataji, to offer the *māla* that will not be given or taken back. The fulfilment of this desire is apparently not within the realm of possibility, and this is perhaps as it ought to be, for should not even such longings be sublimated? Do they not ever deepen man's *saṁskāra* of separateness from that which he IS?

Yet to know Him we must long for Him, to receive answer we must pose the question. For the door to be opened there is that simple condition that we shall knock. So perhaps it is not untoward that we are happy and full of a sense of light when we feel that acute longing for Mataji's *darśana*, and that when that longing ceases for even a moment, all within and about us seems dark, heavy, impenetrable.

"There are waves that carry away and waves that pull back. Those who can give themselves up will be taken by Him. In the guise of the wave He holds out His Hand and calls you: come, Come, COME!"

Who can tell at what moment, by the grace of God, of Guru, we shall be able to free ourselves from the waves that pull back and give ourselves up to the waves that carry away, crying, "I come, I come. Take me. Not I, but Thou. Thou Thyself takest Thyself."

So much of our experience with Mataji is so very subtle and has meaning only to ourselves; and so much of the really significant is all silence. However, it will have been understood from the first that Mataji herself is "what India meant to me." So there again arises the beckoning question: "Who, what is Mataji?" the question which calls out to us, "come, Come, COME! See, if you can find the Answer."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

A New Light on Plato

D. S. Mahalanobis

"Although twenty-two and a quarter centuries have elapsed since the death of Plato, the great minds of the world are still occupied with his writings. He was, in the fullest sense of the word, the world's interpreter. And the greatest philosopher of the pre-Christian era mirrored faithfully in his works the spiritualism of the Vedic philosophers who lived thousands of years before himself, and its metaphysical expressions."[1]

That is how Madame Blavatsky evaluates Plato's mystic philosophy. Anyone who cares to read between the lines of what is left to us of Plato's writings, will be struck by her observations, which at any rate, are a plausibility we cannot lightly brush aside. Plato wrote two sets of works : "one in technical language for his students in the Academy; the other, a group of popular dialogues designed to lure the average literate Athenian into philosophy's 'dear delight'... By the irony of history it is these popular dialogues that have given Plato his reputation in the schools."[2] His "technical works were lost" and defunct except in fragments preserved in the writings of his pupils. These fragmentary remains are not even an epitomized version of what he had taught in the Academy, veiled in a language known only to the initiated. "The philosophy of Plato, we are assured by Porphyry, of the Neo-Platonic school, was taught and

1. "Isis Unveiled", Vol. I. H. P. Blavatsky.

2. Will Durant : "The Story of Philosophy".

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

illustrated in the MYSTERIES..."[1] And these 'mysteries' were not meant to be given away to any Paul Pry for the asking. The reason is not far to seek. Plato lived at a time of social disbalance in Greece. The democrats in power were determined to crush the hostile forces that had been awakened by the tragic end of Socrates. The leaders were not tolerant of new ideas that were being bandied about by young men intoxicated with dialectic. The aristocratic Plato, an ardent pupil of Socrates, had therefore, to choose to teach in the 'mysteries'. Augustine explains the motives for veiling the interior sense: "The accusations of atheism, the introducing of foreign deities, and corrupting the Athenian youth, which were made against Socrates, afforded ample justification for Plato to conceal the arcana preaching of his doctrines".[2] Plato himself says: "You say that in my former discourse I have not sufficiently explained to you the nature of the *First*. *I purposely spoke enigmatically*, that in case the tablet should have happened with any accident, either by land or sea, a person, *without some previous knolwedge of the subject, might not be able to understand its contents*."[3] It is for this reason that Platonism remains to us still a deceptively obscure problem.

Plato, during a greater part of his life of eighty years, has taught and written extensively. A part of his teachings, at any rate, reflects a philosophy that Madame Blavatsky is justified in calling "the spiritualism of the Vedic philosophers." Modern writers on Plato seem to have made no attempt to investigate this possibility. Hence those who have tried to

1. "Isis Unveiled."
2. "Isis Unveiled".
3. Gory: "Ancient Fragments", quoted by Blavatsky.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

interpret him without reference to this Indian key-note, have been set a problem that, instead of solving, they have passed on to the readers to solve. The Encyclopædia Britannica recognizes this difficulty in its summarisation of Plato's metaphysical theory[1] :

"Since Plato refused to write any formal exposition of his metaphysic, our knowledge of its final shape has to be derived from the (statements of Aristotle, which are confirmed by scanty remains of the) earliest Platonists preserved in the Neo Platonist commentaries on Aristotle. These statement can, unfortunately, only be interpreted conjecturally. According to Aristotle (Metaphysics, A 987, b 18–25) Plato's doctrine of Forms was, in its general character, not very different from Pythagoreanism, the Forms being actually called Numbers. The two points on which Aristotle regards Plato as disagreeing with the Pythagoreans are that (1) whereas the Pythagoreans said that numbers have as their constituents, the unlimited and the limit, Plato taught that the forms have as constituents 'the One' and the 'great-and-small'; (2) the Pythagoreans had said that things are numbers, but Plato intercalated between his Forms (or Numbers) and sensible things an intermediate class of 'mathematicals.' It is curious, that in connection with the former difference Aristotle dwells mainly on the substitution of the 'duality of the great-and-small' for the 'unlimited', not on the much more significant point that the 'One', which the Pythagoreans regarded as the simplest complex of unlimited and limit, is treated by Plato as itself the element of limit. He further adds that the 'great-and-small' is, in his own technical terminology, the 'matter', the One, the formal constituent, in a Number.

1, Encyclopædia Britannica, Fourteenth Edition.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"We have then to interpret, if we can, two main statements : (1) the statement that the Forms are Numbers ; (2) the statement that the constituents of a Number are the 'great-and small' and 'the One'."

Now, no one seems to have explained what these terms signify...the "One" and the "great-and-small." All attempts to understand Plato will prove feckless as long as we do not know what the terms really mean. We already know that Plato taught "in a language intelligible only to the initiated." And the initiated alone can interpret him. We have, therefore, to turn for our guidance to the "Vedic philosophers," who, as Blavatsky says, had inspired Plato's doctrines. One who has had a little acquaintance with Indian philosophy, could with a little discernment, find that Plato's metaphysics is, essentially, an exposition of the Sankhya system, touched up, when occasion required by his own details. Let us, therefore, at the outset, penetrate the enigma that settles over his terms. The "great-and-small", we can see, is Plato's designation for *Prakriti* of the Sankhyas. The "great" is simply a literal translation of *Pradhan*, another name for *Prakriti*, and "small" refers to the infinitesimals, called *gunas*, inherent in *Prakriti*. *Prakriti*, the "great-and-small", is, of course, unlimited. 'The manifested world is traced in the Sankhya to an unmanifested ground, *Prakriti*, which is conceived as formless and undifferentiated, limitless and ubiquitous, indestructible and undecaying, ungrounded and uncontrolled, without beginning and without end. But the unity of *Prakriti* is a mere abstraction ; it is in reality an undifferentiated manifold, an indeterminate continuum of infinitesimal Reals.[1]

1. Dr. B. N. Seal.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

These Reals are called *gunas*, forming a trinity — *sattwa*, *rajas*, and *tamas*, i. e., essence, energy, and intertia (mass). They are not independent entities, but are independent moments or inseparable constituents in every substantive existence. *Prakriti* has therefore, the significant adjunct, triune. *Prakriti* is "great" (*Pradhan*), and is small at the same time, since it is constituted of infinitesimal Reals, *gunas*. It is the primordial undifferentiated manifold, consisting of the "small". These are unlimited, and so is *Prakriti*. This unlimitedness of *Prakriti* can only be brought into limitation, into form, by the *Purusha*, the Absolute ONE. *Prakriti* is the material stuff, *tamas*, "characterised by mass or inertia," in a real sense; it is this matter, out of which finite existence is moulded under the influence of the *Purūsha*, energized by *rajas* and intuited to consciousness by *sattwa*, in inseparable combination. "The starting point in the cosmic history is a condition of equilibrium or epuipoise consisting in a uniform diffusion of the Reals."[1] "The transcendental (non-mechanical) influence of the *Purūsha* (the Absolute) puts an end to this arrest, and initiates the process of creation. Evolution begins with the disturbance of the original equilibrium."[2] We can, therefore see that the "One", the *Purūsha*, is the "element of limit," that is, the limiting formal cause, in a Number. It can, therefore, be regarded as one of the two constituents in it. Hence, Plato could justly enunciate, on the authority of the Sankhya, in his own enigmatic language, that the Forms have as constituents, "the One, and the great-and-small." And Aristotle's interpretation is not wrong when he says that "the great-and-small" (*Prakriti*) is, in his own technical

1. & 2. *Ibid.*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

terminology, the "matter"; the "One" (*Purūsha*), the formal constituent, in a Number. Thus, we may now convincingly define that "a number is something which arises from the determination of a determinable, (the great-and-small), by the One."[1]

For a better understanding of the reasoning involved in this discussion, let us for a while look back to the Sankhya system, in so far as we are concerned in our examination of the points at issue.

The evolution of the world, according to the Sankhya school, begins in the acosmic sphere of *Prakriti*, which is the primordial source and supra-sensible material of all phenomenal existence. Under the transcendental influence of the P*urūsha*, this infinite acosmic substance begins to be energized topographically in an unknown way towards limitation. As a result, what we have as the first formative element, is the supra-sensible *akāsa*, that is, a subtle space-substance beyond the ken of our phenomenal conscious effort. This is the original *akāśa* on top of the evolution series. It is technically designated *Mahat*, literally, Great One (not the Absolute One). Then, one by one five *tanmātras*, evolved in the process, are integrated in it stage by stage, and at each stage a new product arises, to be finished off with the end-product, which is known as *kshiti*, that is, matter of the physicists. The five *tanmātras* remain integrated in the end-product, an undifferentiated quinary mass, out of which, by differentiation, the objective world of things later evolves. It is evident that the *tanmātras* are constituents of matter as well as of sensible things, but in different ratios. After the emergence of the supra-cosmic *akāśa*, which is non-

1. **"Plato : The Man and His Work", A. E. Taylo .**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

atomic, we have the cosmic *akāśa*,[1] which is atomic.[2] The first *akāśa* is *Mahat*; the second is the cosmic *akāśa* of our cognizance.

Now, what is *Mahat*?

It is, as we know, *akāśa* in its higher aspect, a kind of nonphysical ether[3], illuminated with consciousness, also designated Overmind Consciousness or Supra-cosmic Being, as distinct from *Purusha*, the Absolute. This conscious principle is Plato's Idea or Form, the Archetype. It is, in reality, the supra-sensible form-stuff, the mass-idea, as it were, the matrix, capable of giving birth to an infinite series of 'ideas.' The form-stuff, however, has to evolve throug different stages, to be objects of our sense perception. At each stage, a matter-constituent, called *tanmātra*, is incorporated with it till the final product results. These participating *tanmātras* are Plato's "mathematicals," since they exist in different mathematical proportions in each and every object. The first product of *Prakriti* (and *Purūsha*), according to the Sankhya school, is *Mahat*; or Form according to Plato; the last is *kshiti*, matter of the physicists, or the world of sensible things. Between them, between "Forms" and "sensible things", are intercalated the *tanmātras*, which are Plato's intermediate class of "mathematicals."

---

1. *Akāśa* has two aspects, original and derivative. Vijnana Bhikshu quoted by Dr. B. N. Seal.
2. Atomic *akāśa* should not be confused with "infinitesimal Reals", *gunas*, which are subtler entities present in *Prakriti*, and consequently in *tanmātras* too, imperceptibly.
3. Cf. Plato's ether : "The ether is the mother and reservoir of visible creation......an invisible and formless *eidos*, most difficult of comprehension and partaking somehow of the nature of mind."

Gr. *Eidos* = form.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

We can see, with a little analysis, that Plato's doctrine of Forms is not very much different from Pythagoreanism. Pythagoras too, as is explicit, was substantially indebted to the Sankhya system. The manifest difference that Aristotle regards as disagreements between Plato and the Pythagoreans, seems to be due, in the main, to lack of explanation of the terms used by either. The two sets of terms cannot be equated against each other, on their face value. Let us try to resolve this terminological difference.

(1) The Pythagoreans said that "numbers have as their constituents, the unlimited and the limit", refer respectively to the *Prakriti* and the *Purūsha* of the Sankhyas, since *Prakriti* is the unlimited ground and *Purusha* is the limiting cause, to which the origin of the world is traced in the Sankhya cosmogony. Thus, the "unlimited and limit" of the Pythagoreans are equivalent to the "great-and-small" and "the One" of Plato, respectively. Their first product (i. e., the first product of *Prakriti* and *Purūsha*), according to the Pythagoreans, is "One", the "simplest complex of unlimited and limit." This "One" of the Pythagoreans, therefore, represents Mahat, literally the Great One. Hence, it is evident that the Great One of the Pythagoreans is equivalant to Plato's Form or Idea, the Archetype. We cannot mix up this Great One, *Mahat*, of the Pythagoreans, with "the One" of Plato, which is the Absolute ONE, *Purūsha*. Hence, Aristotle was right in substituting the "duality of the great-and-small" for the "unlimited", and not the Absolute ONE for the Great One.

(2) Forms, according to Aristotle's exposition of Plato, are called Numbers, whereas the Pythagoreans "had said

4

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

that things are numbers."[1] These two terms, Forms, and Numbers, we know, are of Pythagorean origin, although both philosophers had drawn, for their main guidance, on the Sankhya cosmogony. The Pythagoreans regarded Form or Number as "the ultimate principle of things," and this primal stuff is *Mahat*, the Great One on top of the cosmic series on the material plane. When the Pythagoreans say, therefore, that things are numbers, they do not contradict Plato; they simply leave out the description of *tanmātras*, the "mathematicals" of Plato, that are responsible for converting the primal stuff into things, just as we do not always refer to electrons and protons when we define matter as consisting of atoms.

Plato's indebtedness to Indian philosophy is profound. None can deny that his doctrine reveals a remarkable grasp of the Indian systems. Should we say that all this concordance happened by accident ? One needs to have an explanation. Madame Blavatsky's excerpt cited in this connection, is a clue. It is not only her exceptional mystic intuition that spot-lights Indian influence in Hellenic writers. Numerous Oriental scholars bear her out. For example, Colebrooke, Royle, Pococke, Hoernle, Wise, Jolly, Enfield, Garrison, Sir William Jones, Rawlinson, etc. Some of them, e.g., Pococke, go even to the length of saying that Greek civilization, not excepting her language, is a local variation of Indian culture taken to Greece by early colonists from India. Princep is recorded to have observed that "the oldest Greek was nothing more than Sanskrit turned topsy-turvy."

1. Cf: "In the Sankhya doctrine, the atomic structure is ordinarily accepted."—Dr. B.N.Seal. [The supra-cosmic *akāśa*, however, is not atomic, but is constituted of "infinitesimal Reals" derived from Prakriti.]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Wise, In his review of the "Commentary on the Hindu System of Medicine, "writes in the *Lancet*: "None but those who are acquainted with the language of the East, can form any idea of the East, can form any idea of the surprising knowledge of this ancient people, anterior to that of the Greeks or Egyptians. Their geometry, arithmetic and astronomy surpassed that of Ptolemy; their music, that of Pythagoras; their mechanics, that of Archimedes; their theology, that of Plato; and their logic, that of Aristotle."

Enfeld points out that "India was visited by Pythagoras, Anaxardes, Pyrrho, and others who afterwards became eminent philosophers in Greece."

It was an astounding discovery to Taylor that 'Hindoosthan' possessed" a philosophy, compared with which, in points of age, the lessons of Pythagoras are but of yesterday, and in point of daring speculation, Plato's boldest efforts were tame and commonplace.'

Sir William Jones is at one with Blavatsky to think that "it is impossible to read the Vedanta or the many fine compositions in illustration of it, without believing that Pythagoras and Plato derived their sublime theories from the same fountain with the Indian Sages."

Prof. Radhakrishnan observes that "in the mystic cults of Pythagoras and Plato we have a different conception which is admited by students of Greek literature to be un-Hellenic in character. What is the origin of this un-Greek mystical tradition which cuts across the main rationalistic spirit of Greek thought? Tradition and expert knowledge of today agree that we discover in it the influence of India".

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Prof. Macdonell is forthright in drawing out the inevitable conclusion: "Turning to philosophical literature, we find that the early Greek and Indian philosophers have many points in common. Some of the leading doctrines of the Eclectics, that God and the universe are one, that everything existing in multiplicity has a reality, that thinking and being are identical, are all to be found in the philosophy of the Upanishads and the Vedanta system, which is its outcome. Again, the doctrine of Empedocles, that nothing can arise which has not existed before, and that nothing existing can be annihilated, has its exact parallel in the characteristic doctrine of the Sankhya system about the eternity and indestructibility of matter. According to Greek tradition, Thales, Empedocles, Anaxagoras, Democritus, and others undertook journeys to Oriental countries in order to study philosophy. Hence there is at least the historical possibility of the Greeks having been influenced by Indian thought through Persia."

"Whatever may be the truth in the cases just mentioned, the dependence of Pythagoras on Indian philosophy and science certainly seems to have a high degree of probability. Almost all the doctrines ascribed to him, religious, philosophical, mathematical, were known in India in the sixth century B. C. The coincidences are so numerous that cumulative force becomes considerable. The transmigration theory, the assumption of five elements, the Pythagorean theory in geometry, the prohibition as to eating beans, the religio-philosophical character of the Pythagorean fraternity, and the mystical speculation of the Pythagorean school, all have their close parallels in ancient India. The doctrine of metempsychosis in the case of Pythagoras appears without any connection or explanatory background, and was regarded

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

by the Greeks as of foreign origin. He could not have derived it from Egypt, as it was not known to the ancient Egyptians. Inspite, however, of the later tradition, it seems impossible that Pythagoras should have made his way to India at so early a date, but he could quite well have met Indians in Persia.[1]

It seems surprising that prof. Macdonell does not notice any very great Indian influence on Plato as he does in the case of Pythagoras. Yet, Plato alone, of all the ancient philosophers in Greece, seems to have imbibed India's profound wisdom, at a time and to an extent, nearly incredible to us of today. And this could perhaps be only if he had drunk at the source, sitting at the feet of the Indian Sages. In ancient India, Vedic learning was to be acquired from the lips of the *guru*. The sacred wisdom was not a thing of commerce to be bought at a price. Only a distorted version could be learned from secondary sources, just as non-Christians could self-teach the Bible in an un-Christian way. We see no reason why we should not believe that Plato found his way to India. Macdonell, however, points out that "the Neo-Platonist philosophy may have been influenced by the Sankhya system." It is hardly any reason to suppose that Plato's followers would go out of their way to the Sankhyas, if Plato himself had nothing to do with them. They could as well have turned to Confucianism.

The distance, both in time and space, stands in the way of Macdonell's belief as to the possibility of so long a journey having been undertaken by Pythagoras. We forget that those were the days of foot-slogging over long distances.

1. "A History of Sanskrit Literature", Prof. Arthur A. Macdonell, M. A. Ph. D.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

And it was only 21 years after Plato's death that Alexander's army of 120,000 infantry and 30,000 cavalry crossed the borders of India in 326 B. C. Plato was famous for his athletic built; and keen as an army man, he certainly could, for his love of wisdom and philosophy, have embarked on such a journey, and his extensive travels are a thing to reckon with. Authorities are not certain as to where he went. Neverthless, tradition has it that his travels took him, among other places, to Egypt, Sicily, Italy, Judea, and India. "Twelve years he wandered, imbibing wisdom from every source, sitting at every shrine, testing every creed. Some would have it that he went to Judea and was moulded for a while by the tradition of the almost socialistic prophets; and even that he found his way to the banks of the Ganges, and learned the mystic meditations of the Hindus."[1]

---

1. Will Durant : "The Story of Philosophy."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Religion in the New Age

MARK HALPERN

We have come to the challenging hour in the history of the human race when we can no longer accept values in social life or any religious beliefs merely because they have been adhered to for centuries. Nor is it well for us impulsively to embrace new values and beliefs merely because they happen to be new. Only if they are found to be, after thoughtful and deliberate examination, vitally alive with the dynamic power of spiritual significance, should they be given our whole-hearted and serious consideration.

However, if the values and beliefs are crystallized with separative materialistic concepts, being as completely devoid of radiant life as are white sepulchpes, they should be ignored. Thus, only through lack of attention, they will disintegrate and finally disappear as obstacles to human beings on the path of spiritual progress, without which all other kinds of progress are nothing but empty ironic mockeries beguiling man from the true path of his high destiny.

Regardless of how we may try to theorize intellectually to the contrary, it is for spiritual progress alone that we are here on this earth. For here it is that the raw resistance of the pairs of opposites affords us the opportunities we need for strengthening our characters and deepening our insight, in order to rise above all our mortal weaknesses and erroneous concepts to the high attainment of full Enlightenment.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

We take nothing with us when we depart from this hectic scene of human existence except whatever degree of the distilled essence of all the experiences we have garnered here in the pathetically brief moment of mortal life. This essence in turn, is assimilated by our True Eternal Center as Dynamic Wisdom to be fused with the Pristine Purity and Blissfull Awareness of its godly heritage as an eternal focal point of Undying Divine Energy.

Therefore, it should be evident that just one fleeting little lifetime, which is abruptly cut even shorter in many instances in youth or childhood or in infancy, is far from being adequate to supply the necessary comprehensive teachings and great variety of numerous testing experiences required for bringing about Conscious Wakefulness of Unconditioned Being and Oneness with the Absolute. And so there are repeated returns or re-incarnations in this School of Life here on earth. Now it so happens that Re-incarnation, together with Karma or the Universal Law of Cause and Effect, has been taught for milleniums in the East. Are we on that account, simply because of its great antiquity, to judge it as being a crystallzed belief and one that is not suited to these modern times ? Will religion in this dawning New Age, cast it aside as being the worthless outworn rags of benighted thinking ?

Far from it ! Reincarnation, together with the Law of Cause and Effect, will be a salient feature of the New-Age Religion on account of its unfailing powerful encouragement of Hope and Self-Reliance. When one realizes at the close of life, regardless of all the misfortunes that may have been inflicted on self and others because of errors or ignorance, that there will be opportunities to make amends by growing

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

in compassionate understanding and wisdom through learning in other days to come in the School of Life the lessons that must be learned, there is sure to be hope instead of despair. Likewise, when one realizes that all that man suffers or rejoices in, all his misery as well as all his happiness, his noble qualities as well as his ignoble, are caused and developed by **himself** alone, he will then learn to rely on **himself** and go on to become a liberated Light in the world and a blessing to all humanity.

True, in the Absolute, beyond the relative aspect of man as an apparently separated being, man does not **really** incarnate here on earth in a physical vesture. He abides constantly in the Eternal Oneness of all Life. It is only an exceedingly minute degree of his consciousness that is seemingly projected into the lower and denser world of the pairs of opposites.

If it be asked why Reincarnation and the Law of Karma or Cause and Effect be an important part of the New-Age Religion, we should also ask ourselves why should there be religion at all ? Surely religion, as it is popularly regarded in its formal, organized and sectarian sense, has not a great deal to be proud of in its bloody record throughout the centuries. After so many centuries of various kinds of religions—bearing in mind that religion, if it is to be true to its name, should above all minister to the peace of the world and the human heart, teaching and **practicing** goodwill to one's fellowmen and loving gratitude to God for life and the opportunity so to live as to glorify God—after thousands of years of the various organized religions, what did we have to show for religious teachings in the first half of this modern "enlightened and civilized" century ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Two global wars, with their inhuman internecine mass destructions of nations and races; with such bestial horrors in concentration and prison camps as are best left undescribed—if, indeed, it were possible that their monstrous demoniac atrocities could be adequately and graphically described within the limitations of human language.

Moreover, what are we to say regarding progress in Universal Brotherhood, with peace and goodwill among men, when we think of religious leaders in the different nations that were engaged in those two World Wars, praying with their followers that God, **the One father of all**, grant their **own** particular nations victory in the coming battles; a victory that would entail the additional slaughter of great numbers of their own brothers of the One Human Family! And, the very extreme of human hypocrisy, continuing to pray for such victories notwithstanding the fact that one of the Ten Commandements explicitly states, without the slightest equivocation, "THOU SHALT NOT KILL!"

What are we to say regarding all the massacres, tortures, burnings, inquisitions, pillagings and persecution perpetrated in the past in the holy name of religion!

These are rhetorical questions, so we use the exclamation point realizing that it would be difficult for any human being who feels a Oneness with all life, to find suitable words for comment on such unbelievable inhuman behavior displayed by man, who contains the spark of divinity within himself.

However, if words must be used, there is only one word to explain it all: IGNORANCE!

No man or group of men, no people, nation or race, can be said to be willfully and malevolently cruel or evil.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Human beings are all motivated and act from whatever degree of enlightenment they may happen to possess at the time or from a lack of it. Each feels that what he wants or does—or what he advocates or supports—is what is best and will give him the most happiness.

But there is quite a difference between what an enlightened person deems best and what a benighted one so considers. No enlightened individual has any thought of separativeness. Accordingly, he wants only what is good, uplifting, harmonious, true, peaceful, edifying and beneficial for all. And this enlightened understanding can be known only after the necessary expansion of consciousness and a deepening of spiritual insight gained in learning the lessons provided by the testing experiences encountered in repeated lives here on earth. Notwithstanding the fact that the illumined Awakening into the wondrous Awareness of the Unconditioned Absolute is in itself intantaneous; nevertheless, prior to the moment of awakening from the delirious nightmarish dream of mortal existence, there has been, whether consciously realized or not, an extensive background of many lives of preparation for that most significant Occurrence in human experience when the dualistic subject-object relationship is finally and irrevocably transcended. Obviously so vast a background must outweigh considerably the present momentary flash of earthly life in accounting for the qualities and potentialities of individual character. But Occidental thought lightly dismisses all this, while it attempts in devious superficial ways to explain the anomaly of genius and the extremely marked divergencies in the characters of individuals who are the offspring of identical parents and ancestors, and have been reared in the same environment, educated in the

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

same schools and received the same impartial love of an understanding mother and father.

This brings us to the Religion of the New Age. The formalized and organized religions of dogma and crystallized creedal concepts have played their part on the stage of human existence. They deserve due credit for whatever good they have done. It cannot be denied that they brought comfort to many and endeavored to raise the consciousness of the masses from the grossest of merely physical and materialistic preoccupations, to an inadequate but temporarily satisfying concept of a heaven of future rewards for an earthly life of misery and the good deeds accomplished therein. But the Religion of the New Age affirms that the only heaven and hell, taken in their real sense, exist nowhere but in one's individual consciousness; and that man must not expect rewards for any good he does—the doing of good, without any attachment or personal desire, is its own highest reward. For the Religion of the New Age is not merely another aspect of prevalent earthly bargaining and shopkeeping. It is the very spirit of Life itself......

And so with all the other crystallized and creedalized concepts of sectarian religions. They are to go ! For they are powerless to deal with and offset the unrestrained accelerated advance of our smugly self-sufficient modern science, which is now dangerously ahead of the spiritual progress of the human race as a whole. The progeny of man's intellectual brilliance, the hydrogen bombs and space rockets is not the answer to man's real problems. Man is here on this earth for nought else but his Spiritual Enlightenment. When he once awakens into the Constant Awareness of his Unconditioned Being in the Absolute, he has no further need for

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

schooling on Earth; and thus, he is no longer subject to Reincarnation and the Law of Cause and Effect.

Therefore, the aim and purpose of the Religion of the New Age is to bring Enlightenment to increasing numbers of human beings. It is the Illumined Essence of Life itself, without dogma and without creeds, teaching the Truth of Universal Oneness; and that each person is the High Priest at the altar of his own heart, in the Holy Temple of his True Eternal Unconditioned Being in the Absolute......

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Replies to Questions from our Readers

(1) *Question* : God is described and defined as 'Sat Chit Ananda', Truth, Consciousness and Bliss solidified–plus 'Shakti'—Power or Energy. It may please be described in its said three fundamental aspects with its implications for the understanding of a layman reader.

Reply : The Essence of the Supreme Divinity cannot really be expressed in terms of human thought and language. The nearest approach to such an expression is what we find in the Upanishadic literature e. g. *Sat*–Being, *Chit*–Consciousness and *Ananda*–Bliss or Fulness. It is possessed of an Infinite Power—Power which is one with Its Essence. It is the Power which marks Its Playful Nature (*Līlā*) of Self-Delight, consisting in Self-Concealment from and in Self-Revelation to Its own Self. It represents the basic Unity of the Static and the Dyanamic by virtue of which the Undifferentiated One eternally reveals Itself as the *Many* and *Many* holds within Itself the One—not a shadow of the One, but verily the One Itself. As Transcendental it is always beyond expression and yet, as Immanent it is always the same One in every form of its multiple expression. It is self-contained as *Akṣara* (Immutable) and yet it burts forth as *Kṣara* (Mutable) : in fact it is the synthesis, so to speak, of the two contradictory aspects—being at the same time aspectless and beyond all relations in Its absolute fundamental Integrity.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(2) *Question* : When God is some eternal abstract entity, how do prayers and meditations of the common man reach Him, attracting His attention and relief given by Him ?

Reply : There is only One. He is transcendent as well as immanent. The Supreme Reality is unthinkable, indescribable, formless, attributeless. Yet at the same time the One is also with name and form. He pervades everything, there is nothing outside of Him. He resides in the heart of every man. Whatever happens, happens within His all-embracing consciousness. Therefore prayers and meditatians call forth their due response.

* * *

(3) *Question* : When God has been described as abstract reality, how is it that prayers are offered and accepted before stone idols, deities, particularly when even offered before stone lingams or phallus ? What is the special significance of offering prayers before stone Lingams ?

Reply : There are two schools of thought. Those who describe God as abstract reality do not offer prayers before stone idols, deities, etc. Their approach is by rejecting one thing after another as unreal, by stilling the activities of the senses and the mind.

The other school of thought worships God as the Creator, Preserver, Destroyer of the universe. It holds that He can be reached by the worship of any of His Divine aspects. Prayers are not offered to the images or idols, but to the particular Divine Powers of which they are representations or symbols. The ritual called "*Prāṇa Pratishtha*" (instilling of life) forms the most important part of the consecration

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

of an image or idol. By this ritual a living connection is established between the image and the Power it represents. The image thereby is transformed into a "*vigraha*", that is a living focus radiating blessing and responding to worship.

Although the two lines of approach are entirely different, yet they ultimately lead to the same Goal, since the ONE who can be described as abstract reality is also the ONE who plays His eternal Play of creating, preserving and destroying universe after universe.

What is generally known as Siva Linga made of stone or any other substance, is in reality a symbolic representation of the combination of the two creative principles in nature, namely *Linga* and *Yoni*, *Puruṣa* and *Prākriti* or *Siva* and *Sakti*. These symbolize the positive and negative poles of creative activity, popularly conceived as Father and Mother of the universe. *Siva Linga* stands for the father and *Yoni Pitha* in which the Linga is imbedded, the mother side. Esoterically the *Pitha* or *Yoni* as such symbolizes the reflecting medium and the *Linga* reflected therein stands for the Light Divine or the Supreme *Jyoti*. It is out of the *Jyoti* that the entire creation proceeds. Beyond this Light or Linga is the Darkness of the Eternal Abyss—the Great Unmanifest.

* * *

(4) *Question* : What exactly is the significance of realization of self, its stages of progress and the practical commandments for a worldly person ?

Reply ; Every man and woman wants to be happy. Yet, what actually is human life ? Short spells of happiness and enjoyment that are constantly disturbed by troubles and sorrows of every kind; fear, anxiety, sickness, death, bereave-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ment, fight, struggle, poverty, wars, famines, etc, etc. So long as man identifies himself with his mind and body and thinks of himself as an individual, apart from all other individuals and from God, he is the helpless toy of all these miseries.

In actual fact, there is only ONE. Man, like all other creatures is contained in that ONE, pervaded by Him. His true Self is divine, beyond body and mind. When he realizes his Self, which is *Satchidananda—Being* that is the root of existence, *Consciousness* that embraces and knows all, *Bliss* that is beyond the opposites of happiness and pain, he is then able to watch the suffering of the body as a spectator, without being affected by it. Realizing himself as the One who resides in all, he does not act as an individual and therefore creates no karma. He is thus liberated from the wheel of birth and death to which the individual is chained. For him there are no others, he looks on all beings as manifestations of the ONE. Consequently he knows no fear, no jealousy, no preference. He loves the criminal as much as the saint, is happy and at peace under all circumstances, desires nothing. All joy is his joy, all sorrow his own. It is a state that can neither be described in any language nor grasped by the mind. To realize the Self means to realize God and to realize God means to realize the Self.

We are told that of all creatures only the human being alone has been endowed with the capacity to know himself as what he really IS. It is therefore his duty and his calling to use this great privilege to the full. Life that has hitherto seemed senseless becomes full of meaning as soon as man aspires to his true Goal.

The first requirement is discrimination between what

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

is real and what is comparatively unreal. Thereby the desire to pursue what is real will be awakened and at the same time the taste for worldly enjoyments and pursuits grow fainter and fainter. One will find no more pleasure in the things and the company that used to give one delight, and seek association with the holy and wise and with their followers. Instead of light literature, books of wisdom will become attractive; rather then going to cinemas and parties one will find interest in religious gatherings and talks on philosophy. One's attitude to one's fellow-beings has to undergo a change, one should try to look on them as fellow-pilgrims on the way to the supreme Goal of human existence.

In order to make headway on the path, a competent guide is necessary, As soon as the disciple is ready, the *Sadguru* will be found. Once man has satisfied himself that he is face to face with his true *Guru*, he must understand that God has come to him in the shape of the *Sadguru*. All that he has to do is to surrender himself to Him and carry out implicitly all his instructions and orders.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Mother Kali

SAROJ

Thou art Kali,
Gauri Thou art !
Thou art Śiva,
Śakti Thou art !

Thou art Love,
Fear Thou art !
Thou are Pity,
Tears Thou art !

Thou art man,
Woman Thou art !
Thou art lion,
Lotus Thou art !

Thou art body,
Soul Thou art !
Thou art life,
Death Thou art !

Thou art creation,
Destruction Thou art !
Thou art God,
Goddess Thou art !

Thou art mine,
'I' Thou art !
Thou art many,
One Thou art !

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Matri Lila

(September 20th, 1964—January 31st, 1965).

From September 20th to December 16th Mataji remained in Vrindaban, except for two short visits to Delhi (Sept. 22nd—24th and Oct. 21st—27th). Soon after her arrival in Vrindaban on Sept. 24th a new room on the upper floor of Mataji's house was opened with due ceremony, puja and kirtan. Mataji offered the room to Sri Haribabaji, who however was still in Hoshiarpur at that time, arriving in Vrindaban on Oct.11th, the first day of Durga Puja. One of the Sannyasis of our Ashram had gone to Delhi to bring Sri Haribabaji directly to our Ashram. He was taken to his new room by Mataji before proceeding to the hall where Durga Puja was performed in the space between the two temples of Siva and Nitai-Gauranga.

The image of Durga was specially beautiful and alive. The artist from Lucknow had come to Vrindaban in person to give the finishing touches to his creation. For the whole of *Navaratri* (6th—16th Oct.) *Durga Saptah Shati* was recited daily in Gita Bhavan. The attendance during Durga Puja was enormous, many having come not only from Delhi, but from all over North India. Every evening the *Rāma Līlā* was enacted in the open air by a special party. The whole of Sri Rama's life was shown. Thousands flocked to watch those performances that ended with *Aratī* to Durga Ma, succeeded by Sri Haribabaji's daily Kirtan. On *Dasami* day (Oct. 16th) the traditional immersion of the image into the Jamuna took place.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

On Oct. 20th Lakshmi Puja was celebrated and the next day Mataji motored to Delhi, taking with her Sri Muktibaba, an aged Sannyasi of our Ashram who had to undergo an operation. In Delhi Mataji enjoyed comparative quiet, since she had come without previous notice. Before returning to Vrindaban on Oct. 27th, she paid a visit to the patient at Dr. S. K. Sen's Nursing Home. We are happy to state that the Swami has since recovered.

In the spacious Ashram at Vrindaban Mataji used to give *darsana* sometimes in her room, sometimes walking up and down in the open space in front of her house, at other times in the hall. On Nov. 4th *Kali pūjā* was celebrated as usual during Divali night, Mataji remaining present throughout the function. On *Annakūt* day, over a hundred dishes were offered before the *Nārayan Shilā* and then distributed to all.

Now preparations for the 15th *Samyam Mahāvrata* that was observed from November 12th to 18th were carried out vigorously. Like similar functions this Samyam Vrata also had its unique note. Holy Vrindaban was no doubt specially suitable for such an occasion. Moreover, our hall there is large enough to hold 350 *vratis* plus visitors. The participants were housed in tents in the Ashram compound as well as in neighbouring *dharmaśālas*. A good number of prominent Mahatmas and Goswamis accepted invitations to deliver discourses that covered a greater variety of subjects than ever before. Apart from the lectures on Upanishads, Puranas and the significance of *Samyam*, the history of Vrindaban and its temples, Vaisnavism, the Ramāyana were dealt with, Swami Akhandanandaji, Swami Chetan Giri, Swami Sarananandaji were among the Mahatmas

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

who blessed the assembly by their enlightening and stirring talks. Every evening Sri Haribabaji performed his kirtan followed by stories from the lives of bhaktas. Mataji sat in the hall for long hours, mornings, afternoons and evenings, even more than on former occasions. Once or twice she sang. It was an extremely busy and successful week, the rigours and hardships of which were borne with ease and pleasure by one and all. For the last few years already, two or three Westerners had joined into the *vratas* with great zeal and zest. This time the number of foreign participants shot up to 9, not counting visitors who came for a day or two. Besides the *vratis* hailing from U.S.A., France, Germany, Switzerland and Austria, Indians were present who had come from our Embassy in Moscow, others from South India and Ceylon. This *Samyam Vrata* may for the first time be called an international one. Mr. and Mrs. Desjardins had arrived from Paris by car, not only with their seven years old daughter, but also with their son aged barely four months. He is surely the youngest European who has ever had Mataji's *darśana*. Soon after he arrived Mataji said to her tiny friend : "Do you recognize me ?"

After the function Mataji remained in Vrindaban for another month. On the morning of Nov. 25th a Vaisnava sadhu from Ayodhya addressed the audience. On completing a discourse it is the custom to present a speaker with a small basket of fruit and other things. This time also such a basket was kept ready near Didi's seat. Suddenly, just as the speaker related that the monkeys were asked by Sri Ramachandra to return to their homes from Lanka, a huge monkey entered the hall by a side door, leapt across the rows of girls and women who sat in between, and as quick as lightning

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

snatched three bananas from the basket and bolted outside. The speaker was delighted : Hanuman himself had taken his share of the fruit. Mataji remarked : "Usually in the course of Durga Puja, *bhoga* is once offered to Sri Rama. This year this had somehow been omitted. Now Hanuman himself has come to make up for it. He has taken three fruits, one each for Rama, Sita and Lakshman." Everyone thoroughly enjoyed this amusing interlude, wondering at the same time how the monkey could have detected the fruit as it seemed invisible from outside of the hall.

The same afternoon, one of our brahmacharis visited Govindaji's temple and there found that Sri Sitaramdas Omkarnathji had arrived in Vrindaban the same morning with his party and was due to leave for Delhi the next day. On hearing that Mataji was in Vrindaban, the Mahatma at once decided to come to our Ashram. His party sang Kirtan in our hall and Sri Sitaramdas Omkarnathji gave a talk in Bengali. Everyone was deeply moved by the radiant presence of this great saint.

One day a small locket was found just outside of Mataji's house. The opinions were divided as to whether the picture it contained was of Siva or Krishna. Mataji said : "When you find the owner bring him or her to me." The locket belonged to a servant girl named Ganga, aged about 10, who had come with a lady from Agra who was staying at the *Manav Seva Sangha* next door and daily used to come for Mataji's *darśana*. Ganga had been sad and cried because she had not been allowed to accompany her mistress. She was then permitted to go with her to the Ashram, but ordered to remain outside, from where she secretly peeped into the room, eager to catch a glimpse of Mataji. Thus, when

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

taken into Mataji's room, she was naturally beside herself with joy, but felt extremely shy. Mataji talked to her very sweetly, calling her 'friend' and asking her a number of questions. "Have you studied anything ?" Mataji said. Ganga had to reply with : "No," to which Mataji exclaimed laughingly : "Then we are equals, this friend of yours has not studied anything either." Ganga's mistress later remarked that, although she did so much puja and tried her utmost to please Mataji, yet Mataji took no notice of her, while her illiterate servant girl had found favour in Mataji's eyes. Didi explained : "The person who makes preparations for the puja and scrubs the vessels also gets the fruit of the worship."

During Mataji's sojourn in Vrindaban the foundation stone was laid of a temple for Radha–Krishna near the hall. The opening ceremonies of two new houses in the Ashram grounds took place on the 9th and 14th December, the one built by Sri S. Dutt, I. C. S. (Rtd.) Secretary to the President of the Indian Republic, the other by the Maharani Satyaprem Kumari of Mysore. The latter contains a shrine dedicated to Sri Rama and is called "Rama Mandir."

One day Mataji visited the camp of Sri Prabhudatt Brahmachariji on the opposite bank of the Jamuna, where a mass gathering with Kirtan and religious discourses will continue for two months in spring. From December 7th to 15th a *Bhagavata Saptah* was held. The Saptah was followed by *Nama Yajña* performed by our Delhi Kirtan party. Mataji took active part in it and was in an ecstatic mood such as we had not observed in her for many years.

On December 17th Mataji alighted in Varanasi. She

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

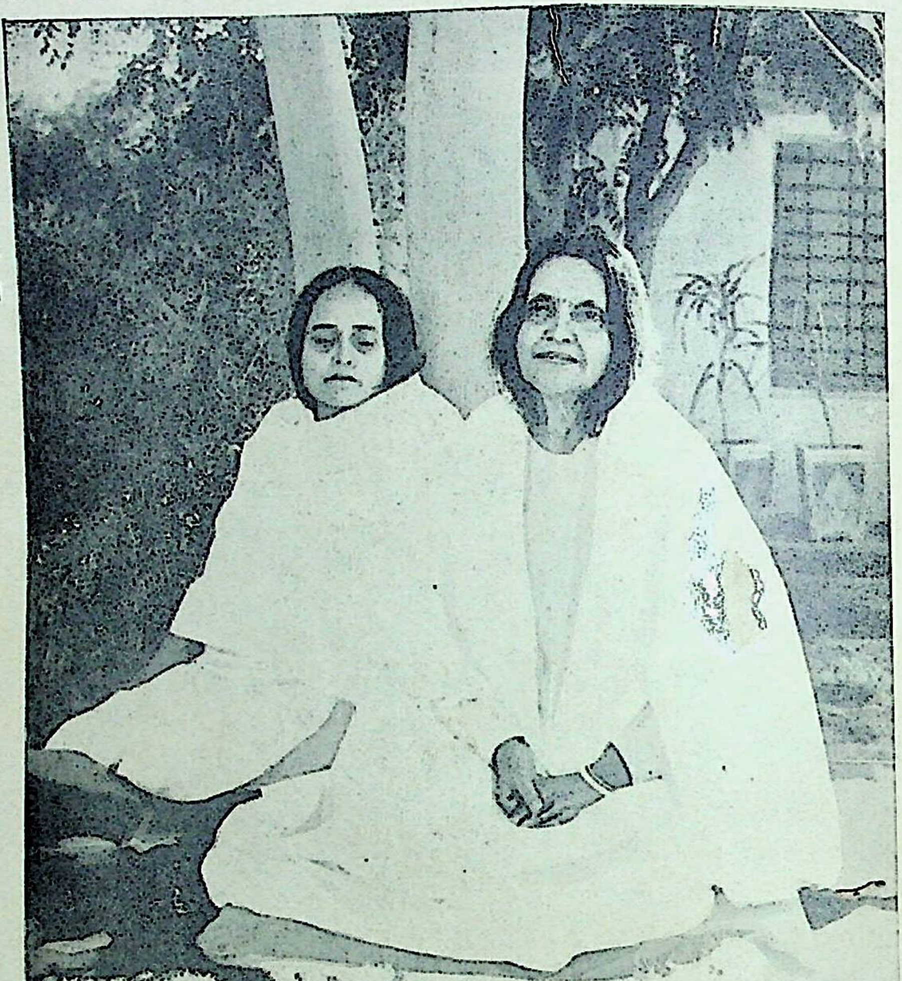

Late Juthika Guha (Buni) with Mataji at the Vrindaban Ashram.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

had been expected to remain there for three days only. However, to the delight of the devotees of Varanasi, Mataji prolonged her stay up to Jaunary 31st, when she left for a small place in Bengal, called Giridanga, where a Siva temple is to be consecrated in her presence in the grounds of "Niramoy," the famous T.B. Sanatorium.

After a *Yajña* on December 18th, which marked the completion of 24 lakhs of *Gāyatrī* japa, performed by one of our Brahmacharis for the last two years, a quiet time followed. Mataji gave *darśana* twice daily, usually on one of the Ashram roofs that command inspiring views over the Ganges. At times Mataji would look remote, her winkless eyes gazing through everything, at—who can tell what? A hushed silence would then envelop the whole of the congregation, until Mataji would suddenly get up, smiling at everyone, distributing garlands and walking back to her room, seemingly her normal self again.

On January 14th, Sankranti was celebrated by Kirtan and a feast given to all present. That morning the foundation stone was laid of the charitable hospital which the Anandamayee Sangha intends to build on a plot acquired for this purpose near the Ashram. The next day two new halls, one of them underground, were inaugurated with due ceremony, *havan*, Kirtan and the recitation of the Durga Saptah Shati. Mataji remained present practically the whole day.

On January 18th Mataji motored to Allahabad, where she stayed for 3 nights at the Ashram of late Sri Gopal Thakur.

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

It is with deep regret that we report about the passing away of two very prominent devotees of many years standing, namely Srimati B.L. Jaspal, named 'Maharattan' by Ma, on October 16th in a Delhi hospital and Kumari Juthika Guha, known as 'Buni', on November 27th in Vrindaban Ashram itself. Both of them were unique in their profound love and veneration for Mataji.

Maharattan met Mataji in 1934 in Dehradun and felt at once irresistibly drawn to her. She was one of the first Punjabis that made contact with Ma and subsequently took initiation from Bhaiji. Although the mother of several children she managed to go to Mataji at all times, no matter where Ma was. Soon she lost all her attachment to her family who also became devoted to Ma. Her one aim in life was to spend every moment in Ma's blissful and uplifting presence. After the death of her husband she travelled almost constantly with Mataji. In spite of her ailing body, she never tired of sitting near Mataji and gazing at her in adoration, her hands ever busy wlth her *japa mālā* (rosary). During the last few years, however, her failing health would prevent her from seeing Mataji except rarely. When Mataji visited Delhi in September, she expressed the desire to be in Vrindaban for the Durga Puja. In between she had to undergo an operation. Mataji sent one of her daughters who is a Brahmacharini of our Ashram to attend to her sick mother. "Bring her here!" said Mataji. But the patient's condition deteriorated and only after she passed away on Vijaya Dasami day at the age of 67, her lifeless body was taken to Vrindaban by her children. Mataji passed her hands over the body from head to foot, calling loudly three times. "Maharattan, Maharattan!" before it was taken to the banks of the Jamuna to be given over to the flames.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Buni was one of the foremost Brahmacharinis of our Ashram, well-known and loved by all. Already in her childhood she had been taken for Mataji's *darśana* by her grandparents who lived in Dacca. Later, when Mataji travelled to Calcutta, Buni's whole family became greatly devoted to Mataji. At the age of 17 or 18, about 28 or 29 years ago, Buni left her home to give her life to Mataji's service. Urged by an irresistible inner call she left her parents, decided to abjure all that the world holds good and fine and surrender herself at Mataji's feet.

In spite of her physical condition she succeeded in serving not only Mataji, but all who came to the Ashram. She was gifted with rare initiative and capacity for organization. Her departure has left a permanent gap in the Ashram and in the hearts of all who are close to Mataji. Everyone has reason to feel grateful to her for some kindness or other.

For the last so many years she suffered from heart trouble and medical science could not explain how she kept alive, since her heart and lungs hardly functioned at all. It can truly be said that she lived solely by Mataji's grace and by her deep love for her. Several times Mataji literally snatched her from the clutches of death.

On November 26th she was suffering acutely. Mataji remained in the patient's room from 5-30—11-30 p. m. Buni, as so often lately, expressed a desire to leave her body that had become a burden to herself and others. Mataji noticed that the *prāna* was tending upwards. The next morning before 10 Buni breathed her last. Mataji was called and sat by the deceased while the whole of the Bhagavad Gita was recited by a group of Ashramites in the adjoining room. This

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

was followed by Kirtan that continued until about 2 p. m. when the procession started for the burning-ghat. The dead body was laid on a bier and completely covered with garlands of fresh flowers. Only the face was visible. It showed a deep calm and peace, not a trace of the suffering she had gone through in the preceding night was left. Group photos were taken of the deceased with Didima, Didi and all the Sannyasis and Brahmacharinis of the Ashram. In Buni's room the reading of the whole Ramayana was started by the Ashramites the next day, followed by a feast given to Brahmins and Kumaris in her honour the day after. Mataji requested the Brahmacharinis to observe silence for three days in Buni's memory and perform all Kirtan and prayers in her room during the following week.

× × ×

Mataji is expected to reach Rajgir on February 5th and remain there over *Sivaratri* (March 1st). A new shrine for Siva is to be consecrated in our Rajgir Ashram on this occasion. For *Holi*, 17th March, Mataji has accepted an invitation to Hoshiarpur by Sri Haribabaji. Didima's *Sannyasa Utsava* is to be celebrated on April 13th in the Varanasi Ashram and Mataji's birthday in the Ranchi Ashram from May 2nd.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

BRANCH-CENTRES

OF

SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA

1. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
   Bhadaini, Varanasi, U.P. (Phone 2791)
2. Shree Shree Ma Anandamayee Kanyapeeth,
   Bhadaini, Varanasi, U. P.
3. Anandamayee Karuna, Bhadaini, Varanasi, U.P.
4. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Vrindaban, U. P.
5. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
   Ashtabhuja Hill, Vindyachal, U. P.
6. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
   Kishenpur, P.O. Rajpur, Dehradun, U.P.
7. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
   Kalyanvan, 176, Rajpur Road, Dehradun, U.P.
8. Shree Shree Ma Anandamayee Sadhan Ashram
   47/A Jakhan, Dehradun, U.P.
9. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
   P. O. Raipur, Dehradun, U. P.
10. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
    P. O. Uttar Kashi, U. P.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

11. Shree Shree Ma Anandamayee Vidyapeeth,
Patal Devi, Almora, U. P.

12. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Chandralok, Kalkaji, New Delhi—19 (Phone 72478)

13. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Agarpara, P. O. Kamarhati,
24–Parganas, W. Bengal,
(Phone—Panihati 328)

14. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Tarapith, P. O. Popra Sahapur,
Birbhum, West Bengal

15. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P. O. Rajgir, Patna, Behar

16. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Main Road, Ranchi, Behar

17. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Swargadwar, Puri, Orissa

18. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Bhimpura, P. O. Chandod, Baroda, Gujarat

19. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Ganesh Khind Road, I. C. S. Colony, Poona–7

20. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P. O. Ramna, Dacca, East Pakistan

21. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Siddheshwari, P. O. Ramna, Dacca, East Pakistan

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ĀNANDA VĀRTĀ

YEARLY INDEX

Vol. XII May 1964—February 1965 No 1, 2, 3, 4

1. Matri Vani 1, 55, 105, 157
2. Pages from my Diary–Gurupriya Devi 3, 57, 108, 159
3. A Life in Zen—Takashi Hirata 12
4. Birthday Celebrations at Almora—Kali Prasad 21
5. The Mother's Call—Prof. Batuk Nath Shastri, M. A. 24
6. Modern Science and Indian Philosophy. Dr. B.L. Atreya M.A. D.Litt. 31, 77
7. Old Diary Leaves—Atmananda 42, 139
8. Matri Lila 46, 149, 200
9. Phonetics of Infinity—D.S. Mahalanobis 65
10. The Goal of Human life—Jainath Kaul, M. Sc. 90, 116
11. Brief Notes 100
12. An Appeal 104
13. Is Life Worth While ?—Mark Halpern 124

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

YEARLY INDEX (Continued)

14. The Name is God—Swami Ramdas 126
15. Space and Time D. S. Mahalanobis 129
16. Viraha Mala—Gauridasi 167
17. A New Light on Plato
D. S. Mahalanobis 174
18. Religion in the New Age—Mark Halpern 187
19. Replies to Questions from our Readers 194
20. Mother Kali—Saroj 199

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ĀNAṆDA VĀRTĀ

YEARLY INDEX

VOl. XII May 1964—February 1965 No 1, 2, 3, 4

1.	মাতৃবাণী	1,	47,	95,	143
2.	ডায়েরীর কয়েক পৃষ্ঠা—গুরুপ্রিয়া দেবী	3,	49,	97,	145
3.	আনন্দম্—শ্রীবিভূপদ কীর্ত্তি ...	11,	55,	122,	162
4.	বেদান্তের কথা—স্বামী নারায়ণানন্দ তীর্থ	12,	78,	115,	—
5.	উনিশে বৈশাখ—শ্রীঅমূল্য... ...	19,	—	—	—
6.	শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ— শ্রীঅমূল্যকুমার দত্ত গুপ্ত, এম, এ, বি, এল	20,	65,	130,	180
7.	কলিকাতায় মাতৃ-জন্মোৎসব—সৎসঙ্গী ...	36,	—	—	—
8.	"আবিরাবী র্ম এধি"—ব্রহ্মচারী নির্ম্মলানন্দ	—	56,	—	—
9.	শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব প্রাঙ্গণে—'শৈব'	—	89,	—	—
10.	মোদীনগরে মাতৃলীলা—সৎসঙ্গী ...	—	90,	108,	—
11.	উৎসব দিনে—শ্রীশৈলেশ ব্রহ্মচারী ...	—	—	107,	—
12.	ছিন্ন দল—ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র দত্ত ...	—	—	123,	170
13.	কাশীধামে দুর্গাপূজা—স্বামী শিবানন্দ গিরি	—	—	—	152
14.	"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টম্"— অধ্যাপক শ্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায়	—	—	—	163
15.	প্রতীক্ষিত—শ্রীশৈলেশ ব্রহ্মচারী ...	—	—	—	169

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সদ্য প্রকাশিত হইল—

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

দ্বাদশ ভাগ

[অক্টোবর, ১৯৫৪—ডিসেম্বর, ১৯৫৫]

লেখিকা ঃ ব্রহ্মচারিণী গুরুপ্রিয়া

শ্রীশ্রীমার দিব্য জীবনের অন্তর্গত কয়েকমাসের ঘটনাবলী লইয়াই এই ভাগের রচনা। বহুবিধ সূক্ষ্ম দর্শনের কথা, নানা অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ, শ্রীমুখ নিঃসৃত অমূল্য উপদেশাবলীর সমষ্টি এবং ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীমার অখণ্ড ভ্রমণ লীলার মধুর কাহিনী এই ভাগে স্থান পাইয়াছে।

পুস্তকের মুদ্রণ, বাঁধাই ও চিত্রাদির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে।

মূল্য—৩.০০

প্রকাশক ঃ—

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী সংঘ, বারাণসী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Registered with the Registrar of Newspapers for India under No. RN 4727/57

SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA
LIST OF PUBLICATIONS

Hindi

Mātri Darshan—"Bhaiji"	2-50
Sad Vāni "	1-00
Sri Sri Ma Anandamayi—Gurupriya Devi :—	
Vol. I to VII	16-50
Ma Anandamayi—Dr. Pannalal	2-50
Ma Anandamayi Upadeshamrita Sangraha	(Out of print)
Akhanda Mahāyajña—Gurupriya Devi	2-50
Kirtan Rasa Swarūpa	6-00
Sankirtan, Stav, Aratī	0-50

Bengali

Mātri Darshan—"Bhaiji"	2-00
Sad Vāni "	1-00
Mātri Vāni	0.75
Sri Sri Ma Anandamayi—Gurupriya Devi :—	
Vol. I–XII	29-00
Ma Anandamayi Upadeshamrita Sangraha	1-50
Akhanda Mahāyajña " "	2-50
Kirtan Rasa Swarūpa	6 00
Suno Bali Maer Kotha—Sailesh Brahmachari	1 25
Mātri Lila Sankirtan	0-31
Anandamayi Ma—Ganga Samiran	2.50
Namavali— "	0.50

Gujarati

Mātri Darshan—"Bhaiji"	1-50
Ma Anandamayee Ke Sannidhyame, Part I & II—Br. Kantibhai	2-00
Amrit Vani —Br. Dattatreyanand	2-00

English

Mother As Revealed to Me—"Bhaiji"	4.00
Mātri Vāni (Sayings)	1-50, Special edition 2-50
Words of Sri Anandamayi Ma	3-00, Special edition 5-00

Photos etc.

Album of Mother's pictures	1-50
Photos—various sizes	0-40 to 15-00
Lockets	1-2[illegible]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi